مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৭

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড- ৭)

[তিন তালাক, শর্তযুক্ত তালাক, বেহুঁশ ও নেশাগ্রস্তের তালাক, জোরপূর্বক তালাক, লিখিত তালাক, তালাকের অধিকার অর্পণ, খোলা তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাফকুদ, জেহার, ইলা, ইদ্দত, খোরপোষ ও খরচাদি, সন্তান লালন-পালন, সন্তানের বৈধতা

কসম ও মান্নত অধ্যায় : শপথ, মান্নত

জিহাদ অধ্যায় :

দণ্ডবিধি অধ্যায় : ব্যভিচার ও অপবাদ, চুরি, কেসাস ও দিয়ত, নেশাদ্রব্য পান, তা'যীর]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়
হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়
ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

.... ১৯
الطلاق الثلاث ১৯
পরিচ্ছেদ : তিন তালাক ১৯
তিন তালাকের পর ঘর-সংসার করা হারাম ২০
'যা তোকে এক কথা বললাম, দুই কথা বললাম, সাফ করে দিলাম' বললে তিন তালাক হবে ২১
তিন তালাকের পর বৈধভাবে স্ত্রীকে পাওয়ার উপায় ২২
তালাক হওয়ার জন্য স্ত্রীর শোনা শর্ত নয় ২৫
তিন তালাকের পর তাওবা করলেই স্ত্রী বৈধ হয়ে যায় না ২৬
মৌখিক তিন তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায় ২৭
শর্ত সাপেক্ষে হিলা করার বিধান ২৯
'এক তালাক, দুই তালাক, তোর মাকে দিলাম বাইন তালাক' বললে কত তালাক হবে ৩০
পিতার নাম ভুল উল্লেখ করে স্ত্রীকে এক-দুই-তিন বলার হুকুম ৩১
স্বামীর নির্দেশে তালাকের নোটিশ লেখা হলেও তালাক হয়ে যাবে ৩২
তিন তালাক দিয়ে অন্য মাযহাবের আশ্রয় নেওয়া অবৈধ ৩৪
অন্য কাউকে 'তোমার মেয়েকেও তিন তালাক' বলে নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য নেওয়া ৩৫
তিন তালাকপ্রাপ্তাকে পরিবারে রেখে দেওয়ার হুকুম ৩৬
পৃথক পৃথক তিন তালাক দিলেও স্ত্রী হারাম হয়ে যায় ৩৭
তালাক চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'তোর যদি যাওয়ার শখ থাকে' বলে তালাক প্রদান করার হুকুম ৩৮
ডিভোর্স না করালেও তালাক হয়ে যায় ৪০
'তোমাকে তালাক দিলাম' কয়েকবার বললে তিন তালাক পতিত হবে ৪১
কেউ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করলে সমাজের করণীয় ৪২
স্ত্রী অন্যের সাথে ভেগে যাওয়ায় মৌখিক তিন তালাক দিলে তা কার্যকর হওয়ার সময় ৪৪
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিন তালাক স্বীকার করলে তিন তালাকই হবে ৪৫
নিরুপায় হলেও তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা যাবে না ৪৭
তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার ও সন্তানদের হুকুম ৪৮
'তোকে ছেড়ে দিলাম' কয়েকবার বললে তিন তালাক হবে ৪৮
দুই তালাক দেওয়ার কিছুক্ষণ পর 'ঘর থেকে বের হয়ে যাও' বললে কয় তালাক হবে ৫০
তিন তালাক দিয়ে স্বামী অস্বীকার করার হুকুম ৫১
জেল খাটার ভয়ে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা ও হারাম ৫২
তালাকের সংখ্যা নিয়ে স্বামী স্ত্রী এবং সাক্ষীগণের মত পার্থক্য ৫৩
তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর তালাকদাতা স্বামীর সংসারে যাওয়ার বৈধ পন্থা ৫৩

Scanned by CamScanner

১০০ তালাক দিলে তিন তালাক হবে ৫৪
'তোকে তালাক দিলাম' তুই আমার স্ত্রী না' কয়েকবার বললে তিন তালাক হবে ৫৬
তাকীদের নিয়্যাত অগ্রাহ্য হওয়ার উসুল ৫৭
'তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম' বললে তিন তালাকই হবে ৫৮
প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত ৫৯
তিন তালাকের পর আলহামদু কবুল বললেই স্ত্রী বৈধ হয়ে যায় না ৬০
'পাঁচ বছর আগে এক তালাক, আজ এক তালাক, তোর থেকে আমি খালাস হলাম' তিন তালাক হবে ৬২
এক তালাক, দুই তালাক বললে কত তালাক পতিত হবে ৬৩
ভুল ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা হারাম ৬৩
মাসিক চলাকালীন তিন তালাক প্রদান ৬৫
'তোকে এক, দুই, তিন তালাক' তিন তালাক হবে ৬৬
স্ত্রী সহবাসকে মায়ের সাথে যিনার তুল্য করায় তিন তালাক প্রদান ৬৭
অপবাদ সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান ৬৭
তালাকের সংখ্যায় স্বামী ও সাক্ষীগণের মতভেদ ৬৮
স্ত্রীর নাম উল্লেখ না করলেও তালাক হয়ে যায় ৭০
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিন তালাক দেওয়া ৭১
জিনের মাধ্যমে হিলা করা অগ্রহণযোগ্য ৭২
'ছালাছা এক তালাক' বললে কয় তালাক হয় ৭৩
অক্ষম স্ত্রীকে তিন তালাক ও পাওনা-দাওনা প্রসঙ্গ ৭৪
স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করে আর সাক্ষীগণ তিন তালাকের কথা বলে ৭৫
স্বামীর অজান্তে তালাক, হিলা অতঃপর তার সাথে বিবাহ নবায়ন ৭৭
কোনো নিয়ত ছাড়া তালাক, তালাক, তালাক বলার হুকুম ৭৭
'এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক' বললে কত তালাক হবে ৭৮
মাসিক হয় না এমন মহিলার ইদ্দতের মধ্যে হিলা ও পুনরায় স্বামীর সঙ্গে বিয়ের হুকুম ৭৯
অসংখ্যবার 'তোকে তালাক' উচ্চারণ করা ও এ ধরনের ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গ ৮১
তিন তালাকের পরে সংসার করা অবৈধ ৮২
তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে অবৈধভাবে ঘর-সংসারকারীর সাথে সামাজিকতা বজায় রাখার হুকুম ৮২
লিখিত তিন তালাক দিলেও তা কার্যকর হয় ৮৩
এক তালাক দেওয়ার পর পুনরায় দুই তালাক প্রদান ৮৪
باب تعليق الطلاق ৮৬
পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত তালাক ৮৬
শর্তযুক্ত তালাক শর্ত পাওয়া গেলে পতিত হবে ৮৬

Scanned by CamScanner

শর্তযুক্ত তালাকে তালাকের নিয়্যাত ছিল না বলা অগ্রাহ্য ৮৬
শর্তের সাথে সংযুক্ত করে একসাথে তিন তালাক প্রদান ৮৭
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শর্ত লঙ্ঘন করার শর্তে দুই তালাক ৮৯
'এখন'-এর সাথে তালাক শর্তযুক্ত হলে কতক্ষণ সময় উদ্দেশ্য হবে........................ ৯০
'অমুকের ঘরে গেলে তালাকের বাইরে যাবে' বললে কত তালাক হবে ৯১
পিত্রালয়ে যাওয়ার শর্তে তালাক দিলে সেখানে যাওয়ার উপায় ৯২
শর্ত লঙ্ঘন করে ভগ্নিপতির বাসায় গেলে তালাক পতিত হবে ৯৩
শর্তযুক্ত তালাকে তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য নেওয়ার হুকুম ৯৪
বাবার মৃত্যুর পর বাবার বাড়ি গেলে তালাক হবে কি না ৯৫
শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম ৯৬
'তোমার বাবার সাথে সম্পর্ক রাখলে আমার বিবাহে থাকবে না' বলে পরবর্তীতে সম্পর্ক রাখার অনুমতি প্রদান ৯৭
'ছেলের বাসায় গেলে তালাক হয়ে যাবে' বলার পর ছেলের ভাড়া বাসায় যাওয়ার হুকুম ৯৮
অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে তালাক ছাড়া তালাক বলার হুকুম........................ ৯৯
শ্বশুর-শাশুড়ির গীবত করলে তিনটি পড়বে ১০০
'তোমার দুলাভাইয়ের সাথে কথা বললে সাফ সাফ বিদায়' ১০১
শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিয়ে শর্ত প্রত্যাহার করা........................ ১০৩
শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত উঠিয়ে নিয়ে অনুমতি দেওয়া........................ ১০৩
কারো সাথে কথা বলার শর্তে তালাক দিলে কথা বললে তালাক হয়ে যাবে....... ১০৪
জোরপূবর্ক শর্ত লঙ্ঘন করালে তালাক হবে না ১০৬
জোরপূর্বক শর্ত লঙ্ঘন করালে তালাক হবে কি না ১০৭
তিনবার শর্ত লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হবে ১০৮
অনুমতি ছাড়া পৃথক পৃথক তিনটি শর্ত লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হবে ১০৯
'অমুকের ঘরে গেলে বিনা তালাকে তালাক' লঙ্ঘন করলে এক তালাক হবে ১১০
'অমুক মেয়েকে যতবার বিয়ে করি ততবার তিন তালাক' ওই মেয়ের সাথে বিয়ের পদ্ধতি........................১১০
'তোমাকে বিয়ে করলে তালাক' বলে তাকে বিয়ে করার হুকুম ও পদ্ধতি...........১১১
'অমুক কাজ করলে স্ত্রী তালাক' বলে কাজটি করলে অবিবাহিতের ক্ষতি হবে না.......১১৩
তালাকের নকলের সময় 'ইনশাআল্লাহ' অনুচ্চ আওয়াজে বলা ১১৩
ইনশাআল্লাহ বলে তালাক দেওয়া ১১৪
এক তালাকের নিয়্যাতে ইনশাআল্লাহ বলে তিন তালাক দেওয়া........................১১৬
শর্তযুক্ত তালাকে ইনশাআল্লাহ বলেছে কি না সন্দেহ........................১১৬
'এই মেয়ের সাথে কথা বললে বিয়ের পর আমার স্ত্রী তালাক সে যেই হোক' ১১৭
'যদি হস্তমৈথুন করি তবে যাকে বিয়ে করব, সেই তালাক' বলে লঙ্ঘন করলে করণীয় ১১৮

Scanned by CamScanner

'মাদ্রাসায় পড়ুয়া মেয়ে বা যার বংশে এ রকম মেয়ে আছে, তাকে বিয়ে করলে তালাক' ১২০
'বিবাহ করলেই তালাক' যখনই বিবাহ করি তখনই তালাক বলার হুকুম........ ১২২
'তোমাকে ছাড়া যাকেই যতবার কবুল করব, ততবার তালাক' লিখে দিলে করণীয় ১২২
'অমুক কাজটি করলে যে কয়টি বিয়ে করব, সব স্ত্রী তালাক' এখন করণীয় ১২৩
'যাকে বিয়ে করব তালাক' অন্য কেউ করিয়ে দিলেও তালাক' শরয়ী হুকুম........ ১২৪
'অমুক প্রতিষ্ঠানে পড়লে যত বিয়ে করব, স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে' পরিত্রাণের উপায় ১২৫
নিকাহে ফুজুলীর অশুদ্ধ একটি পদ্ধতি........ ১২৬
'তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে তিন তালাক' করণীয়........ ১২৭
শর্তযুক্ত তালাকের উচ্চারণ মুখে মুখে বা মনে মনে করার হুকুম ১২৮
নাবালেগের শর্তযুক্ত তালাক প্রদানের হুকুম ১২৯
চোর ধরতে কুল্লামা তালাকের প্রয়োগ........ ১৩০
যখন যেই মেয়েকে বিবাহ করি, সে তালাক বললে তার বিয়ের পদ্ধতি........ ১৩২
'সর্বপ্রথম যাকেই বিবাহ করি সে তালাক' বাক্যটি কুল্লামা তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয় ১৩২
'যদি পাঁচ বছরের মধ্যে বিয়ে করি তবে তালাক' পরিত্রাণের উপায় ১৩৩
কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'আমার ওপর কুল্লামা তালাক বর্তিয়ে নিয়েছি' বলার হুকুম ১৩৪
তালাকের কসম করে পরে তা অস্বীকার করা ১৩৫
'এ সময়ের মধ্যে যদি কোনো পুরুষের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ে থাকো তবে তালাক' বললে স্বামী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না........ ১৩৬
পৃথক পৃথক দেওয়া শর্ত ভিন্ন ভিন্ন সময় লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হয়ে যাবে... ১৩৭
শর্ত সাপেক্ষ তালাকে মনে মনে অনুমতির নিয়্যাত অগ্রাহ্য........ ১৩৯
শর্তের কারণে নববধূর ওপর তালাক হলে ইদ্দতের মধ্যেই তাকে পুনরায় বিয়ে করা বৈধ ১৪০
'আবার কন্যাসন্তান হলে তোমাকে তালাক' কয়েকবার বলার হুকুম........ ১৪১
শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত না মেনে স্বামীর বাড়িতে আসলে তালাক হয়ে যাবে........ ১৪৩
'যদি হাত না ভাঙ্গো তবে তালাক' বললে করণীয় কী........ ১৪৪
'তোর ছেলেকে খাবার দিলে তুই তালাক ছাড়াই তালাক' বলার পর বাঁচার উপায় ১৪৫
'তোমার বাপের বাড়ি গেলে তুমি তিন তালাক' বলার পর তালাক ছাড়া যাওয়ার পথ ১৪৬
'তোমার বোনের বাড়িতে গেলে সাফ তালাক' বলার পর গেলে এক তালাক হবে ১৪৭
পিত্রালয়ে কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখলে বিনা তালাকে তালাক ১৪৮

Scanned by CamScanner

'তুমি অন্য কাউকে নিয়ে ভাবলে/কল্পনা করলে বিনা তালাকে তালাক' বলার পর বাস্তবে এমনটি ঘটেছে ১৪৯
'তোমার সাথে পরপুরুষ ব্যভিচার করলে তুমি তালাক' বলার পর কেউ তার স্তনে হাত দিলে বা চুমু দিলে কী হবে ১৫০
'তোমার আম্মা আমাদের বাড়িতে এলে তুমি তিন তালাক' বলার পর তাকে আনার সহীহ পদ্ধতি ১৫১
তালাক দেওয়ার পর শর্ত পূর্ণ করলেই তালাক প্রত্যাহার হয় না ১৫২
অবিবাহিতের উক্তি 'আমার বউ যদি মায়ের সাথে ঝগড়া করে তাহলে পরদিন সে তিন তালাক'-এর হুকুম ১৫৩
'দাওয়াত ছাড়া শ্বশুরবাড়ি গেলে তুমি তালাক' বলার পর সারা জীবনের জন্য দাওয়াত দিয়ে দিল ১৫৪
শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত পাওয়া না গেলে তালাক হয় না ১৫৫
'স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত যাকে বিবাহ করি সে পূর্ণ ছাড়া' বলার পর অনুমতি ছাড়া কাউকে বিয়ে করার হুকুম ১৫৫
'তোমার হারটি কাউকে ধার দিলে তালাক' পরে পরিবর্তন করে ধার দেওয়ার হুকুম ১৫৭
'কালো বউ তালাক' বা 'কালো বউ বিয়ে করলে তালাক' অবিবাহিতের এ ধরনের উক্তির হুকুম ১৫৮
'এ কাজটি করলে বিয়ের পর আমার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ' ১৫৯
'তুমি যদি বিচার চাও তাহলে তিন তালাক' পরবর্তীতে তার বাবা বিচার চাইলে তালাক হবে না ১৬০
হিলা বিয়েতে বলা 'প্রথম সহবাসের সাথে সাথে তালাক' ১৬০
'তুই আগুন দিয়ে থাকলে তালাক, ১, ২, ৩ তালাক' বলার হুকুম ১৬১
'আপনার বোনকে আপনার মাধ্যমে অমুক সময়ের মধ্যে সোপর্দ না করলে তিন তালাক' বলে নির্ধারিত সময়ের আগে নিজেই নিয়ে আসা ১৬২
'আমি অমুকের বাবা নই বললে তুমি তিন তালাক' ১৬৩
শর্তযুক্ত তালাক স্ত্রী না শুনে লঙ্ঘন করার হুকুম ১৬৩
তিন তালাক দিয়ে 'তোমাকে যতবার বিয়ে করব, ততবার তিন তালাক' বলার হুকুম ১৬৪

باب طلاق المعتوه والسكران ১৬৬
পরিচ্ছেদ : বেহুঁশ ও নেশাগ্রস্তের তালাক ১৬৬
'মাদহুশ'-এর ব্যাখ্যা ও তালাকের হুকুম ১৬৬
বেহুঁশ অবস্থায় তালাক প্রদান ১৬৭
রাগে পাগলপ্রায় অবস্থায় তালাক প্রদান ১৬৭
চরম রাগে আত্মহত্যা করার মতো অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুম ১৬৯
অজান্তে নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা হয় না ১৭০
ওষুধ হিসেবে আফিম খেয়ে মাতাল অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুম ১৭১

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ১৭২
নেশাগ্রস্তের তালাক পতিত হয়ে যায় ১৭৩
নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হয় ১৭৪
নেশাখোরের তালাক পতিত হয়ে যায় ১৭৬
নেশাগ্রস্তের তালাকে কেনায়া ১৭৭
নেশা অবস্থায় তিন তালাক দিলেও রুজু করা যায় না ১৮০
باب طلاق المكره ১৮০
পরিচ্ছেদ : জোরপূর্বক তালাক ১৮০
প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করলে বাঁচার উপায় ১৮০
জোরপূর্বক তালাকের ব্যাপারে হানাফী ইমামদের মত ১৮১
জোরপূর্বক তালাকের প্রকার ১৮২
জোরপূর্বক তালাকের স্ট্যাম্পে দস্তখত নিলে তালাক হয় না ১৮২
চাপের মুখে তালাক দিলে তালাক হয়ে যায় ১৮৪
জোর-জবরদস্তির মুখে সাদা কাগজে দস্তখত করলে তালাক হয় না ১৮৪
বাধ্য হয়ে খোলানামায় স্বাক্ষর করলেই তালাক হয় না ১৮৫
নির্যাতনের মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যায় ১৮৬
কনের বাবা কনেকে তালাকনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করার হুকুম ১৮৭
স্বামী থেকে জোরপূর্বক তালাক নিয়ে সাথে সাথে মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া অবৈধ ১৮৮
চাপের মুখে পড়ে অন্যের সাথে মুখ মিলিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ১৮৯
জানের ভয়ে তালাকনামা লিখে দিয়ে তা পড়ে শোনানোর হুকুম ১৯০
মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রীর থেকে তালাকনামায় দস্তখত নেওয়ার হুকুম ১৯১
সাদা কাগজ বা তালাক লেখা কাগজের ওপর জোরপূর্বক স্বাক্ষর নিলেই তালাক হয় না ১৯২
এক স্ত্রীর চাপে পড়ে অন্য স্ত্রীকে লিখিত তালাক প্রদান করা ১৯৩
স্বামীর অজান্তে জোরপূর্বক খোলানামায় স্বাক্ষর ১৯৪
প্রাণনাশের হুমকির মুখে স্ট্যাম্পে তালাক লিখে স্বাক্ষর করা ১৯৫
জোর প্রয়োগ করে তালাক নেওয়া ও জোর প্রয়োগকারীর হুকুম ১৯৬
গলায় ছুরি ধরে তালাক উচ্চারণ করানো ১৯৬
আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে স্বামীর মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যায় ১৯৭
নেশাগ্রস্ত থেকে জোরপূর্বক তালাক লিখে নেওয়ার হুকুম ১৯৮
চাপের মুখে তালাকে রজঈকে বায়েনে রূপান্তর করা ও ইনশাআল্লাহ তিন তালাক বলার হুকুম ১৯৯
ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক সাদা কাগজ ও খোলানামার ভলিয়মে স্বামী-স্ত্রীর স্বাক্ষর নিলে তালাক হয় না ২০১
স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক ডিভোর্সনামায় স্বাক্ষর নিলে তালাক হয় না ২০২
প্রাণের ভয়ে তালাকনামায় স্বাক্ষর করলে তালাক হয় না ২০২
বলপ্রয়োগ করে স্বামীর মুখে তালাকের উচ্চারণ করানো ২০৩

Scanned by CamScanner

باب الطلاق بالكتابة ২০৫
পরিচ্ছেদ : লিখিত তালাক ২০৫
তালাকনামা পুড়িয়ে ফেললেও তালাক হয়ে যায়........ ২০৫
তালাকনামা স্ত্রীর হাতে না পৌঁছলেও তালাক হয়ে যায়........ ২০৬
তালাকনামা লেখার সাথে তালাক হয়ে যায় ২০৭
সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে তালাক লিখে দেওয়া ও জাল উকিল নোটিশ ২০৮
কোর্টে গিয়ে তিন তালাকের কাগজে দস্তখত করলে তালাক হয়ে যায় ২০৯
মৌখিক তালাকের পর লিখিত তালাক দিলেও তা কার্যকর হয় ২১০
তালাকনামায় স্বাক্ষর করলে তালাক হয়ে যায় ২১২
তালাকের ফরমে দস্তখত করলে তালাক হয়ে যাবে ২১৩
লিখিত তালাক পতিত হয়ে যায় ২১৪
লেখককে তালাক লিখতে বলার সাথে সাথে তালাক হয়ে যায় ২১৪
স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে লিখিত তালাক প্রদান করা........ ২১৫
মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তালাকনামা লিখলেও তালাক হয়ে যায় ২১৬
স্বামীর মৃত্যুর পর ৪৮ বছর আগেকার ভুয়া তালাকনামা প্রদর্শনে তালাক হয় না ২১৭
'তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম' লিখলে এক তালাকে বায়েন হবে ২১৯
বোবা ব্যক্তির লিখিত ও ইশারায় তালাক প্রদান ২১৯
মোবাইল মেসেজে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার হুকুম........ ২২০
স্বামী কর্তৃক তালাকনামা তৈরি করলেই তালাক হয়ে যায় ২২১
স্ত্রীর অজান্তে লিখিত তালাক ২২২
তালাকের বিবরণ নেই, এমন কাগজে সই করলে তালাক হয় না ২২২

باب تفويض الطلاق ২২৪
পরিচ্ছেদ : তালাকের অধিকার অর্পণ ২২৪
তাফবীজ দ্বারা স্ত্রী কত তালাকের অধিকারী হয়........ ২২৪
গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ ২২৫
স্বামীর অজান্তে কাজি কর্তৃক তাফবীজের ক্ষমতা অর্পণ ও তার প্রয়োগ........ ২২৫
তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর সংসার করতে চাওয়ার হুকুম ২২৬
তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোন ধরনের তালাক পড়বে........ ২২৭
নির্যাতিতা হয়ে তাফবীজের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করা........ ২২৮
জোরপূর্বক তাফবীজের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করানো........ ২২৯
কাবিনের ১৮ নং টীকার ক্ষমতাবলে তালাক গ্রহণ........ ২৩০
কাবিননামার ১৮ নং-এ শর্তযুক্ত ও শর্তহীন তাফবীজের হুকুম........ ২৩১
স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার হুকুম ২৩১
স্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভোর্স নোটিশ ২৩২
তাফবীজের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে পরে তিন তালাক গ্রহণ করা ২৩৩
প্রচলিত আইনে তাফবীজের ক্ষমতা কতক্ষণ বলবৎ থাকবে........ ২৩৪

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে
ডিভোর্স দিয়ে স্বামীর সাথে সংসার করার হুকুম ২৩৫
তালাকে তাফবীজ গ্রহণ করলে দেনমহর পাবে কি না? ২৩৬
স্ত্রীর ডিভোর্সনামা স্বামী মানতে বাধ্য কখন ২৩৮
'থাকব না, চলে যাব' বললেই তাফবীজের ক্ষমতার প্রয়োগ হয় না ২৪০
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পাল্টাপাল্টি তালাক প্রদান করা ২৪০
তাফবীজের ক্ষমতাবলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের শরয়ী পদ্ধতি ২৪১
স্বামী জেনে বা না জেনে কাবিননামায় সই করলে স্ত্রী কখন ১৮ নং-এর ক্ষমতা লাভ ২৪৩
করবে ২৪৩
বিনা কারণে ১৮ নং-এর অপপ্রয়োগ ২৪৩
আক্বদের আগেই কাবিননামায় দস্তখত এবং তাফবীজের হুকুম ২৪৪
আক্বদের পূর্বেই কাবিননামায় স্বাক্ষরমূলে তাফবীজ গ্রহণযোগ্য কি না ২৪৫
স্ত্রীর ডিভোর্স স্বামী মেনে না নিলেও তালাক হয়ে যাবে ২৪৬
তাফবীজের ক্ষমতা স্বামী ফিরিয়ে নিতে পারে না ২৪৬
১৮ নং ধারায় আইনজীবীগণ নারীর পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুকুম ২৪৭
তালাকের ক্ষমতা অর্পণ ও তার বিধান ২৪৮
স্বামী মানসিক রোগী তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে কি না ২৪৯
তাফবীজের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে স্বামীকে তালাক প্রদান করা ২৪৯
বিবাহের সময় মৌখিক তাফবীজ ২৫০
১৮ নং-এর ক্ষমতায় তালাক গ্রহণ করা ২৫১
ডিভোর্স শরীয়তসম্মত হলে অন্যত্র বিবাহ করতে কোনো বাধা নেই ২৫২
তাফবীজের শর্ত ও স্থায়িত্ব ২৫৩
লিখিত তালাকনামায় স্বামী স্বাক্ষর করলে তালাকের হুকুম ২৫৪
স্বামীকে ডিভোর্স দিলাম বললে তালাক হয় না ২৫৫
কাবিননামার পদ্ধতিতে তাফবীজে তালাক হবে কি না ২৫৬
'এবং' ও 'বা' যুক্ত শর্ত অথবা কোনোটি ছাড়া শর্তে তাফবীজের হুকুম ২৫৬
শর্তসাপেক্ষ তাফবীজে শর্ত পাওয়া গেলেই ডিভোর্স সহীহ হবে ২৫৮
যৌক্তিক কারণে ডিভোর্স দেওয়া বৈধ ও সহীহ ২৫৯
তাফবীজের ব্যাপারে স্বামী ও কাজির মতানৈক্য ২৬০
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বামীকে ডিভোর্স দিলে শরীয়তে তা অকার্যকর ২৬১
তাফবীজের ক্ষমতা পেলেই স্বামীকে তালাক দেওয়া যায় না ২৬১
নিখোঁজ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করা ২৬২
স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে তালাক হয় না ২৬৩
তাফবীজ না করা সত্ত্বেও স্ত্রীর লিখিত তালাক ২৬৪
باب الخلع ২৬৬
পরিচ্ছেদ : খোলা তালাক ২৬৬
খোলা ও তালাক একসঙ্গে ২৬৬
ভেগে যাওয়া স্ত্রীর পরিবার থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়া ২৬৭

Scanned by CamScanner

বিনা দোষে স্ত্রী থাকতে না চাইলে স্বামী ক্ষতিপূরণ দাবি করা ২৬৮
বনিবনা না হলে সম্পদের বিনিময়ে খোলা করা ২৬৯
মহর থেকে অব্যাহতির শর্তে তালাক প্রদান বৈধ ২৭০
খোলার পর বিবাহ নবায়ন করে সংসার করা বৈধ ২৭১
খোলানামায় দস্তখত করার পর পুনরায় ঘর-সংসার করতে করণীয় ২৭১
খোলা করলে কয় তালাক হয় ২৭২
'আমি খোলা তালাক, বায়েন তালাক করলাম' বললে কত তালাক হবে ২৭৩
মহর ছাড়া অন্য জিনিসের বিনিময়ে খোলা হলে স্ত্রী মহর পাবে না ২৭৪
যে খোলার পর সংসার করার সুযোগ থাকে ২৭৫
খোলা করলে তালাক হয় ও বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি ২৭৫
এক তালাক দিয়ে খোলানামায় স্বাক্ষর করা ২৭৬
খোলার মধ্যে তিন তালাকের নিয়্যাত ২৭৭
সংখ্যা উল্লেখ না করে খোলা তালাক ২৭৭
তিন মাস ১০ দিনের খোরাকের শর্তে তালাক প্রদান ২৭৮

تفسيخ النكاح وتفريق الزوجين ২৮০

পরিচ্ছেদ : বিবাহ বিচ্ছেদ ২৮০
স্বামী পুরুষত্বহীন হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ ও স্ত্রীর প্রাপ্য ২৮০
বিকারগ্রস্ত স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি ২৮১
স্বামী পাগল হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি ২৮৩
স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দেওয়া না হলে বিচ্ছেদের পন্থা ২৮৪
স্ত্রীর খোঁজখবর না নিলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে করণীয় ২৮৫
স্ত্রীর অধিকার না দিলে বিবাহ বিচ্ছেদ করা ২৮৬
লাপাত্তা স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম ও পদ্ধতি ২৮৭

باب المفقود ২৯০

পরিচ্ছেদ : মাফকুদ ২৯০
নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর করণীয় ২৯০
স্বামী উধাও হয়ে গেলে স্ত্রীর করণীয় ২৯১
স্বামী পাঁচ বছর নিখোঁজ থাকলে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহে করণীয় কী ২৯২
স্বামী নিখোঁজ, কাবিননামাও নেই, স্ত্রী কী করবে ২৯৫
পাঁচ বছর যাবৎ নিখোঁজ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ের হুকুম ২৯৬

باب الظهار ২৯৭

পরিচ্ছেদ : জেহার ২৯৭
অভিনয় করে স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করা ২৯৭
'ঘরে ঢুকলে আমি তোর বাপ হই' বললে জেহার হয় না ২৯৭
স্ত্রীকে ধর্মের মা বললে তালাক হয় না ২৯৮
স্ত্রীকে মা বললে মিসকীনকে খানা দিতে হয় না ২৯৯

Scanned by CamScanner

'আমার শরীর স্পর্শ করলে তুমি আমার আব্বা লাগো' বলা গোনাহ............৩০০
স্বামীকে আব্বু আব্বু বলে সম্বোধন করা............৩০১
তোরা আমার মা বলে স্ত্রীদের সম্বোধন করা............৩০১
স্ত্রীকে মেয়ে আর স্বামীকে আব্বা বলে সম্বোধন করা............৩০২
স্বামীকে শ্বশুর আর শ্বশুরকে স্বামী বলে আখ্যায়িত করা............৩০২
ইলা ও জেহারের কাফ্‌ফারা ও আদায়ের পদ্ধতি............৩০৩
باب الإيلاء............৩০৫
পরিচ্ছেদ : ইলা............৩০৫
চার মাস সহবাস না করার কসম করলে ইলা হয়ে যাবে............৩০৫
মনোমালিন্যের কারণে কত দিন স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা যায়............৩০৬
باب العدة............৩০৭
পরিচ্ছেদ : ইদ্দত............৩০৭
দুই মাসের গর্ভ নষ্ট করলে ইদ্দত শেষ হবে না............৩০৭
গর্ভপাত ঘটালে ইদ্দত শেষ হবে কি না............৩০৭
হিলা বিয়ের পর ইদ্দত পালন করতে হবে............৩০৮
ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মারা গেলে তালাকপ্রাপ্তা কী করবে............৩০৯
মৃত্যুর ইদ্দত স্বামীর দুই বাড়িতে পালন করা............৩১০
ইদ্দত চলাকালীন স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া............৩১১
ইদ্দত চলাকালীন খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই............৩১২
স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর খবর পেলে আর ইদ্দত পালন করতে হবে না............৩১৩
তালাকের ইদ্দত কত দিন............৩১৩
ইদ্দত চলাকালীন বিবাহ সহীহ নয়............৩১৪
তালাকের ১ মাস ২১ দিন পর বিয়ে............৩১৫
অবাধ্য স্ত্রী ইদ্দতকালীন খোরপোষের হকদার নয়............৩১৫
ইদ্দতকালীন গর্ভবতীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে............৩১৭
ভুলবশত সহবাস বা নেকাহে ফাসেদের ইদ্দত কখন থেকে শুরু হয়............৩১৮
ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মহিলাকে একই ফ্ল্যাটে রেখে দেওয়ার হুকুম............৩১৮
باب النفقة............৩২০
পরিচ্ছেদ : খোরপোষ ও খরচাদি............৩২০
ভরণ-পোষণ কত দিন কী হিসেবে দিতে হবে............৩২০
স্ত্রীকে বছরে কতখানা কাপড় দিতে হবে............৩২১
বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী কোথায় থাকবে............৩২১
প্রয়োজনীয় জিনিস স্বামীর মাল দিয়ে অনুমতি ছাড়া তার ক্রয় করা............৩২৩
স্বামীর অজান্তে তার পকেট থেকে কী পরিমাণ টাকা নেওয়া যাবে............৩২৩
নাবালেগ সন্তানদের জন্য রক্ষিত সম্পদ থেকে কারো জন্য ব্যয় করা............৩২৫
স্ত্রী ইদ্দতকালীন খোরপোষের দাবি করতে পারবে............৩২৫

Scanned by CamScanner

তালাকপ্রাপ্তা স্বামী থেকে কোনো সম্পদের দাবি করতে পারবে না ৩২৬
পিতার অজান্তে তার সম্পদ থেকে কিছু নেওয়া........ ৩২৭
সন্তানের অজান্তে তাদের সম্পদ থেকে পিতা-মাতার কিছু নেওয়া........ ৩২৮
পড়ুয়া সন্তানের খরচ বহন কে করবে ৩২৯
অবিবাহিতের বিয়ের খরচ ভাইয়ের ঘাড়ে চাপানো যাবে না........ ৩৩০
.... ৩৩১
باب الحضانة........ ৩৩১
পরিচ্ছেদ : সন্তান লালন-পালন........ ৩৩১
সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব বাবার........ ৩৩১
মেয়েসন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব মায়ের কাঁধে কত দিন ৩৩২
স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান কার কাছে থাকবে........ ৩৩৩
তালাকের পর সন্তানের দাবিদার কে হবে ৩৩৪
এতিমের লালন-পালনের হকদার কে ৩৩৫
তালাকের পরে মা তার সন্তানকে কত দিন নিজ হেফাজতে রাখতে পারবে........ ৩৩৬
সন্তানের লালন-পালন দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার........ ৩৩৭
সন্তানের কৃতকর্মের জন্য পিতা-মাতা কখন দায়ী হবে না ৩৩৮
باب ثبوت النسب........ ৩৩৮
পরিচ্ছেদ : সন্তানের বৈধতা........ ৩৩৮
চাঁদের হিসেবে ছয় মাসের আগে বাচ্চা হলে পিতৃপরিচয় পাবে না........ ৩৩৮
বিয়ের ছয় মাস পর ভূমিষ্ঠ বাচ্চা স্বামীর বলেই গণ্য হবে ৩৩৯
স্বামী বিদেশ গমনের ১৮ মাস পর সন্তান প্রসব করলেও সন্দেহের কিছু নেই ৩৩৯
বিবাহ বহাল থাকাবস্থায় যত সন্তান হবে স্বামীর বলেই গণ্য হবে ৩৪০
স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ছেলের সাথে ব্যভিচার ও সন্তান প্রসব ৩৪১
নিকাহে ফাসেদে সন্তান স্বামীর বলেই গণ্য হবে........ ৩৪৩
তালাক দেওয়ার দুই বছরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ বাচ্চা স্বামীর বলেই গণ্য হবে........ ৩৪৩
ব্যভিচারীর সাথে বিয়ে এবং পেটের বাচ্চার হুকুম........ ৩৪৬
সাত মাসের শুরুতে জন্ম নেওয়া সন্তান বৈধ........ ৩৪৭
তালাক ছাড়াই অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ ও ভূমিষ্ঠ সন্তানের হুকুম........ ৩৪৯
অবৈধ ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ে ও সন্তানের হুকুম ৩৫০
বিয়ের চার মাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তান স্বামীর ঔরসের নয় বলে গণ্য হবে........ ৩৫১
প্রসবের পর ব্যভিচারীর সাথে বিয়ে হলেও সন্তান তার বলে গণ্য হবে না........ ৩৫২
ভাড়া করা জরায়ুর বাচ্চার হুকুম........ ৩৫২
টেস্টটিউব বেবির শরয়ী হুকুম ৩৫৩
كتاب الأيمان والنذور........ ৩৫৬
অধ্যায় : কসম ও মান্নত........ ৩৫৬
باب اليمين ৩৫৬

Scanned by CamScanner

....৩৫৬
পরিচ্ছেদ : শপথ ৩৫৬
মিথ্যা কসমের দাবি ৩৫৬
মায়ের নামে কসম করলে কসম হয় না...........................৩৫৭
কাফ্ফারার টাকায় রাস্তা-মসজিদ নির্মাণ অবৈধ.....................৩৫৮
অমুক বাড়িতে গেলে আপনার বেহেশত হারাম–বলা কসম নয় ৩৫৮
'আমার জন্য এটা হারাম' বললে কসম হয় ৩৫৯
গোনাহবিষয়ক কাজের কসম খেলে তা ভঙ্গ করা জরুরি ৩৬১
ছেলেমেয়ের নামে কসম দিলে কসম হয় না ৩৬১
কসমের কাফ্ফারার রোযা লাগাতার রাখতে হবে ৩৬২
কাফ্ফারা হিসেবে কিতাব ক্রয় করে দেওয়া ৩৬৩
কসম বিবাদী করবে বাদী নয়..৩৬৪
কোরআন ছুঁয়ে স্বামীর সাথে সংসার না করার শপথ ৩৬৫
অমুক কাজ না করলে মুসলমান থাকব না–বললে কসম হবে.....................৩৬৬
তুমি ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করা হারাম বলা কসমের অন্তর্ভুক্ত ৩৬৬
সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার নিপাতের জন্য কসম করা বৈধ.........................৩৬৭
অমুক কাজ করতে না পারলে বেহেশত হারাম বলা কসমের শামিল...............৩৬৭
স্বামীর ভাত না খাওয়ার কসম ভেঙে কাফ্ফারা দিতে হবে ৩৬৮
শর্ত সাপেক্ষে 'তুমি আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম.............................৩৬৯
স্ত্রীকে না রাখার কসমের পর রাখলে কাফ্ফারা দিতে হবে..........................৩৭০

باب النذور...৩৭২
পরিচ্ছেদ : মান্নত..৩৭২
যেসব শব্দের ব্যবহারে মান্নত সংঘটিত হয় ৩৭২
পীর, মাজার এবং মসজিদ-মাদরাসার নামে মান্নত ও মান্নতকৃত বস্তুর হুকুম ৩৭২
মসজিদে আগরবাতি দেওয়ার মান্নত করা.......................................৩৭৪
মসজিদে কোনো কিছু দেওয়ার মান্নত ও তার খাত ৩৭৪
মুসল্লিদের খাওয়ানোর মান্নত করার বিধান..৩৭৬
মসজিদে গরু দেওয়ার মান্নত ও তার খাত..৩৭৭
সুস্থতার শর্তে মসজিদে ছাগল দেওয়ার নিয়্যাত করা ৩৭৭
মসজিদ ও মাখলুকের নামে মান্নতের পার্থক্য ৩৭৮
রোগ ভালো হওয়ার শর্তে মুসল্লিদের খানা খাওয়ানোর মান্নত ৩৭৯
নির্ধারিত মসজিদে মান্নতের টাকা না দিয়ে অন্য মসজিদ বা মাদরাসায় দেওয়া........৩৮০
মোমবাতি দেওয়ার মান্নত করে বিদ্যুত বিল বা অন্য খাতে দেওয়া ৩৮১
উদ্দেশ্য পুরা না হলে মান্নত আদায় করতে হয় না ৩৮২
মোরগ খাওয়ানোর মান্নত করলে ভাতও খাওয়াতে হবে কি না.......................৩৮২
বকরি জবাই করে মুসল্লিদের বিরিয়ানি খাওয়ানোর মান্নত ৩৮৩
মসজিদের নামে মান্নতকৃত বস্তু মসজিদে ব্যয় করতে হবে...........................৩৮৪
উদ্দেশ্য পূরণ হলে মসজিদে কোনো কিছু দেওয়ার মান্নত..........................৩৮৫

Scanned by CamScanner

মুসল্লিদের খাওয়ানোর মান্নত করলে কখন ধনী-গরিব সবাই খেতে পারবে ৩৮৬
মসজিদে আসা মান্নতের হকদার কে এবং মসজিদে ব্যয় হলে করণীয় ৩৮৭
দানবাক্স ও মান্নতের টাকায় ইমামের বেতন প্রদান.................................. ৩৮৭
মাজারের টাকা, গরু, ছাগল ও তবারুক ইত্যাদির হুকুম ৩৮৮
মাজারের নামে মান্নত অবৈধ.. ৩৯০
দরগাহ ও পীরের নামে মান্নত করা ও তা খাওয়া অবৈধ ৩৯১
নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মান্নতের রোযা রাখা বৈধ.................................. ৩৯২
মান্নতের রোযার সাথে নফলের নিয়্যাত ৩৯২
মেয়েরা মান্নতের নামায মসজিদে না গিয়ে ঘরেই আদায় করবে ৩৯৩
মান্নত পূরণার্থে মহিলা ও অমুসলিমের মসজিদে গমন............................ ৩৯৩
গায়েবী মসজিদে (!) নামাযের মান্নত.. ৩৯৪
পীর, মাজার ও দেবতার নামে উৎসর্গকৃত বস্তুর হুকুম ৩৯৫
মাদরাসায় জন্তু দেওয়ার মান্নত করে টাকা দেওয়ার হুকুম........................ ৩৯৭
গরু-ছাগল দেওয়ার মান্নত করলে কোন ধরনের দিতে হবে ৩৯৭
মান্নতের জন্তুতে কুরবানীর প্রাণীর শর্ত কখন প্রযোজ্য হবে ৩৯৮
মান্নতের ছাগলের বয়স ৩৯৮
মান্নতের জন্তুর গুণ-মান অনির্দিষ্ট থাকলে করণীয় ৩৯৯
'সন্তান সুস্থ হলে গরু কেটে খাওয়াব' বললে মান্নত হবে........................... ৩৯৯
সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত ৪০০
'ওর জান ভিক্ষা দাও, বদলায় একটি জান কুরবানী করব' বললে মান্নত হবে ৪০১
মৃতের পক্ষ থেকে জীবিতের মান্নত পূরণ করা....................................... ৪০২
আল্লাহর ওয়াস্তে গরু ছেড়ে দেওয়া ও তার বিধান ৪০৩
গরু-বাছুর ছেড়ে দেওয়ার প্রথা অবৈধ.. ৪০৪
'গরুটি সুস্থ হলে কুরবানী করব' বলার হুকুম ৪০৫
সুস্থ হলে তাবলীগে যাওয়ার মান্নত করা... ৪০৬
মান্নতের বস্তু যেকোনো মিসকীনকে দেওয়া যায় এবং নামায যেকোনো মসজিদে পড়া যায়.. ৪০৬
মান্নতের টাকা নির্দিষ্ট মাদরাসায় না দিয়ে অন্য মাদরাসায়ও দেওয়া যায়.......... ৪০৮
মসজিদে দেওয়া মুরগি মসজিদসংশ্লিষ্ট কেউ ভোগ করতে পারবে না ৪০৮
হেফজ করানোর মান্নত করে সন্তানকে কিতাব বিভাগে দেওয়া বৈধ ৪০৯
মান্নতের মাদরাসায় না পড়ে যেকোনো মাদরাসায় পড়তে পারবে................... ৪১০
মিলাদের মান্নত পূরণ করতে হয় না ৪১১
জবাই করে মান্নত পুরা করার আগেই ছাগল মারা গেলে করণীয় ৪১১
নির্দিষ্ট খাসি জবাই করে আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানোর বিধান........................ ৪১২
ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে মান্নতকৃত গরুর টাকা মসজিদে ব্যয় করার হুকুম ... ৪১৩
মাদরাসার নামে মান্নতকৃত বস্তুর ব্যবহারের হুকুম.................................. ৪১৪
মান্নত আদায়ে বিলম্ব করা ও মান্নতকৃত জন্তুর বাচ্চার হুকুম ৪১৫

Scanned by CamScanner

জন্তু দ্বারা উপকৃত হয়ে কুরবানী করার মান্নত ৪১৫
নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দান করার কথা দিয়ে অন্যত্র দেওয়া বৈধ ৪১৬
ছাগল কুরবানী করার মান্নত করে গরুতে অংশগ্রহণের হুকুম ৪১৭
সন্তান হলে হাফেজ বানানোর মান্নত, ভূমিষ্ঠ হলো মেয়ে—করণীয় ৪১৭
সন্তানের সুস্থতার জন্য মায়ের কৃত মান্নত সন্তান পূরণ করতে বাধ্য নয় ৪১৮
কুরবানী করা ও চামড়ার টাকা মসজিদ-মাদরাসায় ভাগ করে দেওয়ার মান্নতের হুকুম ৪১৯
পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে কোনো জিনিস খাওয়ানোর মান্নত করার হুকুম ৪২০
ওয়াজ-মাহফিল করানোর মান্নত করা ৪২১
‘জানের বদলায় জান দেব’ বললে মান্নত হবে ৪২২
মান্নতের নামায ও রোযার সংখ্যা স্মরণ না থাকলে করণীয় ৪২৩
দ্বীনি কাজের নিয়্যাতে জমাকৃত টাকা হারিয়ে গেলে করণীয় ৪২৪
১২ মাস রোযা পালন করার মান্নত করা ৪২৪
আড়াই চাঁদের রোযার মান্নত, তন্মধ্যে মাসিক এবং ফিদিয়া দেওয়ার বিধান ৪২৫
তাবলীগে যাওয়ার জন্য মান্নতের জন্তু বিক্রি করা বৈধ নয় ৪২৬
মান্নতের জন্তুর গোশত বণ্টনের নীতিমালা ৪২৭
মান্নতের জন্তু বিক্রীত টাকা মাদরাসা নির্মাণ ও বেতন বাবদ ব্যয় করা অবৈধ ৪২৮
মান্নতের জন্তুর দুধ ও বাচ্চার হুকুম ৪২৯
‘হজ না করিয়ে ছেলেকে বিয়ে করাব না’ বলার হুকুম ৪৩০
সাতটি জানের মান্নত একটি গরু দিয়ে আদায় হবে ৪৩১
উদ্দেশ্যে পূরণে দেরি হওয়ায় মান্নতের প্রাণী বড় হয়ে বাচ্চা দিয়েছে—এখন করণীয় ৪৩২
كتاب الجهاد ৪৩৩
অধ্যায় : জিহাদ ৪৩৩
জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত ৪৩৩
কোনো সংগঠনের অধীনে জিহাদ করার শর্ত ৪৩৪
বর্তমানে কোথায় শরয়ী জিহাদ হচ্ছে, নফীরে আমের সংজ্ঞা ৪৩৯
বর্তমান উলামায়ে কেরাম জিহাদ বিমুখ কেন ৪৪১
তাবলীগ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য ৪৪৩
ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ও জিহাদ করতে অন্য দেশে যাওয়ার হুকুম ৪৪৪
আরাকানিদের সাহায্যে জিহাদ করা ৪৪৭
আফগান তালেবানদের জিহাদের হুকুম ৪৪৮
হরকাতুল জিহাদের সহযোগিতা করার হুকুম ৪৪৯
হরকাতুল জিহাদ নামক সংগঠনকে যাকাত দেওয়ার বিধান ৪৫০
আত্মঘাতী হামলা ও আত্মঘাতীর জানাযার হুকুম ৪৫১
চলমান বিশ্বে ফিদায়ী হামলার হুকুম ৪৫৩
জিহাদের স্বার্থে দাড়ি মুণ্ডানো অবৈধ ৪৫৪

Scanned by CamScanner

দেশের সৈনিকরা মুজাহিদের মর্যাদা পাবে কি না ৪৫৫
كتاب الحدود ৪৫৬
অধ্যায় : দণ্ডবিধি........ ৪৫৬
باب الزنا والقذف ৪৫৬
পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার ও অপবাদ ৪৫৬
এইডস রোগীকে ব্যভিচারী বলা যাবে না........ ৪৫৬
এক বিছানায় শোয়া দেখলেই ব্যভিচারী হয়ে যায় না ৪৫৭
বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ৪৫৮
ধর্ষক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ৪৫৯
ব্যভিচারীকে জরিমানা করা........ ৪৬০
ধর্ষিতা ব্যভিচারিণীও শাস্তির পাত্রী নয়........ ৪৬১
ধর্ষণ, ব্যভিচার ও গীবতের গোনাহের তারতম্য ৪৬৩
শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার দায়িত্ব কার........ ৪৬৫
অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি ৪৬৬
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না ৪৬৭
ভগ্নিপতির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত শ্যালিকা অন্তঃসত্ত্বা হলে করণীয়........ ৪৬৮
শালির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে করণীয়........ ৪৬৯
নাবালেগ ছেলের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া........ ৪৭০
পরকীয়ায় আসক্ত নারীকে নিয়ে সংসার করা........ ৪৭১
সন্দেহের ভিত্তিতে কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া ৪৭৩
খালেছ তাওবা দ্বারা ব্যভিচারের গোনাহ মাফ হবে ৪৭৪
অমুসলিম পুরুষের সাথে ব্যভিচারের শাস্তি........ ৪৭৫
জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির শিকার হলে সে নিরপরাধ........ ৪৭৬
প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কবীরা গোনাহ ৪৭৭
باب السرقة ৪৭৯
পরিচ্ছেদ : চুরি ৪৭৯
মাজারের মোম, ফুল ইত্যাদি চুরি করা ৪৭৯
নাবালেগের চুরির স্বীকারোক্তির হুকুম........ ৪৮০
হারিয়ে যাওয়া জিনিস অন্যের কাছ থেকে তার অগোচরে নিয়ে যাওয়া........ ৪৮১
জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করা অবৈধ........ ৪৮২
বৈধ-অবৈধ মাল বিক্রি হয়, এমন মার্কেট থেকে কিছু ক্রয় করার হুকুম ৪৮৩
باب القصاص والدية........ ৪৮৫
পরিচ্ছেদ : কেসাস ও দিয়ত ৪৮৫
খুনি-জাদুকরকে জাদু করে হত্যা করা........ ৪৮৫
খুনিকে তার অনুসৃত পদ্ধতিতে হত্যা করা........ ৪৮৫

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে
সরকারিভাবে র‍্যাবের ক্রসফায়ারের বিধান ৪৮৬
দুর্ঘটনার শিকার গাড়ির মালিকপক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের টাকা গ্রহণ ৪৮৭
.... ৪৮৯
باب شرب الخمر ৪৮৯
পরিচ্ছেদ : নেশাদ্রব্য পান ৪৮৯
নেশাগ্রস্তের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে করণীয় ৪৯১
باب التعزير ৪৯১
পরিচ্ছেদ : তা'যীর ৪৯১
তা'যীরের সংজ্ঞা, পরিমাণ ও গ্রাম্য সালিসের হুকুম ৪৯২
পশুর সাথে অপকর্ম করার শাস্তি ও পশুর হুকুম ৪৯৪
পরনারীকে স্পর্শ বা চুমু খাওয়ার শাস্তি ৪৯৫
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সামাজিক নিয়ম ৪৯৬
অপরাধে জড়ালেই টাকা নেওয়া অবৈধ ৪৯৭
ইদ্দত চলাকালীন বিয়ে করায় মহিলাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা ৪৯৮
অপরাধীকে বয়কট, অপমানিত ও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ৪৯৯
চিকিৎসা খরচের চেয়ে বেশি জরিমানা করা ৫০০
ছাত্রদের কী পরিমাণ প্রহার করা যাবে ৫০০
শর্ত ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান করা ৫০৩
অপরাধী ছাত্রের শাস্তির পরিমাণ ৫০৪
অবাধ্য স্বামীকে স্ত্রী প্রহার করতে পারবে না ৫০৫
ছাত্রদের মোবাইল, রেডিও, ক্যাসেট ইত্যাদি ব্যবহারের শাস্তি ৫০৫
বিলম্ব ফির নামে ছাত্রদের থেকে টাকা নেওয়া ৫০৬
অনুপস্থিতি বাবদ টাকা নেওয়ার আইন করা ৫০৭
ছাত্রদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা ৫০৮
ছাত্রদের অবহেলা রোধে অর্থদণ্ড ৫০৯
জরিমানার টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করা ৫১০

Scanned by CamScanner

الطلاق الثلاث

পরিচ্ছেদ : তিন তালাক

তিন তালাকের পর ঘর-সংসার করা হারাম

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাবের অনুসারী জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্পষ্ট তিন তালাক দিল। কিন্তু গাইরে মুকাল্লিদ এক আলেম ফাতওয়া দিল স্ত্রী তালাক হয়নি এবং সে স্বামী-স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করিয়ে দিল। এখন তারা এভাবেই ঘর-সংসার করছে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, তাদের এ সংসার কি বৈধ হচ্ছে? এবং তালাকের পরে যে সন্তানাদি হয়েছে তার কী হুকুম হবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক মাসআলা জানিয়ে হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য সবিনয় আবেদন রইল।

উত্তর : উক্ত আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করা হোক যে তালাক না হলে তার বিবাহ নবায়ন করার প্রয়োজন কি ছিল? ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকেই সাহাবা তাবেঈন-তাবেতাবেঈন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষভাবে চার মাযহাবের ইমামগণ এবং সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ বিন বাজসহ সর্বোচ্চ উলামারা এ বিষয়ে একমত যে কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। অতএব যদি কেউ তিন তালাককে এক তালাক বা তালাক হয়নি ফাতওয়া দিয়ে থাকে তা মারাত্মক ভুল ও শরীয়ত পরিপন্থী ও অগ্রহণযোগ্য। উক্ত ভুল ফাতওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম। জানামাত্রই তাদের পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য। সন্তানাদি উক্ত পিতার বলেই বিবেচিত হবে। ভুল ফাতওয়াদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তাওবা করতে হবে। (৯/৬২০/২৭৯০)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٥٦٢ (٣٥٠٩) : عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٧٧ (٣٤٠١) : عن محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا،

Scanned by CamScanner

فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٤٢ (٢١٩٧) : عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا}، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٣٣٠ : وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا. ومن الأدلة في ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم «قلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: إذا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٣ : وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف - {فماذا بعد الحق إلا الضلال} - وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف.

‘যা তোকে এক কথা বললাম, দুই কথা বললাম, সাফ করে দিলাম’ বললে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : শুক্রবার দিন সকালে আমার স্ত্রী আমার মায়ের সহিত বিভিন্ন ধরনের কথাকাটাকাটি করছে। আমার স্ত্রী আমার মাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। তাই আমি স্ত্রীকে বললাম, যা তোকে এক কথা কইলাম, চলে যা আমার বাড়ি থেকে। এর পরও দেখি সে গালিগালাজ করছে। এরপর বললাম, যা তোকে আরো দুই কথা বললাম, এই বলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াই। কিন্তু এ রকমভাবে বলার পরও সে অকথ্য কথাবার্তা বন্ধ করে না। শেষ পর্যায়ে আমি বললাম–যা, তোকে সাফ করে দিয়ে দিলাম, আমার ঘর থেকে চলে যা। উল্লিখিত কথাগুলো সাক্ষীগণের সামনে লেখা হয়েছে এবং সাক্ষীগণও এ কথায় একমত পোষণ করেছেন। এর শরয়ী সমাধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। ওই স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে শরয়ী হালালা আবশ্যক। (০৬/৪০৩/১২৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٢٩٦- ٢٩٧ : (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب-

📖 فيه أيضاً ٣/ ٣٠٨- ٣١٠ : (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن، أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الإخبار فيجعل إنشاء-

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ٩/ ٤٨٧ : الجواب-اگر زید یہ کہے کہ میری نیت ان الفاظ سے طلاق کی نہ تھی تو قول اس کا معتبر ہوگا اور اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہ ہوگی وہ اس کو رکھ سکتا ہے۔

তিন তালাকের পর বৈধভাবে স্ত্রীকে পাওয়ার উপায়

প্রশ্ন : গত ২৮/০৪/২০১২ ইং আমি স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার একপর্যায়ে অতি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলি, আউয়াল মিয়ার মেয়ে তোমাকে তালাক দিলাম। এভাবে তিনবার বলি। এখন জানার বিষয় হলো, এর দ্বারা আমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে কি না? না থাকলে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় কিভাবে সংসার করতে পারি। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমাদের সমাধান দিলে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি অপছন্দনীয় কাজ। উপায়হীন সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য শরীয়ত তালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। তাই কথায় কথায় তালাক দেওয়া এবং একসাথে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বে কেউ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। বর্তমানে তার সাথে সংসার করার সুযোগ নেই। তবে যদি সে আপনার তালাকের পর

Scanned by CamScanner

ইদ্দত শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং সেখানে সংসার ও সহবাসের পর কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায় অথবা ওই স্বামী ইন্তেকাল করে, তাহলে ইদ্দত শেষে আপনি পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবেন, এর পূর্বে নয়। (১৯/১৩/৭৯৯৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٨٧ : وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله - عز وجل - {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : (قوله: والصريح يلحق الصريح، والبائن) فلو قال لها: أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني وكذا لو قال لها: أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها: أنت طالق أو هذه طالق كما في البزازية يقع عندنا-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٨/ ٤٠١ : سوال—شرعی حلالہ کی کیا صورت ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔

الجواب—شرعی حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عورت طلاق کی عدت گذارے، طلاق کی عدت یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آتا ہو تو اس کو تین حیض آجائیں، تین حیض چاہیں جتنے دنوں میں آئیں تین مہینے میں آئے یا اس سے کم مدت میں یا اس سے زیادہ مدت میں، تین حیض ہی سے مدت پوری ہوگی،

তালাক হওয়ার জন্য স্ত্রীর শোনা শর্ত নয়

প্রশ্ন :

স্বামীর বক্তব্য

আমি মোঃ মহিউদ্দিন খান। রাজমিস্ত্রির কাজ করি। আমার তিনটি ছোট ছোট মেয়ে রয়েছে। আমার বিবাহের বয়স ১১ বছর। আমি এখন থেকে ৮ বছর পূর্বে তাবলীগে গিয়ে আরো একটি বিবাহ করি। কারণ আমার বউ তার বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। আমি তাকে আনতে যাই। সে আমার সঙ্গে আসেনি। যখন আমি এই বিয়ে

Scanned by CamScanner

করি। বিয়ে করার পরে সে আসে। তারপর আমি বললাম যে আমি বিয়ে করেছি। সে আমার বাড়ি থেকে যায়নি। তখন আমি বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে তাকে তিন তালাক দিই। কিন্তু সে বলছে, আমি শুনিনি। তারপর আমি বাড়ির লোকজন ডেকে সবার সামনে তার পাওনা দিতে চাই। তার কাবিনে আছে ৪০ হাজার টাকা, কিন্তু বিচারে বলল ৮০ হাজার টাকা দিতে হবে। তারপর আমাদের বাড়ির এক দাদা বলল, রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না। তাই আমি আবার বউ ঘরে উঠিয়ে নিলাম। এভাবে আমরা অনেক দিন পার করলাম। দুই মাস আগের কথা, আমি একজন আলেমের কাছে বললাম, হুজুর! আমার জীবনে এ রকম একটা ঘটনা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনি কথাটা লিখে একটি বড় মাদ্রাসায় পাঠান। শরীয়ত মোতাবেক তারা যা ফয়সালা দেবেন সেটা মেনে নিবেন, তাতে আপনাদের দুজনেরই ভালো হবে। অতএব শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা জানানোর অনুরোধ করছি।

স্ত্রীর বক্তব্য

আমার স্বামী তাবলীগ জামাতে গিয়ে একটি বিয়ে করেছে। তারপর আমি বলেছি, তুমি বিয়ে করেছ এখন আমি আমার একটি মেয়ে নিয়ে কী করব? আমার শাশুড়ি বলেছে, আমি তোমাকে নিয়ে ভিক্ষা করে খাব। তারপর আমার স্বামী আমাকে বলেছে, আমি তোমাকে তালাক দেব। আমি আমার সৎমাকে জানালাম, আমার সৎমা এল। সৎমা এসে বলল, আমার মেয়ে দিয়ে দেন। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলছে, বউ তুমি এভাবে নিতে পারবে না, বরং দুজন লোক ডাকো। তারপর আমি আমার মামা শ্বশুরকে বাড়ি গিয়ে বলেছি। মামা বলছে, তুমি দুজন ভালো মানুষ ডাকো। আমি ওদের বাড়ির সবাইকে ডাক দিই। সবাই এসে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? আমি বললাম, আমার স্বামী আমাকে রাখবে না বলেছে। আমাকে কিভাবে বিদায় দেবে দিতে বলেন। তারপর সবাই মিলে বসল, তারা আমার কাবিনের টাকা আর আমার বাচ্চার টাকাসহ ৮০ হাজার টাকা দিতে বলল। আমার স্বামী বলেছে, আমি আমার বউ ছাড়ব না, আমাকে স্ট্যাম্পে সই দিয়ে ঘরে আনল। আনার পরে সে আমাকে নিয়ে ৯ বছর সংসার করল। ইদানীং এক মাস ধরে বলছে, আমি তোমাকে সে বাড়িতে বসে তালাক দেব বলেছি, তাতে নাকি তালাক হয়েছে। আমি বলেছি, এ কথা আপনার কাছে কে বলেছে? সে আমাকে এক মুফতির কাছে শুনেছে বলল। আমি বলেছি, আমাকে তালাক দিয়েছেন কে শুনেছে? সে বলল, আমার আব্বা শুনেছেন, আর বাড়ির লোকে শুনেছে। আমি আমার শ্বশুরকে ফোন দিয়ে ডেকে আনলাম। বললাম–আব্বা, আপনার ছেলে আমাকে তিন কথা বলেছে, আপনি শুনেছেন? আব্বা বললেন–না, আমি এ কথা মিথ্যা বলতে পারব না। তারপর আমি বাড়ির সবাইকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ের আব্বু এ কথা বলেছে আপনারা শুনেছেন? তারা বলল, নাজায়েয কথা আমরা বলতে পারব না, আমাদের পাশের সবাই শুনেছে। আমি মসজিদের লোকদের ফোন করে সবই শুনিয়েছি। এখন

Scanned by CamScanner

আমার স্বামী বলে, আমি কথাই বলেছি। আমি বলেছি, আপনি বলেননি। অতএব হুজুর! আপনারা এই বিবরণ পড়ে শরীয়ত মোতাবেক সমাধান দেবেন।

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক জায়েয কাজসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক। যথাসম্ভব এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। তদুপরি কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হলে সে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকাকালীন সময়ে তাকে এক তালাক দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কথায় কথায় তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ ও রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে বা তালাক প্রদানের স্বীকারোক্তি দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। স্বামীর স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীরও প্রয়োজন নেই। তালাকের ব্যাপারটি স্ত্রীর মেনে নেওয়া না নেওয়া বা শোনা না শোনার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী, স্বামীর স্বীকারোক্তি মতে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য ওই স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এর পরও ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা ব্যভিচারের শামিল। তবে যদি স্ত্রী গতানুগতিকভাবে ইদ্দতের পর অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করে এবং ওই স্বামী তার সঙ্গে স্ত্রীসুলভ মেলামেশা করার পর তাকে তালাক দেয় বা মারা যায়। তখন তার ইদ্দত পালন শেষে পুনরায় প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে নিতে পারবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের হিলা বাহানারও অনুমতি নেই। (১৮/৫২৪/৭৭১০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٣٨٩ (١١٣٣١) : عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق-

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٣/ ٤٧٧ (٣٤٠١) : عن محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟-

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٢٠ (٥٣٣٢) : عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها

Scanned by CamScanner

حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: «إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك» وزاد فيه غيره، عن الليث، حدثني نافع، قال ابن عمر: «لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا» -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۵۱ : الجواب — حامدا ومصلیا، بیوی کا سننا ضروری نہیں بلاشبہ طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، اب حلالہ کئے بدون تعلق زوجیت حرام ہے۔

তিন তালাকের পর তাওবা করলেই স্ত্রী বৈধ হয়ে যায় না

প্রশ্ন : আমি গত ১৮/১১/২০১১ তারিখে আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করি। আমি অতিমাত্রায় রাগের বশবর্তী হয়ে আমার স্ত্রীকে একবারে তিন তালাক বলেছি। তখন আমি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলাম। যখন স্বাভাবিক হলাম তখন আমি বুঝতে পেরেছি আমি ভুল কথা বলে ফেলেছি। আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই অনুতপ্ত হই এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আবার স্বামী-স্ত্রীর মতো চলাফেরা শুরু করি। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও হয়। আমি যখন স্ত্রীকে তালাক দিই তখন আমার শাশুড়ি সামনে ছিল। অতএব এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয়? কিভাবে আমরা সংসার করতে পারব তা আমাদের দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী, আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য ওই স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেছে। বর্তমানে ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো অবকাশ নেই। তবে স্ত্রী ইদ্দত শেষে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীসুলভ মেলামেশা করার পর তাকে তালাক দেয় বা মারা যায়। তখন সেই স্ত্রীকে পুনরায় ইদ্দত পালন শেষে আপনি বিবাহ করে নিতে পারবেন। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। (১৮/৫২৮/৭৭০০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٥ (٢٦٣٩) : عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد

Scanned by CamScanner

الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٤ : قلت: وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: إنه على ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه. والثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر، والأدلة على عدم نفوذ أقواله. اهـ ملخصا من شرح الغاية الحنبلية.

لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع الطلاق من غضب خلافا لابن القيم اهـ وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش، لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه واكتفي فيه بمجرد نقص العقل، بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال، لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك. والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون، ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٥/ ١٥٣

মৌখিক তিন তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায়

প্রশ্ন : স্ত্রীর সাথে বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই আমার কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সে তার বাবার বাড়িতে যায়। তারপর আমার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং নিয়মিত কথা হয়। কথাকাটাকাটি কিংবা ভুল-বোঝাবুঝি প্রসঙ্গে আমার শ্বশুরকে অবগত করলে তিনি একতরফা বলেন যে আমি আর মেয়ে দেব না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম ভুল

Scanned by CamScanner

সংশোধন করে আমার স্ত্রী আমাকে ফেরত দেবেন। কিন্তু তা না করে আমার শ্বশুর মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মহরানার টাকার দাবি জানালেন। তারপর আমি মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিচারের জন্য বসব বলে প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং আমার স্ত্রীকে জানানো হলো যে বসে ফয়সালা হবে। কিন্তু আমার শ্বশুর না বসে নিজের মতো করে ছেলেকে এবং ছেলের পক্ষকে দূরে বাজারে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক মেয়ের কাছ থেকে সই আদায় করেন। কিন্তু সই আদায় করতে গিয়ে মেয়ে ২-৩ বার অজ্ঞান হয়ে যায়। তার পরও মেয়েকে বাধ্য করে সই নেন। তারপর বাজারে এসে আমার কাছ থেকে সই নেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল বসার এবং স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তা না করে আমার কাছ থেকে মৌখিক এক তালাক, দুই তালাক ও তিন তালাক নেন। এর পর থেকে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। এখন আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত পেতে চাইলে শরীয়ত কী বলে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার কারণে স্বামীর জন্য স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। বর্তমানে ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো পথ নেই। ভবিষ্যতে তালাকের ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ হলে এবং সেখানে স্বামীর সাথে মেলামেশার পর কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বা দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১৮/৫৪১/৭৭২৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٠ : وأما كون الزوج طائعا فليس بشرط عند أصحابنا وعند الشافعي شرط حتى يقع طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣ /٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ /٢٣٥ : (قوله فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكره وشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر -

শর্ত সাপেক্ষে হিলা করার বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিনবারে তিন তালাক দিয়েছে। তার চারটি কন্যাসন্তান আছে এবং স্বামীর বাবা-মা অতিশয় বৃদ্ধ। এখন তার সন্তানগুলো তার বৃদ্ধ বাবা-মার লালন-পালন করতে হয়। তাই তার বাবা-মা বলছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। এ

Scanned by CamScanner

মতাবস্থায় শর্ত সাপেক্ষে প্রচলিত হিলা করে পুনরায় তাকে গ্রহণ করা তার জন্য কি বৈধ হবে? এবং তাহলীলের প্রকৃত নিয়ম বললে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর জন্য তার তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে শরয়ী হালালার মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। হালালার প্রকৃত নিয়ম হলো, স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত শেষে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাসসহ সংসার করতে থাকবে। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলে বা তালাক দিলে সেই ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী মহর ধার্য করে শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ হওয়ার পর সংসার করা ও তালাক দেওয়ার জন্য পূর্বের স্বামী কোনো চুক্তি করতে পারবে না। যদি দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তালাকের চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ হয় এবং ওই চুক্তি মতে তালাক দেয় তখন গোনাহ হলেও ওই স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। (১৭/২৯/৬৯১৩)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٥ (٢٦٣٩) : عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٦/ ٣٧٣ : جس عورت کو تین طلاقیں دیدی تھیں اس کو اپنے پاس رکھنا اور زوجین کی طرح تعلقات حرام ہے، اس کو فوراً علحدہ کرنا چاہئے اور بعد عدت کے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دیدے اور اس کی عدت بھی گزر جائے جب زوج اول کے ساتھ نکاح ہو سکے گا۔

Scanned by CamScanner

'এক তালাক, দুই তালাক, তোর মাকে দিলাম বাইন তালাক' বললে কত তালাক হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার একপর্যায়ে বলেছে, 'এক তালাক, দুই তালাক, তোর মাকে দিলাম বাইন তালাক।' উক্ত কথার দ্বারা কি দুই তালাক পতিত হয়েছে, নাকি তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে? দুই মুফতি সাহেব দুই ধরনের ফাতওয়া দিয়েছেন। এর সঠিক সমাধান দলিলসহ দেওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর উচ্চারিত বাক্যগুলোর এক তালাক, দুই তালাক বাক্যদ্বয় দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। আর 'তোর মাকে দিলাম বাইন তালাক' যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে স্ত্রীকে সম্বোধন করে এবং স্ত্রীকেই উদ্দেশ করে ব্যবহার করে থাকে তাহলে উক্ত বাক্য দ্বারা প্রথম দুই তালাকসহ তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। আর তা না হলে স্বামীর উচ্চারিত শেষ বাক্য দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। কারণ স্ত্রীর মা তালাকের পাত্র নয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর শুধুমাত্র দুই তালাকে রজঈ হবে। (৬/২২৩/১১৬৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٦ : (غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٢ : وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك؛ ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۲۹۵ : جب علم اور وصف میں تقابل ہو تو علم کو ترجیح ہوتی ہے، لأنہ یدل علی الذات والوصف لایدل علی الذات۔ اس ضابطہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیوی عاملہ پر طلاق واقع نہ ہو، لیکن اگر اپنی بیوی عاملہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رحیم بخش کی اس بیٹی جمیلہ کو طلاق دی تو نام بدلنے کے باوجود طلاق ہو گئی اور تین دفعہ کہنے سے مغلظہ ہو گئی، کیونکہ اشارہ کے وقت تسمیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، گویا کہ اس طرح کہا کہ اس کو طلاق دی۔ الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات. اه قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود. اه شامی ١/ ٢٨٥ ـ

Scanned by CamScanner

পিতার নাম ভুল উল্লেখ করে স্ত্রীকে এক-দুই-তিন বলার হুকুম

প্রশ্ন : কয়েক দিন আগে এক রাতে আমার স্ত্রীর সাথে আমার ঝগড়া হয়। তারপর দিন সকাল ৭টার সময় পুনরায় আমার স্ত্রী ঝগড়া শুরু করে। আমি তখন ঘুমন্ত ছিলাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমার স্ত্রী ও তার বাপের নাম উল্লেখ করে বললাম—এক, দুই, তিন মোঃ জমুর মেয়ে ছারা খাতুনকে আজকে থেকে বিদায়। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি না? উল্লেখ্য, আমার শ্বশুরের ডাকনাম হচ্ছে মজু, কিন্তু বলার সময় 'জমু' বলা হয়েছে।

উত্তর : স্বীয় স্ত্রীর সাথে দাসীসুলভ আচরণ অশোভনীয়। শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও তাকে মারধর করা, জুলুম-নির্যাতন বলেই গণ্য। এ ধরনের নির্যাতনকে শরীয়ত কোনোক্রমেই সমর্থন করে না। আর তালাক আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়। অহেতুক কোনো কারণে তালাক দেওয়া অপরাধ। এ সমস্ত নারী নির্যাতনকারী ও কথায় কথায় তালাক শব্দ উচ্চারণকারী তথাকথিত স্বামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এতদ্বসত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত, "এক, দুই, তিন মোঃ জমুর মেয়ে ছারা খাতুনকে আজকে থেকে বিদায়।" বাক্যটি রুহুল আমীন যে অবস্থায় উচ্চারণ করেছে, তাতে তালাক ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার হতে পারে না বিধায় তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (৬/২৮০/১২০৫)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ١ / ١٩٧ : قال لها: ترا ايكى أو ترا سه أو ترا ايكى وسه قال الصفار لا يقع شيء وقال الصدر: يقع بالنية وبه يفتى، وقال القاضى: إن كان حال المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا يقع بلا نية كما فى العربية أنت واحدة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٢٦ : قال في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات. اهـ قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود. اهـ

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٦ : (غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥ / ١٧١ ١٧٢- : سوال- شخصے در حالت غضب ومذاکرۂ طلاق زوجہ خویش را مخاطب کردو گفت "یک دو سہ برو، تو مادر و خواہر من ہستی" وکدام نیت از طلاق و غیرہ نداشتہ بود، آیا بگفتن الفاظ مذکورہ بر زوجہ آں طلاق واقع می شوید یانہ؟ اگر می شود پس چند و کدام؟ بینوا توجروا۔
الجواب- ... ... تفصیل مذکور سے ثابت ہوا کہ صورت سوال میں تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔

স্বামীর নির্দেশে তালাকের নোটিশ লেখা হলেও তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : গত দশ মাস আমার ঢাকায় থাকার প্রশ্নে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মতবিরোধ চলছে। আমার স্ত্রী চট্টগ্রামে বসবাস করার পক্ষে ছিল এবং আমি ঢাকায় বসবাসের পক্ষে ছিলাম। মনোমালিন্যের একপর্যায়ে আমার স্ত্রী তার বোনের বাড়িতে গমন করে। পরে আমি তার ব্যাপারে আইনজীবীগণের সঙ্গে আলোচনা করলে আইনজীবীগণ আমার পক্ষে স্ত্রীকে আইনগত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। এদিকে আমি আমার কন্যাকে দেখার জন্য চট্টগ্রাম গেলে আমার স্ত্রী আমার কন্যাকে দেখতে দিতে অস্বীকার করে, যাতে আমি রাগান্বিত হয়ে পড়ি এবং স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ অবস্থায় আমার আইনজীবীকে বলি সিটি করপোরেশনে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। আমার আইনজীবী সংযুক্ত পত্রখানা হাতে লিখে একটি খামে ভরে দেন এবং তা টাইপ করে স্বাক্ষর করে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দিতে বলি। আমি সংযুক্ত পত্রখানা টাইপ করার জন্য টাইপিস্টের কাছে গেলে সে পত্রখানা টাইপ করে আমাকে পড়তে বলে লেখাটা শুদ্ধ আছে কি না, কিন্তু আমি বিবাহিত এবং এটা পড়লে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে আমি তা পড়তে অস্বীকৃতি জানাই। কিন্তু কাগজখানা আমি স্বাক্ষর করে আমার স্ত্রী বরাবরে পাঠিয়ে দিই। পত্রখানা আমার স্ত্রীর আত্মীয় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমি মুখে তালাক শব্দ উচ্চারণ করিনি। সংযুক্ত পত্রখানা নিজে পাঠ করিনি এবং মন থেকে স্ত্রীকে তালাক দিইনি। বর্তমানে আমার স্ত্রী অনুতপ্ত, সে এখন আমার সঙ্গে ঢাকায় বসবাসে সম্মত। এখন আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে চাই। এ বিষয়ে আমি কোরআন-হাদীস ও ফিকহের আলোকে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত তথা ফাতওয়া প্রদান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মৌখিক তালাকের ন্যায় লিখিতভাবে তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়, যদিও অন্তরে তালাকের নিয়্যাত না করে থাকে। এ ব্যাপারে নিজের লেখা বা নিজের নির্দেশে লেখার ওপর অবগত হয়ে সমর্থন করা একই কথা। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী তার আইনজীবীকে তিন তালাকের নিয়্যাতে বিবাহ বিচ্ছেদপত্র লেখার নির্দেশ দিয়ে থাকলে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্দেশ প্রদানকালে তিন তালাকের নিয়্যাত না করে থাকে অথবা তালাকনামা স্ত্রীর নিকট প্রেরণের আগ পর্যন্ত তিন তালাকসংক্রান্ত বাক্য সম্পর্কে মোটেই অবগত না হয়ে থাকে তাহলে এক তালাকে বাইন পতিত হবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হলে নতুনভাবে বিবাহ করে নেবে। (৬/৬৪৭/১৩৭৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٠٩ : وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع.

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ٨ / ٨١ : سوال– (٢) اس قسم کی تحریر پر دستخط کرنے سے جس کو دستخط کرنے والے نے پڑھا بھی نہ ہو طلاق واقع ہوسکتی ہے یا نہیں؟
الجواب– (٢) اگر خالد نے مضمون تحریر پر اطلاع پاکر دستخط کئے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے تب تو یہ تحریر شرعا معتبر ہے۔

তিন তালাক দিয়ে অন্য মাযহাবের আশ্রয় নেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমার দুই স্ত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রবঞ্চনায় পড়ে প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে রাগের মাথায় তাকে নির্দোষ অবস্থায় বলি–এক তালাক, দুই তালাক, তোরে দিলাম বাইন তালাক। এখন প্রশ্ন হলো, এ শব্দগুলো বলার দ্বারা তিন তালাক পতিত হবে কি না? তিন তালাক হয়ে গেলে হিলা করা ব্যতীত অন্য কোনো সুরত আছে কি না? হানাফী মাযহাবে যদি না থাকে তাহলে চিরদিনের জন্য শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

হুজুর! আমরা জানি, ইমাম আজম (রহ.) সব সময় কঠিন মাসআলাকে সহজ করে দিতেন। কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে এবং জায়েয পন্থায়। আমি

Scanned by CamScanner

মনে করি, তদ্রূপ বাংলাদেশের মধ্যে বসুন্ধরা মাদ্রাসা হলো মাদ্রাসায়ে আজম এবং বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র বসুন্ধরা মাদ্রাসাই পারবে সহজ উপায় বের করে সঠিক উত্তর দিতে।

উত্তর : তালাক হালাল হলেও তা আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অতীব প্রয়োজনে অনন্যোপায় হলে শরয়ী পদ্ধতির অবলম্বনে মাসিক বন্ধ অবস্থায় এক তালাক দেওয়াই শরয়ী নীতি। এ নীতির বিপরীত করা অন্যায়। বিশেষত একসঙ্গে বা এক বাক্যে তিন তালাক দেওয়া নাজায়েয ও মারাত্মক অপরাধ। এ জন্য সরকারিভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। এতদসত্ত্বেও একসঙ্গে তিন তালাক মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদান করলে কোরআন-হাদীসের আলোকে ওই তালাক পতিত হয়ে ওই স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়।

সুতরাং আপনার উক্ত বক্তব্য "এক তালাক, দুই তালাক, তোরে দিলাম বাইন তালাক" দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। তাই ইদ্দত শেষ হওয়ার পর শরয়ী পদ্ধতিতে হালালা (হিলা) করা ছাড়া ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করার বর্তমানে কোনো সুযোগ নেই। এখন তার প্রাপ্য হক প্রদান করে পরস্পর পৃথক থাকা জরুরি।

একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তা পতিত হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু মাযহাবের সকল ইমাম একমত, তাই এ ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করাতে আপনার কোনো লাভ নেই। আর ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগের জন্য মাযহাব পরিবর্তন করা জায়েয নেই। (১৯/৪১৭/৮২৩১)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح، فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٧ : والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن تقع طلقة أخرى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٨٠ : مطلب فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه (قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا، لما في التتارخانية: حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه، فقال الشيخ بعدما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز ولكن

Scanned by CamScanner

أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا.

أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اهـ ملخصا.

وفيها عن الفتاوى النسفية: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى، قال: وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اهـ.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۴۶۲ : الجواب۔ "تم طلاق ہو" دو دفعہ کہنا طلاق رجعی ہے لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ میرے گھر سے چلی جاؤ طلاق بائن ہے طلاق رجعی میں اس کو رجوع کا حق حاصل تھا۔ لیکن طلاق رجعی کے بعد جب طلاق بائن (یعنی میرے گھر سے چلی جاؤ) سے یہ حق ختم ہو کر منکوحہ مطلقہ بائنہ ہو گی، کیونکہ طلاق رجعی کے بعد طلاق بائن دی جا سکتی ہے۔

অন্য কাউকে 'তোমার মেয়েকেও তিন তালাক' বলে নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য নেওয়া

প্রশ্ন : আমি একজন প্রবাসী। কিছুদিন আগে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। আমি ফোন করলে মোবাইল ফোন রিসিভ না করে তার মাকে দিয়ে দেয়। মা মোবাইল রিসিভ করে অকথ্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ করে। মোবাইল স্ত্রীকে দিতে বললে মোবাইল ফোন রিসিভ করে তার ফুফিকে দিয়ে দেয়। ফুফিও আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। একপর্যায়ে আমি রাগান্বিত হয়ে তার ফুফিকে বলে ফেলি, তোমাকেও তিন তালাক, তোমার মেয়েকেও তিন তালাক।

উল্লেখ্য, এখানে মেয়ে বলতে আমার নিজ স্ত্রী উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, মুফতিয়ানে কেরাম মেহেরবানি করে উক্ত বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক শরয়ী সমাধান প্রদান করলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যেহেতু আপনার উক্তি "তোমার মেয়েকেও তিন তালাক" দ্বারা নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, তাই আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শরয়ী হালালা ব্যতীত স্ত্রীর সাথে সংসার করার অবকাশ নেই। হালালার পদ্ধতি বিজ্ঞ কোনো আলেম থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৯/৮৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : (قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق. اهـ

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٤٢ : ولو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق، ولو قال عمرة طالق، وامرأته عمرة، وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وكذا لو قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلان وقال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق امرأته.

তিন তালাকপ্রাপ্তাকে পরিবারে রেখে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমার পিতা বার্ধক্য অবস্থায় আমার মাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন। বর্তমানে আমাদের জন্য মাকে অন্যত্র রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা সকল ভাইয়ের পরামর্শক্রমে বৃদ্ধা মা ও বৃদ্ধ পিতাকে যৌথ পরিবারেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কোনো প্রকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার মা সকলের জন্য খানা রান্না করলে পিতাকেও সেখান থেকে খাওয়ানো হয় এবং মাঝেমধ্যে পিতার পাঞ্জাবি-লুঙ্গি ইত্যাদি আমার মা ধৌত করেন। তবে একজনের সঙ্গে অন্যজনের কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি বন্ধ। জানার বিষয় হলো, মায়ের হাতের রান্না আমার পিতা খেতে পারবেন কি না? অনুরূপ আমার পিতার কাপড় ধৌত করতে পারবেন কি না? কিভাবে থাকলে যৌথ পরিবারে রাখা যেতে পারে? সঠিক পরামর্শ দেবেন।

উত্তর : যেহেতু স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক বৈধ থাকে না, তাই আপনার আব্বা ও আম্মার মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক বৈধ নয়। তাই তারা ভিন্ন পরিবারে থাকাই শরীয়তের নির্দেশ। একান্ত প্রয়োজনে অন্য সাধারণ মহিলাদের চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বনের সাথে যৌথ পরিবারে রাখা এবং প্রশ্নোল্লিখিত কর্মসমূহ সম্পাদনের সুযোগ রয়েছে। (১৭/৯২৩/৭৩৮৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٣٨ : وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۲ / ۴۷۹ : جواب—صورت مسئولہ میں زید کی سابقہ بیوی اب اس کے لئے اجنبی ہو چکی ہے لہذا اسے پردے کے بغیر اپنے گھر رکھنا جائز نہیں، پردے کے ساتھ عام عورتوں کی طرح کبھی کبھی آجائے تو مضائقہ نہیں، لیکن مستقل طور پر گھر میں رکھنا پردے کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے۔

পৃথক পৃথক তিন তালাক দিলেও স্ত্রী হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি মোঃ শফিক মিঞা। আমার স্ত্রীর সাথে আমার বোনের জামাইকে ভাত দেওয়া নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সে আমাকে বলে, যাইগীরে তোর বাপের কপালে উষ্ঠা দিয়া, তোর বাপেরে লইয়া খাইছ। এ বলে ঘর থেকে চলে যায় এবং আমি আনতে গেলেও আসেনি। তখন আমি বলি, তোরে এখন আমি ছেড়ে দেব। তখন আমি বলেছি, তোরে এক তালাক দিলাইতাছি। অতঃপর বলি, এখনো ভালো আছে তুই যাইবি কী? তখন ও বলে, যাবে না। তখন আমি বলেছি, আরো এক তালাক দিলাম। এরপর বলেছি, আরো এক তালাক বাকি আছে। অতঃপর আমার ভাই আমাকে নিয়ে গেছে। আর কোনো কিছু বলিনি। উক্ত ঘটনার দুই দিন পূর্বে আমি আমার শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে আমার স্ত্রীকে বলেছি, আমি তোরে আমার ঘর থেকে বের করে দিলাইমু। অতঃপর ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছি।

সাক্ষীগণের জবানবন্দি

প্রথম সাক্ষী ফিরোজ মিঞা : আমি উক্ত ঘটনার দুই দিন আগে তাদের স্বামী- স্ত্রীর ঝগড়ার মীমাংসায় ছিলাম। স্বামী বলেছিল, অলংকার নিয়ে ঘরে না আসলে তুই সাফ তালাক। পরে অলংকার না নিয়েই স্ত্রী ঘরে ঢুকেছে।

দ্বিতীয় সাক্ষী লাল মিয়া : আমিও প্রথম সাক্ষীর মতো শুনেছি।

তৃতীয় সাক্ষী : আমিও প্রথম সাক্ষীর মতো হুবহু শুনেছি।

চতুর্থ সাক্ষী : আমিও প্রথম সাক্ষীর মতো শুনেছি।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল আছে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে, প্রথমে সাফ তালাক প্রদান করায় এক তালাক এবং পরবর্তীতে ঝগড়ার সময় আরো দুই তালাক প্রদানে সর্বমোট তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতএব, স্ত্রীর

Scanned by CamScanner

খোরপোষ দিয়ে তাকে ইদ্দত পালন করার জন্য পৃথক করে দিতে হবে। ইদ্দতের পর সে অন্যত্র বিবাহ করার অধিকার রাখে। এখন যদি উভয়ে পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে চান তার শরয়ী পদ্ধতি বিজ্ঞ মুফতির নিকট মৌখিক জেনে নিতে পারেন। (১৫/৬৩১/৬১৭৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ٢٥٨ : أي لا يحل له أن ينكح التي أبانها بالثلاث إن كانت المرأة حرة وبالثنتين إن كانت أمة حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح وتمضي عدتها منه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ / ٤٢٧ :الجواب-اگر صاف لفظوں میں تین دفعہ طلاق دیدی ہے چاہے بھاوج کے کہنے سے دی ہو تو طلاق مغلظہ ہوگئی اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ بیوی کو چاہیئے کہ وقت طلاق سے تین ماہواری گذار کر دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرلے صاف لفظوں میں طلاق دینے کے لئے نیت کا ہونا اور دل سے دینا ضروری نہیں۔

তালাক চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ‘তোর যদি যাওয়ার শখ থাকে’ বলে তালাক প্রদান করার হুকুম

প্রশ্ন : একদিন আমার স্ত্রী আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করলে আমি তাকে সতর্ক করি। সে আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করায় আমি তাকে হালকা মারধর করি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমাকে বলল, এক মায়ের ও এক বাপের হয়ে থাকলে এখনই আমাকে তালাক দাও! আমি উত্তরে বললাম, তোর যদি যাওয়ার শখ থাকে তবে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। উল্লেখ্য, কথাগুলো আমি তাকে শাসন করার জন্য রাগের মাথায় বলেছি। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এর হুকুম কী?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কারণে তালাক চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে শর্তের ভাষায় তালাক প্রদান করে তাহলে সে বাক্যকে শর্ত বা ‘তা’লীক’ ধরা হবে না। এটা স্ত্রীর তালাক চাওয়ার প্রতিউত্তর বলে গণ্য হয়ে তখনই তালাক পতিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীর বাক্য “এক মায়ের, এক বাবার ঘরে জন্ম হলে”-এর মধ্যে যেমন গালি বিদ্যমান, তেমনিভাবে “এখন তালাক দাও”-এর মধ্যে তালাক

Scanned by CamScanner

চাওয়ার বিষয়টিও সুস্পষ্ট। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর বাক্যটি "তোর যদি যাওয়ার শখ থাকে" স্ত্রীর তালাক চাওয়ার প্রতিউত্তরই গণ্য হবে। পৃথক কোনো শর্ত বা তা'লীক বলে গণ্য হবে না। অতএব স্বামীর বাক্য "তবে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।" দ্বারা তাৎক্ষণিক তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। (১৫/৯৪০)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٢١ : وإن لم يكن للزوج نية تكلم المشايخ فيه والمختار للفتوى: أنه إن كان في حالة الغضب يحمل على المكافأة والمجاراة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٤٣ : وفيها والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المجازاة وإلا فعلى الشرط اه

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٨٧ : فتاوى النسفي رجل قال لامرأته بعد ما قالت له في خصومة وقعت بينهما: من با تو نميباشم اكر نباشي بس أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقالت ميباشم يقع الثلاث وعلى هذا رجل لامه أبوه لأجل امرأته فقال الابن: " اكر ترا خوش نيست بس دادمش سه طلاق " فقال الأب: مرا خوش است وهو نظير مسألة الشتم والمجازاة حتى لو لم يقل بس يكون تعليقا.

ডিভোর্স না করালেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে একদিন রাগের মাথায় তিন তালাক দিয়ে দেয়। আমি পৃথক হতে চাইলে আমার স্বামী বলে, ডিভোর্স না করালে তালাক হয় না এবং আমাকে এর ওপর মারধর করে। এভাবে এক বছর চলে যায়। তারপর আবার একদিন রাগের মাথায় আমাকে মারধর করে তিন তালাক দেয় এবং আমি যাওয়ার কথা বললে আগের মতো মারধর করে বলে ডিভোর্স না করালে তালাক হয় না। এটিও তিন মাস পূর্বের ঘটনা। তা শুনে আমার মা আমাকে নিয়ে আসেন এবং এক জায়গায় হিল্লা বিয়ে দেন এবং ওই হিল্লা বিয়েতে আমি এবং আমার মা ও ইমাম সাহেব ছাড়া কেউ ছিলেন না। হিল্লা বিয়ের স্বামীর ঘরে এক রাত থাকার পর পরদিন আমার মা জবরদস্তি দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক নিয়ে আমাকে নিয়ে প্রথম স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেন। একপর্যায়ে আমার স্বামীকে হিল্লা বিয়ের খবর শোনানোর পর আমাকে মারধর করে। পরে আবার আমি বাবার বাড়ি

Scanned by CamScanner

চলে যাই। এখন আমি বাবার বাড়িতেই। বাড়ি থেকে জবরদস্তিমূলক আমাকে স্বামীর ঘরে যেতে চাপ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো,

১. রাগের মাথায় তিন তালাক দিলে তা পতিত হবে কি না?
২. জবরদস্তিমূলক তালাক নিয়ে নিলে তা পতিত হয় কি না?
৩. কোনো সাক্ষী ছাড়া আমার দ্বিতীয় বিবাহ সহীহ হয়েছে কি?
৪. প্রথম স্বামীর সাথে ঘর-সংসারের কোনো ব্যবস্থা আছে কি না?
৫. হিল্লা বিয়ের সঠিক পদ্ধতি কী?
৬. এখন আমাকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক সেখানে পাঠাতে চাচ্ছে, আমার করণীয় কী?
৭. প্রথম স্বামীর ঘরে যেতে হলে আমার নতুন বিয়ের প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : বিহিত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীতের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। যা রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তা সত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে মৌখিক বা লিখিত একসাথে বা পৃথকভাবে তালাক দিয়ে দিলে শরীয়তের বিধান মতে তা পতিত হয়ে ওই স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। চাই তা রাগের মাথায়ই দেওয়া হোক না কেন। পুনরায় আবার তার সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলে শরীয়তসম্মত পন্থায় হালালা করতে হয়। আর তা হলো, প্রথম স্বামীর ইদ্দত পালন করার পর দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার পর পরস্পরে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণের পর দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিতে হবে। তবে জবরদস্তিমূলক মৌখিকভাবে তালাক নিলেও তা হয়ে যায়।

অতএব প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী, আপনার দ্বিতীয় বিয়ে শরীয়তসম্মত না হওয়ায় আপনাকে পুনরায় প্রথম স্বামীর ঘরে যেতে হলে দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করার পর আবার শরীয়তসম্মত পন্থায় হালালা (হিল্লা) বিবাহ করতে হবে। এরপর স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিলে পুনরায় আবার ইদ্দত পালন করে প্রথম স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৪/২৭৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٢ (٥٢٦١) : عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ولا فرق في

Scanned by CamScanner

ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها كذا في فتح القدير ويشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين هكذا في العيني شرح الكنز. أما الإنزال فليس بشرط للإحلال.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (قوله فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكره.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٤٦٥ : (و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما {فتذكر إحداهما الأخرى}.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٣٢ : وأما المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة لا تستأنف العدة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۶۵ : حنفیہ کے نزدیک جبر و اکراہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور استدلال اس کا اس حدیث سے ہے «ثلث جدهن جد وهزلهن جد»۔

'তোমাকে তালাক দিলাম' কয়েকবার বললে তিন তালাক পতিত হবে

প্রশ্ন : ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ঠিক মাগরিবের আজানের সময়। আজানের কথা উল্লেখ করে স্বামী স্ত্রীকে বলেছিল, আমি এই আজানের সময় তোমাকে তালাক দিলাম। এভাবে সে কয়েকবারই উল্লেখ করেছে। ঠিক ওই সময় তার বাড়ির কাজের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা তা দেখেছে ও শুনেছে। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এর সমাধান জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অযথা তার অপব্যবহার অপছন্দনীয়। তবে তালাকের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত পদক্ষেপসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর তা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা সত্য প্রমাণিত হলে, অর্থাৎ তিনবার বলে থাকলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওই স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (১৪/৪৪৭/৫৭১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱ / ۳۰۰ : وإذا قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخولة طلقت واحدة وكذا إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق أو طالق طالق كذا في السراج الوهاج -

رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۲۹۳ : فروع : كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۲۹۳ : أي ووقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد.

কেউ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করলে সমাজের করণীয়

প্রশ্ন : আমরা জানি, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে নিয়ে স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ। বর্তমানে আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও হালালা করা ছাড়া ওই মহিলাকে নিয়ে স্ত্রী হিসেবে দিন কাটাচ্ছে। অথচ তারাও জানে নিজেরা অবৈধ কাজে লিপ্ত। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আলেম-উলামা এবং সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের করণীয় কী?

উত্তর : তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশা সম্পূর্ণ হারাম। তাই স্ত্রীসুলভ আচরণ করা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা জেনেও যারা এ ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত তাদের ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা ইসলামী শরীয়তের বিধান। আর যেখানে ইসলামী শাসন নেই সেখানে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া আলেম-উলামা ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন ও অন্তর থেকে খাঁটি তাওবা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সব ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা সকল মুসলমানের কর্তব্য এবং নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। (১৪/৮৬৫/৫৮২৬)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ١٤٨ : ولو طلقها ثلاثا ثم راجعها ثم وطئها بعد مضي المدة يحد إجماعا.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٢ : (أما) الأول فنصب القاضي فرض، لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض، وهو القضاء قال الله سبحانه وتعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}وقال تبارك وتعالى لنبينا المكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} والقضاء هو: الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل، فكان نصب القاضي؛ لإقامة الفرض، فكان فرضا ضرورة؛ ولأن نصب الإمام الأعظم فرض، بلا خلاف بين أهل الحق، ولا عبرة - بخلاف بعض القدرية -؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتقيد الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام، لما علم في أصول الكلام، ومعلوم أنه لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه، فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضي؛ ولهذا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى الآفاق قضاة -

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٩١٠ : الجواب- زناء کی حد شرعی دار الحرب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اجرائے حدود کے لئے دار الاسلام شرط ہے کما صرح به الدر المختار- من كتاب الحدود- لہذا فیمابینہ وبین اللہ توتوبہ بھی کافی ہے، لیکن اگر مسلمان کسی جگہ متفق ہوں اور سب متفق ہو کر زانی سے قطع تعلقات کر دیں اور جب تک توبہ نہ کرے مقاطعہ جاری رکھیں تو مناسب ہے۔ واللہ تعالی اعلم

স্ত্রী অন্যের সাথে ভেগে যাওয়ায় মৌখিক তিন তালাক দিলে তা কার্যকর হওয়ার সময়

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রী আমার অগোচরে একটি ছেলের সাথে চলে যায়। সে আমাকে ডিভোর্স দেওয়া ছাড়াই উক্ত ছেলের সাথে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কয়েক দিন পর উক্ত ছেলেকেও কোর্ট তালাক প্রদান করে বর্তমানে তার পিত্রালয়ে বসবাস করছে। ছয়-সাত মাস পূর্বে আমি একজন সাক্ষীর সামনে

Scanned by CamScanner

মৌখিকভাবে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছি। তবে এখনো তা স্ত্রীকে জানানো হয়নি। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো,

১. তাদের বিবাহ বৈধ হয়েছিল কি না? বিবাহের সময় আমি তাকে মৌখিকভাবে তালাকের অধিকার প্রদান করিনি। যদিও ফরমে অধিকার দেওয়া আছে।
২. শরীয়ত মোতাবেক উক্ত স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার অধিকার আছে কি না?
৩. আমার প্রদত্ত তালাক কবে ও কখন থেকে কার্যকর হবে বা হয়েছে?
৪. আমাদের ছেলেটির বর্তমান বয়স দুই বছর এক মাস। এমতাবস্থায় ছেলেটিকে আমার কাছে রাখতে শরীয়তের কোনো বাধা আছে কি না?
৫. স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর উক্ত স্ত্রীর আমার নিকট কোনো দেনা-পাওনা আছে কি না?

উত্তর :

১. বিবাহিতা স্ত্রী পূর্বের স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকাবস্থায় অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ। তাই উক্ত বিবাহ সহীহ হয়নি।
২. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করা হলে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায় এবং সরাসরি তার সাথে ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই বর্তমান অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো রকম অধিকার আপনার নেই।
৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য স্ত্রীর অবগতি বা উপস্থিতি জরুরি নয়। বরং স্ত্রীকে উদ্দেশ করে যখনই তালাক উচ্চারণ করা হয় তখনই তা কার্যকর হয়ে যায়। সুতরাং আপনি স্ত্রীকে উদ্দেশ করে যখন তিন তালাক উচ্চারণ করেছেন তখন থেকেই তা কার্যকর হয়ে গেছে।
৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে ছোট শিশুর লালন-পালনের অধিকার মূলত মায়ের। তাই মা যদি তাকে লালন-পালন করতে চায় তাহলে ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর পিতা জোরপূর্বক সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে পারবে না। তবে মা যদি ফাসেকা তথা শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে তাহলে পিতাই সন্তান লালন-পালনের অধিকারী হবে। উভয় অবস্থাতেই সন্তানের যাবতীয় খরচাদি পিতাকে বহন করতে হবে।
৫. স্ত্রীর মহরানা যদি পূর্বে আদায় করা হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে স্ত্রীর কোনো পাওনা আপনার ওপরে নেই। স্ত্রীর ইদ্দতের ভরণ-পোষণ আপনার ওপর ছিল কিন্তু তা আপনার অবাধ্য হওয়ার কারণে রহিত হয়ে গেছে। (১৪/৯৪৫/৫৮৯৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

📖 فيه أيضا ١ / ٥٤١ : أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم-

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ / ٢٠٢ : المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا او بائنا او ثلثا حاملا كانت اولم تكن-

📖 فيه أيضا ١/ ٢٠٢ : المعتدة اذا لم تلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتخرج زمانا لا تستحق النفقة لأنها ناشزة-

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٢ / ٥٢٤ : سوال—زيد نے اپنی عورت کو بوجہ نافرمان ہونے کے طلاق دیدی اور عورت میکہ میں چلی گئی تو ایام عدت کا خرچ زید پر واجب ہے کہ نہیں؟

الجواب—نہیں۔

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিন তালাক স্বীকার করলে তিন তালাকই হবে

প্রশ্ন : আমি একদিন ঝগড়ার মধ্যে আমার স্ত্রী রিপাকে বঁটি দিয়ে কোপ দিতে গেলে আমার বোন আমার হাত থেকে বঁটি নিয়ে যায়। আমি রাগান্বিত হয়ে বলি–আপা, আমি ওকে তালাক দিলাম। সাক্ষীরাও তাই শুনেছে এবং রিপাও তাই শুনেছে। পরবর্তীতে রিপার বড় ভাই আমাকে ও আমার মাকে অনেক গালাগাল দেয় এবং আমাকে হুমকি দেয়। তাতে আমার মনে কষ্ট পাই। এ নিয়ে যখন প্রথম বৈঠক হয় তখন মাওলানা হাবিব উল্লাহ সাহেব আমাকে প্রশ্ন করেন, ঘটনার দিন তুমি কী বলেছিলে? তখন আমি মাওলানার প্রশ্নের জবাবে বলি, আমি ওকে তিন তালাক দিলাম বলেছি। যদিও তিন তালাক কথাটি আমি ঘটনার দিন বলিনি। তিন তালাক কথাটি আমি মিথ্যা বলেছি এবং কথাটির দ্বারা আমি তাকে বিদায়ের উদ্দেশ্য ছিল না।

অতঃপর দ্বিতীয় বৈঠকে আমি সত্য কথাটি বলি। আর কথাটি ছিল, আমি ওকে তালাক দিলাম। উপরোক্ত ঘটনা অনুযায়ী আমি একটি শরয়ী ফয়সালা কামনা করি।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ মতে, মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে বাক্য "আমি ওকে তিন তালাক দিলাম বলেছি" অসত্য হলেও এর দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এখন এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (১৩/২৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٨ : كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر، وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : وقيدنا بالإنشاء لأنه لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا كذا في الخانية من الإكراه ومراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء اه.

وصرح في البزازية بأن له في الديانة إمساكها إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كذبا، وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب أو الهزل وقع قضاء وديانة واستثنى في القنية من الوقوع قضاء ما إذا شهد قبل ذلك لأن القاضي يتهمه في إرادته الكذب فإذا أشهد قبله زالت التهمة.

নিরুপায় হলেও তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা যাবে না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এতে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। স্বামী স্থানীয় এক আলিয়া মাদ্রাসায় লিখিত ফাতওয়া চাইলে তারা লিখেছে, শরয়ী তরীকায় হালালা না হলে এই স্বামীর জন্য বৈধ হবে না।

অনেক সালিস-দরবার করার পরও ওই স্ত্রী শরীয়ত অনুযায়ী হালালা করতে রাজি নয়। স্ত্রী বলছে, আমাকে যদি অন্যের সহিত জোর করে বিবাহ দাও তাহলে আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের (এনজিও সংস্থা) আশ্রয় নেব। অন্যথায় আমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে বিবাহ বসব। স্বামী বেচারা গরিব-দিনমজুর। কিছু জমি আছে, তাও ওই স্ত্রী ও স্ত্রীর বাপ-ভাইয়ের কাছে।

স্ত্রী আরো বলেছে, আমাকে যদি এক মাসের মধ্যে বাড়িতে না নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে আমি কেস করব। অনুরূপ তার বাপ-ভাইয়েরও একই কথা। আরো বলেছে, হিলা ছাড়া যদি না নিয়ে যাও তাহলে তোমার জমি, টাকা-পয়সা সব নিয়ে নেব এবং মহরও ছাড়ব না। মহরের অপরিশোধত টাকা পরিশোধ করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নিরুপায় হয়ে ৩ মাস ১০ দিন পর হিলা ছাড়াই বিবাহ পড়িয়ে সামান্য কিছু মহরের বিনিময়ে স্ত্রীর সহিত ঘর-সংসার করছে। উল্লেখ্য, স্ত্রী যদি কোর্টে কেস করে তাহলে

Scanned by CamScanner

স্বামীকে ৩-৪ মাস জেল খাটতে হবে। অতঃপর কাগজে দুই তালাক লিখে উভয়ের মাঝে আপসনামা লিখে দেবে। এ রকম কয়েকটা ঘটনা আমাদের সামনে আছে। উল্লিখিত ঘটনার পর এলাকায় বিরাট হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। তখন স্বামী স্থানীয় এক আলেমের নিকট গিয়ে অবস্থা জানালে তিনি অলিখিতভাবে নিম্নের ফয়সালা দিয়েছেন :

তুমি যদি শরীয়তমতো কিছু করতে চাও তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চাপ আসবে, কষ্ট ভোগ করতে হবে, যেহেতু এ দেশে ইসলামী আইন চালু নেই তুমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছ। এখন তুমি মাজুর। এ জন্য তুমি সারা জীবন তাওবা করতে থাকবে। আর গোনাহের জন্য সরকার দায়ী থাকবে। জানার বিষয় হলো, ওই আলেমের কথা সঠিক কি না? এবং এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি গর্হিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া সামান্য ব্যাপারে তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ। এ ধরনের অপরাধীদের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা পতিত হয়ে যায়। ফলে তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম। তার প্রাপ্য মহরানা থাকলে তা আদায় করে তাকে বিদায় করে দিতে হবে। তবে উক্ত পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে শরয়ী নিয়মানুযায়ী হালালা করা ছাড়া তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে নেই। প্রশ্নে বর্ণিত স্থানীয় আলেমের ফয়সালা শরীয়তসম্মত নয়। (১৩/৩৭৯/৫৩০০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٢- ٤٧٣ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ١٨٧ : وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ ... ... وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح -

📖 فيه أيضا ٣ / ١٨٨ : ومنها الدخول من الزوج الثاني، فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني حتى يدخل بها.

Scanned by CamScanner

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার ও সন্তানদের হুকুম

প্রশ্ন : প্রায় ১২ বছর পূর্বে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রকাশ্যে তিন তালাক দেওয়ার পর হালালা ব্যতীত আজ অবধি সংসার করে আসছে। এর মধ্যে তাদের তিনটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। প্রশ্ন হলো,

১. শরীয়তে ওই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের হুকুম কী?
২. যদি হারাম সম্পর্ক হয়ে থাকে। তবে এখন যাতে প্রতিবেশীদের কাছে দ্বিতীয়বার লজ্জা পেতে না হয় এমনভাবে তাদের হালাল বা মুক্তির কোনো উপায় আছে কি?
৩. এমন স্বামী-স্ত্রীর ঘরের কোনো কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা শরীয়ত কতটুকু অনুমোদন করে?
৪. এ অবস্থায় যে সন্তানাদির জন্ম হয়েছে শরীয়তে তাদের বিধান কী?
৫. তাদের ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। শরীয়তসম্মত হালালা ব্যতীত পুনরায় সংসার করলে তা অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। কেউ এরূপ অবৈধ সংসার করে থাকলে তাদের মুক্তির উপায় হলো অতীতের জন্য খাঁটি মনে তাওবা করে নেওয়া। বরং তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইদ্দত পালন ও শরয়ী হালালার পর তাদের মাঝে নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পুনরায় ঘর-সংসার করা। তাতে সামাজিক লজ্জাবোধের কারণে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেতে পারে। আর যারা এরূপ অবৈধ সম্পর্কে জড়িত তাদের ঘরে কিছু খাওয়াদাওয়া বা গ্রহণ করা থেকে সমাজের লোকদের বিরত থাকা জরুরি।

আর তাদের ঘরে যে সমস্ত সন্তান জন্ম হয়েছে তাদের ওই ব্যক্তির ঔরস থেকে ধরা হবে। কোনো ব্যক্তি পাপ করলে সে ওই পাপের জন্য সাজা পাবে। তবে এর জন্য তার অন্য ইবাদত-বন্দেগীর প্রতিদান বিফল যাবে না। (১৩/৮১৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٥ : ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا العمل طلقت ثلاثا ولا يصدق قضاء أنه لو لم ينو الطلاق.

📖 فيه أيضا ١ / ٥٤٠ : ولو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت، وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية ناقلا عن تجنيس الناصري.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١١ / ٣٧ : جواب—مطلقہ ثلاثہ سے بدون حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے اور معصیت ہے اور بعد نکاح جو اولاد ہوگی نسب اس کا ثابت ہوگا احتیاطا۔

Scanned by CamScanner

'তোকে ছেড়ে দিলাম' কয়েকবার বললে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঝগড়ার মুহূর্তে বলল, তোকে ছেড়ে দিলাম। উল্লেখ্য যে কয়েক দিন ঝগড়া করার মাঝে উক্ত বাক্যটি একাধিকবার তথা তিনের ঊর্ধ্বে বলে ফেলেছে। আমার প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সঠিক সমাধান কী? এবং উক্ত শব্দটি কেউ একবার বা দুবার বললে তার হুকুম কী?

উত্তর : তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি অপছন্দীয় ও গর্হিত কাজ। বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর জন্য প্রচলিত আইনে শাস্তি হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও কেউ স্ত্রীকে একসাথে বা ভিন্নভাবে তিন তালাক দিয়ে দিলে তিন তালাক পতিত হয়ে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অতএব, প্রশ্নের বর্ণনা মতে স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। বর্তমানে তার সাথে ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ নেই। "তোকে ছেড়ে দিলাম" শব্দটি তালাকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। তাই যতবার বলা হবে, ততবারই পতিত হবে। তার অনাদায়ী হকসমূহ আদায় করে আলাদা হয়ে যাবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ ও বাসস্থান স্বামী ব্যবস্থা করবে। (১৩/৮৬০/৫৪৭৩)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٢٩٩ : فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ١٦٦ : الجواب- ... جملہ ثانیہ "تجھ کو میں نے چھوڑ دیا" سرحتک کی طرح صریح طلاق ہے، لہذا بلانیت ہی اس سے طلاق رجعی ہوگئی۔

দুই তালাক দেওয়ার কিছুক্ষণ পর 'ঘর থেকে বের হয়ে যাও' বললে কয় তালাক হবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী কল্পনা বেগমের অন্য ছেলের সাথে সম্পর্ক আছে বলে আমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তাই দুই সপ্তাহ আগে আমি অফিস থেকে এসে আমার স্ত্রীর সাথে কথাকাটাকাটি করি। একপর্যায়ে আমি তাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলি। সে বের না হওয়ায় আমি তাকে দুই তালাক প্রদান করি। এরপর আমার স্ত্রী বলে–এভাবে যাব

Scanned by CamScanner

না, আমাকে দশজনের সামনে এনেছ, দশজনের সামনে বাদ দিতে হবে। তখন আমি বললাম, একা বিয়ে করেছি একাই বাদ দেব। আমার ঘর থেকে তুমি বের হয়ে যাও। এরপর আর কিছু বলিনি।

স্ত্রীর জবানবন্দি

অফিস থেকে এসে আমার স্বামী যখন আমাকে অন্য ছেলের সাথে সম্পর্কের কথা বলল। আমি বললাম, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথা সে বারবার আমাকে বলেছে। একপর্যায়ে সে বলে–ঘর থেকে বের হয়ে যাও। আমি বের না হওয়াতে সে আমাকে দুই তালাক দেয়। অতঃপর আমি বললাম, আমাকে একা বাদ দিলে হবে না, দশজনের সামনে বাদ দিতে হবে। এরপর স্বামী আমাকে বলে–যাও, তোমাকে তিনবারই দিলাম। তবে পরবর্তীতে স্বামী তার বাক্য "আমি বলিনি"-এর ওপর অটল থাকায় আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমার শোনার মধ্যে কি ভুল হলো। সে আমাকে তিনবারই দিলাম কথাটি বলেছে, না ঘর থেকে বের হয়ে যাও বলেছে। কারণ দুশ্চিন্তার অবস্থায় মাঝেমধ্যে আমার শোনার মধ্যে ভুল হয়ে থাকে।

অতএব, শরীয়ত অনুযায়ী আমরা দুজন পুনরায় একসাথে সংসার করতে পারব কি না?

উত্তর : তালাক শরীয়তের বৈধ বিষয়াদির মধ্য থেকে হলেও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ও সামাজিকভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হওয়া দরকার। এতদসত্ত্বেও শরীয়তের বিধান মতে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে তা যেভাবে প্রদান করবে, সেভাবেই পতিত হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর জবানবন্দি অনুযায়ী স্ত্রীকে স্পষ্ট শব্দ দ্বারা দুই তালাকে রজঈ দেওয়ার পর "ঘর থেকে বের হয়ে যাও" তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে পূর্বের দুই তালাকের সাথে মিলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। (১৩/৮৮১/৫৪৯১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٧ : والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن تقع طلقة أخرى.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٨٧ : وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله - عز وجل - {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة.

তিন তালাক দিয়ে স্বামী অস্বীকার করার হুকুম

প্রশ্ন : আমি কয়েক মাস পূর্বে আমার স্বামীর সাথে লঞ্চযোগে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে বলে, জীবনে কোনো দিন বাপের বাড়ি যেতে পারবি না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে–যা, আমি তোকে এক, দুই, তিন তালাক দিয়ে থুইলাম। কিছুক্ষণ পর বলে, যদি কোনো দিন বাপের বাড়ি যাস, তাহলে গাট্টিগোছা গোল করে একেবারে চলে যাবি। আমার স্বামীও একজন আলেম। এ কথাগুলো বলার পরে আমি তার সাথে আমার শ্বশুরবাড়ি যাই এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করি। তারপর তার অনুমতি নিয়ে আমি বাবার সাথে ঢাকায় আসি। ঢাকায় আমার বাবার বাড়ি। ঢাকায় আসার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ করে সে আমাকে বলে, নাসিমা! আমরা যদি শরীয়ত মানি তাহলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আর যদি ব্রিটিশ ল' আইন মানি, তাহলে আমদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। লঞ্চে যখন সে আমাকে ওই কথাগুলো বলেছে, তখন সেখানে আমি এবং আমার বাচ্চা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এখন সে সবার কাছে অস্বীকার করে যে আমাকে কিছুই বলেনি। আবার আমাকে বলে, আমি কেন এসব কথা সবার কাছে প্রচার করেছি। এখন আমার প্রশ্ন, শরীয়ত মোতাবেক আমাদের কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? আমাকে দলিলসহ ফাতওয়া দেবেন।

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষীদের সামনে তালাক দিয়ে তা অস্বীকার করে তখন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক হয়ে যাবে। তালাক দেওয়ার সাক্ষী না থাকলে তালাক পতিত না হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া যাবে। যদি স্বামীর তালাক দেওয়ার কথা স্ত্রী নিজ কানে শোনে, তাহলে সাক্ষী না থাকলেও ওই স্বামীর সাথে স্বামীসুলভ আচরণ করা যাবে না। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, প্রশ্নকারীর জন্য ওই স্বামী থেকে দূরে থাকা জরুরি হয়ে পড়েছে, অথবা স্বামী থেকে আইনগতভাবে হলেও বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। (১২/৪২০)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١ / ٣٧ : أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٦ : (فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول له مع اليمين) لإنكاره الطلاق ... ... إلا إذا برهنت).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥١ : والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر.

📖 الفتاوى البزازية ٤ / ٣٦٠

জেল খাটার ভয়ে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা ও হারাম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত তাকে দুটি শর্ত জুড়ে দেয়, হয় স্ত্রীকে গ্রহণ করো অথবা এক বছর কারাভোগ করো। এখন সে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। প্রশ্ন হলো, এ রকম পরিস্থিতির স্বীকার হলে ওই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয আছে কি না? যদি না হয় তবে গোনাহ কার হবে? আদালতের, স্বামীর, নাকি স্ত্রীর? কেননা স্বামী তো কারাভোগের শাস্তির ভয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া কোনোভাবেই জায়েয নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে না। যদি আদালতের রায়ের ওপর ভিত্তি করে স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করে, তাহলে যত দিন তারা অনুরূপভাবে জীবন যাপন করবে, তত দিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী ও আদালত সকলেই গোনাহগার হবে। (১২/৪৮৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٠٩ : (وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول، وما في المشكلات باطل، أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله، وقدره شيخ الإسلام بعشر

Scanned by CamScanner

سنين، أو خصيا»، أو مجنونا، أو ذميا لذمية (بنكاح) نافذ خرج الفاسد والموقوف، فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها. ومن لطيف الحيل أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين فإذا أولج يملكه لها فيبطل النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها، لكن على رواية الحسن المفتى بها. أنه لا يحلها لعدم الكفاءة إن كان لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر (وتمضي عدته) أي الثاني.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٤٠٠ : وهي إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.

তালাকের সংখ্যা নিয়ে স্বামী স্ত্রী এবং সাক্ষীগণের মত পার্থক্য

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে বলে, তোকে ১, ২, ৩ তালাক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল দুজন মহিলা। পরে স্বামী ও স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা উভয়ে দুই তালাকের কথা স্বীকার করে। তবে যে ঘটনায় স্ত্রী দুই তালাকের কথা স্বীকার করে সে সময় বলেছিল, ইতিপূর্বে আমার স্বামী এমন অনেকবার বলেছে। কিন্তু পরে এককভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে এই ঘটনায় আমাকে দুই তালাক দেওয়া হয়েছে সঠিক। তবে ইতিপূর্বে যে তালাকের কথা বলেছিলাম এর উদ্দেশ্য স্বামীকে ভয় দেখানো, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলেছি।

এখন মুফতি সাহেব হুজুরের নিকট আমার নিবেদন এই যে বর্ণিত মাসআলাটির দলিলসহ ফয়সালা দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : তালাক দেওয়া একটি ঘৃণিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাদের অবাস্তব কথায় যদিও মুফতিয়ানে কেরাম দুই তালাকের ফাতওয়া দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবে যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে চির জীবন আল্লাহ তা'আলার কাছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যিনাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তিন তালাকের শরয়ী সাক্ষী না থাকার কারণে স্বামীর দুই তালাকের কথা স্বীকার করার দ্বারা উক্ত মহিলার ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। অতএব ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করলে বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে ইদ্দত শেষ হলে নতুন করে মহরানা ধার্য করে পুনরায় বিবাহ পড়াতে হবে। (১২/৭১০/৫০৪০)

Scanned by CamScanner

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٧٨ : (قوله والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٤ : والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها.

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর তালাকদাতা স্বামীর সংসারে যাওয়ার বৈধ পন্থা

প্রশ্ন : কোনো তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি তার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে হিলা করতে হয়। কিন্তু এ হিলা করানো হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী অভিশাপের কাজ। জানার বিষয় হলো, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ বৈধ কোনো পদ্ধতি আছে কি না, যা কোনো লানতের আওতায় পড়বে না? থাকলে দলিলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তালাকদাতা স্বামীর জন্য বৈধ করার উদ্দেশ্যে তালাকদাতা স্বামী অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে এমন চুক্তি করে বিবাহ দেওয়া যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করে সহবাসের পর তালাক দিতে বাধ্য হয়, যাতে তালাকদাতা স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারে–এ ধরনের হিল্লার সাথে জড়িত সবাই হাদীসের ভাষায় অভিশপ্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি নিজের উদ্যোগে কোনো পূর্বচুক্তি ব্যতীত বিবাহ করে নেয়। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায়, তাহলে ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামী পুনরায় তাকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেউ অভিশপ্ত হবে না। (১২/৮১০/৫০৭৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٢ (٥٢٦١) : عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٧٩ (١١٢٠) : عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له».

Scanned by CamScanner

العرف الشذي (دار التراث العربي) ٢ / ٣٧٨ : والمشهور عندنا أن الشرط معصية وإثم؛ والنكاح صحيح، وإن لم يشترط في اللفظ فإن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما كما في فتح القدير، وفي بعض كتبنا أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمِحل له ثواب لأنه نفع أخيه المسلم، وفي رواية عن محمد أنه إذا اشترط يصح النكاح ولا تحل للأول، وفي رواية عن أبي يوسف أن النكاح أيضا باطل، أقول: يحمل حديث الباب على الاشتراط عند أبي حنيفة بالتفقه، ولأبي حنيفة ما أفتى عمر بسند لعله جيد، ولعله في الكنز وفتاوى الحافظ: ابن تيمية أن رجلا نكح امرأة للتحليل فقال له عمر: لا تفارق امرأتك وإن طلقتها فأعزرك، فدل هذا على صحة النكاح للتحليل، ولابن تيمية بحث في أن النهي يقتضي البطلان، ومر الكلام مني بقدر الضرورة.

১০০ তালাক দিলে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে আমার ও আমার স্বামীর মাঝে মারামারি হয়। ফলে সেখানে লোক জড়ো হয়ে যায়। এহেন অপ্রিয় কাজে লিপ্ত হওয়ায় মেজ ও বড় ভাই তাকে মারতে যায়, যা দেখে আমিও খুব কষ্ট পাই। সে কিছুক্ষণ আমাকে, কিছুক্ষণ তার ভাইদের কী বলছে খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই তাকে ধরে আছে এর মাঝে সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে বলে, আমি তোকে তালাক দিলাম। এ অবস্থায় আমি তাকে দেখছিলাম, কিন্তু সে আমাকে দেখছিল না। কিছুক্ষণ পরে আবার সে আমাকে বলে, আমি তোকে এক শত তালাক দিলাম। এই তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

স্বামীর বক্তব্য : নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে রাগের মাথায় আমি তালাকের কথা উচ্চারণ করেছি, কিন্তু বর্তমানে অনুতপ্ত হয়ে ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাই। অনুগ্রহপূর্বক এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান দিলে বাধিত হব। আমি ও আমার স্ত্রী টাকা নিয়ে ঝগড়া করে মারামারিতে লিপ্ত হলে চেঁচামেচি শুনে আমার মা-বোনেরা এসে ওকে নিয়ে যায়। অন্য ঘর থেকে আমার বড় ভাইরা এসে আমাকে মারতে থাকে। একপর্যায়ে আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে রাগান্বিত অবস্থায় আমি তাকে "তোকে তালাক দিলাম" বলে ফেলি। কিন্তু সে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। তার নামও উল্লেখ করিনি। কিছুক্ষণ পরই আমি অসুস্থ হয়ে যাই। মা ও বোন আমার মাথায় পানি দেয়। পানি

Scanned by CamScanner

দেওয়া অবস্থায় "১০০ তালাক দিলাম" কথাটি বলি। কিন্তু তখনো সে আমার সামনে উপস্থিত ছিল না।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নিরুপায় অবস্থায় শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার অনুমতি থাকলেও সাধারণ বিষয়ে তালাক শব্দ ব্যবহার করা, বিশেষত একসাথে তিন তালাক প্রদান করা জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তির প্রচলিত আইনে শাস্তি হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও কেউ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নে বর্ণনা মতে, স্বামীর বাক্য "আমি তোকে তালাক দিলাম" এবং এর কিছুক্ষণ পর আবার "১০০ তালাক দিলাম" বাক্যদ্বয় সত্য হয়ে থাকলে স্ত্রীর ওপর প্রথম এক তালাক ও পরের বাক্য থেকে আরো দুই তালাক মিলে তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। অবশিষ্ট আটানব্বই তালাক তার জন্য গোনাহ বলে সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে না। বরং তার প্রাপ্য মহরানা ও ইদ্দতের খোরপোষ দিয়ে পৃথক করে দিতে হবে। (১১/১২১)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٣٩٣ (١١٣٣٩) : عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له» .

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٣٣٠ : وفي موطأ مالك: بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. وفي الموطأ أيضا: بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال: ما قيل لك. فقال: قيل لي بانت منك، قال: صدقوا، هو مثل ما يقولون وظاهره الإجماع على هذا الجواب.... ... وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، فقال له علي: بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك. وروى وكيع أيضا عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث. وأسند عبد الرزاق «عن عبادة بن الصامت أن

Scanned by CamScanner

أباه طلق امرأته ألف تطليقة، فانطلق عبادة فسأله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بانت بثلاث في معصية الله تعالى، وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدوانا وظلما، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له» .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ / ۲۰ : صورت مسئولہ میں زید کی زوجہ ہندہ پر شرعا طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اب رجوع یا تجدید نکاح کافی نہیں اگر دوبارہ ہندہ کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے حلالہ ضروری ہے۔ یعنی عدت گذار کر ہندہ کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ شریعت کے موافق نکاح کرلے اور وہ شخص ہندہ سے جماع کرنے کے بعد اگر طلاق دیدے یا مرجائے تو پھر بعد عدت ہندہ کا نکاح زید سے درست ہوگا بغیر اس کے درست نہیں۔

'তোকে তালাক দিলাম' তুই আমার স্ত্রী না' কয়েকবার বললে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : আমার ভাতিজা আমার সাথে একই বাসায় থাকে। সে আমার আপন ভাতিজা। আমাকে বাবা বলে ডাকে। তার মা-বাবা নেই। ইদানীং আমার স্ত্রী ও আমার ভাতিজাকে নিয়ে আমার মনে কেমন যেন খারাপ সন্দেহ হচ্ছে। গত শুক্রবার দিন আমি আমার ভাতিজাকে বললাম, তুমি গোসল করো। একসাথে জুমু'আর নামায পড়তে যাই। কিন্তু আমার কথা সে না শুনে নানা টালবাহানা করতে লাগল। যা দেখে আমার মনে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। তখন আমি ভাতিজাকে মার দিতে বাধ্য হই। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে ফেরাতে গেল, আমি ভুলক্রমে তাকেও (স্ত্রীকে) মেরেছি। কিন্তু আমার খেয়াল নেই যে আমি আমার স্ত্রীকে মেরেছি। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে কয়েকবার বলেছি যে তোকে আমি তালাক দিলাম। আর আমার ভাতিজাকে বললাম, তুই আমার ছেলে না এবং স্ত্রীকে বললাম, তুই আমার স্ত্রী না। আমার সামনে আমার ভাতিজা ছিল এবং একটু দূরে একজন মহিলা ছিল। তারা আমার এ কথাগুলো নিজ কানে শুনেছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত কথার দ্বারা আমার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেওয়া নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। একান্ত নিরুপায় হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তালাক দেওয়ার অবকাশ থাকলেও সামান্য বিষয়ে তালাক শব্দ উচ্চারণ করা, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক প্রদান করা মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীদের সরকারি আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া জরুরি। এতদসত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

প্রশ্নে বর্ণিত আবেদনকারীর ভাষ্য, "আমি আমার স্ত্রীকে কয়েকবার বলেছি তোকে আমি তালাক দিলাম, তুই আমার স্ত্রী না"—কমপক্ষে তিনবার বলে থাকলে তা দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। তার সকল প্রাপ্য হক আদায় করতে হবে। একসাথে তিন তালাক দেওয়ার কারণে যে গোনাহ হয়েছে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করতে হবে। (১১/১৮৭/৩৫১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٥ : رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٤٣٩ : سوال—ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ لفظ کہے کہ نہ میں تیرا میاں اور نہ تو میری بیوی، میرے سے کچھ تعلق نہیں ہے کیا طلاق پڑ گئی؟ یہ لفظ طلاق دینے کی نیت سے نہیں کہے گئے بلکہ اس کو ڈرانے کی نیت سے کہے۔

الجواب—اگر ان الفاظ کے کہنے سے پہلے کچھ ذکر طلاق کا ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے تب تو بدون نیت کے بھی طلاق واقع ہو گئی اور اگر کچھ ذکر نہ تھا تو بدون نیت کے طلاق نہیں واقع ہوئی کیونکہ یہ کلمات محتمل ہے سب اور جواب کے اور اس قسم میں یہی حکم ہے۔

তাকীদের নিয়্যাত অগ্রাহ্য হওয়ার উসুল

প্রশ্ন : 'ইসলাম কা মুকাম্মাল নিযামে তালাক' নামক কিতাবটিতে নিম্নলিখিত ইবারতটি আছে,

دیانت وقضاء کی بحث- مگر حالت وزمانہ کی لحاظ سے اب مفتی کو بھی تاکید کی نیت پر اعتبار نہ کرتے ہوئے تین ہی طلاقوں کا فتوی صادر کرنا چاہئے. (٨٦)

আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ইবারতটি কোন উসুলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। উদ্ধৃতিসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : 'ইসলাম কা মুকাম্মাল নিযামে তালাক' কিতাবটিতে প্রশ্নে উল্লিখিত ইবারতটি উসুলে ইফতার প্রসিদ্ধ মূলনীতি فإن للعرف اعتبارا فى الشرع এবং لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان -এর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। (১১/৫৪০)

Scanned by CamScanner

'তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম' বললে তিন তালাকই হবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নিম্নবর্ণিত তালাকের বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এর সমাধানে কোনো কোনো আলম বলেন, স্ত্রীর ওপর তিন তালাকে মুগাল্লাজা পতিত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, কোনো তালাকই হয়নি। অতএব এর সঠিক সমাধানের জন্য আপনার কাছে পাঠালাম।

তালাকদাতার জবানবন্দি
আমি বেড়ির ওপরে স্ত্রীর সম্পর্কীয় মামা হয়, এমন একজনের সাথে ঝগড়া করে বাড়িতে এসে বলি–তোর জন্য মার খেলাম, তোরে রাখব না, তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম।

সাক্ষীগণ

১. মোঃ ফারুক–বেড়ির ওপরে মার খেয়ে আসার পর তিন তালাক দিয়েছিল। আমি হৈ চৈ শুনে এসেছিলাম এবং সিরাজ এ কথাগুলো বলেছে।
২. হানু মাঝি–এ কথাগুলো বলেছিল।
৩. বিল্লাল–সিরাজ এ কথাগুলো বলেছিল।
৪. মেয়ের বাবা আব্দুল মালেক উপস্থিত ছিল। ওপরের লেখাগুলো সঠিক।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক একটি ঘৃণিত কাজ। নিরুপায় অবস্থায় শরয়ী নিয়মানুযায়ী তালাক দেওয়ার অনুমতি থাকলেও একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় শাস্তি হওয়া দরকার। এতদসত্ত্বেও রাগের বশবর্তী হয়ে স্বজ্ঞানে একসাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর বাক্য "তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম" বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামীর জন্য সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেছে। এখন এই স্ত্রী নিয়ে স্বামী ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম। উল্লেখ্য, যাঁরা বলেন উপরোক্ত ঘটনায় কোনো তালাকই হয়নি, তাঁদের কথা সঠিক নয়। (১১/৫৫৬/৩৬৪৮)

📖 العناية بهامش الفتح (حبيبيه) ٣ / ٣٢٩ : (وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ... وهو حرام عندنا لكنه إذا فعل وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة وكان عاصيا.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ٩٦ : وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: إنه لا يقع وهو مذهب الشيعة ... وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان لا يؤتى

Scanned by CamScanner

برجل قد طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين فيكون إجماعا منهم على ذلك.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٨٨ : (ولا تحل الحرة بعد) الطلقات (الثلاث) لمطلقها لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية (ولا الأمة بعد الثنتين) لما تقرر أن الرق منصف والطلقة لا تتجزأ (إلا بعد وطء زوج آخر) سواء كان حرا أو عبدا زوج بإذن المولى عاقلا أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم (بنكاح صحيح) فيخرج الفاسد ونكاح غير الكفؤ إذا كان لها ولي على ما عليه الفتوى والنكاح الموقوف (ومضي عدته) أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني.

প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে ঝগড়ার বশবর্তী হয়ে তিন তালাক দেয়। কিন্তু তালাকের ব্যাপারে আমাকে অবগত না করে সে আমাকে আমার বাবার বাড়িতে রেখে অন্যত্র চলে যায়। এভাবে আমার সংসারজীবন তিন-চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমার স্বামী আমাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাচ্ছে। আমি তার পরিবারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে আমি জানতে পারি, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী? এবং আমর স্বামীর দেওয়া তালাক আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে কি না, তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

আপনার সুবিধার্থে আমি আরো জানাচ্ছি যে আমার নিকটতম এক আত্মীয় আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে যে যেহেতু আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে, তাই আমাকে খোলা তালাকের বিনিময়ে কোনো একজন পুরুষের সাথে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। বিনিময়ে সেই লোককে কিছু টাকা প্রদান করে তার নিকট হতে তালাকনামা আদায় করে নিয়ে পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে আমার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে যেতে হবে। আমার আত্মীয়ের এই পরামর্শ কতটুকু শরীয়তসম্মত? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণার কাজ। এ ধরনের লোকদের আইনের আওতায় শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ স্ত্রীকে একসাথে

Scanned by CamScanner

তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার স্বামী আপনাকে তিন তালাক দেওয়ায় আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

আর আপনার আত্মীয়ের পরামর্শ সঠিক নয়। হ্যাঁ, তালাকের ইদ্দত পালন করার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তার সাথে সহবাসের পর সে যদি স্বেচ্ছায় আপনাকে তালাক দেয় অথবা মারা যায় তাহলে পুনরায় ইদ্দত পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। (১০/৭৮/৩০০৩)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٥ (٢٦٣٩) : عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٨٥ : الجواب- خطاب ہونا اور روبرو ہونا زوجہ کا شرط نہیں اگر زوجہ غائب ہو اور اس کا خطاب نہ کیا جاوے اور غائبانہ طلاق دی جاوے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے-

তিন তালাকের পর আলহামদু কবুল বললেই স্ত্রী বৈধ হয়ে যায় না

প্রশ্ন : আমি ঝগড়ার মধ্যে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। অর্থাৎ এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলেছি। কিছুক্ষণ পরে ভুল বুঝতে পেরে দুজন দুজনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই এবং বিয়ের তিনটি কথা বলি, অর্থাৎ আলহামদু কবুল বলি। এভাবে দশ মাস আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকি। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের তালাক হয়েছিল কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা যে তিনবার কবুল বলেছি তাতে বিয়ে সম্পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে আমাদের বিবাহ শরীয়ত মোতাবেক সম্পূর্ণ হবে? কোরআন-হাদীস মোতাবেক জানালে সম্পূর্ণ উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

বিঃদ্রঃ. স্ত্রী যদি এখন অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার ওপর কি আবার ইদ্দত পালন করা জরুরি?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক বড়ই ঘৃণিত কাজ। নিরুপায় অবস্থায় শরয়ী নিয়মানুযায়ী তালাক দেওয়ার অনুমতি থাকলেও সাধারণ বিষয়ে তালাক শব্দ ব্যবহার করা, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এদের রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও কেউ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে। শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি তথা হালালা ছাড়া তার সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। এ ক্ষেত্রে পরস্পর ক্ষমা চেয়ে আলহামদু কবুল বলা অহেতুক, এতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং মাসআলা জানার সাথে সাথেই স্ত্রীর প্রাপ্য মহর আদায় করে তাকে পৃথক করে দেওয়া স্বামীর ওপর একান্ত জরুরি। অন্যথায় উভয়ে ব্যভিচারের গোনাহে লিপ্ত থাকবে। অতীতের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট খালেস দিলে তাওবা করে নিতে হবে। ওই মহিলাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে বরণ করতে চাইলে কোনো বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক পদ্ধতি জেনে নেবে। প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে প্রথম স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় ইদ্দত পালন করা জরুরি। (১০/২৪৩/৩০৯৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٥ (٢٦٣٩) : عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٨٨ : وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منهما.

Scanned by CamScanner

'পাঁচ বছর আগে এক তালাক, আজ এক তালাক, তোর থেকে আমি খালাস হলাম' তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে একদিন বলি যে তোকে সাড়ে পাঁচ বছর আগে এক তালাক দিয়েছিলাম, আজ আরেক তালাক দিলাম, তোর রাস্তায় তুই যা, আমার রাস্তায় আমি, আজ থেকে আমি তোর থেকে খালাস হলাম। সেখানে উপস্থিত আমার বাড়ির লোকজন বলল যে তালাক হয়নি। পরদিন এ নিয়ে আমাদের বাড়িতে একটি সালিসের আয়োজন হয়, সেখানে সালিসদাররা বলে যে তালাক হয়নি। তখন আমি বলি, যেভাবে দিলে তাকে ছাড়া হয়, সেভাবে দিমু। তখন সালিসদাররা সিদ্ধান্ত নিল ২ মাস পর ৩৭০০০ টাকা দিতে হবে এবং তালাকনামা দিতে হবে। তারা আমার কাবিন বুঝিয়ে দেবে। প্রশ্ন হলো, ওপরের বর্ণনা মতে তালাক হয়েছে কি না?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণার কাজ। একান্ত শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, রাগের মাথায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে "আজ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর পূর্বে এক তালাক দিয়েছিলাম, আজকে তোকে আরেক তালাক দিলাম" এর দ্বারা দুই তালাকে রজঈ হয়েছে। পরবর্তীতে "তোর রাস্তায় তুই যা, আমার রাস্তায় আমি। আজ থেকে আমি তোর থেকে খালাস হলাম।" এ কথাগুলো তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে আরো এক তালাকে বায়েন হয়ে মোট তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। অতএব তার দেনমহর ও অন্যান্য প্রাপ্য বাকি থাকলে তা আদায়করত ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ দিয়ে তাকে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য। (১০/২৫৩/৩১০৪)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٤ : وأما إذا قال: واحدة قبلها واحدة يقع ثنتان لأن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (قوله الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني بحر، فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا (قوله ويلحق البائن) كما لو قال لها أنت بائن أو خلعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق.

Scanned by CamScanner

এক তালাক, দুই তালাক বললে কত তালাক পতিত হবে

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক তাহলে তার স্ত্রীর ওপর দুই তালাক পতিত হবে, নাকি তিন তিন তালাক হবে? যদি দুই তালাক হয় তাহলে ফাতওয়ায়ে দারুল উলূমের নিম্নে উল্লিখিত ইবারতের সমাধান কী?

📖 فتاوی دار العلوم ۹ / ۲۴۱ : تم کو ایک طلاق دی، دو طلاق دی یا ایک طلاق دو طلاق دی، اس کہنے سے آیا دو طلاق واقع ہوں گی یا تین جمع کر کے ؟
📖 الجواب—اس صورت میں جمع ہو کر تین طلاق ہو جائیں گی۔

উত্তর : সাধারণত দেশীয় প্রচলন হিসেবে এক-দুইয়ের গণনায় দুই বলতে দ্বিতীয় বোঝানো হয়ে থাকে। সে হিসেবে এক তালাক, দুই তালাক বললে এতে দুই তালাকই পতিত হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করা হয়। তবে উভয় সংখ্যাকে যোগ করার নিয়্যাত হলে নিয়্যাত মোতাবেক দুই একের সাথে মিলিত হয়ে তখন তিন তালাকই পতিত হবে। ফাতওয়ায়ে দারুল উলূমের প্রশ্নে বর্ণিত ফাতওয়া দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা উক্ত কিতাবের খণ্ড নং ১০ পৃ. নং ১৫৪-তে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য, যদি কোনো দেশীয় ভাষার প্রচলনে এক তালাক, দুই তালাক বললে একের সাথে দুই তালাককে গণ্য করে তিন বোঝানো হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত বাক্য দ্বারা নিয়্যাত না থাকলেও সেখানে তিন তালাক পতিত হবে। (১০/২৭৭/৩০২০)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۰ / ۱۵۴ : الجواب- جب کہ نیت شوہر کی ایک اور دو کو جمع کرنے کی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی زوجہ پر دو طلاق رجعی واقع ہوں گی جیسا کہ شوہر کے جواب سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

ভুল ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা হারাম

প্রশ্ন : আমি গত ১৪/০৬/৯৯ ইং তারিখে আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণ পর পর পর্যায়ক্রমে তিন তালাক প্রদান করলাম। তারপর একজন মুফতি সাহেবের কাছে গেলাম, তিনি ভোলা জেলায় কয়েকটি কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিলেন। হুঁশ-জ্ঞান মোটামুটি ঠিক আছে। তিনি তাঁর মাদ্রাসার একজন শিক্ষককে ডেকে এনে বললেন, লিখিত ঘটনাটি পাঠ করেন। শিক্ষক আমার লিখিত ঘটনাটি পাঠ করে বললেন, তালাক তো হয়ে গেছে। কিন্তু বড় মুফতি সাহেব বললেন, ফাতওয়ায়ে শামীর অমুক খণ্ডের অমুক পৃষ্ঠার ইবারত

Scanned by CamScanner

অনুযায়ী তালাক হয়নি। আপনি যান, লিখে দেন তালাক হয়নি। আমরা স্বামী-স্ত্রী এই ফাতওয়া অনুযায়ী পুনরায় দাম্পত্য জীবন যাপন করার জন্য অনেক বিচার-সালিশ হওয়ার পর সমঝোতা না হওয়ায় স্ত্রীপক্ষ এই ফাতওয়ার ফটোকপি নিয়ে কোর্টে আমার নামে যৌতুক মামলা করে দেওয়ার পর আমি আত্মগোপন করে দেশান্তর হয়ে যাই। তারপর তারা একতরফাভাবে মামলা চালাতে থাকে। শেষকালে কোর্টের মামলা থেকে আমাকে খালাস দিয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছে। এখানে সে আগের ফাতওয়া মতো আমার সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে। আমি এই ফাতওয়া অনেক মুফতি সাহেবকে দেখালে সবাই বলেন তালাক হয়ে গেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন আপনার সমীপে বিনীত আরজ এই যে আমাকে সঠিকভাবে ফাতওয়া দিয়ে বিপদমুক্ত করার জন্য অনুরোধ রইল।

যদি আগের ফাতওয়া ভুল হয়ে থাকে তবে তা বর্তমান ফাতওয়ায় লিখে দেবেন যে ১৫/০৬/৯৯ ইং তারিখের ফাতওয়া ভুল। আমি সুস্থ-মস্তিষ্কে তালাক দিয়েছি। প্রথম তালাক দেওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমার ইচ্ছা ছিল এখনো যদি সে ঘরে ফিরে যায় তাকে গ্রহণ করব। কিন্তু সে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য জনতার সামনে আমাকে অপমান করছে। তখন আমি বাধ্য হয়ে তৃতীয় তালাক প্রদান করি।

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। অতি নিরুপায় হয়ে শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক তালাক দেওয়ার অনুমতি থাকলেও কথায় কথায় তালাক শব্দ ব্যবহার করা, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ রকম অপরাধীদের রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে রাগের বশবর্তী হয়ে এক বা একাধিক তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার প্রদত্ত তিনটি তালাকই আপনার স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আপনার ঘটনার ব্যাপারে মুফতি সাহেবের প্রদত্ত তালাক না পড়ার ফাতওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক নয়। (১০/৪২৭/৩১৬৮)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٤٧٧ (٣٤٠١) : عن محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٤ : الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر، والأدلة على عدم نفوذ أقواله. اهـ ملخصا من شرح الغاية الحنبلية، لكن

Scanned by CamScanner

أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع الطلاق من غضب خلافا لابن القيم اهـ وهذا الموافق عندنا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٣٢٩ : (قوله وطلاق البدعة) ما خالف قسمي السنة، وذلك بإن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه هو، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

মাসিক চলাকালীন তিন তালাক প্রদান

প্রশ্ন : যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং স্বামী সে দোষ সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড রাগের বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রীকে বহুবার বলল, তোকে তালাক তালাক....। তবে এ ঘটনার সময় স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব চলছিল। এ ক্ষেত্রে কি উক্ত স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয়ে রাগ করে তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীর ওপর জুলুম ও মারাত্মক গোনাহের শামিল। এ ধরনের অপরাধীদের সরকারি আইনে শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে লক্ষ করে তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে যতবার উচ্চারণ করবে, ততটি তালাক পতিত হবে। প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে বহুবার, অর্থাৎ কমপক্ষে তিন বা তার অধিকবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করায় তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। বর্তমানে ওই স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার বৈধ হবে না। উল্লেখ থাকে যে মহিলাদের ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ। তা সত্ত্বেও ঋতু চলাকালীন তালাক দিলে শরীয়তের আলোকে তা পতিত হয়ে যায়। (১০/৫৯৯/৩২৯০)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٣٩٣ (١١٣٣٩) : عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له» -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤/ ٤٢٧ : وفي الظهيرية : ومتى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق وإن عنى بالثاني الأول لم يصدق في القضاء.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۵۱ : الجواب—اس عورت پر اس صورت میں تین طلاق واقع ہوگئی اور حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اگرچہ برا ہے مگر طلاق واقع ہوگئی اور وہ بائنہ مغلظہ ہوگئی بدون حلالہ کے وہ عورت شوہر سابق کے لئے حلال نہ ہوگی اور عدت طلاق کی وقت طلاق دینے سے شمار ہوگی۔

‘তোকে এক, দুই, তিন তালাক’ তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার মা ও স্ত্রীর ঝগড়াকে কেন্দ্র করে মায়ের ওপর রাগান্বিত হয়ে বলেছি, আমার স্ত্রী যখন কোনো কাজ করে না তাকে রাখব না, তাকে দিয়ে দেব। তোকে এক, দুই, তিন তালাক। মাকে ও স্ত্রীকে ধমকিস্বরূপ কথাগুলো বলেছি। যেহেতু তালাক দেব ভবিষ্যতের কথা বলেছি তার সামনে উক্ত তালাক শব্দ উচ্চারণ করি। আমি তো স্পষ্ট তাকে তালাক দেওয়ার জন্য কোনো শব্দ এখানে উল্লেখ করিনি। তালাক দেব বললে তো স্ত্রী তালাক হয় না। আর রাখব না কথা বলে তালাকের কথা বলেছি এতে আমার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? হলে কত তালাক হবে? দলিল-প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক বড় ঘৃণিত কাজ। অতি নিরুপায় অবস্থায় শরয়ী নিয়মানুযায়ী তালাক দেওয়ার অনুমতি থাকলেও সাধারণ বিষয়ে তালাক শব্দ ব্যবহার করা, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও রাগের বশবর্তী হয়ে বা স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত “তোকে এক, দুই, তিন তালাক” বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। (১০/৮৫১/৩৩৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٣٢ : (وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا).

Scanned by CamScanner

স্ত্রী সহবাসকে মায়ের সাথে যিনার তুল্য করায় তিন তালাক প্রদান

প্রশ্ন : এক মহিলা তার স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে তালাক না দিলে নিজ মায়ের সহিত যিনা করবে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। এখন এর কী হুকুম হবে?

উত্তর : বৈধ কাজসমূহের মধ্যে তালাক আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। একান্ত প্রয়োজনে শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় তালাক দেওয়া যেতে পারে। একত্রে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তথাপি কোনো ব্যক্তি একত্রে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর ওপর হারাম হয়ে যাবে। স্ত্রীর চাওয়ার প্রেক্ষিতে হলেও একই কথা। ওই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার কোনো সুযোগ থাকে না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে।
উল্লেখ্য, স্ত্রীর এভাবে তালাক চাওয়া গর্হিত ও গোনাহের কাজ। এর জন্য তাওবা করা জরুরি। (১০/৮৯০/৩৩৬৮)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٨٧ : وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله - عز وجل - {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٣٢ : (وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٣ : وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

অপবাদ সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমাকে একটি অপবাদ দেয়। এরপর আমি তার নিকট যেতে চাইলে সে আমাকে বলে যে যদি তুমি আমার কাছে আসো তাহলে তুমি তোমার মা এবং বোনের সঙ্গে যিনা করবে। এ কথা বলাতে আমি রাগ করে স্বজ্ঞানে তাকে বললাম যে তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। এখন জানতে চাই, আমার স্ত্রী আমার জন্য বৈধ কি না? বৈধ না হলে বৈধ হওয়ার পন্থা কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নিতান্ত প্রয়োজনে শরয়ী নিয়ম মোতাবেক তালাক দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া, বিশেষত তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কেউ নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। (৯/৩৩৭/২৬৫৭)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٤ (٢١٧٨) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٣٢ : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

তালাকের সংখ্যায় স্বামী ও সাক্ষীগণের মতভেদ

প্রশ্ন : একদিন রাতে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী আমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করছে। এ সময় আমার এক ভাই এসে আমাকে বলে, তুমি এই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। টাকা এক লক্ষ লাগলে আমি তোমাকে দিয়ে দেব। আমি রাগের বশবর্তী হয়ে পুকুরে যাই, পুকুর থেকে এসে বললাম, এক তালাক, দুই তালাক দিলাম।

প্রথম সাক্ষী : আমি তাশাহুদ বলছি যে তাঁদের বাড়ির ঝগড়াঝাঁটি শুনে আমরা এসে দেখতে পেলাম, স্বামীর ভাই মোঃ ফয়জুল ইসলাম একটা বেত হাতে নিয়ে ঝগড়া থামানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ঝগড়া থামার পর তিনি বসে তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি এই স্ত্রীকে দিয়ে দাও। টাকা এক লক্ষ লাগলে আমি দিয়ে দেব। অতঃপর স্বামী পুকুরে যায়, ফিরে আসার পর সে বলল, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম। তার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছে, কিন্তু আমার মনে নেই।

দ্বিতীয় সাক্ষী : আমি আশহাদু বলে বলছি যে আমার জবানবন্দি হাজী আমীর আলী সাহেবের মতন, কিন্তু আমি তার স্ত্রীর নাম নাজুন বলতে শুনেছি।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় সাক্ষী : আমি তাঁদের ঝগড়াঝাঁটি শুনে তাঁদের বাড়িতে এসে দেখতে পেলাম যে স্বামীর ভাই মোঃ ফয়জুল ইসলাম তাকে বলছে, তোমার স্ত্রী এটাকে দিয়ে দাও। টাকা এক লক্ষ লাগলে আমি আগামীকাল দিয়ে দেব। এ কথা শুনে স্বামী পুকুরে যায়। সেখান থেকে আসার পর সে বলল–এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক নাজমাকে দিলাম।

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দীয় বস্তু বিধায় অত্যন্ত প্রয়োজন ও নিরুপায় অবস্থায় বিকল্প কোনো পথ না থাকলে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন সাপেক্ষে তা ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। অকারণে বা সাধারণ বিষয়ে রাগ করে তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া অন্যায় ও নারী নির্যাতনের শামিল। এসব অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে অপরাধ দমনের চেষ্টা করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও কেউ নিজ স্ত্রীকে এক বা একসাথে তিন তালাক দিলে তা ইসলামী শরীয়তমতে পতিত হয়ে যায়।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে স্বামী দুই তালাকের কথা স্বীকার করলেও সাক্ষীগণ যেহেতু তিন তালাকের সাক্ষ্য প্রদান করেছে, বিধায় সাক্ষীগণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে ওই স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। (৯/৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٥ : وإذا شهد عند المرأة شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٦٥ : (و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان).

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٦/ ٨ : (قال) ولا تحل له المرأة بعد ما وقع عليها ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها والطلاق محصور بعدد الثلاث.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ١٢٥ : الجواب- اگر گواہوں میں دو گواہ بھی عادل ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی اور انکار زوج مقبول نہیں ہوگا۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর নাম উল্লেখ না করলেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : মোঃ হোসেন তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করার কারণে একটি থাপ্পড় দিল, কিন্তু তাতেও স্ত্রী শান্ত না হওয়ায় সে রাগ করে বলে ফেলল–দুই তালাক, তিন তালাক জীবনটা শেষ করে দিলাম। কিন্তু স্ত্রীর নাম নেয়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওপর তালাক পড়বে কি না?

জনৈক আলেম ফাতওয়া দিয়েছেন, এখানে ইজাফত বা সম্বন্ধ না থাকায় তালাক হয়নি। তাই সে ঘর-সংসার করতে শুরু করে, তার সংসার করা বৈধ হবে কি? এবং সমাজের লোকেরা তার সাথে চলাফেরা করতে পারবে? নাকি সমাজ থেকে তাকে পৃথক করে রাখবে?

যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে এ মুহূর্তে তাদের কী করণীয়? এবং দীর্ঘদিন ঘর-সংসার যে করল তার জন্য কী করতে হবে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক পতিত হওয়ার জন্য ইজাফতে সরীহা তথা স্পষ্ট সম্বোধন জরুরি নয়। বরং ইজাফতে মা'নবিয়্যাহ বা অস্পষ্ট সম্বোধনই যথেষ্ট। ইজাফতে মা'নবিয়্যাহ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াকালীন স্বামী তালাক দিলে স্বীয় স্ত্রীকেই তালাক দিয়ে থাকে অন্যের স্ত্রীকে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রশ্নের বিবরণ মতে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকেই তালাক দিয়েছে তা ধর্তব্য হবে। যদিও সে নাম নেয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এ রকম স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা হারাম ও অবৈধ। এর জন্য তাদের সঠিক মনে তাওবা ও গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত জরুরি। আর এ মুহূর্তে তাদের পরস্পরের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া জরুরি। (৯/৯১/২৫১৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته. اهـ على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط: رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت. وقال صاحب التحفة: لا تطلق ديانة اهـ وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط، لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل، فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا، نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده

ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اهـ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۳۹۳ : فریق اول کہتے ہیں کہ مطلقہ بہ طلاق ہوگی چونکہ صریح الفاظ سے طلاق دیا اگرچہ تم کو یا نام لیکر نہیں دیا مگر اضافت معنویہ موجود ہے بوجہ واقعۂ مذکورہ کے اور وہی اضافت معنویہ وقوع طلاق کا شرط ہے... ... اور اگرچہ لفظ دیا نہیں کہا مگر لفظ طلاق مصدر ہونے کی وجہ سے طلاق 'واقع ہوگی" دیا 'وغیرہ کا محتاج نہیں ہے لما فی الشامی قوله وفی أنت الطلاق أو الطلاق الخ بیان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك۔ پس صورت مسئولہ میں طلاق ہو جائے گی.... ...

الجواب- فریق اول کا قول صحیح ہے،اضافت طلاق جو شرط وقوع ہے اس میں اضافت معنویہ کافی ہے اور خطاب کے وقت اضافت معنویہ موجود ہوتی ہے۔

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিন তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : আমি নতুন বিয়ে করে ঢাকা নুরানী সেন্টারে এসেছিলাম। ট্রেনিং অবস্থায় বারবার আমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করছিল, যা আমি আমার কিছু সাথীদের সাথেও আলোচনা করি। সাথীদের একজন আমাকে বলল, বাড়ি যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিন তালাক দাও। আমিও বলে ফেললাম, বাড়িতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিন তালাক দিলাম। আবার বললাম, বাড়িতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিন তালাক। অতঃপর এক, দুই, তিন তালাক দিলাম। কোটি তালাক দিলাম। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো দিন সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার ইচ্ছা ছিল না। শুধু মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ শব্দ বলেছি।

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তাই শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া সাধারণ বিষয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। স্ত্রীর ওপর তা এক ধরনের জুলুম ও নির্যাতনের শামিল। এ রকম অপরাধীর আইনের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। এতদসত্ত্বেও স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে

Scanned by CamScanner

শরীয়তের দৃষ্টিতে তা পতিত হয়ে যায়। তালাক শব্দ বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বলা হোক বা অন্য উদ্দেশ্যে হোক সর্বক্ষেত্রে তা পতিত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব প্রশ্নের বিবরণ মতে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। (৯/১৯২/২৫৪৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٨٧ : متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٦٥ : ولو قال أنت طالق إلى الليل أو قال إلى شهر أو قال إلى سنة فهو على ثلاثة أوجه إما أن ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي هذا الوجه يقع الطلاق للحال وإما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه وفي هذا الوجه يقع الطلاق بعد مضي الوقت المضاف إليه وإن لم يكن له نية أصلا لا يقع الطلاق إلا بعد مضي الوقت المضاف إليه عندنا.

📖 فتاوى دار العلوم ٩ / ٣١٠

📖 كفايت المفتى ٦ / ٥٢

জিনের মাধ্যমে হিলা করা অগ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। অতঃপর উক্ত স্ত্রী একজন পুরুষ জিনের সাথে শরীয়তসম্মত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর ওই জিনের সাথে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সব ধরনের মেলামেশা হয়। অতঃপর কিছুদিন পরে ওই জিন উক্ত মহিলাকে তালাক দেয়। হুজুরের কাছে আবেদন এই যে জিন কর্তৃক হিলা হয়ে গেছে বলে ওই মহিলাকে পূর্বের স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, বিশুদ্ধভাবে শরয়ী বিবাহের মাধ্যমে হালালা হওয়া। মানবজাতির সাথে জিন জাতির বিবাহ বৈধ নয় এবং এটা বিবাহ বলে পরিগণিত নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মহিলাটি জিনের সাথে বিবাহের মাধ্যমে যে হালালার পন্থা গ্রহণ করেছে তা শরীয়তসম্মত হয়নি। এ পদ্ধতিতে হালাল হওয়ার কোনো উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ পন্থায় পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক শরয়ী পদ্ধতিতে হালালা না হবে, পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। (৯/২০৬/২৫৮৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥ : لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن، وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس. اهـ ومفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا وهو مفاد التعليل أيضا.

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ٢ / ٥٤ : (قوله ووطء المولى أمته لا يحلها له) ؛ لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من زوج والمولى ليس بزوج والوطء في النكاح الفاسد لا يحلها للأول -

'ছালাছা এক তালাক' বললে কয় তালাক হয়

প্রশ্ন : যায়েদ তার স্ত্রীকে বলল, ছালাছা এক তালাক দিলাম। এই মাসআলায় জামেয়া ইউনুছিয়া হতে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে যে এক তালাক হয়েছে। আর পটিয়া মাদ্রাসা হতে ফাতওয়া এসেছে, পরিভাষা অনুযায়ী তালাক হবে। পরিভাষার দিকে লক্ষ করলে সাধারণ লোক এর অর্থ বোঝে এক তালাক। আর যারা ছালাছা শব্দের অর্থ বুঝে তাঁরা বলেন, এর অর্থ তিন তালাক। উল্লেখ্য, তালাকদাতা ছালাছার অর্থ বোঝে না। এর সমাধান কী?

উত্তর : তালাকদাতা আরবীপড়ুয়া হলে বা প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যের অর্থ জেনে উচ্চারণ করলে তিন তালাকই হবে। আরবী ভাষা জানে না এমন লোক হলে দেশের পরিভাষা হিসেবে তার স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত যায়েদের আরবী না জানার বা ছালাছা শব্দের অর্থ না বোঝার বিষয়টির বাস্তবতা প্রমাণে তার স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হওয়াই স্পষ্ট হয়। (৮/২৮১/২১২৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا)... لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط.

📖 حاشیۂ فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۲۹۳ : مفتی شفیع صاحب مد ظلہ کا منشاً یہ ہے کہ لفظ ثلاثہ کا جب معنی نہیں جانتا تھا تو ایک طلاق ہوئی صراحت کی بحث لفظ طلاق میں تو مناسب ہے لفظ ثلاثہ میں یہ بحث نہیں ہو سکتی، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ثلاثہ کے ساتھ ایک طلاق کا لفظ کہا لہذا ایک ہی واقع ہونی چاہیے۔

Scanned by CamScanner

অক্ষম স্ত্রীকে তিন তালাক ও পাওনা-দাওনা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : জনৈক লোক মহরে ফাতেমী নির্ধারণ করে একটি মেয়েকে বিবাহ করে। কিন্তু স্ত্রী স্বামী গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ায় বিয়ের কয়েক দিনের মাথায় স্বামী কোর্টের মাধ্যমে তিন তালাক প্রদান করেছে এবং রেজিস্ট্রি ডাকযোগে স্ত্রীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় নিচের সমস্যাগুলোর শরয়ী সমাধান কী?

১. উক্ত তিন তালাক কার্যকর হয়েছে কি না?
২. যদি তালাক কার্যকর হয়ে থাকে তাহলে কে কার পক্ষ হতে কতটুকু ক্ষতিপূরণ দেবে?
৩. স্ত্রীর দাবি মিলন হয়েছে, আর স্বামীর দাবি স্ত্রীর স্বামী গ্রহণে অক্ষমতার কারণে মিলন হয়নি। এমতাবস্থায় মহরানার হুকুম কী হবে? এবং খোরপোষের বিধান কী?
৪. বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বামীর পক্ষ হতে দেওয়া মহর বাবদ নগদ ৫৪৯০ টাকার মালামাল প্রদান করা হয়। তা মহরানার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?
৫. এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর পক্ষ হতে অথবা স্ত্রী স্বামীর পক্ষ হতে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাবে কি না?
৬. উক্ত ঘটনার আলোকে তালাক প্রদানকারীর কোনো শাস্তি হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণে স্বামী ও স্ত্রীপক্ষের প্রত্যেকেই অপরকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। বাস্তবে প্রতারণা যেই করুক প্রমাণ সাপেক্ষে সামাজিকভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। ইসলামের দৃষ্টিতে ধোঁকাবাজি বড় অপরাধ ও গোনাহ। দ্বিতীয়ত, শরীয়তে বাতলানো পদ্ধতির অনুসরণে মহর নির্ধারণকরত দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল হলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর অকারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অন্যায় ও গোনাহ। বিহিত কারণ থাকাবস্থায় একসাথে তিন তালাক দেওয়া নিষেধ। এতদসত্ত্বেও তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে ওই স্ত্রী চিরতরে তার জন্য হারাম হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় স্বামীর প্রদত্ত তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। একে নিয়ে ঘর-সংসার করার বর্তমানে কোনো উপায় নেই। স্ত্রীর অপারগতার ব্যাপারে স্বামীর দাবির পক্ষে শরীয়তসম্মত কোনো প্রমাণ না থাকায় স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য। তাই স্বামীর ওপর স্ত্রীর পূর্ণ মহর আদায় করা জরুরি। পূর্ণ মহর স্ত্রীর হক বিধায় সে রাজি না হলে অন্য কারো পক্ষে মাফ করার অধিকারও নেই। তালাকের ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বাভাবিক পরিমাণে ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য জরুরি। বিবাহ অনুষ্ঠানে দেওয়া আসবাবপত্র মহর হিসেবে গণ্য করার স্পষ্ট উল্লেখ স্বামী করে থাকলে তা মহর হবে। অন্যথায় সামাজিক নিয়মের আওতাভুক্ত হবে। মহর স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার, তা আদায় না করলে গোনাহ হবে। স্ত্রী মহর পাবে, ক্ষতিপূরণ কেউ পাবে না। (৭/৪৯৬/১৭০১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٤ (٢١٧٨) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٣٢ : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : كتب الطلاق، وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا، ولو على نحو الماء فلا مطلقا. ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن يكتب يا فلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٢١ : (ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) لإنكارها سقوط نصف المهر.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٤ / ٥٩ : ولو قالت دخل بي الثاني، والثاني منكر فالمعتبر قولها، وكذا على العكس.

স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করে আর সাক্ষীগণ তিন তালাকের কথা বলে

প্রশ্ন : জাহাঙ্গীর নামক জনৈক ব্যক্তি শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়ার সময় অশ্লীল কথোপকথন করে ঘটনার এক সপ্তাহ পরে পার্শ্ববর্তী অন্য এক লোক দুজন পুরুষ সাক্ষীসহ তিন তালাকবিশিষ্ট একটি তালাকনামা তার এবং অন্য লোকদের সমীপে উপস্থাপন করে এবং বলে যে এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না, বরং হারাম হবে। এমতাবস্থায় জাহাঙ্গীর তিন তালাকের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং এ কথা বলে যে আমি আমার শাশুড়ির সাথে ঝগড়ার সময় শুধু এটুকু বলেছি যে শূকরের বাচ্চা তোর মেয়েকে ছেড়ে

Scanned by CamScanner

দেব। এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলিনি। এ কথার ওপর সে দুজন সাক্ষীও পেশ করে। এর মধ্যে একজন পুরুষ, দ্বিতীয়জন মহিলা। স্বামীর পক্ষের দুজন সাক্ষীই তার বিপক্ষীয় সাক্ষীদ্বয়ের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল। এর প্রেক্ষাপটে শরীয়তসম্মত কী সমাধান হবে? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, জাহাঙ্গীরের পক্ষের সাক্ষীর নেসাব (অর্থাৎ দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দুজন মহিলা) পুরা না হওয়ায় তাদের সাক্ষী শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। আর জাহাঙ্গীরের বিপক্ষের সাক্ষীর নেসাব পুরো হলেও যদি তারা সমাজের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং জাহাঙ্গীরের সাথে পূর্ব থেকে কোনো দুশমনি না থাকে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তাকে নিয়ে তার জন্য ঘর-সংসার করা হারাম হয়ে যাবে।

উক্ত সাক্ষীগণের মধ্যে যদি উক্ত শর্তাবলি না পাওয়া যায় বা পূর্বের দুশমনির ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের তালাক না দেওয়ার কথাই কসমসহ গ্রহণ করা হবে। তবে জাহাঙ্গীরের জানা উচিত যে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা কোনো রকমেই জায়েয হবে না। বরং ইহকালে অশান্তি ও পরকালে জঘন্যতম শাস্তি ভোগ করতে হবে। (৫/৭৭/৮৩৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٤٠٢ : وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال" مثل: النكاح والطلاق.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٨ / ٣١٧ : ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة؛ لأن طبع كل واحد داع إلى الانتقام من عدوه.

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢ / ١٨٧- ١٨٨ : (و) شرط (لغير ذلك) المذكور من الحدود والقصاص، وما لا يطلع عليه الرجال (رجلان أو رجل؛ وامرأتان مالا كان) لحق (أو غير مال كالنكاح والرضاع والطلاق ... ... (وشرط للكل الحرية) فلا تقبل شهادة العبد (والإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم وما في الفتح من أن الذمي أهل للشهادة في الجملة محمول فيما إذا شهد الكافر على مثله (والعدالة).

Scanned by CamScanner

স্বামীর অজান্তে তালাক, হিলা অতঃপর তার সাথে বিবাহ নবায়ন

প্রশ্ন : আমি পাপী। স্বামী থাকা সত্ত্বেও অবৈধ প্রেমে জড়িত থাকায় এবং স্বামীর শর্ত উপেক্ষা করার কারণে আপনার প্রথম ফাতওয়া অনুযায়ী আমি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গিয়েছি এবং আপনার পরামর্শ মোতাবেক আমি তাওবাও করেছি। এখন আমার জীবনের দিকে লক্ষ্য করে আরেকটি ফাতওয়ার প্রয়োজন। আমি যদি আগের অবৈধ প্রেমিকের সাথে গোপনে (স্বামীকে না জানিয়ে) বিবাহ বসি এবং তিন মাস পর আমার স্বামীকে কোনো অজুহাত দেখিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ দোহরিয়ে নেই তাহলে এটি জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আপনার ওপর তিন তালাক পতিত হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপনাদের জন্য ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়েছে। অতএব তালাকের ইদ্দত, অর্থাৎ তিন হায়েজ (ঋতু) অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পর যেকোনো ব্যক্তির সাথে (যার মধ্যে আপনার অবৈধ প্রেমিকও শামিল) বিবাহ বসে তার সাথে সহবাসান্তে সে যদি আপনাকে তালাক দেয় তাহলে পুনরায় ইদ্দত পালনকরত প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। (৪/২৫৪/৬৭৫)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٥ (٢٦٣٩) : عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» -

কোনো নিয়ত ছাড়া তালাক, তালাক, তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে দাঁড়ানো দেখে রাগের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ মুখ দিয়ে বের করে ফেলি–তালাক, তালাক, তালাক। এই মুহূর্তে আমার দিলে কী খেয়াল নিয়ে আমি উক্ত শব্দ বের করেছি তা আমার স্বরণ নেই। হুঁশ হওয়ার পর রাগ দমন হলে আমি চিন্তা করি যে, কী বললাম। এতে এখন আমার কোনো তালাকের নিয়্যাত নাই। অতএব এ কথার দ্বারা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কী ফয়সালা হতে পারে? দয়া করে শরীয়তের আলোকে ফয়সালা দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী রাগান্বিত হয়ে তালাক শব্দ বললে স্বাভাবিকভাবে নিজ স্ত্রীকেই তালাক দেওয়া বোঝায়। তাই এতে নিয়্যাতের কোনো প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীকে লক্ষ করে তার ওপর রাগান্বিত হয়ে তালাক বললে তার নামও উচ্চারণ করতে হয় না। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী স্বামী যখন তার স্ত্রীকে দেখে রাগান্বিত অবস্থায় তালাক, তালাক, তালাক শব্দ ব্যবহার করেছে তাই তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং সে স্ত্রী উক্ত স্বামীর বিবি হিসেবে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, ওই মহিলা ইদ্দত পূর্ণ করার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করলে এবং ওই স্বামীর ইন্তেকালের পর অথবা তার থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ইদ্দত পালন করলে তখনই প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে, অন্যথায় নয়। (১/১/১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٥ : وإذا قال لامرأته أنت طالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٠٩ : (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول، وما في المشكلات باطل، أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤١٠ : ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها.

‘এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক’ বললে কত তালাক হবে

প্রশ্ন : এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক। ‘বাইন’ শব্দ দ্বারা তালাক হবে নাকি দুই তালাকের ছিফত হবে?

উত্তর : যদি সমাজের সাধারণ মানুষ এই বাক্যের দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য না নিয়ে পূর্বে উল্লিখিত তালাকের ছিফাত বলা বা বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে দুই তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি কোনো সমাজে বাইন দিলাম বাক্য দ্বারা ভিন্ন তালাক উদ্দেশ্য হয় অথবা তালাকদাতা পৃথক তালাকের উদ্দেশ্যে এ বাক্য উচ্চারণ করে থাকে তাহলে প্রথম দুই তালাকসহ মোট তিন তালাক পতিত হয়ে তার বিবি হারাম হয়ে যাবে। (১/১০৬/৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٦٣ : وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة " وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ومسئلة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل ولو عنى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ".

📖 الدر المختار (سعيد) ٣ / ٢٧٦- ٢٧٧ : (و) يقع (ب) قوله (أنت طالق بائن أو ألبتة) وقال الشافعي: يقع رجعيا لو موطوءة (أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة، أو أشر الطلاق، أو كالجبل أو كألف، أو ملء البيت، أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة أو أسوه، أو أشده، أو أخبثه) أو أخشنه (أو أكبره أو أعرضه أو أطوله، أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة) في الكل لأنه وصف الطلاق بما يحتمله (إن لم ينو ثلاثا) في الحرة وثنتين في الأمة، فيصح لما مر، كما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٢ : ولو قال أنت طالق بائن أو ألبتة ... ... فهي واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثا ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن ونحوه أخرى تقع ثنتان ويكون بائنا.

মাসিক হয় না এমন মহিলার ইদ্দতের মধ্যে হিলা ও পুনরায় স্বামীর সঙ্গে বিয়ের হুকুম

প্রশ্ন: আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী বিনীতভাবে বর্ণনা করছি যে স্বামীর বয়স ১০০ বছর, স্ত্রীর বয়স ৭০ বছর। স্বামী তুচ্ছ কারণে উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। কিছুদিন পর স্বামীর গৃহস্থালি কাজের অসুবিধা হওয়ায় স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে আনতে চায়। তাই

Scanned by CamScanner

গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেব স্ত্রীকে হিল্লা বিয়ে দেওয়ার পর পূর্বের স্বামীর নিকট আবার বিয়ে পড়িয়ে দেয়। যেহেতু স্ত্রী ৭০ বছর বয়স্কা তাই হায়েজের কোনো প্রশ্ন নেই। তাই তিন মাস তেরো দিন ইদ্দতের কোনো কথা মানার দরকার মনে করেনি। এখন উক্ত মহিলাকে নিয়ে ঘরের কাজকর্ম করানো এবং স্ত্রীসুলভ আচরণ থেকে বিরত থেকে পরবর্তীতে ইদ্দত পার হওয়ার পর বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তার সাথে বিবাহ বন্ধন গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হিসেবে ধর্তব্য হয় না। মহিলার হায়েজ বন্ধ হওয়ার কারণে তার থেকে ইদ্দত রহিত হয় না। বরং এ রকম মহিলা চন্দ্র মাসের হিসাবে তিন মাস নতুবা নব্বই দিন ইদ্দত পালন করবে। আর তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার বিবাহ প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ ও হালাল হওয়ার লক্ষ্যে শরয়ী হালালা তথা তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মেলামেশার পর তালাকপ্রাপ্তা হয়ে পুনরায় ইদ্দত পালন করা জরুরি। অন্যথায় উক্ত মহিলার বিবাহ প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। উপরোক্ত বর্ণনার পরিপেক্ষিতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংঘটিত বিবাহ শরীয়তের আলোকে বৈধ হয়নি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও তাওবা করে নেবে। হ্যাঁ, শরীয়তসম্মত হালালা হয়ে থাকলে দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেওয়ার পর তির মাস পার হয়ে গেলে প্রথম স্বামী নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৯/২৬/ ২৪৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح، كذا في البدائع.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٨٢ : وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر " لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآية.

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٨٩ : " وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها "-

Scanned by CamScanner

অসংখ্যবার 'তোকে তালাক' উচ্চারণ করা ও এ ধরনের ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বিয়ের পর তার একটি ছেলেসন্তান হয়। সন্তান হওয়ার পর থেকে কিছুদিন পর পর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়। উক্ত ঝগড়া-ফ্যাসাদে স্বামী প্রায়ই বলে যে তোকে তালাক, তুই তোর বাপের বাড়ি চলে যা। ঝগড়া লাগলে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। এ পর্যন্ত কমপক্ষে বিশবার হবে এমন ঝগড়া হয়েছে। এমন করতে করতে তাদের আরো তিনটি সন্তান হয়। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত বাক্যের কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হবে কি? যদি বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তাদের পরবর্তী সন্তানগুলো কি জারজ হিসেবে গণ্য হবে? আর তাদের সন্তানের মাঝে দ্বিতীয় সন্তান যখন বালেগ হয় তখন উক্ত দ্বিতীয় সন্তানকে মাদ্রাসার হিফজখানায় ভর্তি করা হয়। উক্ত সন্তানকে দেখার জন্য যখন তারা আসে তখন সন্তান ও হুজুরের জন্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা বানিয়ে বা অন্য হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসে। কিন্তু হুজুর উক্ত ছেলের মা-বাবা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত হাফেজ সাহেব তাদের খাবার ও হাদিয়া গ্রহণ করলে কোনো গোনাহ হবে কি না? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক তালাকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সংকট নিরসনের জন্য, তার যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য নয়। সংকট দূরীকরণার্থে প্রয়োজনে তালাক প্রয়োগ বৈধ হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা একটি ঘৃণিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া বন্ধ করার জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে তা পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের উক্তিমতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে "তোকে তালাক, তুই তোর বাপের বাড়ি চলে যা" তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যদি ইদ্দতের ভেতরে উক্ত বাক্য স্বামী পুনরায় বলে থাকে তাহলে তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। তবে যদি প্রথম দুই তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় "তোকে তালাক তুই বাপের বাড়ি চলে যা" বলে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে উক্ত বাক্য দ্বারা কোনো তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় নতুন আক্বদ পড়িয়ে উভয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় সন্তানাদি বাবার বৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে।

এমন ব্যক্তির হাল-চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় তার প্রদত্ত হাদিয়া গ্রহণ করা আপত্তিকর নয়। তবে অবস্থা সম্পর্কে অবগতির পর তার হাদিয়া গ্রহণ না করাটাই শ্রেয়। (১৩/৫২৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (قوله بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عنها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : ولو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت، وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية ناقلا عن تجنيس الناصري.

তিন তালাকের পরে সংসার করা অবৈধ

প্রশ্ন : আবুল বাশার নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রী কামেলা আক্তারকে তিন তালাক দেয়। তিন তালাক দেওয়ার পর তারা আবার সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সংসার করছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের কী ফায়সালা? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার পর স্বামীর জন্য স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আবুল বাশারের উপর তার স্ত্রী কামেলা আক্তার সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। অতএব তাদের পরস্পর ঘর সংসার করা হারাম ও অবৈধ। (২/১৯৯/৪১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে অবৈধভাবে ঘর-সংসারকারীর সাথে সামাজিকতা বজায় রাখার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর হিলা বা অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া ব্যতীত সেই স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর-সংসার করে তাহলে তার সাথে

Scanned by CamScanner

চলাফেরা, বা কোরবানি দেওয়া বা তার সাথে খানা খাওয়া ও লেনদেন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী?

উত্তর : তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা হারাম। এরূপ অপরাধীর সাথে সামাজিক বয়কট করা জরুরি। যত দিন সে তাওবা করে উক্ত গর্হিত কাজ থেকে ফিরে না আসবে, তত দিন তার সাথে মিলেমিশে কোনো কাজ করা যাবে না। (১২/৩৮২)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۸۷ : الجواب- ہر گاہ زوجہ را طلاق ثلاثہ داد بدون حلالہ اورا آں زن حلال نباشد... ... بازا گر آنکس بآں زن بدون حلالہ اختلاط می کند خواہ بنکاح ظاہری خواہ بے نکاح اورا منع باید کردد باید گفت کہ آں زن را بگزارد و توبہ کند اگر ایں امر قبول کند فبہا و بہتر است ورنہ مسلمانان از اکل و شرب واختلاط بدو اجتناب در زند کہ از حکم شریعت یعنی می کند۔

লিখিত তিন তালাক দিলেও তা কার্যকর হয়

প্রশ্ন : বিবাহের কয়েক বছর পর থেকে বনিবনা না হওয়ায় একপর্যায়ে গত ২২-২-১০ ইং তারিখে মেয়ের বড় ভাই, বড় বোন ও আমার বড় ভাইদের উপস্থিতিতে ছেলে তার মেয়ের বড় ভাইকে মেয়েকে পৃথক থাকার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি একবারে পৃথক থাকার কথা বলেন। ছেলে তাতে রাজী হয়। প্রথমে মেয়ের কাবিনের টাকা পরিশোধ করতে বলেন। ছেলে সাথে সাথে ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে। আর লিখিত তালাকের সিদ্ধান্ত হয় গত ২৮-২-১০ ইং তারিখে। ছেলে নিয়ম না জানিয়ে ৫০ টাকার নোটারি পাবলিক স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ৩ তালাক ও বাইন তালাক লিখে ছেলে এবং মেয়ে স্বাক্ষর করে। এর কয়েক দিন পরে ছেলে ২৮-২-১০ ইং তারিখে ১৯৬১ ইং সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সার (৮নং) ৭ (১) নম্বর উপধারা মতে স্বামী কর্তৃক তালাকের নোটিশ কাজি অফিস হতে ডাকযোগে ঢাকা মিউনিসিপাল বিভাগ, বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ নগর ভবন, ঢাকা ঠিকানায় চিঠি পাঠায়।

তারপর ছেলের সাথে মেয়ের মোবাইল ফোনে একবার কথা হয়। তারপর থেকে ছেলে তালাকের কথা চিন্তা করে মানসিকভাবে খুব যন্ত্রণায় ভুগছে। এমতাবস্থায় ছেলের জন্য তালাকের স্বাক্ষরগুলো বাতিল করার কোনো পথ খোলা আছে কি না?

বিঃদ্রঃ. ছেলে এখন পর্যন্ত মুখে মেয়েকে তালাকের কথা উচ্চারণ করেনি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু। বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক প্রদান। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তির বিধান থাকা উচিত। তথাপি কেউ নিজ স্ত্রীকে স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় মৌখিক বা লিখিত তিন তালাক দিলে তা সাথে সাথে পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যায়। প্রশ্নের বর্ণনা মতে ছেলের পক্ষ থেকে লেখা হলফনামার ৬ নং কলামে উল্লিখিত "আমরা একে অপরকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এবং বাইন তালাক প্রদান করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিলাম" বাক্যটি দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তা বাতিল করার কোনো পথ নেই। পরবর্তীতে তালাকের নোটিশের বিপরীত দুই তালাকের দাবিটি গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৭/১৯৫/৬৯৯৫)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : كتب الطلاق، وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

এক তালাক দেওয়ার পর পুনরায় দুই তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীকে বলে ছিলাম, তুমি যদি আজ তোমার বাপের বাড়ি যাও তবে তোমার ওপর এক তালাক কার্যকর হবে। তবুও সে বাড়ি চলে যায়। তারপর আবার আসে। এভাবে আমাদের সংসার চলতে থাকে। আবার ১ বছর ৭ মাস পর উভয়ের মাঝে কথাকাটাকাটির সময় একসাথে এক তালাক এবং দুই তালাক বলেছি। এখন আমার জিজ্ঞাসা,

ক. আমার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক হয়েছে কি না?

খ. যদি তিন তালাক হয়ে থাকে তাহলে করণীয় কী?

গ. আমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা যাবে কি না?

ঘ. সংসার করতে হলে কী করণীয়?

ঙ. সমস্যা সমাধান হওয়া পর্যন্ত একত্রে থাকা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় শরয়ী হালালার পূর্বে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। শরয়ী হালালার পদ্ধতি বিজ্ঞ কোনো আলেমের কাছ থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৯/৮৬১/৮৫০০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠-٢٢٩ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٣ : (قوله كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق، وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب، كذا في كافي الحاكم (قوله وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق.

Scanned by CamScanner

باب تعليق الطلاق

পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত তালাক

শর্তযুক্ত তালাক শর্ত পাওয়া গেলে পতিত হবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী বিভিন্ন সময় আমার অবাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করতে দেখে আমি তাকে নিষেধ করি। কিন্তু সে আমার নিষেধ অমান্য করে যাতায়াত করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে লিখিতভাবে জানাই যে তুমি যদি আমার অবাধ্য হয়ে অন্য কোথাও যাও তাহলে তোমাকে তিন তালাক দিলাম। লিখিত কাগজখানি আমি তাকে দিয়ে চলে যাই। পরে তাকে জিজ্ঞেস করার পর সে আমাকে বলেছে, সে উক্ত কাগজ পড়েনি, তা ছিঁড়ে ফেলেছে এবং পাশের বাড়িতেও যাতায়াত করেছে। অতএব উক্ত অবস্থায় আমার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : স্ত্রীকে কোনো শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর জানা বা শোনা শর্ত নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। (১০/৬৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

📖 حاشية ملتقى الأبحر ١ / ٢٧٠ : قال الكوثرى : ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط.

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ۱۳/ ۵۱ : الجواب — حامدا ومصليا، بیوی کا سننا ضروری نہیں بلاشبہ طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، اب حلالہ کے بدون تعلق زوجیت حرام ہے۔

শর্তযুক্ত তালাকে তালাকের নিয়্যাত ছিল না বলা অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি তোমাদের অথবা আমাদের বাড়ির সীমানা থেকে আমার অনুমতি ব্যতীত বের হও তাহলে তুমি তালাক হয়ে যাবে। এ

Scanned by CamScanner

কথার কিছুদিন পর স্বামীর বাবা ওই স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর বোনের বাড়িতে গিয়েছে এবং আরেক দিন স্ত্রী স্বামীর ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের নিকট গেছে। এ ঘটনার কিছুদিন পর স্ত্রীর ভাই স্বামীকে জিজ্ঞেস করল যে তুমি তোমার স্ত্রীকে এমন কথা বলেছ কি না? তখন স্বামী উত্তরে বলল–হ্যাঁ, আমি এ কথা বলেছি। তবে তালাক শব্দ দ্বারা আমার তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না, বরং স্ত্রীকে শাসন করা উদ্দেশ্য। এর বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেয় তাহলে শর্ত পাওয়ামাত্রই তালাক পতিত হয়ে যায়, মুখে স্পষ্ট তালাক শব্দ ব্যবহারের পর অন্তরের অন্য নিয়্যাত গ্রহণীয় নয়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী যেহেতু স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির সীমানা থেকে বের হয়েছে। তাই তার উপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে রাখতে চায় তাহলে ইদ্দতের মধ্যেই রজআত করে নেবে আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তখন নতুন মহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করে নেবে।

বিঃদ্রঃ. পরবর্তীতে কোনো সময় আর দুই তালাক দিলেই এই স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (৮/৭৭/২০২৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٧١ : سوال—ایک شخص نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اگر تو بلا اجازت اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھ کو طلاق ہے، چنانچہ زوجہ بلا اجازت چلی گئی تو طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟

الجواب—اس صورت میں شرعا طلاق واقع ہو گئی۔

শর্তের সাথে সংযুক্ত করে একসাথে তিন তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমি কয়েক বছর পূর্বে আমার স্ত্রীকে একটি চিঠি দিই। যাতে লেখা ছিল, "প্রিয় শারমিন, শোনো! তোমাকে ঠাণ্ডা মাথায় একটি কথা বলছি। তোমার ভাইয়ের দুর্ব্যবহারের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তোমাকে কথাটি বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি পরবর্তী হুকুম

Scanned by CamScanner

দেওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি তোমার ভাইয়ের দেওয়া কাপড় যদি পরিধান করো, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তিন তালাক হয়ে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই।"

সে আমার শর্ত ভেঙে ভাইয়ের দেওয়া কাপড়টি পরিধান করেছে। এমতাবস্থায় আমি গ্রামের বেশির ভাগ আলেমকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে তিন তালাক একসাথে দিলে তা পতিত হবে না। তাদের কথা অনুযায়ী আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত সংসার করছি। অতএব এ কথার কারণে আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি না, জানতে চাই। যদি হয়ে যায় দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা যাবে কি না? এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তালাক দিলে শর্ত পাওয়ার পর তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই আপনি যেহেতু আপনার স্ত্রীকে তার ভাইয়ের দেওয়া কাপড় অনুমতিক্রমে পরিধান করার শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তিন তালাক দিয়েছেন। তাই যখনই আপনার স্ত্রী তার ভাইয়ের দেওয়া কাপড় আপনার অনুমতিবিহীন পরিধান করেছে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার সাথে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সংসার করার জন্য শরীয়ত কর্তৃক হালালা ব্যতীত আর কোনো সুযোগ নেই। এ রকম স্ত্রীর সাথে কেউ সংসার করলে সে যিনা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার গোনাহের শামিল হবে।

শরয়ী হালালার পদ্ধতি নিকটস্থ কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।

যারা বলে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক পতিত হয় না তাদের কথা সঠিক নয়। সুতরাং তাদের দেওয়া ফাতওয়া অবলম্বনে আপনার ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম হয়েছে। বিধায় অতি সত্বর ওই স্ত্রীকে আলাদা করে দেওয়া এবং ভুল ফাতওয়া দানকারী আলেমগণসহ আপনারা উভয়ে অতীতের কৃত গোনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করা আবশ্যক। (১৮/১৪৮/৭৫২১)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٢ : (قوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى، وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة، وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه

Scanned by CamScanner

عليهم، فأمضاه عليهم» وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن
بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع
عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت
طالق.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١ / ٦٢ : الجواب — طلاق معلق بالشرط بوقت تحقق
شرط واقع ہو جاتی ہے پس اگر طلاق صریح کو معلق کیا تھا تو بلانیت بعد تحقق شرط طلاق ہو
جاتی ہے۔

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শর্ত লঙ্ঘন করার শর্তে দুই তালাক

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নির্দেশ দেয় যে শরয়ী পর্দা করতে হবে। দিনেরবেলা বাড়ির বাইরের পুকুরে যাওয়া যাবে না। আমার অনুমতি ছাড়া বাড়ির সীমানার বাইরে এক কদমও দেওয়া যাবে না। ইচ্ছাকৃত নামায ছাড়া যাবে না, টিভি দেখা যাবে না ইত্যাদি। স্বামী আরো বলে যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করা ফরয এবং স্বামীর আদেশ-নিষেধও মান্য করা ফরয। অতএব উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলির যেকোনোটিই যদি তোমার থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লঙ্ঘন হয় তাহলে চিরতরে বিদায় নেবে, অর্থাৎ দুই তালাক পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীকে যেকোনো শরীয়তসম্মত আদেশ-নিষেধ করার অধিকার রাখে। স্ত্রীর জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মানার পর স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আবশ্যক। স্বামী শরীয়তবহির্ভূত কোনো আদেশ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি নেই। তবে স্বামী যদি তার কোনো আদেশ-নিষেধের সাথে স্ত্রীর তালাককে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং স্ত্রী তা অমান্য করে তখন তালাক পতিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত যেকোনো কাজ স্ত্রীর দ্বারা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দুই তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দতের ভেতর ফিরিয়ে নিয়ে তার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেকোনো সময় আর এক তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (৮/১৯১/২০৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع
عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت
طالق.

Scanned by CamScanner

خرجت الساعة، وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيئا عمل به شرنبلالية.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٣١٥ : امرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث؛ لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت أي الساعة، ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه فإذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه، ومن الأول اجلس فتغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر تقيد بالحال فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث؛ لأنه يمين وقع جوابا تضمن إعادة ما في السؤال والمسئول الغد الغداء الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة. وهذا كله عند عدم نية الحالف.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

'অমুকের ঘরে গেলে তালাকের বাইরে যাবে' বললে কত তালাক হবে

প্রশ্ন : একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্ত্রী নাহিদা খাতুনকে নিম্নোক্ত বাক্য পর পর দুবার বলি, তুমি যদি আব্দুল্লাহর ঘরে যাও তাহলে আমার তালাকের বাইরে যাবে। উক্ত বাক্য দ্বারা আমার স্ত্রী আব্দুল্লাহর ঘরে গেলে তালাকপ্রাপ্তা হবে কি না? হলে কত তালাক হবে? শরীয়তের আলোকে জানিয়ে চিন্তামুক্ত করবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কোনো শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেয় তাহলে উক্ত শর্ত পাওয়া গেলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণনা মতে, আপনার স্ত্রী আব্দুল্লাহর ঘরে গেলে আপনার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হবে। তবে ইদ্দতের ভেতর মৌখিকভাবে অথবা রজআত বোঝায়, এমন কাজ করার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। তবে ভবিষ্যতে আর এক তালাক দিলে সর্বমোট তিন তালাক হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (১৭/২৫৫/৭০১১)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٩ : ولو قال برئت من طلاقك اختلف المشايخ - رحمهم الله - فيه إذا نوى وإن لم ينو لا يقع والأصح أنه يقع كذا في الخلاصة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٢ : (وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثر، ولا عبرة بإعراب واحدة في الأصح (و) يقع (بباقيها) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة، فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضا نحو: أنا بريء من طلاقك.

পিত্রালয়ে যাওয়ার শর্তে তালাক দিলে সেখানে যাওয়ার উপায়

প্রশ্ন : একদিন পারিবারিক বিষয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কথাকাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে সে রাগ করে তার বাপের বাড়ির দিকে রওনা হয়। আমি তাকে বলি, যদি তুমি তোমার বাবার বাড়ি যাও তাহলে তুমি তিন তালাক। এর পরও সে যাচ্ছিল। তখন আবার বললাম, তুমি তোমার চাচার বাড়ি গেলেও তালাক। এভাবে বলার পর সে আর কারো বাড়িতেই যায়নি। এখন তার পিতা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই বাড়ির জায়গাগুলো ছেলেদের নামে লিখে দেয়। আমার প্রশ্ন হলো, ওই বাড়ি এখন আর আমার শ্বশুরের নামে নেই বিধায় আমার স্ত্রী তার বাবাকে দেখতে ওই বাড়িতে যেতে পারবে কি না? আর চাচার কথা বলার সময় আমার অন্তরে একজন নির্দিষ্ট চাচার খেয়াল ছিল বিধায় অন্য চাচার বাড়িতে যেতে পারবে কি না? সঠিক সমাধানে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত মহিলা বাবার বাড়িতে বা চাচার বাড়িতে গেলে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা ছেলের নামে বাড়ি লিখে দিলেও সামাজিকভাবে এটিকে বাপের বাড়িই বোঝায়। তবে বাবা-চাচার বাড়িতে যাওয়ার সহজ ব্যবস্থা হলো, স্বামী স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন দিয়ে দেবে, অতঃপর স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত শেষ হলে স্ত্রী বাবা-চাচার বাড়িতে যাবে। এরপর দুজন সাক্ষীর সামনে নতুনভাবে মহর নির্ধারণের মাধ্যমে বিবাহ পড়িয়ে নেবে। এর পর হতে বাবা-চাচার বাড়িতে গেলে আর কোনো তালাক পতিত হবে না। (১৬/১৮১/৬৪৪১)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٦٠ : (حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز (أو) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا) ولو حافيا أو راكبا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : الأيمان مبنية على العرف ... لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ /٣٥٥ : فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.

শর্ত লঙ্ঘন করে ভগ্নিপতির বাসায় গেলে তালাক পতিত হবে

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী তার দুলাভাইয়ের বাসায় যেতে চাইলে আমি তাকে নিষেধ করি। সে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করে ও জেদ ধরে, তখন আমি বলি, যদি তুমি আতিকুর রহমানের (দুলাভাই) বাসায় যাও তবে তোমাকে তিন তালাক। এমতাবস্থায় সে আমার কথা অমান্য করে তার দুলাভাই আতিকের বাসায় গিয়েছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের সমাধান কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কথায় কথায় তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া অপরাধ রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের বিচার হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও তালাক দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পতিত হয়ে যায়। শরীয়তের আলোকে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দিলে উক্ত শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্ত্রী তার দুলাভাইয়ের বাসায় যাওয়ার সাথে সাথেই প্রদত্ত তিন তালাক পতিত হয়ে সে তার স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে সংসার করা বৈধ হবে না। (১৬/৫৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٣١ : ولو جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين لا يقع الطلاق إلا عند دخول الدارين جميعا كذا هذا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

শর্তযুক্ত তালাকে তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি জেদেরবশে স্ত্রীকে বলে, তুই যদি আমার বাবার ঘরে যাস তাহলে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক। পরে স্বামীর রাগ কমে যাওয়ায় আবার স্ত্রীকে বলেছে, দরকার হলে বাবার ঘরে যাও। প্রশ্ন হলো, স্ত্রীর জন্য ওই ঘরে যাওয়ার এমন কোনো পন্থা আছে কি, যাতে তালাক পতিত না হয়? অথবা স্বামী যদি বলে আমি তৎক্ষণাৎ যেতে নিষেধ করেছি তাহলে এই তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হবে কি? যদি সঠিক হয় তাহলে কি পরবর্তীতে প্রবেশের দ্বারা তালাক হবে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, ওই ব্যক্তির স্ত্রী শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে যদি সে তার স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন দিয়ে দেয় এবং তালাকের ইদ্দত খতম হয়ে যাওয়ার পর সে শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করে, অতঃপর স্বামী পুনরায় তাকে বিবাহ করে নেয় তাহলে পরবর্তীতে ওই ঘরে প্রবেশের দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর উল্লিখিত তিন তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য, রাগ চলে যাওয়ার পর স্বামীর উক্তি আমি তৎক্ষণাৎ যেতে নিষেধ করেছি বলা শরয়ী দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। (১৪/২৪২/৫৫৮৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ١٣٤ : ولو قال: أنت طالق غدا. وقال: عنيت آخر النهار لم يصدق في القضاء بالإجماع، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٨٤ : ومثله في البزازية حيث قال: كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية، وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا، وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر خلافه والفتوى على الظاهر.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٥ : (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقا) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٣٩٧ : إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضي عدتها، ثم يكلم فلانا، ثم يتزوجها كذا في السراجية.

বাবার মৃত্যুর পর বাবার বাড়ি গেলে তালাক হবে কি না

প্রশ্ন : রহীম তার স্ত্রীকে বলেছে, তুমি যদি তোমার বাবার বাড়িতে যাও তাহলে তুমি তালাক। স্ত্রীর বাবার ইন্তেকাল হলে বাবাকে দেখার জন্য স্ত্রী বাবার বাড়িতে গেলে ওই স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে কি না? হলে কত তালাক হবে?
জনৈক আলেম ফাতওয়া দিয়েছেন যে তালাক পতিত হবে না। কারণ এখন বাবার বাড়ি নাই। এখন তো ভাইয়ের বাড়ি, বাবা তো মারা গেছে। তাই তালাক হবে না। আলেম সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক? জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তালাক হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে সমাজে প্রচলিত অবস্থার ওপর। যদি সমাজে প্রচলন থাকে যে মেয়েরা বাবা মারা যাওয়ার পরও সে বাড়িকে বাবার বাড়ি বলে থাকে তখন বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার রেখে যাওয়া বাড়ি গেলে এক তালাক রজঈ পতিত হবে। আর যদি উক্ত সমাজে এর প্রচলন না থাকে, তালাক হবে না। (১৬/৮৬৩/৬৮২৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٥٢٧ : (قوله وعندنا على العرف) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٦٥ : الجواب- اس صورت میں ہندہ پر طلاق واقع ہوگئی کیونکہ باپ کا گھر باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کا گھر ہی عرفا کہلاتا ہے، شامی میں ہے إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى، الخ. وفيه أيضا: في النهر: اعلم أنه إذا حلف لا يدخل دار زيد فدار ه مطلقا دار يسكنها.

শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি অমুক ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তোমার বিদায়। তারপর স্ত্রী ওই ঘরে আর এ পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। এমতাবস্থায় স্বামী তার কথা ফিরিয়ে নিতে চাইলে, অর্থাৎ স্ত্রীকে যদি বলে এখন থেকে তুমি অমুক ঘরে প্রবেশ করলে তালাক নয়। এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে এর হুকুম কী হবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তালাক প্রদান করা হলে তা কোনো অবস্থাতেই প্রত্যাহার করার অধিকার কারো নেই। তাই স্বামী তা প্রত্যাহার করতে চাইলেও তা প্রত্যাহার হবে না। বরং যখনই ওই ঘরে প্রবেশ করবে স্বামীর নিয়্যাত অনুযায়ী তালাক পতিত হয়ে যাবে। এক তালাকের নিয়্যাত থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। তখন নতুন সূত্রে মহর নির্ধারণ করে বিবাহ দোহরিয়ে নেবে। আর তিন তালাকের নিয়্যাত করলে তিন তালাক পতিত হয়ে সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। তবে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পদ্ধতি হলো, স্বামী স্ত্রীকে এক তালাকে রজঈ দিয়ে দেবে এবং স্ত্রী ইদ্দত শেষ করে ওই ঘরে ঢুকে যাবে। তারপর স্বামী তাকে আবার নতুনভাবে আক্বদ পড়িয়ে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেবে। পরবর্তীতে ওই স্ত্রী উক্ত ঘরে প্রবেশ করলে আর তালাক পতিত হবে না। (১৩/৬২৮/৫৩৬২)

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٤٠٢ : يرى الحنفية : أن التفويض لازم من جانب الزوج، فلا يملك الرجوع عنه ولا منع المرأة مما جعل إليها، ولا فسخه؛ لأنه ملكها الطلاق، ومن ملك غيره شيئا، فقد زالت ولايته من الملك، فلا يملك إبطاله بالرجوع والمنع والفسخ، ولأن التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج

Scanned by CamScanner

على مشيئة الزوجة أو غيرها، والتعليق يمين، والأيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها كما ذكرت سابقا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٦ : وزوال الملك بعد اليمين بأن طلقها واحدة أو ثنتين لا يبطلها فإن وجد الشرط في الملك انحلت اليمين بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي امرأته وقع الطلاق ولم تبق اليمين وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة ثم دخلت الدار تنحل اليمين ولم يقع شيء.

'তোমার বাবার সাথে সম্পর্ক রাখলে আমার বিবাহে থাকবে না' বলে পরবর্তীতে সম্পর্ক রাখার অনুমতি প্রদান

প্রশ্ন : আমার আর আমার শ্বশুরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে একপর্যায়ে আমি আমার স্ত্রীকে তার বাবার সাথে সম্পর্ক না রাখার আদেশ দিই। এ মর্মে যে যদি তার বাবার সাথে সে কোনো রকম কথাবার্তা সরাসরি বা মোবাইলে অথবা যেকোনো মারফত সম্পর্ক রাখে তাহলে সে আমার বিবাহে থাকবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে সে যদি তার বাবার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় এবং এতে আমার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে কি আমার সাথে তার সম্পর্ক বাকি থাকবে? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : তালাক কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে ওই শর্ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হয়ে যায় এবং যে ধরনের তালাক সম্পৃক্ত করা হয় সে ধরনের তালাক পতিত হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দ "আমার বিবাহে থাকবে না" এর দ্বারা তালাকের নিয়্যাত করলে তালাকে বায়েন পতিত হয়। এমতাবস্থায় প্রশ্নে উল্লিখিত শর্ত, অর্থাৎ কোনো রকম কথাবার্তা সরাসরি বা মোবাইলে অথবা কোনো মারফতে সম্পর্ক রাখলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। অতঃপর ওই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চাইলে নতুনভাবে মহর ধার্যকরত বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এরপর তার পিতার সাথে সম্পর্ক রাখলে পূর্বের শর্তের কারণে আর তালাক পড়বে না। অবশ্য এ তালাক হিসেবে বহাল থাকবে। এরপর আর দুই তালাক কোনো সময় দিলে তিন তালাক পূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১৯/২৫৩)

Scanned by CamScanner

🕮 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٥٥ : (قوله فلو أبانها) أي بما دون الثلاث -

🕮 [مطلب في اختلاف الزوجين في وجود الشرط] (قوله وتنحل اليمين إلخ) لا تكرار بين هذه وبين قوله فيما سبق وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة.

'ছেলের বাসায় গেলে তালাক হয়ে যাবে' বলার পর ছেলের ভাড়া বাসায় যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আমার ছেলেদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার স্ত্রীকে একদিন বলেছিলাম, যদি তুমি তোমার ছেলেদের বাসাবাড়িতে যাও তুমি তালাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, আমার ছেলেদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো বাসাবাড়ি নেই। বর্তমানে তারা ঢাকায় ভাড়া বাসায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। এখন যদি আমার স্ত্রী তাদের ভাড়া বাসা/বাড়িতে কোনো সময় যায়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : কোনো শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেওয়া হলে শর্তটি পাওয়া গেলেই তালাক পতিত হয়ে যায়। আর পরিভাষায় বাসা বলতে নিজস্ব এবং ভাড়া বাসা উভয়কেই বোঝায়, শরীয়তের দৃষ্টিতেও একই কথা। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার স্ত্রী ছেলেদের থাকার বাসায় গেলেই চাই তা ভাড়া হোক বা নিজস্ব এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে যাবে। তারপর ইদ্দত পার হওয়ার পূর্বে আপনি মুখে বা স্ত্রীসুলভ আচরণের দ্বারা রজআত তথা ফিরিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু রজআতবিহীন ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। পরবর্তীতে ছেলেদের বাসায় যাতায়াতে আর তালাক পড়বে না। ওই স্ত্রীকে পরে আর দুই তালাক দেওয়া হলে পূর্বের এক তালাকের সাথে যোগ হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (৬/৩৯৩/১২৬৯)

🕮 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

🕮 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٦٠ : (حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٦٠ : (قوله أو بإعارة) أي لا فرق بين كون السكنى بالملك أو بالإجارة أو العارية.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٥٣٨ : سوال—زيد نے اپنی بيوی كو غصہ ميں اپنی ماں كی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا كہ اگر آئندہ تم نے ان سے كام كرايا تو تم پر طلاق ہے، تو يہ كيسی طلاق ہے اور كس وقت واقع ہوگی اور اس كی دفيعہ كی كوئی صورت ہو سكتی ہے يا نہيں؟

الجواب—اس صورت ميں اگر زيد كی زوجہ ہندہ نے زيد كی والدہ سے كوئی كام كرايا تو زيد كی زوجہ پر ايک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، عدت ميں زيد كو رجعت كرنا جائز ہے اور بعد عدت كے نكاح جديد بلا حلالہ كے جائز ہے۔

অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে তালাক ছাড়া তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাও তাহলে তুমি তালাক ছাড়াই তালাক। অতঃপর তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়াই বাইরে গেল, তাহলে তালাক হবে কি না?

উত্তর : স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে শর্তযুক্ত তালাক প্রদান করলে শর্তের উপস্থিতিতে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে বের হওয়ায় স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। অতএব স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রী হিসেবে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে সংসার করতে পারবে। আর স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে না নেওয়া অবস্থায় ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হিসেবে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে ভবিষ্যতে যেকোনো সময় আরো দুই তালাক প্রদান করলে বর্তমান এক তালাকসহ তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (৬/৪৭১)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٢٦ : إذا وجد الشرط، والمرأة في ملكه أو في العدة يقع الطلاق وإلا فلا يقع الطلاق، ولكن تنحل اليمين لا إلى جزاء حتى إنه لو قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فدخلت الدار وهي في ملكه طلقت.

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 فيه أيضا ٣ / ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة ".

শ্বশুর-শাশুড়ির গীবত করলে তিনটি পড়বে

প্রশ্ন : আমি আমার পিত্রালয়ে থাকাবস্থায় একদিন স্বামীর সাথে মোবাইলে তর্ক-বিতর্ক ও রাগারাগি হয়। তর্কের একপর্যায়ে আমাকে সে বলল, তুমি শ্বশুরবাড়িতে যেও না। তখন আমি বললাম, কেন যাব না? আমি আগামী কালই যাব। তখন স্বামী আমাকে বলল, যদি যাও তাহলে একটি শর্ত আছে। কী শর্ত জানতে চাইলে বলল, যদি তুমি ওখানে গিয়ে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির সত্য-মিথ্যা গীবত করো, তাহলে তোমার ওপর তিনটি পড়বে, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না, নিজে নিজে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবে। তারপর কয়েক দিন পর আমি শ্বশুরবাড়িতে যাই এবং বড় জায়ের সাথে নিম্নোক্ত কথা বলে থাকি। ভাবি, আমি যাওয়ার পর এখানে কী হয়েছিল আপনি কি কিছু শুনেছেন আমি কার কলিজায় কামড় দিয়েছি, আমাকে আমার স্বামী কেন এ রকম কথা বলল?
একদিন আমার শাশুড়ি তার অবিবাহিত এক ছেলেকে রাগ করে বলেছে ওদের মতো একটি বিয়ে করে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও না? এ কথা ভাবি শুনে আমাকে বলেছে–দেখো, তার ছেলের সাথে রাগ করে আমাদেরসহ কিভাবে মারছে। তখন আমি বললাম, দেখেন না! এ রকম কথা শুনলে কি চুপ থাকা যায়?
একদিন আমি স্বামীর ছোট ভাইকে আমার জন্য মাছ আনতে বলি। সে বিকালে এলে আমি যখন মাছ চাই তখন সে বলল–আমার মনে নেই। আগামীকাল খুব ভোরে আপনাকে মাছ এনে দেব। পরদিন সকালে সে আমার জন্য মাছ নিয়ে আসে। কিন্তু আমার শাশুড়ি মাছগুলো নিয়ে ফেলল। দুপুরের দিকে বড় ভাবি আমাকে বলল, তোমার

Scanned by CamScanner

জন্য কি মাছ এনেছিল? কিছু লাগলে বলতে পারো, তোমার বড় ভাই বাজারে যাচ্ছে। আমি বললাম, মাছ কিছু আনছিল এগুলো শাশুড়ি নিয়ে ফেলেছে। আর আনাব না, খাবও না।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক আছে কি না? উল্লেখ্য, তখন আমি গর্ভবতী ছিলাম এখন আমার সন্তান প্রসব হয়েছে।

উত্তর : কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলে উক্ত তালাক পতিত হওয়ার জন্য ওই শর্ত পাওয়া জরুরি। শর্ত পাওয়া না গেলে তালাক পতিত হবে না। অতএব আপনার প্রশ্নে বর্ণিত কথাগুলো গীবতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আপনার ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি। সুতরাং আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক আগের মতোই বহাল আছে। **(১৯/৬২০/৮৩৭৯)**

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤١٠ : الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال - عليه الصلاة والسلام -، «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ١٢٧ : فإن وجد الشرط فى الملك طلقت وانحلت اليمين والا لا.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣٧ : (قوله وإلا لا، وانحلت) أي إن لم يوجد الشرط في الملك لا يقع الطلاق، وتنحل اليمين إن وجد في غير الملك.

'তোমার দুলাভাইয়ের সাথে কথা বললে সাফ সাফ বিদায়'

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীকে যেকোনো কারণে আমি বলেছি, তুমি যদি তোমার দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলো, তাহলে তোমার সাফ সাফ বিদায়। হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী রাস্তায় হাঁটছে একটু সামনে তার দুলাভাইও কোথাও যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী তার দুলাভাইকে পেছন থেকে বলে, এই যে তুমি ওখানে যেও না, ওরা সেখানে খেলছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে আমিও ছিলাম। তবে আমার স্ত্রীর এ কথার দিকে তার দুলাভাই একটুও ভ্রূক্ষেপ করেনি, তাকায়ওনি এবং কোনো কথাও বলেনি। প্রশ্ন হলো, আমার

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক হবে কি না? ভবিষ্যতের জন্য ওই স্ত্রী থেকে শর্তযুক্ত তালাক উঠানোর কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দিলে উক্ত শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়। স্বামী তালাক দেওয়ার পর যেমন তা প্রত্যাহার করতে পারে না। তেমনি শর্তযুক্ত তালাকের ক্ষেত্রেও উক্ত শর্তকে প্রত্যাহার করার স্বামীর কোনো অধিকার থাকে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় আপনার স্ত্রী তার দুলাভাইকে পেছনে থেকে "এই যে তুমি ওখানে যেও না, ওরা সেখানে খেলছে" বলার দ্বারা আপনার স্ত্রীর কথা বলা পাওয়া গেছে। যদিও একপক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্নোল্লিখিত কথা "যদি তুমি তোমার দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলো তাহলে তোমার সাফ সাফ বিদায়" এটা তালাকে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও যেহেতু প্রশ্নের বিবরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে আপনি তালাকের নিয়্যাতে বাক্যটি ব্যবহার করেছেন, তাই শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে মহরানা ধার্য করে পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। উল্লেখ্য, নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে যদি আপনার স্ত্রী তার দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলে তাতে কোনো তালাক পতিত হবে না। (১৮/৪৭৪/৭৬৭৬)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣/ ٤٨ : ولو نبه الحالف المحلوف عليه من النوم حنث وإن لم ينتبه لأن الصوت يصل إلى سمع النائم لكنه لا يفهم فصار كما لو كلمه وهو غافل، ولأن مثل هذا يسمى كلاما في العرف كتكلم الغافل فيحنث، ولو دق عليه الباب فقال من هذا أو من أنت؟ حنث لأنه كلمه بالاستفهام، ولو كان في مكانين فدعاه أو كلمه فإن كان ذلك بحيث يسمع مثله لو أصغى إليه فإنه يحنث وإن لم يسمعه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٩١ : (حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه) فلو لم يوقظه لم يحنث، وهو المختار ولو مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٩١ : (قوله لو بحيث يسمع) أي إن أصغى إليه بأذنه وإن لم يسمع لعارض شغل أو صمم، فلو لم يسمع مع الإصغاء لشدة بعد لا يحنث.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٩٧ : لو حلف لا يكلم فلانا فناداه الحالف من بعيد فإن كان بحيث لا يسمع صوته لا يحنث وإن كان البعد بحيث يسمع صوته يحنث وكذا لو كان المحلوف عليه نائما فناداه الحالف فإن أيقظه حنث وإن لم يوقظه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٤ : (الفصل الخامس في الكنايات) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال.

শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিয়ে শর্ত প্রত্যাহার করা

প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি যদি হাসান সাহেবের সাথে কথা বলো তাহলে তুমি তালাক"। কিন্তু কিছুদিন পর সে তার কথা থেকে ফিরে আসে, অর্থাৎ রুজু করল। এখন স্ত্রী যদি হাসান সাহেবের সাথে কথা বলে, তাহলে কি তালাক হবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর অর্পিত তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না। তাই প্রশ্নোক্ত সুরতে স্ত্রী হাসান সাহেবের সাথে কথা বললে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে যাবে। রজআত করার পর তাকে নিয়ে স্বামী পুনরায় সংসার করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে স্বামী ভবিষ্যতে আর মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবে। **(১৪/৯৫৯/৫৮৫২)**

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٥ / ٣٧٥ : الجواب—آپ طلاق واپس نہیں لے سکتے اگر وہ بغیر آپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، مگر یہ رجعی طلاق ہو گی۔

শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত উঠিয়ে নিয়ে অনুমতি দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল যে তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলো তাহলে তোমাকে তিন তালাক। কিছুদিন পর সে স্ত্রীকে বলল যে পূর্বে আমিই তোমাকে

Scanned by CamScanner

তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম, তাই এখন পুনরায় আমার অনুমতিক্রমে কথা বলতে পারো। স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে কথা বলেছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার হয়েছে। উক্ত স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে কথা বলার কারণে তালাকপ্রাপ্তা হবে কি না?

উত্তর : কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে স্ত্রীকে তালাক দিলে ওই শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়। এ ধরনের শর্তযুক্ত তালাক প্রদানের পর সে ইচ্ছা করলে ওই কথা হতে ফিরে আসার অধিকার আর থাকে না, বরং তা পূর্ববৎ বহাল থাকে। সুতরাং যেহেতু উল্লিখিত প্রশ্নে স্ত্রীকে ভাইয়ের সাথে কথা বলার শর্তে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে তাই ভাইয়ের সাথে কথা বলামাত্রই স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। স্বামীর অনুমতিক্রমে বলুক বা অনুমতিবিহীন। (৬/২৪২/১১৬৮)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٤٠٢ : ولأن التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أو غيرها، والتعليق يمين، والأيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها كما ذكرت سابقاً.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤/ ٥٢١ : فالحاصل ان قول الرجل لامرأته طلقي نفسك تمليك الطلاق منها، وفيه معنى التعليق وكل ذلك لا يقبل الرجوع.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٧٦ : الجواب- شرط مذكور واپس نہیں ہو سکتی لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد- (الحديث)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٨٧ : وليس للزوج أن يرجع فى ذلك وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهاها عما جعل إليها ولا يفسخ كذا في الجوهرة النيرة.

কারো সাথে কথা বলার শর্তে তালাক দিলে কথা বললে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে বলেছে, “যদি তুমি তোমার মা-বাবা-বোনদের সাথে কথা বলো তবে তুমি তালাক হয়ে যাবে।” এ কথা বলার পর বলে, “তোমার মামার সাথে

Scanned by CamScanner

কথা বললেও তুমি তালাক।" এরপর আমি মামার সাথে কথা বলেছি। এর দ্বারা কি তালাক হয়ে গেছে? আমি কি আমার বাবা- মা-বোনদের সাথে কথা বলতে পারব না?

উত্তর : আপনার স্বামী আপনাকে "যদি তুমি তোমার মা-বাবা-বোনদের সাথে কথা বলো তবে তুমি তালাক হয়ে যাবে।"–এ কথা বলার পর "তোমার মামার সাথে কথা বললেও তুমি তালাক।"–এর পরও যদি আপনি আপনার মামার সাথে কথা বলে থাকেন, তাহলে আপনার ওপর এক তালাকে রজঈ হয়েছে। এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ না হলেও আপনার স্বামীর আর মাত্র দুটি তালাকের ক্ষমতা রয়েছে। পরবর্তীতে যেহেতু আপনাদের একত্রে ঘর-সংসার হয়েছে, এতে পুনরায় স্ত্রী গ্রহণ হয়ে গেছে। এখন আপনি মা-বাবা-বোনদের সাথে কথা বলতে পারবেন। (১১/৪৪৩/৩৬২৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة " وهذا عندنا.

📖 فيه أيضا ٣ / ١٩٦ : " وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما " لأن الشرط مشتق من العلامة وهذه الألفاظ مما تليها أفعال فتكون علامات على الحنث ثم كلمة إن حرف للشرط لأنه ليس فيها معنى الوقت وما وراءها ملحق بها وكلمة كل ليست شرطا حقيقة لأن ما يليها اسم والشرط ما يتعلق به الجزاء والأجزية تتعلق بالأفعال إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر قال " ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين " لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه ".

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٠٩ : (قوله ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط) وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس.

জোরপূর্বক শর্ত লঙ্ঘন করালে তালাক হবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বাসায় ঢুকতে দেখে বলল, তুমি যদি এ বাসায় প্রবেশ করো তাহলে তালাক। ফলে স্ত্রী প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ওই বাসায় লোকেরা তাকে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়ে নেয়। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় তার ওপর তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাকে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়ে নেওয়াটা যদি এমন পর্যায়ের হয় যে তার পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, তথা তাকে উঠিয়ে নিয়ে বাসায় প্রবেশ করিয়ে নেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি এমন না হয় বরং শুধু বরাবর অনুরোধ করে বা ধমক দিয়ে বা টেনে পায়ে হাঁটিয়ে বাসায় প্রবেশ করিয়ে নেয়, তাহলে প্রবেশ করামাত্রই এক তালাক পতিত হয়ে যাবে। (১৮/৫৮৬/৭৭৫৩)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ /٣٦ : وإن احتمله غيره فأدخله بغير أمره لم يحنث؛ لأن هذا يسمى إدخالا لا دخولا لما ذكرنا أن الدخول انتقال والإدخال نقل، ولم يوجد ما يوجب الإضافة إليه وهو الأمر، وسواء كان راضيا بنقله أو ساخطا لأن الرضا لا يجعل الفعل مضافا إليه فلم يوجد منه الشرط وهو الدخول، وسواء كان قادرا على الامتناع أو لم يكن قادرا عليه عند عامة مشايخنا.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣١٨ : فأما إذا هدده بالدخول فدخل بقدميه فقد اختلف المشايخ فيه أيضا، بعضهم قالوا: لا يحنث، وبعضهم قالوا: يحنث، وبعضهم قالوا: إن أمكنه الامتناع عن الدخول مع هذا دخل يحنث، وإن لم يمكنه الامتناع عنه لا يحنث.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٢٥ : وحاصله أن كل تعليق يمين سواء كان تعليقا على فعله أو فعل غير.

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٦٩ : اعلم أن المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو مكرها أو مخطئا أو ذاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو مغمى عليه أو مجنونا۔

জোরপূর্বক শর্ত লঙ্ঘন করালে তালাক হবে কি না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলি যে যদি তোমাকে তোমার ভাই অথবা পিতা আমার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় তাহলে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর আমার স্ত্রীকে তার পিতা ও ভাই জোরপূর্বক আমার ঘর থেকে বের করে আমার চাচার ঘরে নিয়ে রাখে। এতে আমার স্ত্রীর পায়ে আঘাত লেগে সে আহত হয় এবং তার কোল থেকে বাচ্চা ছিটকে পড়ে যায়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত কথা বলার সময় আমার নিয়্যাত ছিল, যদি তার বাপের বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এখানে আমার নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য কি না? নাকি তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে?

উত্তর : কোনো কর্মের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে তালাক দেওয়া হলে কর্মটি সংঘটিত হওয়ার পর তালাক পতিত হয়ে যায়। এতে তালাকদাতার নিয়্যাত ধর্তব্য হয় না। বিশেষ করে এমন নিয়্যাত, যা তালাকের বাক্যে ইঙ্গিতস্বরূপ বোঝানো হয় না। অতএব আপনার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে নেওয়ার দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এতে আপনার নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৫/৭৯১/৬২৫৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٣١٠ : ولو قال والله لا أخرج، وهو في بيت من الدار فخرج إلى صحن الدار لم يحنث إلا أن ينوي فإن نوى الخروج إلى مكة أو خروجا من البلد لم يصدق قضاء، ولا ديانة؛ لأن غير المذكور لا يحتمل التخصيص.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٢٨٦ : (وفي لا تخرج) امرأته (إلا بإذنه) أي بإذن الزوج أي لا تخرج خروجا إلا خروجا ملصقا بإذنه (شرط الإذن لكل خروج)؛ لأن النكرة وقعت في حيز النفي فتعم، ولو نوى الإذن مرة صدق ديانة. لأنه محتمل كلامه، لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، وهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : (قوله الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ) أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس على وتد، لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول في عرف اللغة دابة، والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي وقوله: لا على الأغراض أي المقاصد والنيات.

তিনবার শর্ত লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : আজ থেকে দশ বছর পূর্বে আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, তুমি যদি তোমার নানার বাড়িতে যাও তাহলে তুমি এক তালাক। কিন্তু সে আমার কথা অমান্য করে তার নানার বাড়িতে যায়। অতঃপর পাঁচ বছর পূর্বে আমি তাকে আবার বলি যে তুমি যদি অমুকের বাড়ি যাও তাহলে তুমি এক তালাক, তখনও সে আমার কথা অমান্য করে দ্বিতীয় বাড়িতে যায়।
এ দুটি ঘটনার পরেও আমি তার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে থাকি। অতঃপর ১৫ দিন পূর্বে আমি আমার স্ত্রীকে আবার বলি যে আমি যদি কোথাও থেকে দেরি করে আসি আর আমাকে কিছু বলো তাহলে তুমি সাফ তালাক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এসেও সে আমার কথা অমান্য করে আমি এক জায়গা থেকে দেরি করে আসায় সে আমাকে বিভিন্ন কথা বলে। এ তৃতীয় আদেশটি অমান্য করার পর থেকে আমি তার থেকে আলাদা থাকি।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমি কি স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারব। যদি না পারি তাহলে শরীয়তে এমন কোনো পদ্ধতি আছে কি, যা অবলম্বন করলে আমি তাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারব?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পৃথক তিনটি তালাকের শর্ত ভঙ্গ করার কারণে উক্ত মহিলার ওপর তিনবারে তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। তাই আপনার জন্য উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করা বর্তমানে জায়েয হবে না। তবে উক্ত মহিলা ইদ্দতের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করে মিলনের পর দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদান করলে অথবা মৃত্যু বরণ করলে পুনরায় ইদ্দত পালন শেষে আপনার জন্য তাকে নতুনভাবে বিবাহ করা জায়েয হবে।

📖 ملتقى الأبحر ١ / ٢٧٧ : ولا تحل الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلا بعد وطىء زوج آخر بنكاح صحيح ومضى عدته ...

Scanned by CamScanner

فإن تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول وعن أبي يوسف إن
النكاح فاسد ولا تحل للأول.

অনুমতি ছাড়া পৃথক পৃথক তিনটি শর্ত লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি ৬-৭ বছরে মোট তিনবার তালাকের শর্ত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, তুমি আমার এই বাড়ির ঘেরাও গেটের বাইরে আমার অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না, গেলে তুমি তালাক। প্রথমবার একবার শর্ত ভঙ্গ করার পর ইদ্দতের মধ্যে রজআত করেছিলাম। কিছুদিন পর আবারও অনুরূপ শর্ত আরোপ করি, এবারও পাঁচবার শর্ত ভঙ্গ করার পর বিবাহ দোহরিয়ে নিয়েছিলাম। এরপর পুনরায় অনুরূপ শর্ত আরোপ করি। তৃতীয়বারও বহুবার শর্ত ভঙ্গ করেছে। এখন আমরা পৃথক রয়েছি। এখন এর সমাধান কী?

উত্তর : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আরোপিত শর্ত "তুমি এই বাড়ির ঘেরাও গেটের বাইরে আমার অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না, গেলে তুমি তালাক" কিছুদিন পর স্ত্রী শর্ত ভঙ্গ করে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই বাইরে যায়। এতে এক তালাক রজঈ পতিত হয়। এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে রজআত করে নেয়। কিছুদিন পর স্বামী আবারও অনুরূপ শর্ত দেয়। কিন্তু স্ত্রী দ্বিতীয়বারেও শর্ত ভঙ্গ করে। এতে স্ত্রীর ওপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হয়। এরপর ইদ্দতের ভেতরেই স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নেয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর স্বামী আবারও অনুরূপ শর্ত আরোপ করে। স্ত্রী তৃতীয়বারের শর্তও ভঙ্গ করার কারণে তার ওপর সর্বমোট তিন তালাক পতিত হয়। অতএব এখন স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন তারা একত্রে ঘর-সংসার করতে পারবে না। (১১/৪৭৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٤٣ : قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي " لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص " ولا يفتقر إلى النية " لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال....
... ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸ / ۴۰۹ : الجواب- صورت مسئولہ میں شوہر نے تین مختلف کاموں پر ایک ایک طلاق کو معلق کیا ہے تو ہر شرط کے تحقق پر ایک ایک

Scanned by CamScanner

طلاق رجعی واقع ہو گی، اور سوال کے بموجب عورت نے ایک ہی دن میں تینوں کام کر ڈالے، لہذا مذکورہ صورت میں تینوں شرطوں کے تحقق کی وجہ سے عورت پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور عورت مطلقہ مغلظہ ہو کر اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔

'অমুকের ঘরে গেলে বিনা তালাকে তালাক' লঙ্ঘন করলে এক তালাক হবে

প্রশ্ন : "তুমি আমার ভাইদের ঘরে গেলে বিনা তালাকে তালাক হবে।" এ উক্তিটির বিধান কী?

উত্তর : ভাইদের ঘরে গেলে এক তালাক পতিত হবে। (৪/৩৯/৫৮৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط... ... ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ولو قال في دخولك الدار يتعلق بالفعل كذا في الهداية.

'অমুক মেয়েকে যতবার বিয়ে করি ততবার তিন তালাক' ওই মেয়ের সাথে বিয়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমার ছোট ভাই এক মেয়ের সাথে গোপনে সম্পর্ক করে। তার এ সম্পর্কের বিষয়টি মা-বাবা জেনে যায়। জেনে যাওয়ার পর ছোট ভাইকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য ত্যাজ্য পুত্রের ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি যদি মেয়েটিকে তিন তালাক না দাও তাহলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। তাই সে বাধ্য হয়ে উক্ত মেয়েটিকে বিবাহের পূর্বেই তিন তালাক দেয়। অর্থাৎ এভাবে বলে যে যতবার বিবাহ করি, ততবার তিন তালাক। কিন্তু এত কিছুর পরও সে উক্ত মেয়েটিকেই বিবাহ করবে। জানার বিষয় হলো, উক্ত মেয়েটিকে ছোট ভাইয়ের সাথে বিবাহে আবদ্ধ করার কোনো পন্থা আছে কি?

উত্তর : পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে বিবাহ করা পুত্রের জন্য শুভ নয়। তাই আপনার ছোট ভাইয়ের জন্য উক্ত মেয়েকে বিবাহ না করাই উচিত। তা সত্ত্বেও উক্ত মেয়েটিকে আপনার ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিতে হলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আপনার ভাইয়ের

Scanned by CamScanner

অনুমতি/অবগতি ছাড়া স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মেয়েকে দুজন সাক্ষীর সম্মুখে বলবে যে আমি এত টাকা মহরের বিনিময়ে তোমাকে অমুক ছেলের কাছে বিবাহ দিলাম এবং মেয়ে কবুল বলবে। অতঃপর ছেলেকে অবগত করবে এবং ছেলে মুখে কোনো মন্তব্য না করে শুধু মহরের টাকা পাঠিয়ে দিলেই ওই বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ছেলে কাউকে এমন বিবাহ পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি ইজাব বা কবুল করলে অথবা বিবাহের সংবাদ পাওয়ার পর মৌখিক সম্মতি জানালে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। সুতরাং অনেক সতর্কতার সাথে বিবাহের কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে। (১৮/৬৬১/৭৭৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٨٢ : وأما المسائل التي تتعلق بنكاح الفضولي في الطلاق المضاف: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة بعينها إن تزوجها، فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمره وأجاز هو قولاً أو فعلاً. أو حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فزوجه رجل امرأة بغير أمره فأجاز هو قولاً أو فعلاً، قال بعض مشايخنا: إن أجاب بالقول يحنث وإن أجاز بالفعل؛ لا يحنث. وقال بعضهم: يحنث أجاز بالقول أو بالفعل، لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن (في) الابتداء من حيث إن العاقد بالإجازة يصير نائباً عن المجيز من ذلك الوقت، وفعل النائب كفعل المنوب عنه، فيصير متزوجاً من ذلك الوقت، وقال بعضهم لا يحنث أجاز بالقول أو بالفعل وإليه أشار في «الزيادات» وهو الأشبه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ١٧٢ : الجواب-یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اجنبی شخص اس کا نکاح کرادے پھر جب اس کو نکاح کی خبر پہنچے تو زبان سے اجازت نہ دے ورنہ تین طلاقیں ہو جائیں گی، خبر سن کر بالکل خاموش رہے تحریری اجازت دے دے یا مہر کل یا اس کا کچھ حصہ بیوی کی طرف بھیج دے۔

‘তোমাকে বিয়ে করলে তালাক’ বলে তাকে বিয়ে করার হুকুম ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোনো এক মেয়ের সামনে বিবাহের আলোচনার সময় ওই মেয়ের নাম না নিয়ে তাকে নিয়্যাতে রেখে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে তুমি তালাক। ওই মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না? জানতে পারলাম যে নিকাহে ফুজুলীর মাধ্যমে বিবাহ জায়েয হবে। এখন কথা হলো যে নিকাহে ফুজুলীর সময় বর মজলিসে উপস্থিত

Scanned by CamScanner

থাকতে পারবে কি? এবং কনেপক্ষ ইজাবের পরপরই ফুজুলী বরকে "আপনি কবুল করেছেন" এমন কিছু বলতে পারবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাধান এই যে যে মহিলার ব্যাপারে ছেলে এ বাক্যটি "যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে তুমি তালাক" বলেছে ওই ছেলের জন্য ওই মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে। তবে বিবাহ করার সাথে সাথে তার ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে এবং সে অর্ধেক মহরের হকদার হবে। তারপর সে তাকে বিবাহ করতে চাইলে তালাক পতিত হওয়ার পরপরই পুনরায় মহর নির্ধারণকরত নতুনভাবে দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী ভবিষ্যতে আর দুই তালাকের অধিকারী থাকবে। প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় উপরোক্ত পদ্ধতিই সহজ ও সুন্দর। নিকাহে ফুজুলীর প্রয়োজন হবে না। (৯/৩৪৭/২৬৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٥ : ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج امرأة واحدة مرارا لم تطلق إلا مرة واحدة كذا في المحيط.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ٢٢٣ : والصفة المعتبرة كالشرط، مثل أن يقول المرأة التي أتزوجها طالق أو المرأة التي تدخل الدار طالق وذلك في غير المعينة قال - رحمه الله - (ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) يعني في الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجد الشرط انتهت اليمين وانحلت؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدون الشرط،... ... وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم الصفة وهو أيضا مشكل حيث لم يعم قوله أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥ /١٥٧ : تدبیر ابطال تعلیق-
اس کی تدبیر یہ ہے کہ ایک طلاق دیدے، عدت گزرنے کے بعد عورت گھر میں داخل ہو اس سے تعلیق ختم ہو جائے گی، پھر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرلے، اس کے بعد دخول دار سے طلاق نہیں پڑے گی۔

Scanned by CamScanner

'অমুক কাজ করলে স্ত্রী তালাক' বলে কাজটি করলে অবিবাহিতের ক্ষতি হবে না

প্রশ্ন : মাদ্রাসার এক ছাত্র ছোটবেলা থেকে সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত। সে দাওরায়ে হাদীস পড়াকালীন মাদ্রাসার হুজুরের কাছে ধরা পড়ে। ফলে হুজুরগণ তাকে অনেক শাসন করেন এবং এ বলে শপথ করান যে যদি সে আর কোনো দিন সিনেমা দেখে তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অথচ সে অবিবাহিত। এর বিধান কী?

উত্তর : সিনেমা দেখা একটি মারাত্মক গোনাহ এবং চরিত্র বিনষ্টকারী কাজ। তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। সিনেমা দেখার দরুন স্ত্রী তালাক হওয়ার জন্য শর্ত হলো, শপথ করার সময় সে বিবাহিত হওয়া। অথবা বিবাহ করলে তালাক হওয়ার কথা উল্লেখ করা। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত শর্ত অনুপস্থিত হওয়ায় স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না।

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣/ ١٢٦ : وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك أو علقة من علائقه؛ فلا يصح الطلاق إلا في الملك أو في علقة من علائق الملك وهي عدة الطلاق أو مضافا إلى الملك.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩ / ٤٠ : قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند التعليق، حقيقة أو حكما، بأن تكون زوجته أو معتدته من رجعي أو بائن، فإذا لم تكن زوجته عند التعليق، ولا معتدته، لغا التعليق ولم يقع عليها به شيء، كما إذا قال لأجنبية عنه: أنت طالق إن دخلت دار فلان، فإنه لغو.

তালাকের নকলের সময় 'ইনশাআল্লাহ' অনুচ্চ আওয়াজে বলা

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর তার মীমাংসা করতে দুই মাস সময় পেরিয়ে যায়। এর মাঝে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ এবং সহবাসও হয়। এখন আমরা উভয়েই পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসার করতে চাই। এ সময়ের ভেতরে হায়েজও হয়েছে। আর তালাক হয়েছিল সন্তান হওয়ার দেড় মাস পরে। আমি তালাক দেওয়ার সময় বলেছিলাম, "ইনশাআল্লাহ আমি তোমাকে দুই তালাক দিলাম।" পরে অন্য ব্যক্তিকে তালাকের বিবরণ দেওয়ার সময় উচ্চস্বরে 'ইনশাআল্লাহ' বলিনি, তবে নিম্নস্বরে ফিসফিস আওয়াজে বলেছি। এর মধ্যে ইদ্দত পালন করতে হবে কি না? যদি হয়, কত দিন? এবং নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে কি না? হলে তার পদ্ধতি কী হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : 'ইনশাআল্লাহ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তালাক উচ্চারণ করলে বা তালাক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ' বললে ওই তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা সহীহ হলে, "ইনশাআল্লাহ তোমাকে দুই তালাক দিলাম" –এ কথা বলার কারণে আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি। তাই ইদ্দতও পালন করতে হবে না এবং নতুন বিয়েরও প্রয়োজন নেই। বরং আপনারা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবেন। (৯/৭৯১/২৮২১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ١٥٤ : وأما كون الاستثناء مسموعا فهل هو شرط؟ ذكر الكرخي أنه ليس بشرط حتى لو حرك لسانه، وأتى بحروف الاستثناء يصح، وإن لم يكن مسموعا. وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه شرط، ولا يصح الاستثناء بدونه وجه ما ذكره الكرخي أن الكلام هو الحروف المنظومة وقد وجدت. فأما السماع فليس بشرط لكونه كلاما فإن الأصم يصح استثناؤه، وإن كان لا يسمع، والصحيح ما ذكره الفقيه أبو جعفر-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٠٤ : " وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق " لقوله عليه الصلاة والسلام " من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه ".

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : (قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء بزازية وخانية، بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لا يقع؛ ولو قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي قنية وقواه في النهر (مسموعا) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع فيصح استثناء الأصم خانية. (لا يقع) للشك.

ইনশাআল্লাহ বলে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : আমি বিগত ২৯/০১/২০০০ ইং তারিখে বাইরের কাজকর্ম হতে ফিরে বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী সুফিয়া বেগমের সাথে সাংসারিক বিষয়াদি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করি। একপর্যায়ে আমি উত্তেজিত হয়ে আমার স্ত্রীকে ভয়-ভীতি দেখানোর জন্য ইনশাআল্লাহ

Scanned by CamScanner

শব্দটি উচ্চারণ করে তিন তালাক প্রদান করি এবং বায়েন শব্দটি উচ্চারণ করি, যাতে সে ভয় পেয়ে যায় এবং আমার সাথে আর ঝগড়া বা রাগারাগি না করে। উল্লেখ্য, আমি একটা ধর্মীয় সভায় জনৈক মাওলানা সাহেব এর নিকট শুনেছিলাম যে ইনশাআল্লাহ বলে তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয় না। তাই আমি কেবলমাত্র আমার স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্যই কাজটি করেছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। অতএব বিষয়টি সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক ফয়সালা দান করে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকের আগে বা পরে যদি ইনশাআল্লাহ শব্দটি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় এবং মাঝে অন্য কোনো বিভক্তিকর শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা না হয়, তাহলে তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইনশাআল্লাহ এবং তিন তালাক বাক্যের মধ্যখানে অন্য কোনো বাক্য উচ্চারণ না করার কারণে স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি। (৭/৪১৯/১৭১২)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٥٧ : وأما مسائل النوع الثاني من الاستثناء، وهو تعليق الطلاق بمشيئة الله عز وجل فنقول: إذا علق طلاق امرأته بمشيئة الله يصح الاستثناء، ولا يقع الطلاق، سواء قدم الطلاق على الاستثناء في الذكر بأن قال: أنت طالق إن شاء الله أو أخره عنه بأن قال: إن شاء الله تعالى فأنت طالق، وهذا قول عامة العلماء.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : (قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : (قوله متصلا) احتراز عن المنفصل، بأن وجد بين اللفظين فاصل من سكوت بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من كلام لغو.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٧ : بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لا يقع.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٦/ ٦٢ : الجواب — سوال ميں "انشاء الله تين طلاق ديتا ہوں" مذكور ہيں، لفظ انشاء الله كے ساتھ جو طلاق دى جائے وه واقع نہيں ہوتی، لہذا اس كی بيوی پر كوئی طلاق نہيں پڑی۔

Scanned by CamScanner

এক তালাকের নিয়্যাতে ইনশাআল্লাহ বলে তিন তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাকের নিয়্যাত করে একসাথে ইনশাআল্লাহ বলে তিন তালাক দিয়েছে। এখন ওই স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে?

উত্তর : ইনশাআল্লাহ মিলিয়ে বলে তালাক দিলে বা তালাকের সঙ্গে ইনশাল্লাহ মিলিয়ে দিলে তালাক পতিত হয় না—কথাটি সঠিক। তবে এ কারণে অহেতুক তালাকের শব্দ উচ্চারণ করা কথায় কথায় এভাবে তালাক দেওয়া তালাক নিয়ে উপহাস করার নামান্তর, যা অবশ্যই বর্জনীয়। (১১/১০২/৩৪৬৭)

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٩٠ : (قوله وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلخ) وكذا إذا قال: إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو فيما شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء الجن أو الحائط وكل من لم يوقف له على مشيئة لم يقع إذا كان متصلا فلا يفتقر إلى النية، حتى لو جرى على لسانه من غير قصد لا يقع.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦- ٣٦٨ : (قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء بزازية وخانية، بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع.

শর্তযুক্ত তালাকে ইনশাআল্লাহ বলেছে কি না সন্দেহ

প্রশ্ন : এক লোক এক মহিলাকে মোবাইলে বলল, যদি আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি তাহলে যাকে বিবাহ করব সে তালাক। কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। জানার বিষয় হলো, এই লোকটির জন্য অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করার সুযোগ আছে কি না? আর সে যে বলল, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি তাহলে যাকে বিবাহ করব সে তালাক এর দ্বারা তালাক পতিত হবে কি না? যদি তালাক হয় তাহলে কত তালাক হবে? দলিলসহ শরয়ী ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির জন্য অন্য যেকোনো মহিলাকে বিবাহ করার সুযোগ আছে। তবে প্রথমে যে মহিলাকে বিবাহ করবে বিবাহের সাথে সাথে তার ওপর এক তালাক বায়েন

Scanned by CamScanner

পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকে বিয়ে করলে আর তালাক পতিত হবে না। এবং সেই মহিলা তার বৈধ স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে এবং সে পরবর্তী দুই তালাকের মালিক হবে। (১৮/৯২৬/৭৯৩৫)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٦٥ : ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن، ولو تزوج امرأة واحدة مرارا لم تطلق إلا مرة واحدة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٩ : ولو قال: كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلق هذه ثم تزوجها لا تطلق وإن كان نواها عند اليمين كما لو قال: كل امرأة أتزوجها غيرك فهي طالق لا تدخل هي في اليمين وإن نواها.

‘এই মেয়ের সাথে কথা বললে বিয়ের পর আমার স্ত্রী তালাক সে যেই হোক’

প্রশ্ন : ছেলেমেয়ের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা হয়। ছেলেমেয়ে দুজন ওয়াদাবদ্ধ যে একে-অপরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। কিন্তু মেয়েকে তার পরিবার অন্যত্র বিয়ে দিতে চাচ্ছে। মেয়েটির তাতে মত নেই। তাই মেয়েপক্ষ ছেলেকে জোর করে আটকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই শপথ করায় যে যদি আমি কোনো দিন এ মেয়ের সাথে কথা বলি, তবে আমি বিয়ে করলে আমার বউ তালাক, সে এই মেয়ে হোক আর যেই হোক। এ ব্যাপারে শরীয়তের সমাধান কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি ওই মেয়ের সাথে কথা বলার পর ওই মেয়েকে বা অন্য যেকোনো মেয়েকে বিবাহ করার সাথে সাথে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। অতঃপর মহর ধার্যকরত পুনরায় ওই মহিলাকে বিবাহ করে নিলে আর তালাক পতিত হবে না এবং তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (১৫/৬০৪/৬১৭১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٥ : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥١ : (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها لمبني (ومتى ومتى ما) ونحو ذلك.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٥٢ : (وفيها) كلها (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال.

📖 وفيه أيضا ٣ / ٥٦ : (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان).

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۵ / ۳۸۰ : البتہ اگریوں کہاکہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق تو نکاح کرتے ہی اس کو طلاق ہو جائے گی، لیکن صرف ایک دفعہ طلاق ہوگی اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔

'যদি হস্তমৈথুন করি তবে যাকে বিয়ে করব, সেই তালাক' বলে লঙ্ঘন করলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করি। অতঃপর একপর্যায়ে বলে ফেলি যে আমি যদি জীবনে কোনো দিন হস্তমৈথুন করি তাহলে আমি যে মেয়েকেই বিয়ে করব তাকেই তিন তালাক। অতঃপর একদিন উক্ত কাজে লিপ্ত হয়ে যাই। প্রশ্ন হলো,
ক. শরয়ী হিলার পর স্বীয় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারব কি না? যদি বিয়ে করতে পারি তাহলে তার ওপরও তালাক পড়বে কি না?
খ. যেকোনো মেয়েকে বিবাহ করার দ্বারাই আমার উক্ত সম্পৃক্তকরণ খতম হবে কি না?
গ. যদি খতম হয় তাহলে তার ওপর তিন তালাকই পড়বে, নাকি এক বা দুই? এবং তাকেই আবার বিয়ে করা বৈধ হবে কি না?
ঘ. যদি তিন তালাকই পড়ে এবং তাকেই আবার বিয়ে করা যায় তাহলে শরয়ী হিলার প্রয়োজন হবে? নাকি হিলা ছাড়াই পুনরায় তাকে বিয়ে করা জায়েয হবে?

উত্তর : ক. আপনার তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে শরয়ী তাহলীলের পর পুনরায় বিয়ে করা জায়েয হলেও তৎপরবর্তী শর্তযুক্ত তিন তালাকের কারণে তাকে বিয়ে করার সাথে সাথে তার ওপর আবার তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। (১৮/৯৬৮/৭৮৪৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فالمراد الطلقة الثالثة.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۵۴۱ :اور صورت مسئولہ میں اگر کروں یا رکھوں تو عورتیں الخ مشتمل ہے کلمہ 'ان' پر لفظا اور کلمہ کل پر تقدیرا، پس اس قول کی عموم انکحہ پر دلالت ہوگی، فقط عموم منکوحات پر دلالت نہ ہوگی، کہ پہلی مرتبہ ہر عورت سے نکاح موجب طلاق ہوگا۔

খ. যে মেয়েকে বিয়ে করবেন শুধু তার থেকে আপনার উক্ত সম্পৃক্তকরণ খতম হবে, অন্যদের থেকে নয়।

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۳۵۳ : فالحاصل أن كلما لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري، فيحنث بكل فعل حتى تنتهي طلقات هذا الملك، وكل لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضروري؛ ولو قال المصنف إلا في كل وكلما لكان أولى لأن اليمين في كل وإن انتهت في حق اسم بقيت في حق غيره من الأسماء.

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٦/ ١٣٠ : وإذا: قال كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت، ثم تزوجها ثانية لم تطلق؛ لأن كلمة " كل " تقتضي جميع الأسماء لا تكرار الأفعال، فإنما يتجدد وقوع الطلاق بتجدد الاسم، ولا يوجد ذلك بعقدين على امرأة واحدة بخلاف كلمة كلما فإنها تقتضي تكرار الأفعال.

গ. এমতাবস্থায় তার ওপর তিন তালাকই পতিত হবে।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٦٧ : " وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها " لأن الوقاع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا بائنا على ما بيناه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۲۹ : الجواب– غیر مدخول بہا کو تین طلاقیں تین لفظوں سے دی ہیں تو مغلظہ نہیں ہوئی، صرف ایک بائن واقع ہوگی، اور اگر یک لفظ تین طلاق دی ہیں (مثلا کہا تجھے تین طلاق) تو مغلظہ ہو جائے گی۔

ঘ. হ্যাঁ, তাকেই আবার বিয়ে করতে চাইলে শরয়ী তাহলীল করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি আপনি (কসমকারী) নিজে বিয়ে না করে কোনো ফুজুলীর মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করেন তাহলে উক্ত তালাক পতিত হবে না। ফুজুলীর মাধ্যমে বিয়ের পদ্ধতি হলো যে ছেলে বা মেয়ের অভিভাবক নয়, এমন ব্যক্তি তাদের অনুমতি ছাড়া ছেলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেবে এবং ছেলে মুখে কবুল না বলে কার্যত কবুল এমন কাজ করবে; যেমন, মেয়ের নিকট মহর পাঠিয়ে দেবে ইত্যাদি। এ ব্যাপারে কোনো আলেমের শরণাপন্ন হয়ে বিস্তারিত জেনে ও বুঝে নিবেন।

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٢ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها كذا في فتح القدير.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٥ : (قوله وكذا كل امرأة) أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحيلة فيه ما في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار. اه

'মাদ্রাসায় পড়ুয়া মেয়ে বা যার বংশে এ রকম মেয়ে আছে, তাকে বিয়ে করলে তালাক'

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি হাস্য-রহস্যে এ কথা বলে ফেলল যে মহিলা মাদ্রাসায় পড়েছে, এমন কোনো মেয়ে আমি বিবাহ করব না। এমনকি এমন মেয়েও যার বংশের ভেতরে কেউ মহিলা মাদ্রাসার নাম পর্যন্ত শুনে থাকে তাহলে তাকেও বিবাহ করব না। উপস্থিত এক ব্যক্তি এ কথা শুনে বলল, তাহলে বল যে করলে তালাক, উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ তাই। প্রশ্ন হলো,

১. এ কথার দ্বারা কি কোনো মহিলা মাদ্রাসায় পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করলে তার ওপর তালাক পতিত হবে কি না?
২. যদি তালাক পতিত হয় তাহলে কয় তালাক?
৩. "তার বংশের ভেতর কোনো মহিলা" এখানে বংশের ভেতর কোন কোন মহিলা অন্তর্ভুক্ত হবে? পিতৃ, নাকি মাতৃ?
৪. যদি এক তালাক পতিত হয় এবং পরে সে যদি ওই মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে নতুন করে বিয়ে করতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

৫. অনেকে বলছেন, সমস্যা নেই কোনো মসজিদ-মাদ্রাসার ছাত্রী বা ওই বংশের কাউকে বিয়ে করবে না, অর্থাৎ ফুজুল ব্যক্তি বিবাহ করিয়ে দিলে তো সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এ কথাটি কি ঠিক?

৬. এটা কি কুল্লামা পর্যায়ের তালাক?

উত্তর : ১, ২ ও ৪. প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যদি এমন কোনো মেয়েকে বিবাহ করে তবে বিয়ের সাথে সাথে তার ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। তবে ওই মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে আর তালাক পতিত হবে না বিধায় তার জন্য ওই মেয়ে হালাল হয়ে যাবে এবং সংসার করতে পারবে। (১৭/৩৬৬/৭০৬৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٥ : " وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ".

৩. এখানে মহিলার বংশে শুধু তার পিতৃবংশঅন্তর্ভুক্ত হবে।

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ١٥٧ : والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٢٣٢ : وقيد بالتبعية فيما ذكر للاحتراز عن النسب فإنه للأب؛ لأن النسب للتعريف.

৫ ও ৬. যেহেতু এ তালাক 'কুল্লামা' তালাকের পর্যায়ে পড়ে না, তাই ফুজুলী ব্যক্তির বিবাহের কোনো প্রয়োজন নেই।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦- ١٩٧ : (وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما)... (ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين) لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه (إلا في كلمة كلما فإنها تقتضي تعميم الأفعال).

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٦ / ٣٢٤ : كلما كا مطلب يا تو تكرار لفظ جب سے پيدا ہوگا مثلا يوں كہے جب ميں نكاح كروں يا لفظ بھى لانے سے مثلا يوں كہے جب بھى نكاح كروں اور ان دونوں صورتوں ميں مخلصى كى صورت يہ ہے كہ خود نكاح نہ كرے بلكہ كوئى فضولى اس كے امر اور اجازت كے بغير اس كا نكاح كردے۔

Scanned by CamScanner

'বিবাহ করলেই তালাক' যখনই বিবাহ করি তখনই তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একটি ছেলেকে তার মা-বাবা বিবাহের জন্য বরাবর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। চাপের মুখে একপর্যায়ে ছেলেটি বিরক্ত হয়ে তার মাকে বলে, "যান, বিবাহ করলেই তালাক" বর্তমানে ছেলেটি বিবাহ করতে ইচ্ছুক। জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় শরীয়তে ছেলেটির বিবাহ পদ্ধতি কী এবং উক্ত কথার দ্বারা কোন ধরনের তালাক পতিত হবে?
বিঃদ্রঃ. যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে "আমি যখনই বিবাহ করি তখনই তালাক" তাহলে এমতাবস্থায় তার বিবাহের পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত উভয় অবস্থায় উক্ত ছেলের বিবাহ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে হতে পারে, যাকে নিকাহে ফুজুলী বলে। যার পদ্ধতি অভিজ্ঞ কোনো মুফতি সাহেবের নিকট থেকে সরাসরি জেনে নেবেন। (১৭/৯৬১/৭৩৯৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۸٤٦ : (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة (لا) يحنث به يفتى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٩ : إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق-

'তোমাকে ছাড়া যাকেই যতবার কবুল করব, ততবার তালাক' লিখে দিলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে এ মর্মে শপথনামা লিখে পাঠায় যে আমি তোমাকেই বিবাহ করব, তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করব না। যদি করি তবে যতবার কবুল করব, ততবার তালাক হবে। উক্ত মহিলার বিবাহ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য, সে শপথনামা মুখে উচ্চারণ করেনি এবং ওই মহিলাকেই বিবাহ করবে এমন নিয়্যাতও ছিল না। ওই মহিলাকে খুশি করার জন্য এ কাজ করেছে। দয়া করে সঠিক উত্তর জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি প্রস্তাবিত মেয়ের জীবদ্দশায় অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না। তবে এ ক্ষেত্রে নিকাহে ফুজুলীর পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। নিকাহে ফুজুলীর পন্থা হলো, তার অনুমতি ছাড়াই অন্য

Scanned by CamScanner

কেউ তার পক্ষ থেকে বিবাহ কবুল করবে। অতঃপর তার নিকট বিবাহের খবর পৌছলে সে জবাবে মুখে কোনো কিছু না বলে লিখিতভাবে অনুমতি দিয়ে দেবে বা পুরো/আংশিক মহর পরিশোধ করে দেবে। তবেই নিকাহ সহীহ হবে। (১৬/৩৬/৬৩৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٩ : ولو قال: كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت فتزوج غيرها طلقت في الغيبة ولا تطلق في الموت.

📖 فيه أيضا ١ / ٤١٩ : إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥ / ١٧٦ : الجواب-یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اجنبی شخص اس کا نکاح کرادے پھر جب اس کو نکاح کی خبر پہنچے تو زبان سے اجازت نہ دے ورنہ تین طلاقیں ہو جائیں گی، خبر سن کر بالکل خاموش رہے تحریری اجازت دے دے یا مہر کل یا اس کا کچھ حصہ بیوی کی طرف بھیج دے۔

‘অমুক কাজটি করলে যে কয়টি বিয়ে করব, সব স্ত্রী তালাক’ এখন করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি যদি অমুক কাজটি করি তাহলে আমি যে কয়টি বিবাহ করব, সব স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে ওই কাজটি করেছে। এখন কি তার বিয়ে করার কোনো সুরত আছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ঘটনায় কেউ যদি নিকাহে ফুজুলী করে নেয় তাহলে তার বিয়ে হয়ে যাবে, তালাক হবে না। নিকাহে ফুজুলীর নিয়ম স্থানীয় অভিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৬/৬৯৬/৬৭৪৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٤٦ : (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة (لا) يحنث به يفتى.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٧٠ : قوله (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي، وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا) أي لا يحنث، وهذا هو المختار كما في التبيين.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٦٠ : والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۳ / ۹۱ : الجواب- اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو جب جب میں نکاح کروں میرے بیوی پر تین طلاق تو اس کے لئے اس قسم سے بچنے کے لئے تدبیر یہ ہے کہ کوئی شخص جو کہ حالت سے واقف ہو وہ جس عورت سے مناسب سمجھے بحیثیت نکاح فضولی کر دے۔

'যাকে বিয়ে করব তালাক' অন্য কেউ করিয়ে দিলেও তালাক' শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : যদি কেউ কোনো কারণবশত এভাবে কসম করে যে যাকে বিয়ে করব সাথে সাথে তালাক। অন্য কেউ আমার পক্ষ থেকে বিয়ে করিয়ে দিলেও সাথে সাথে তালাক, তাহলে ওই ব্যক্তির বিবাহের কোনো সুযোগ আছে কি না? থাকলে কিভাবে? না থাকলে উপায় কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির এভাবে কসম করায় যে "আমি যাকে বিয়ে করব সাথে সাথে তালাক, অন্য কেউ আমার পক্ষ থেকে বিয়ে করিয়ে দিলেও সাথে সাথে তালাক। উভয় সুরতে বিবাহের পরপরই তার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। তবে ওই স্ত্রীকে নতুনভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নিলে আর তালাক পড়বে না। (১৩/৯৯৯/৫৪৬৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٥ : إذا وجد الشرط انحلت اليمين وانتهت لأنها تقتضي العموم والتكرار فبوجود الفعل مرة تم الشرط وانحلت اليمين فلا يتحقق الحنث.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٦٥ : ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج امرأة واحدة مرارا لم تطلق إلا مرة واحدة.

Scanned by CamScanner

'অমুক প্রতিষ্ঠানে পড়লে যত বিয়ে করব, স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে' পরিত্রাণের উপায়

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চার মাস পড়ব না বলে কুল্লামা তালাকের কাগজে দস্তখত করি। যেমন–কাগজে লেখা ছিল, উক্ত প্রতিষ্ঠানে চার মাস পড়লে জীবনে যত বিয়ে করব, স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অতঃপর ওই কাগজ তৃতীয় একজনে পড়ে শুনালে আমরা দস্তখত করি। কিন্তু এমতাবস্থায় কুল্লামা তালাক সম্পর্কে তেমন বেশি অবগতি ছিলাম না। অতঃপর ওই চার মাসের মধ্যেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিকট পরীক্ষার প্রস্তুতির সপ্তাহে কিছু প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষা দিই। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমাদের কুল্লামা তালাক সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত শপথ বাক্যকে সাধারণ পরিভাষাভিত্তিক অর্থে ব্যবহার করেই বিধান নির্ণয় করে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত (চার মাস পড়ব না) বাক্য এর পারিভাষিক অর্থ হলো, প্রতিষ্ঠানের নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র হিসেবে গণ্য হব না। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সবক বন্ধের সময় শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষা দিলেও নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র হিসেবে গণ্য করা হয় বিধায় জীবনে যত বিয়ে করা হবে সবের ওপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। এরূপ সমস্যার সম্মুখীন লোকদের জন্য নিকাহে ফুজুলীর একটি ব্যবস্থা শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজনে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থাটি অভিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিক জেনে নেওয়াই ভালো। (৭/৫৪৮/১৭২৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية فتح.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : (قوله وعندنا على العرف) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٦٠ : (إلا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث) في الحرة والثنتين في الأمة هذا استثناء من انتهت، يعني إن وجد الشرط المذكور انتهت اليمين إلا في كلمة كلما؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال فإذا وجد فعل فقد

Scanned by CamScanner

وجد المحلوف عليه وانحلت اليمين في حقه ويبقى في حق غيره فيحنث إذا وجد غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فتنتهي اليمين بانتهائها (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج، ولو) وصلية (بعد زوج آخر) ؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه.

وعن أبي يوسف أنه لو دخل على المنكر فهو بمنزلة كل وتمامه في المطولات، والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابة.

নিকাহে ফুজুলীর অশুদ্ধ একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমার ছেলে হাফসা নামক একটি মেয়েকে ভালোবাসে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করি, হাফসাকে বিয়ে করেছ? উত্তরে সে বলল, করিনি। অতঃপর জিজ্ঞেস করি, তাকে বিয়ে করতে চাও কি না? সে বলল, না। আমি তাকে বিয়ে করব না। অতঃপর আমি তাকে বললাম, তুমি কোরআন শরীফ নিয়ে আসো। সে কোরআন শরীফ নিয়ে এল। তখন তাকে বলা হলো যে কোরআনের ওপর হাত রেখে একটা কথা বলো, আমি হাফসাকে বিয়ে করব না, এমনকি যতবার করব ততবার তালাক। সেও বলল, আমি যত মেয়েকে যতবার বিয়ে করব, ততবার তালাক। এর কিছুদিন পর সে হাফসাকে নিয়ে কোনো কাজে কুমিল্লা আসে। তার বন্ধু মুসা তার এ ঘটনা জানতে পারে। তাই তার থেকে হাফসাকে তার বাসায় নিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সে মৌখিক কিছু না বলে লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করে। জানার বিষয় হলো, তাদের এ বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? না হলে সহীহ হওয়ার পদ্ধতি কী? জানালে খুশি হব।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত ছেলে যত মেয়েকে যতবার বিবাহ করবে, ততবার তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন করলে তার

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে বিবাহের উকিল নিযুক্ত করা হয়নি, এমন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে তালাক প্রদানকারী ব্যক্তির পক্ষ হয়ে কোনো মেয়ের নিকট কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব করবে, মেয়ে সম্মতি দিলে উক্ত ব্যক্তি কবুল করবে এবং প্রস্তাব ও কবুল একই বৈঠকে হতে হবে এবং সাক্ষীগণ শুনতে হবে। অতঃপর উক্ত বিবাহ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি তালাক উচ্চারণকারী ব্যক্তির কাছে বিয়ের কথা বর্ণনা করে তার অনুমতি তলব করবে এবং তালাক উচ্চারণকারী ব্যক্তি মৌখিকভাবে অনুমতি না দিয়ে লিখিতভাবে অনুমতি বা অনুমতিসুলভ কার্যক্রম; যেমন–মহর ইত্যাদি আংশিক হলেও আদায় করবে। কিন্তু প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি মেয়ের থেকে প্রস্তাব করার পর কবুল করেনি বরং তালাক উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে কবুল করার জন্য বলার পর উক্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে কবুল করেছে, যেহেতু উপস্থিত ব্যক্তির লিখিত কবুল গ্রহণযোগ্য নয় বরং মৌখিকভাবে কবুল করা শর্ত বিধায় উক্ত নিকাহ হয়নি। তবে মেয়ের প্রস্তাবের পর মৌখিক কবুল করলে তালাক পতিত হয়ে হারাম হয়ে যেত। সুতরাং এখন তালাক পতিত না হলেও বিবাহ সহীহ হয়নি। অতএব উল্লিখিত ঘটনায় পুনরায় বিবাহ করে নিতে হবে। (১৭/৪১৩/৭১১১)

📖 الفقه الحنفى وأدلته ٢ / ٢١٠ : فإن علق الطلاق بشرط وقع عقيب الطلاق ... إلا فى كلما فإنها معلوم الأفعال ويلام التكرار ضرورة.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٣ / ١٠١ : الجواب- اگر زید اسی عورت سے محبت کا مدعی ہے تو جس جس عورت سے جب نکاح کرے گا طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی اور اس کے نکاح کی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص بغیر اس سے دریافت کئے اور بغیر اجازت لئے کسی عورت سے نکاح کردے اور زید کی طرف سے زید کے لئے فضولی بن کر خود ہی ایجاب و قبول کرلے اور زید کو اطلاع کردے کہ میں نے فلاں عورت سے اس کا یعنی زید کا نکاح کر دیا اتنا مہر معجل دیجئے، اس پر زید زبان سے کچھ نہ کہے اور خاموش رہے اور مطلوبہ مہر معجل دیدے تو یہ زید کی طرف سے اس کی اجازت بالفعل ہو جائے گی اور نکاح درست ہو جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہو گی۔

‘তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে তিন তালাক’ করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহের সিদ্ধান্ত হলে একপর্যায়ে ছেলে ওই মেয়েকে আবেগে বলে ফেলে যে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করলে তিন তালাক। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে মেয়ের মা বিয়ে নাকচ করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এই

Scanned by CamScanner

ছেলে অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না? পারলে কিভাবে? শরীয়তের সঠিক সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করার সাথে সাথে তিন তালাক হয়ে যাবে। একবার এমন করার দ্বারা তার কসম শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে বিবাহ করলে আর তালাক পতিত হবে না। অথবা সে নিকাহে ফুজুলীর পন্থা অবলম্বন করতে পারে, এর পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতির কাছ থেকে মৌখিক জেনে নেবে। (১৭/৬৫২/৭২৪১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٥٢ : (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة الخ.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٦ : ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة؛ وكذا في الخلاصة. وفي الظهيرية أنه قول محمد، وبقوله يفتى اه

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٥ : والحيلة فيه ما في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها.

শর্তযুক্ত তালাকের উচ্চারণ মুখে মুখে বা মনে মনে করার হুকুম

প্রশ্ন :

১. যদি কেউ বলে যে আমি যে মেয়েকেই বিয়ে করি ওই মেয়ে তালাক।

২. কোনো লোকের সম্পর্কে এক মেয়ের বিয়ের আলোচনা চলছে এখন ওই লোক বলল, যদি আমি এই মেয়েকে বিবাহ করি তাহলে তালাক। উপরোক্ত দুই সুরতের মধ্যে ওই ব্যক্তি মুখে স্পষ্ট ভাষায় বলুক বা মনে মনে বলুক উভয় অবস্থায় তালাক হবে কি না?

৩. কোনো লোকের অভ্যাস হলো, সর্বদা অনর্গল মুখ দিয়ে তালাক ও কসমের কথা বলে, অর্থাৎ তার মুখ দিয়ে আসে যে, যে মেয়েকে বিবাহ করি সে তালাক, কিন্তু পুনরায় সে মনে মনে বলে তালাক নয়।

উল্লিখিত সুরতগুলোতে তালাক হবে কি না?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়। মানব সমাজেও গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। তাই যত্রতত্র তালাক শব্দের ব্যবহার অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। তা সত্ত্বেও

Scanned by CamScanner

কোনো শর্তযুক্ত তালাক শব্দ ব্যবহার করলে শর্ত পাওয়ামাত্রই তা পতিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে মনে মনে তালাক নয় বলা অকার্যকর ও অহেতুক বলে বিবেচ্য।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোতে বিবাহ করার সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর এক তালাক বায়েন পতিত হয়ে যাবে। এ মেয়েকে নিয়ে পুনরায় সংসার করার ইচ্ছা করলে নতুন মহর নির্ধারণকরত নতুন আক্বদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী ভবিষ্যতে আর মাত্র দুই তালাকের অধিকারী হবে। (১০/১৪৪/৩০৪৪)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٤ / ١٧ : ومنها لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكل امرأة تزوجها تطلق واحدة فإن تزوجها ثانيا لا تطلق.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٣ : فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي كذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر، وأي كذلك، حتى لو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع إلا على امرأة واحدة كما في المحيط وغيره، بخلاف: كل امرأة أتزوجها نهر.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ٢٢٦ : " وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ".

নাবালেগের শর্তযুক্ত তালাক প্রদানের হুকুম

প্রশ্ন : আমরা ৮ জন সহপাঠী সিনেমা হলে সিনেমা দেখেছিলাম। উস্তাদের নিকট ধরা পড়লে উস্তাদ আমাদের ওয়াদা করান যে আমরা যদি আর কোনো দিন সিনেমা দেখি তাহলে যতটা বিবাহ করব, ততটাই তালাক হয়ে যাবে। এ ভাষায় আমরা ওয়াদা করেছি এবং ওয়াদা অবস্থায় আমরা কেউ নাবালক ছিলাম, কেউ সাবালক। প্রশ্ন হলো, পরবর্তীতে আমরা সবাই সিনেমা দেখেছি–কেউ সিনেমা হলে গিয়ে, কেউ টিভিতে এবং আমরা কেউ কেউ বিবাহ করে সংসার করছি এবং কেউ এখনো করিনি। এখন বিবাহ করলে কি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে? যদি স্ত্রী তালাক হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী হালাল করার কি কোনো সুরত নেই? যদি না থাকে তবে আমাদের করণীয় কী? অনুগ্রহ করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : "সিনেমা দেখলে যতটা বিবাহ করব, ততটাই তালাক হয়ে যাবে" বাক্যটি উচ্চারণের সময় যারা নাবালেগ ছিলেন পরবর্তীতে সিনেমা দেখলে তাঁরা বিবাহ করার পর স্ত্রীর ওপর ওই বাক্যের দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কারণ নাবালকের তালাক

Scanned by CamScanner

পতিত হয় না। হ্যাঁ, ওই সময় যাঁরা সাবালক ছিলেন পরবর্তীতে সিনেমা দেখার পর বিবাহ করে থাকলে স্ত্রীর ওপর সঙ্গে সঙ্গে এক তালাকে বায়েন পড়ে যায়। ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করতে হলে নতুনভাবে মহর নির্ধারণ করে পুনরায় আক্বদ দোহরায়ে নিতে হবে। নতুবা ঘর-সংসার অবৈধ বলে গণ্য হবে।

আর যাঁরা এখনো বিবাহ করেননি তাঁদের বিবাহের জন্য শরীয়তে দুটি পদ্ধতি আছে : প্রথম পদ্ধতি হলো, বিবাহের মজলিসে দুবার আক্বদ করা, অর্থাৎ বিবাহের ইজাবের পর সে কবুল অর্থাৎ গ্রহণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব দেবে এবং সে দ্বিতীয়বার কবুল করবে। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলে ওই বাক্যের দ্বারা আর কোনো তালাক হবে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, নিকাহে ফুজুলীর নিয়ম গ্রহণ করা। যথা–ছেলের পক্ষের উকিল নয়, এমন এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ছেলের পক্ষ থেকে আক্বদ কবুল করবে। অতঃপর তার নিকট তা প্রকাশ করা হলে সে মৌখিক কিছু না বলে মহরানা বা হাদিয়াস্বরূপ কিছু প্রদান করে কর্মের মাধ্যমে তার সম্মতি জ্ঞাপন করবে। এতে নিকাহ সঠিক হবে, তালাকও পতিত হবে না। সুতরাং যাঁরা বিবাহ করে ফেলেছেন অবিলম্বে বিবাহ দোহরিয়ে নেওয়া জরুরি এবং এযাবৎ ঘর-সংসার করার দরুন যত গোনাহ হয়েছে এর জন্য খালেস তাওবা করা জরুরি। যারা এখনো বিবাহ করেননি তাঁরা ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে বিবাহ করতে পারেন। (৮/৫১৭/২২০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٤٠ : ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم.

📖 فيه أيضا ٣ / ١٩٥ : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٩١ : الحاصل أنه لا بد في صحة التعليق من وجود الأهلية وقته.

চোর ধরতে কুল্লামা তালাকের প্রয়োগ

প্রশ্ন : কিছু আলেমের মাঝে একটি প্রথা প্রচলিত আছে–কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কখনো কোনো প্রকারের জিনিস হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় এবং চোর যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার না করে তাহলে ওই জায়গায় সকলের কাছ থেকে কুল্লামা তালাক দ্বারা শপথ নেওয়া হয়। কখনো এটি এমন ছাত্রদের থেকেও নেওয়া হয় যে, এগুলো বুঝে না বা বুঝলেও উদাসীনতার কারণে নির্দ্বিধায় এগুলো করে বসে। প্রশ্ন হলো,

ক. এ ধরনের কুল্লামা তালাকের পদ্ধতিতে চোর নির্ধারণ করা শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

খ. অবুঝ বা উদাসীন ছাত্রদের থেকে কুল্লামা তালাক নেওয়ার পর ওই ছাত্র বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে সংসার করলে গোনাহ কার হবে?

গ. কেউ যদি এ রকম করেও বসে তাহলে বিবাহ বহাল রাখার শরীয়তে কোনো পদ্ধতি আছে কি?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর নামের শপথ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায়, বিশেষ করে তালাকের শপথ গ্রহণের অনুমতি নেই। এতে শপথদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে। তাই চোর ধরার জন্য কুল্লামা তালাকের শপথ দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। তা সত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজনে করা হলে যদি কোনো বালেগ ব্যক্তি কুল্লামা তালাক গ্রহণ করে এবং বাস্তবে সে চোর সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার শপথ গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হবে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি যখনই বিবাহ করবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। নিকাহে ফুজুলীর পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার বিকল্প ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তে নেই। নিকাহে ফুজুলীর পদ্ধতি কোনো অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে মুফতি সাহেবকে সাথে নিয়ে করে নেবে। অন্যথায় ভুল হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। নাবালেগ/অবুঝ ছাত্রদের শপথ প্রযোজ্য নয় বিধায় এদের বেলায় কুল্লামা তালাকের হুকুম কার্যকর হবে না বরং অহেতুক বলে বিবেচ্য। তবে শপথদাতা গোনাহগার হবে। এর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নিতে হবে।

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٧/ ١٨٤ : وفي فتاوى قاضي خان: وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك حرام. وبعضهم جوزوا ذلك في زماننا، والصحيح ظاهر الرواية انتهى. وفي الذخيرة: التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض، فيفتى بأنه يجوز إن مسته الضرورة، وإذا بالغ المستفتي في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي انتهى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٥١ : (وأما شرائطها في اليمين بالله تعالى) ففي الحلف أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح يمين المجنون، والصبي، وإن كان عاقلا ... ... وأما في اليمين بغير الله ففي الحالف كل ما هو شرط جواز الطلاق، والعتاق فهو شرط انعقاد اليمين بهما، وما لا فلا.

📖 فيه أيضا ١ / ٤١٩ : ذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه.

Scanned by CamScanner

যখন যেই মেয়েকে বিবাহ করি, সে তালাক বললে তার বিয়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : কেউ বলল, যখন যেই মেয়েকে বিবাহ করি, ওই মেয়ে তালাক। এ লোকের বিবাহের কোনো পদ্ধতি আছে কি না? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : যখন যেই মেয়েকে বিয়ে করবে তালাক হয়ে যাবে"–এ কথা বললে স্বাভাবিক বিবাহের মাধ্যমে কোনো মহিলাকে স্ত্রী বানানো যাবে না। তবে নিকাহে ফুজুলীর পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। নিকাহে ফুজুলী কোনো অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে, অন্যথায় ভুল হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। (১০/১৪৪/৩০৪৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٩٥ : إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه.

'সর্বপ্রথম যাকেই বিবাহ করি সে তালাক' বাক্যটি কুল্লামা তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : আজ থেকে চার বছর পূর্বে আমার উস্তাদ তালাকে কুল্লামার মাসআলাটি ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। এর পদ্ধতি ও হুকুম আমার একেবারেই জানা ছিল না। ফলে একপর্যায়ে আমি বলে ফেলি, সর্বপ্রথম আমি যাকেই বিবাহ করি সে তালাক, অথবা এভাবে বলি, যাকে বিবাহ করি সে তালাক। তবে এ কথাগুলোর মধ্যে আমার সন্দেহ যে আমি কোনটি বলেছিলাম, প্রথমটি নাকি দ্বিতীয়টি। প্রশ্ন হলো, যে কথাটিই বলে থাকি, এ দুটির হুকুম কী? এবং আমি বিবাহ করব কিভাবে? এর সহীহ পদ্ধতি কী কী হতে পারে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : "সর্বপ্রথম যাকে বিবাহ করি সে তালাক"–এ বাক্যের সাথে কুল্লামার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই প্রশ্নকারী যখন যে মহিলাকে বিবাহ করবে তার ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। অতঃপর নতুনভাবে মহর ধার্য করে পুনরায় ওই মহিলাকে বিবাহ করে নিলে পুনরায় তালাক পতিত হবে না। তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। (১৫/৩৮৬/৬০৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ١٥ : وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال أي امرأة أتزوجها فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة اهـ.

📖 تبيين الحقائق (إمداديه) ٢ / ٢٣٤ : والصفة المعتبرة كالشرط، مثل أن يقول المرأة التي أتزوجها طالق أو المرأة التي تدخل الدار طالق وذلك في غير المعينة قال - رحمه الله - (ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) يعني في الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجد الشرط انتهت اليمين وانحلت؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدون الشرط، ...... وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم الصفة وهو أيضا مشكل حيث لم يعم قوله أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۳۸۰ :البتہ اگر یوں کہا کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق تو نکاح کرتے ہی اس کو طلاق ہو جائیگی، لیکن صرف ایک دفعہ طلاق ہو گی اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے پر طلاق نہیں ہو گی۔

‘যদি পাঁচ বছরের মধ্যে বিয়ে করি তবে তালাক’ পরিত্রাণের উপায়

প্রশ্ন : আমি পরিবারের সাথে বিতর্কের একপর্যায়ে বলে ফেলি যে আমি আগামী পাঁচ বছর বিয়ে করব না, যদি করি তাহলে তালাক। প্রশ্ন হলো, যদি উল্লিখিত সুরতে বিয়ে করি তবে কোন তালাক পতিত হবে? এবং তালাক থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, ওই ব্যক্তি পাঁচ বছরের ভেতর যেকোনো মেয়েকে বিয়ে করলে ওই মেয়ের ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। তবে ওই স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে নিলে এ স্ত্রীর ওপর আর দ্বিতীয়বার কোনো তালাক পতিত হবে না। তখন তারা সংসার করতে পারবে। তালাক থেকে পরিত্রাণের আরেকটি পদ্ধতি হলো, নিকাহে ফুজুলীর মাধ্যমে বিবাহের কার্য সম্পাদন করা। আর নিকাহে ফুজুলী করার পদ্ধতি হলো, একজন বিজ্ঞ আলেমের নিকট উক্ত হলফকারী ব্যক্তি তার হলফের বিবরণ দেবে। অতঃপর আলেম ব্যক্তি তার অনুমতি ব্যতীত তার পক্ষ হতে বিবাহ পড়িয়ে তাকে বিবাহের খবর দেবে। ওই ব্যক্তি মৌখিক কিছু না বলে কাজের মাধ্যমে নিকাহের

Scanned by CamScanner

অনুমোদন করবে। যথা–কিছু মহর স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পাদন হয়ে যাবে, তালাকও পতিত হবে না। (১৪/৮৮১)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٤ / ١٠ : ولو قال إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي طالق فتزوج في السنة الخامسة طلقت لأنها لا تنتهي قبل مضي السنة الخامسة كما لو أجر داره إلى خمس سنين.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٤٥ : (قوله وكذا كل امرأة) أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحيلة فيه ما في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار.

কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'আমার ওপর কুল্লামা তালাক বর্তিয়ে নিয়েছি' বলার হুকুম

প্রশ্ন : যায়েদ কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য "আমার ওপর কুল্লামা তালাক বর্তিয়ে নিয়েছি" বলার দ্বারা তালাক হবে কি না? উল্লেখ্য, সে "যত বিয়ে করব সব তালাক"–এ কথা বলেনি। এখন তার নতুন বিয়ে করে সংসার করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : বিবাহের পূর্বে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়া তালাকের উক্তি করার পর বিবাহ করা হলে পূর্বের উক্তির কারণে বিবাহিত স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যায়েদের বিবাহপূর্ব উক্তি "আমি আমার ওপর তালাকে কুল্লামা বর্তিয়ে নিয়েছি" দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর কোনো ধরনের তালাক পতিত হবে না। (১৩/২৭৩/৫২৪৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٧ : وفي حاشية للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه.

قلت: لكن قال في [نور العين] الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من كتاب ألفاظ الكفر: إنه قد اشتهر في رساتيق شروان

Scanned by CamScanner

أن من قال جعلت كلما أو علي كلما أنه طلاق ثلاث معلق، وهذا باطل ومن هذيانات العوام.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٥ : (فلغا قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق، وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۴۹۲ : الجواب—طلاق کلما کی حقیقت حروف شرط کے ساتھ ذکر ہو کر خاص الفاظ ہیں ویسے یہ عنوان معنون کے وجود کے لئے لازم نہیں اس لئے صرف عنوان ذکر کرنے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔

তালাকের কসম করে পরে তা অস্বীকার করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার ভাবি সম্পর্কীয় এক মহিলাকে হলফ করে বলে যে যদি আমি তোমার ননদীকে বিবাহ করতে না পারি তাহলে বাকি যে সকল মেয়ে বিবাহ করি আমার জন্য তিন তালাক। কিন্তু পরে সে এসব কিছু অস্বীকার করছে। উল্লেখ্য, ওই একজন মহিলা ব্যতীত অন্য কোনো সাক্ষীও নেই। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট মহিলা ব্যতীত অন্য যেকোনো মহিলাকে বিয়ে করলে শরীয়তের বিধানানুযায়ী তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এরূপ সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তির বিয়ের জন্য ফিকাহবিদগণের বর্ণিত নিকাহে ফুজুলীর পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির অজান্তে বা তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে তার বিয়ের কথা সম্পাদন করে তার পক্ষে নিকাহ কবুল করে নেবে। পরে তাকে জানানো হলে সে মৌখিক সম্মতি না দিয়ে সাথে সাথে নিজ কার্যকলাপ দ্বারা; যেমন–মহর আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে বিয়ের সম্মতি প্রকাশ করবে। কোনো ব্যক্তি তালাকের শপথ করার পর তা অস্বীকার করলে শরীয়তের আলোকে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা কসম প্রমাণিত হবে। অন্যথায় কসম প্রমাণিত হবে না। এ ক্ষেত্রে শপথকারী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করলে শরয়ী সাক্ষী না থাকার দরুন তার কর্মকাণ্ড দুনিয়াবি হিসেবে সঠিক হলেও আল্লাহর নিকট তার এ কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এমতাবস্থায় যেকোনো মহিলাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করলেও আল্লাহর নিকট তা হারাম ও অবৈধ সংসার বলে পরিগণিত হবে। (৭/৯৩/১৫৪২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٤٦ : (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة (لا) يحنث به يفتى خانية (ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٤٦ : (قوله فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت نهر وفي حاوي الزاهدي لو هنأه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة (قوله حنث) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر (قوله وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر.

قلت: فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤ / ٢٠٩ : (ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان) أي يشترط لغير الحدود، والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والوكالة، والوصاية ونحو ذلك مما ليس بمال.

‘এ সময়ের মধ্যে যদি কোনো পুরুষের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ে থাকো তবে তালাক’ বললে স্বামী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর কার্যক্রমে সন্দিহান হয়ে তাকে এ কথা বলি যে তুমি আমার সাথে ঢাকায় এসেছ এবং আমার সাথে বাড়িতে গেছ। তুমি যত সময় গাজীপুর এবং ঢাকায় অবস্থান করেছ এই সময়ের মাঝে যদি কোনো পুরুষের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ে থাকো তাহলে তুমি তালাক। এ কথাটি আমি তিনবার বলেছি। আমার কথার প্রেক্ষিতে সে এ ধরনের কাজের কথা অস্বীকার করেছে সম্পূর্ণরূপে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত কথার দ্বারা তালাক হয়েছে কি না? এবং কোনো পুরুষের মাঝে আমি স্বামী নিজেও অন্তর্ভুক্ত হব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় তালাক পতিত হয়নি এবং তালাকের শর্তের বিবরণে আপনার উক্তি, অর্থাৎ কোনো পুরুষের মধ্যে আপনি (স্বামী) অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৭/৭০১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٢ : وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت: حضت أو أحبك طلقت هي فقط وإنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٦٧ : الجواب-اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ اگر اس نے فلاں کام زمانہ ماضی میں نہ کیا ہو تو اس کی زوجہ مطلقہ ہے اور در حقیقت اس نے وہ کام نہ کیا تھا تو اس کی زوجہ مطلقہ ہو جاوے گی۔

পৃথক পৃথক দেওয়া শর্ত ভিন্ন ভিন্ন সময় লঙ্ঘন করলে তিন তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমার মেয়ের বিয়ের পর অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তা সমাধানে উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে মেয়ের শ্বশুরদের সাথে বসার জন্য বহুবার অনুরোধ করি। কিন্তু তারা বসতে রাজি না হওয়ায় আমার বাসায় মেয়ের জামাইয়ের আসা-যাওয়া ও টেলিফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিই। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে জামাই আমার বাসার কেচিগেট খোলার জন্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং একপর্যায়ে বলে ফেলে, যদি আধাঘণ্টার মধ্যে কথা না বলিস তবে তুই তালাক। প্রায় আধাঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল তবে আমার বাসা থেকে কোনো সাড়া দেওয়া হয়নি।

নিচে এসে আমার ছেলে আকবর মোল্লাকে বলে, যদি ১০টার মধ্যে তোর বোনের সাথে কথা বলতে না পারি তবে ইনশাআল্লাহ তিন তালাক।

আরেক দিন জামাই মোবাইল করলে মেয়ে রিসিভ করে চুপ করে থাকে এভাবে অনেক সময় কেটে যায়। একপর্যায়ে জামাই বলে, তুই যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সাথে কথা না বলিস তালাক দিয়ে দেব। আবার বলে, যদি কথা না বলিস তবে এক সপ্তাহের ভেতর তালাক। তবে তিন শব্দটি উল্লেখ করেছে কি না স্মরণ নেই।

আমাকে ফোনে বলে, আগামী দিন আসরের পর আপনার মেয়েকে আমার কাছে না আনলে শেষ। আমাকে ফোনে দুবার চাচা-কাকা বলে সম্বোধন করে। দ্বিতীয়বার বলে, আমি আপনাকে আব্বা ডাকতাম; কিন্তু এখন কাকা বলে ডাকি, বুঝলেন তো!

আমার ছেলে হাফেজ মুহাম্মদ উল্লাহকে বলে, যদি তোর বোনের সাথে কথা বলিয়ে দিতে না পারিস তবে তোদের পরিবার ও তোর বোনের সাথে সম্পর্ক শেষ।

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামীর উক্তি "যদি আধাঘণ্টার ভেতর কথা না বলিস তবে তুই তালাক"–দ্বারা আপনার দেওয়া সময় আধাঘণ্টার ভেতর কথা না বলাতে এক তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তি "যদি এক সপ্তাহের ভেতর কথা না বলিস তবে তুই তালাক"–এ উক্তির পর এক সপ্তাহের ভেতর কথা না বলার দ্বারা আরো এক তালাক পতিত হয়েছে। তৃতীয় উক্তি "তোর বোনের সাথে সম্পর্ক শেষ"–দ্বারা আরো এক তালাক পতিত হয়ে সর্বমোট তিন তালাক হয়েছে। শরীয়তসম্মত হালালা ছাড়া তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো সুযোগ নেই। (১৭/৭৩৩/৭২৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق.

📖 فيه أيضا ١ / ٣٧٦ : وفي الفتاوى لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٦ : الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٦ : (قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع ...... (قوله أو دلالة الحال) المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده ومنها ما تقدم ذكر الطلاق.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٣٩٨ : الجواب—اگر یہ لفظ کہا ہے کہ اگر آج سے میں تیری ساتھ الخ (کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کروں) تو مجھ سے تو بے تعلق ہے یا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تو اس میں نیت کا اعتبار ہے اگر نیت شوہر کی ان الفاظ سے طلاق کی تھی تو طلاق بائنہ بعد شرط کے واقع ہو گئی... اور اگر کبھی صریح طلاق کا لفظ بھی کہا تھا تو بلا نیت بعد تحقق شرط کے طلاق واقع ہو گئی۔

Scanned by CamScanner

শর্ত সাপেক্ষ তালাকে মনে মনে অনুমতির নিয়্যাত অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার শ্বশুরের কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে তার স্ত্রীকে বলেছে, যদি তুমি তোমার বাপের বাড়িতে যাও তাহলে তিন তালাক হবে। স্ত্রী এ কথা শোনার পর অনেক দিন বাপের বাড়িতে যায়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ছোট ভাইয়ের বিবাহ ঠিক হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বামী নিজেই স্ত্রীকে নিয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে স্ত্রী স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করে, আপনি আমাকে বাপের বাড়িতে গেলে তিন তালাক হবে বলেছিলেন, এখন তো আপনি নিজেই নিয়ে গেলেন। অতএব আপনার কথামতে তিন তালাক হয়ে গেছে। প্রতিউত্তরে স্বামী বলে, আমি তালাকের শর্ত করার সময় আমার অনুমতির কথা মনে ছিল, অর্থাৎ আমার অনুমতি ছাড়া গেলে তিন তালাক হবে। সুতরাং আমি যেহেতু নিজেই নিয়ে গেছি, তাই তালাক পতিত হয়নি। উক্ত ঘটনার ভিত্তিতে হযরত মুফতি সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলির শরীয়তসম্মত সমাধান চাই।

১. শর্ত সাপেক্ষে তিন তালাকের কথা উচ্চারণ করার সময় অন্তরে অনুমতির কথা থাকার দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না?
২. উল্লিখিত বর্ণনা মতে স্বামী নিজেই বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কারণে তালাক পতিত হয়েছে কি না?
৩. উক্ত তালাকের ঘটনা আনুমানিক ৩ বছর আগে ঘটার পর হতে অদ্যাবধি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সংসার করে আসছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান মতে স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকলে স্বামীর নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে ইদ্দত পালন করতে হবে কি না?

উল্লেখ্য, স্থানীয় মুফতিদের নিকট মৌখিক ফাতওয়া জানার পর স্ত্রী নিজেই তার স্বামীকে বারবার তিন তালাক হওয়ার কথা জানিয়ে দেয় এবং সমাধানের অনুরোধ করে, কিন্তু স্বামী একেক সময় একেক কথা বলে উড়িয়ে দেয়।

উত্তর : ১ ও ২. প্রশ্নে বর্ণিত তালাকের ঘটনায় পরবর্তীতে অন্তরের নিয়্যাতের দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় স্বামী নিজে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। (১৭/৯৯৬/৭৪১৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٨٤ : (نية تخصيص العام تصح ديانة) إجماعا، فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال: نويت من بلد كذا (لا) يصدق (قضاء).

📖 فيه أيضا ٣ / ٧٤٣ : الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٨٤ : ومثله في البزازية حيث قال: كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية، وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا، وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر خلافه والفتوى على الظاهر.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٦٤ : الجواب- مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مبنیٰ ایمان کا الفاظ ہیں نہ اغراض، جیسا کہ در مختار میں ہے الایمان مبنی علی الالفاظ لا علی الاغراض الخ صورت مسئولہ میں بوجہ عموم لفظا گر زید اس چک میں سے کوئی قطعہ زمین خرید کر اس میں جاوے گا تو زوجہ اس کی مطلقہ ہو جاوے گی۔

৩. প্রথম স্বামীর নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে ইদ্দত পালন করতে হবে।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥١٨ : (قوله: وإذا وطئت المعتدة) أي من طلاق، أو غيره هو منتقى، وكذا المنكوحة إذا وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى وتداخلتا كما مر في الفتح وغيره (قوله: بشبهة) متعلق بقوله وطئت، وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح.

শর্তের কারণে নববধূর ওপর তালাক হলে ইদ্দতের মধ্যেই তাকে পুনরায় বিয়ে করা বৈধ

প্রশ্ন : যদি ছেলে মেয়েকে মোবাইলে বলে, আমি যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি তাহলে তালাক। এখন সে যদি ওই মেয়েকে ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করে তবে তালাক পড়বে কি না? পড়লে কত তালাক? পুনরায় বিবাহ করে মহর দিতে হবে কি না? দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যার সাথে মোবাইলে কথা হয়েছে তাকে ব্যতীত অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করলে ওই বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন

Scanned by CamScanner

পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে চাইলে নতুনভাবে মহর ধার্যকরত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তবে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে না। (১৬/৩৩৮/৬৫৫০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٥ : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق.

📖 تبيين الحقائق (إمداديه) ١ / ٢١٣ : (طلق غير الموطوءة ثلاثا وقعن)، وقال الحسن البصري إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة إذا قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات وقعن عليها؛ لأنها تبين بقوله أنت طالق لا إلى عدة. وقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فصار كما لو عطف بخلاف قوله أوقعت عليك ثلاث تطليقات ولنا أنه متى ذكر العدد كان الوقوع بالعدد على ما مر بفروعه بخلاف العطف، ولأن الكل كلمة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض بخلاف العطف وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمهور التابعين وفقهاء الأمصار. قال - رحمه الله - (وإن فرق بانت بواحدة) أي إن فرق الطلاق بانت بطلقة واحدة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٢ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد ٣ / ١٠١) : المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد.

'আবার কন্যাসন্তান হলে তোমাকে তালাক' কয়েকবার বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি প্রায় দশ-এগারো বছর পূর্বে আমার বাবার পছন্দে বিবাহ করি। ফলে বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে আমার তেমন একটা বনিবনা হচ্ছিল না। দেখতে দেখতে আমাদের ঘরে একটি কন্যাসন্তান আসে, যাতে আমি মোটেও খুশি হইনি। কারণ এমনিতেই তাকে আমার ভালো লাগে না, তার ওপর আবার সন্তান। যাহোক, তার পরও আমাদের সংসার চলতে থাকে। তারপর আবার আমাদের আরেকটি কন্যাসন্তান

Scanned by CamScanner

হয়, যা দেখে আমার আরো রাগ হয়। ফলে আমি তাকে বলে ফেলি যে যদি তোমার আবার কন্যাসন্তান হয় তাহলে তুমি তালাক। এ কথাটি কয়েকবার বলি। এর পর থেকে অবশ্য এখনো আমাদের সংসার বহাল আছে। মেলামেশাও চলছে। এখন আমি এ ঘটনার সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : তালাক একটি ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কাজ। বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমন অপরাধীর জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে সাজা থাকা উচিত। তা সত্ত্বেও তালাক দিলে শরীয়ত অনুযায়ী তা পতিত হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য "যদি তোমার আবার কন্যাসন্তান হয় তাহলে তুমি তালাক" তিনবার বা তার অধিক বলার পর পুনরায় স্ত্রীর কন্যাসন্তান হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। শরয়ী হালালা ছাড়া তার সাথে পুনরায় বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার কোনো উপায় নেই। শরয়ী হালালার পন্থা ও বিবরণ হক্কানী মুফতি থেকে সরাসরি জেনে নিতে পারেন। (১৬/৪২৪/৬৫৭৭)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٦ : وفي الكافي للحاكم لو قال يوم أتزوجك فأنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق ثم تزوجها طلقت واحدة في قول أبي حنيفة، وثلاثا عندهما، ولو قال يوم أتزوجك فأنت طالق يوم أتزوجك فأنت طالق يوم أتزوجك فأنت طالق ثم تزوجها طلقت ثلاثا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٤ : ولو قال لامرأته الحامل: إذا ولدت فأنت طالق ثنتين ثم قال: إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق فولدت غلاما طلقت ثلاثا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۵۳ : سوال—کسی نے اپنی بیوی سے دو مرتبہ ان دخلت الدار فانت طالق کہا، اس کے بعد دخول دار پایا گیا تو اس کی بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟
الجواب—دو طلاقیں ہوں گی البتہ اگر تکرار بنیت تاکید ہو تو دیانۃ ایک طلاق ہو گی قضاء دو ہوں گی۔

Scanned by CamScanner

শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত না মেনে স্বামীর বাড়িতে আসলে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আসছে। এ নিয়ে আমি ও আমার শ্বশুর তাকে অনেক বোঝাই। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। বরং তার রুক্ষ ব্যবহারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। পরে আমার শ্বশুর, সম্বন্ধি ও আমার পরিবারের সদস্যরা বসে সিদ্ধান্তক্রমে আমার শ্বশুর তাকে বোঝানোর জন্য কিছুদিনের জন্য বরুড়া নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার পর আমার মেয়ে আমাকে মোবাইলে জানায় যে "আব্বু! আম্মু বোরকা গায়ে দিয়ে তেঘরিয়া চলে আসছে। নানা-নানি রাখতে পারছে না। সকলকে গালিগালাজ করছে।" এ কথা শুনে আমি আমার শ্বশুরকে ফোন করে জানিয়ে দিই যে যদি রোকেয়া আমার দেওয়া শর্তগুলো লিখিতভাবে না মেনে চান্দিনার মাটিতে আসে তবে তার ওপর তিন তালাক পতিত হবে।

শর্তগুলো হলো,

১. সে আমার উপার্জিত সম্পদ থেকে আমার ও তার রক্তের আত্মীয় ব্যতীত অন্য কাউকে আমার অনুমতি ব্যতীত মেহমানদারি করতে পারবে না।
২. আমার আপন লোকজন ছাড়া অন্য কারো সাথে বেহুদা কথাবার্তা বলতে পারবে না।
৩. সাধ্যমতো আমার মায়ের সেবা-যত্ন করতে হবে।
৪. আমার কোনো দোষ পরিলক্ষিত হলে আমার মা ও আমার শ্বশুরের কাছে বলতে পারবে, অন্য কারো কাছে বলে বেড়াতে পারবে না।
৫. আমার আম্মার মহিলা মাদ্রাসায় দৈনিক কিছু সময় মেয়েদের কোরআন শরীফ পড়াতে হবে।

এ শর্তগুলো জানার পর সে আমার বাড়িতে আসেনি। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ আমি ও তার বাবা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে একই কথা বলে, আমি এ শর্তগুলো মেনে আপনার বাড়িতে যাব না। একপর্যায়ে সে আমাকে ও তার বাবাকে না বলে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের গ্রামে এসে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের কটু কথাবার্তা বলতে থাকে। আমি অবগত হওয়ার পর আমার শ্বশুরকে ফোন করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। তিনি এসে তাকে বরুড়া নিয়ে যান। এখন সে তার বাবার বাড়িতে আছে। মুফতিয়ানে কেরামের নিকট আমার আবেদন হলো, উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা আমার স্ত্রীর ওপর কি তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে, তা আমাকে কোরআন-হাদীস এবং ফিকহের আলোকে সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনার স্ত্রীর ওপর আপনার দেওয়া শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে তিন তালাক পতিত হয়ে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। (১৫/৮৭৬/৬৩২২)

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٤٨٤ (٣٤١٢) : عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ فقال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : (وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٥٢ : (ولو قال: أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة).

'যদি হাত না ভাঙো তবে তালাক' বললে করণীয় কী

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে কথাকাটাকাটির সময় স্ত্রীকে মারার জন্য হাত উঠায়। তখন স্ত্রী বলল, যদি তুমি মারো তাহলে তোমার হাত ভেঙে দেব। স্বামী বলে উঠল, যদি তুমি হাত না ভাঙো তাহলে তুমি তালাক। যদি ওই মজলিসে না ভাঙে তাহলে কি সে তালাক হয়ে যাবে? এক হুজুর বলেছে, পরবর্তীতে সে যদি স্বামীর হাতে আঘাত করে তবে সে তালাক থেকে মুক্তি পাবে। এ জবাব সঠিক হয়েছে কি না? শরীয়তের ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামীর কথা "তুমি যদি হাত না ভাঙো তাহলে তালাক" দ্বারা স্বামী যদি ওই মজলিসের নিয়্যাত করে থাকে, তাহলে সেখানে হাত না ভাঙলে এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। সুতরাং ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে স্বামী যদি ওই মজলিসের নিয়্যাত না করে থাকে তাহলে তাদের যেকোনো একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হাত ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনাটুকু বিদ্যমান থাকায় মৃত্যু সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকমের তালাক পতিত হবে না। তবে যেকোনো একজনের মৃত্যুর পর স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে।
উক্ত আলেম যে ফাতওয়া দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। কারণ আঘাত করার দ্বারা হাত ভাঙার কথা বাস্তবায়িত হয় না। (১৪/৪২২/৫৬৭২)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٢٣ : " ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث " وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي هو حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ومبني الأيمان عليه.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٣١٦ : لو قال لامرأته إن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدي فأنت طالق ثلاثا فقامت الساعة، ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي أيضا، وأتت دار والده بعدما أتاها الزوج لا يحنث؛ لأن رجوع المرأة وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور.

'তোর ছেলেকে খাবার দিলে তুই তালাক ছাড়াই তালাক' বলার পর বাঁচার উপায়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তাঁর অকর্মা ছেলে নিয়ে বেশ বেকায়দায় আছেন। সমাজের সব নিকৃষ্ট কাজেই তাঁর ছেলের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। অনেক বোঝানোর পরও সে এ পথ থেকে ফিরে আসছে না। একদিন তিনি ছেলেকে মারধর করতে চাইলেন, এ নিয়ে ছেলের মায়ের সাথে (নিজ স্ত্রীর) সাথে তাঁর ঝগড়া বেধে যায়। একপর্যায়ে স্ত্রীকে বলে উঠলেন, যদি তুই তাকে ঘরে খাবার দিস, তাহলে তুই তালাক ছাড়াই তালাক। এ বাক্যটি কয়েকবার বললেন। এখন জানার বিষয় হলো, যদি মহিলা ছেলেকে ঘরে থাকতে দেয় এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে ঘরের খাবার দেয় এবং তাতে মহিলার মৌন সমর্থন থাকে, তাহলে তার ওপর তালাক পতিত হবে কি না? এবং তা কোন প্রকারের তালাক হবে? ওই মহিলা ভবিষ্যতে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ছেলেকে খাবার দিতে পারবে কি না?

উত্তর : শুধু মৌন সমর্থন থাকার কারণে মহিলার ওপর তালাক পতিত হবে না। তবে যদি উক্ত মহিলা নিজে খাবার দেয় বা খাবার দেওয়ার আদেশ বা ইঙ্গিত করে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। স্বামী কর্তৃক "যদি তুই তাকে ঘরে খাবার দিস, তাহলে তুই তালাক ছাড়াই তালাক" বাক্যটি তিনবার বলে থাকলে তা তিন তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে। ভবিষ্যতে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ছেলেকে ঘরে খানা দিলেও তালাক হয়ে যাবে। তবে যদি ছেলেকে খাবার দেওয়ার পূর্বে স্বামী মহিলাকে এক তালাকে বায়েন দিয়ে দেয় এবং মহিলা তালাকের ইদ্দত শেষে ছেলেকে ঘরে খাবার দেয়। অতঃপর স্বামী নতুনভাবে

Scanned by CamScanner

মহর নির্ধারণকরত পুনরায় তাকে বিবাহ করে। তাহলে এর পর থেকে ঘরে খানা দিলেও তালাক পতিত হবে না। (১৪/৮৮৮/৮৫৮৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٥٥ : (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقا) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٢ /٤٤٠ : سوال- اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کئی مرتبہ یوں کہے کہ اگر تو اپنے میکے میں جاوے تو تجھ کو طلاق ہے اب اگر وہ جاوے تو کتنی طلاق واقع ہوں گی ایک یا دو یا تین؟ اگر ایک یا دو طلاق واقع ہوں گی تو کون سی طلاق واقع ہو گی؟ الجواب—چونکہ تاکید کی نیت قضاء معتبر نہیں اس لئے تین طلاق واقع ہو گی۔

‘তোমার বাপের বাড়ি গেলে তুমি তিন তালাক’ বলার পর তালাক ছাড়া যাওয়ার পথ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, আমি যদি তোমার বাপের বাড়িতে যাই তাহলে তুমি তিন তালাক। এখন ওই ব্যক্তি স্বীয় শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায়, এখন তার হলফ থেকে মুক্তির কোনো পদ্ধতি আছে কি না? দলিলসহ জানালে খুবই উপকৃত হব। উল্লেখ্য, তার শ্বশুর এখনো জীবিত আছেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নেহায়েত প্রয়োজন ও নিরুপায় হলেই কেবল তালাকের আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি আছে। কথায় কথায় তালাক শব্দ ব্যবহার করা কোনো বিবেকবান ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না। ওই ব্যক্তি এ ধরনের হলফ করে বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। সুতরাং ওই ব্যক্তি শ্বশুরবাড়ি গেলেই তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে বাঁচার উপায় নিম্নে দেওয়া হলো :

ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন প্রদান করবে এবং স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ওই ব্যক্তি শ্বশুরবাড়ি যাবে এবং পরে নতুন মহর নির্ধারণ করে নিয়মানুযায়ী বিবাহ নবায়ন করে নেবে। অতঃপর শ্বশুরবাড়ি যেতে তার আর কোনো বাধা থাকবে না।

স্মর্তব্য যে এ পদ্ধতি অবলম্বনের পর ওই স্ত্রীকে আর কোনো সময় দুই তালাক দিলেই স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (১৩/৫৬/৫১৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٤ : لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة، حتى لو تزوجها ثانيا ثم خرجت بلا إذن لم يحنث.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٦٢ : فإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فأراد أن يدخلها من غير أن يقع الثلاث فحيلته أن يطلقها واحدة ثم يدخلها بعد انقضاء العدة ثم يتزوجها فإن دخلها بعد ذلك لا يقع شيء لانحلال اليمين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ /۱۵۷ : تدبیر ابطال تعلیق۔

اس کی تدبیر یہ ہے کہ ایک طلاق دیدے، عدت گزرنے کے بعد عورت گھر میں داخل ہو اس سے تعلیق ختم ہو جائے گی، پھر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرلے، اس کے بعد دخول دار سے طلاق نہیں پڑے گی۔

‘তোমার বোনের বাড়িতে গেলে সাফ তালাক’ বলার পর গেলে এক তালাক হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর বড় বোনের সাথে মনোমালিন্যের কারণে স্ত্রীকে বলেছে, যদি তুমি তোমার বড় বোনের বাড়িতে যাও তবে সাফ তালাক। অর্থাৎ ভালোভাবে বোঝো যদি যাও তাহলে ওখানেই থাকতে হবে, ফিরে আসার কোনো পথ থাকবে না। প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির স্ত্রী যদি যায় তাহলে তালাক হবে কি না? যদি হয় কোন ধরনের এবং কত তালাক হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে কোনো শর্তের সাথে তালাক দিলে ওই শর্ত পাওয়ার সাথে সাথেই উক্ত স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং যে ধরনের তালাক শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করবে সে ধরনের তালাক পতিত হবে। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আব্দুল্লাহ তার স্ত্রীকে সাফ তালাক বাক্যটি বলার পর যদি সে তার বোনের বাড়িতে যায় তখন তার ওপর এক তালাকে রজঈ পড়ে যাবে। তবে ইদ্দতের মধ্যে মৌখিক বা স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেওয়া হয় তাহলে ইদ্দতের পর নতুন সূত্রে বিবাহ করতে পারবে। সে ভবিষ্যতে দুই তালাকের অধিকারী থাকবে। (১৩/৯১৩/৫৩৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٩٧ : باب الرجعة بالفتح وتكسر يتعدى ولا يتعدى (هي استدامة الملك القائم) بلا عوض ما دامت (في العدة) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة ابن كمال، وفي البزازية: ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه. وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) الخ.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠/ ٩١ : الجواب- اگر صریح طلاق معلق کی ہے، تو بعد تحقق شرط رجعی طلاق واقع ہوگی اور اگر بائنہ کو معلق کیا ہے تو بائنہ واقع ہوگی، غرض جیسی طلاق معلق کی ہے بوقت تحقق شرط ویسی ہی واقع ہوگی۔

পিত্রালয়ে কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখলে বিনা তালাকে তালাক

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী তার পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় বলে দিলাম, যদি তুমি কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখো তাহলে তুমি বিনা তালাকে তালাক। এখন আমার জানার বিষয় হলো, বাস্তবেই যদি সে কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখে তাহলে সে কত তালাক হবে এবং তার সহিত কেমন করে পুনরায় সংসার করতে পারব?

উত্তর : পিত্রালয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী যদি কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক রেখেছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। পুনরায় ঘর-সংসার করতে হলে ইদ্দতের মধ্যে রজআত করে নেবে। অর্থাৎ বলবে যে আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে রেখে দিলাম অথবা স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের দ্বারাও রজআত হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে ওই তালাক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঘর-সংসার করতে হলে নতুনভাবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। (১২/২০৪/৩৮৬৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٤ : (شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق).

Scanned by CamScanner

الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٤٠ : ولو قال لها: إن خرجت إلى أحد إلا بإذني فأنت طالق فاستأذنته في الخروج إلى أبيها فأذن لها فخرجت إلى أخيها طلقت كذا في خزانة المفتين.

فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۲۱۱ : الجواب- زید کے اس کلمہ سے کہ "اگر طلاق نہیں دی تب دی" ایک طلاق اس کی زوجہ پر واقع ہوگئی، اس میں حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر بدون نکاح کے رجوع کر سکتا ہے کذافی کتاب الفقہ، فقط.

'তুমি অন্য কাউকে নিয়ে ভাবলে/কল্পনা করলে বিনা তালাকে তালাক' বলার পর বাস্তবে এমনটি ঘটেছে

প্রশ্ন : ১৫ দিন আগে আমার স্বামী আমাকে বলেছে, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবো বা কল্পনা করো তাহলে তুমি বিনা তালাকে তালাক। সত্যি বলতে কি আমি ইতিমধ্যে অন্য একজনকে নিয়ে কল্পনা করেছি। এখন আমাদের হুকুম কী? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো কাজের সাথে শর্ত করে তালাক দেয়, তখন ওই শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু স্ত্রী অন্যকে নিয়ে ভাবনা বা কল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং স্ত্রীর স্বীকারোক্তি মতে উক্ত ভাবনা বা কল্পনাও পাওয়া গেছে, তাই স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। এখন ইদ্দতের ভেতর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করে তাহলে উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে নতুনভাবে মহর ধার্য করে উভয়ের সম্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। ভবিষ্যতে আর দুই তালাক দিলে এ তালাকসহ তিন তালাক পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (১২/৯৮৫/৫১৪৪)

الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٥ : (وتنحل) اليمين (بعد وجود (الشرط مطلقا) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.

Scanned by CamScanner

الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٦٢ : الجواب — طلاق معلق بالشرط بوقت تحقق شرط واقع ہو جاتی ہے پس اگر طلاق صریح کو معلق کیا تھا تو بلانیت بعد تحقق شرط طلاق ہو جاتی ہے۔

'তোমার সাথে পরপুরুষ ব্যভিচার করলে তুমি তালাক' বলার পর কেউ তার স্তনে হাত দিলে বা চুমু দিলে কী হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তোমার সাথে কোনো পরপুরুষ ব্যভিচার করে তাহলে তুমি তিন তালাক। এমতাবস্থায় যদি কোনো পরপুরুষ তার স্তনে হাত দেয় অথবা চুমু দেয় তাহলে তালাক হবে কি না?
অনুরূপ কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তোমার সাথে কোনো পরপুরুষ অবৈধ কাজ করে তাহলে তুমি তিন তালাক। এ কথা বলার পর পর আবার স্ত্রীকে বলে যে আমি এ কথা ফিরিয়ে নিলাম, তাহলে এতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিলে ওই শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হয় না এবং তালাকের বাক্যের সাথে সংযুক্ত শর্ত ফিরিয়েও নেওয়া যায় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে স্তনে হাত দেওয়া, চুমু দেওয়া সরাসরি ব্যভিচার না হওয়ায় তালাক পতিত হবে না। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সংযুক্ত শর্ত ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। (১০/৬৪৬/৩২০০)

بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠ : ثم الشرط إن كان شيئا واحدا يقع الطلاق عند وجوده بأن قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق.

الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٧ : (قوله: ولا يملك الرجوع) أي ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض سواء كان لفظ التخيير أو بالأمر باليد أو طلقي نفسك لما قدمنا أنه يتم بالملك

Scanned by CamScanner

وحده من غير توقف على قبول وأنه تمليك فيه معنى التعليق فباعتبار التمليك تقييد بالمجلس باعتبار التعليق لم يصح الرجوع عنه ولا عزلها ولا نهيها.

'তোমার আম্মা আমাদের বাড়িতে এলে তুমি তিন তালাক' বলার পর তাকে আনার সহীহ পদ্ধতি

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে, তোমার আম্মা যদি আমাদের বাড়িতে আসে, তাহলে তোমাকে তিন তালাক। পরে এক মুফতি সাহেব থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন, তার আম্মা এলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পড়ে যাবে। তখন স্বামী বলল, এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি না? উত্তরে মুফতি সাহেব বললেন–হ্যাঁ, আছে। তোমার স্ত্রী যখন গর্ভবতী হবে, তখন তুমি তাকে এক তালাকে বায়েন দিয়ে দেবে, আর এদিকে তোমার শাশুড়িকে আসতে বলবে। তখন শাশুড়ি বাড়িতে এলে আর তালাক পড়বে না। আর যখন তোমার স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হবে তখন তুমি নতুন করে তাকে আবার বিয়ে করবে।

প্রশ্ন হলো, সমাধানটি সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তিন তালাক দিলে তা থেকে পরিত্রাণের পদ্ধতি কিতাবে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে ওই স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন দেবে। তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর ওই কাজটি করবে। অতঃপর পুনরায় ওই স্ত্রীকে বিবাহ করে নেবে। এমতাবস্থায় পরবর্তীতে ওই শর্তকৃত কাজের দ্বারা আর তালাক পড়বে না। এ হিসেবে প্রশ্নের বর্ণিত ওই ব্যক্তি ওই স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন দেবে। অতঃপর ইদ্দত তথা তিন হায়েজ বা গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাস হলে এরপর ওই স্ত্রীর মা আসবে, এরপর ওই স্ত্রীকে পুনরায় মহর নির্ধারণকরত বিবাহ করে নেবে। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রীর মা বাড়িতে আসা-যাওয়ার দ্বারা আর তালাক পড়বে না। প্রশ্নে বর্ণিত মুফতি সাহেব যে পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। (১২/৩৬৭/৩৯০২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٥٤ : لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة، حتى لو تزوجها ثانيا ثم خرجت بلا إذن لم يحنث.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٣١ : (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقا) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٦ : قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة ثم دخلت الدار تنحل اليمين ولم يقع شيء كذا في الكافي.

তালাক দেওয়ার পর শর্ত পূর্ণ করলেই তালাক প্রত্যাহার হয় না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, দুই শর্তের ওপর তিন তালাক :

১. আমার বাড়ি বিক্রি করা বা মিলানোর আগ পর্যন্ত।

২. তাদের মা-মেয়ে দুজনের সন্দেহ, আমি নাকি আরেকটি বিয়ে করার জন্য এমন করি। তাই এ রকম ঝগড়া করেছি। তাই দ্বিতীয় বিয়ে করার আগ পর্যন্ত।

এ দুই শর্তের যেকোনো একটি পূর্ণ হলেই সে তিন তালাক থেকে মুক্ত হবে। এর সমাধান কী?

উত্তর : তালাককে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়, অর্থাৎ শর্ত পাওয়া গেলে তালাক হবে, অন্যথায় হবে না। কিন্তু তালাক প্রদান করার পর তা প্রত্যাহার করার জন্য কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করার কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো শর্তের কারণে তালাক প্রত্যাহার করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বামী যখন স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে ফেলেছে, স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা বলে গণ্য হবে। যেকোনো একটি শর্ত পূর্ণ হলে স্ত্রীকে তিন তালাক থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা অর্থহীন বলে বিবেচিত হবে। এখন এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। (১১/৩৪১/৩৩৪৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية.

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٣٤٤ : ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كسائر الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قيلولة في الطلاق».

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۴۳ : تین بار لفظ طلاق کہہ کر رجوع کرنا درست نہیں ہے اور نکاح بدون حلالہ کے جائز نہیں، کما قال اللہ تعالی ولا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ اور اجماع صحابہ اس پر ہوگیا ہے کہ مطلقۂ ثلاثہ سے اگرچہ بلفظ واحد ہو بدون حلالہ نکاح درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

অবিবাহিতের উক্তি 'আমার বউ যদি মায়ের সাথে ঝগড়া করে তাহলে পরদিন সে তিন তালাক'-এর হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ভাবি তার মায়ের সাথে প্রায় সময় ঝগড়া করে, ঠিকমতো কাজ করতে চায় না। তার ভাইও বেশি কিছু বলে না। ওই ব্যক্তি একদিন বলে–দেখো, বর্তমানে বউদের ক্ষমতা কত! আমার বউ যদি এমন করে তাহলে পরদিন সে তিন তালাক। প্রশ্ন হলো, বিবাহ করার পর যদি স্ত্রী মায়ের সাথে ঝগড়া করে বা ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে কি তার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে? একসাথে থাকতে গেলে কিছু না কিছু ঝগড়া হওয়া স্বাভাবিক, কাজকর্মের মাঝে কমবেশি ঝগড়া হতেই পারে। এ কারণে কি তালাক হয়ে যাবে? পার্থক্য থাকলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব? আর তালাক না হওয়ার কোনো সুরত থাকলে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ওই ব্যক্তির কথাটি "আমার বউ যদি এমন করে তাহলে সে পরের দিন তিন তালাক" বিবাহের পূর্বে বলছে, তাই বিবাহের পর তার স্ত্রী তার মায়ের সাথে ঝগড়া করলে তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। (১১/৮৭৬/৩৭৫৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٤٤ : (شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق) (، أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا، كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها، ولو قال هذه المرأة إلخ لا لتعريفها بالإشارة فلغا الوصف (فلغا قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق، وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٩٥ : الجواب- قبل النكاح بدون اضافت الی النکاح ایسی تعلیق صحیح نہیں ہے لہذا زوجہ اس کی اس صورت میں بعد تحقق شرط مطلقہ نہ ہوگی، واللہ اعلم.

'দাওয়াত ছাড়া শ্বশুরবাড়ি গেলে তুমি তালাক' বলার পর সারা জীবনের জন্য দাওয়াত দিয়ে দিল

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি কোনো দিন দাওয়াত ছাড়া শ্বশুরবাড়ি যাই তাহলে তুমি তালাক। এখন ওই ব্যক্তির শ্বশুর যদি তার জামাইকে বলে তুমি যত দিন জীবিত থাকবে, আমার বাড়ি তোমার দাওয়াত রইল। তাহলে এই দাওয়াত দাওয়াত হবে কি না? যদি না হয় কেন হবে না? আর যদি হয় তাহলে ওই শর্তটা উঠে যাবে কি না? এবং এর পর থেকে ওই ব্যক্তি তার শ্বশুরবাড়িতে বলা ছাড়া যেতে পারবে কি না? শরীয়তের আলোকে বিস্তারিত জানাবেন।
বিঃদ্রঃ. শ্বশুর একবার জামাইকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

উত্তর : সারা জীবনের জন্য দাওয়াতের কোনো রীতির প্রচলন বর্তমান সমাজে নেই। তাই ওই ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনের দাওয়াতপ্রাপ্ত না হয়ে শ্বশুরালয়ে গেলে তার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে ইদ্দতের ভেতর মুখে বা স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু পরবর্তীতে ওই স্ত্রীকে দুই তালাক দিলে তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১০/৩০১/৩০৬৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٩٥ : ولو قال لها: إن شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته تقع تطليقة واحدة.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۵ / ۳۷۴ : جواب—اس صورت میں وہ شخص زندگی میں جب کبھی اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی،... ... بہتر یہ ہے کہ یہ شخص والدہ کے پاس چلا جائے اس سے ایک طلاق رجعی ہو جائے گی اس کے بعد یہ شخص بیوی سے رجوع کرے۔

Scanned by CamScanner

শর্তযুক্ত তালাকে শর্ত পাওয়া না গেলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। এক মাস পর অন্য এক মহিলা ওই স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ি নিয়ে আসে। তখন স্বামী ওই মহিলার সাথে তর্ক-বিতর্কের সময় রাগের সাথে বলেছে যে তুমি যদি তাকে (স্ত্রীকে) সূর্য ডোবার আগে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে না যাও তাহলে সে তিন তালাক। তখন স্ত্রী সেখানে ছিল না। স্বামীর কথায় মূলত তালাকের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। এমতাবস্থায় ওই মহিলা স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়। এর তিন ঘণ্টা পর স্ত্রী ঘরে আসে কিন্তু তখনও সূর্য ডোবেনি। মাসআলা অনুযায়ী ওই স্ত্রী তালাক হয়েছে কি না? হলে কোন তালাক হয়েছে? এবং যদি ওই স্ত্রীকে রাখতে চায় তাহলে কিভাবে রাখতে পারবে? এর সঠিক ফয়সালা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেওয়া হলে শর্ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হয়, অন্যথায় নয়। প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনায় যেহেতু স্ত্রীকে সূর্য ডোবার আগে ঘর থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে তাই শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। পরবর্তীতে ফিরে এলে কোনো অসুবিধা হবে না। বরং দুজনই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসার করতে পারবে। (৯/২৪৪/২৬০৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٢: (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح نحو أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكذا إذا قال: إذا أو متى وسواء خص مصرا أو قبيلة أو وقتا أو لم يخص وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

'স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত যাকে বিবাহ করি সে পূর্ণ ছাড়া' বলার পর অনুমতি ছাড়া কাউকে বিয়ে করার হুকুম

প্রশ্ন : বার্মীয় ভাষায় নিকাহনামার চার নং দফা অনুযায়ী যত দিন আমার স্ত্রী সুস্থ থাকবে, তত দিন অন্য কোনো মেয়েকে বউ হিসেবে বিবাহ করব না। "যদি বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করি বা করার ইচ্ছা করি তাহলে সেই মেয়েই আমার পূর্ণ ছাড়া বলে গণ্য হবে, এতে আমার কোনো প্রকার আপত্তি চলবে না"

Scanned by CamScanner

এ ধারায় আমি আমার স্ত্রীকে একখানা লিখিত কাগজ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার কয়েক বছর পর আমার বড় ভাই বার্মীয় বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। তাই বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে আমার নিজ স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ করেছিলাম। অতঃপর আমাকে যেকোনো কারণবশত বাংলাদেশে থাকতে হয়। কিছুদিন আগে বাংলাদেশেও একটি মেয়েকে বিবাহ করি। অতএব আমার পরবর্তী তৃতীয় বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয়েছে কি না?

উত্তর : যদি প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্য "পূর্ণ ছাড়া বলে গণ্য হবে" দ্বারা যদি আপনার তিন তালাকের নিয়্যাত না থাকে তাহলে আপনার দেয়া শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায়, অর্থাৎ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার কারণে আপনার তৃতীয় স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন কার্যকর হয়ে গেছে। সে আপনার স্ত্রী রয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে একে পুনরায় আগের স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াও বিবাহ করা হলে ওই শর্তের কারণে আর তালাক হবে না। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা যাবে। নতুনভাবে বিবাহ করা ব্যতীত ঘর-সংসার জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে উল্লিখিত বাক্য "পূর্ণ ছাড়া বলে গণ্য হবে" দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যাত করে থাকলে শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে তিন তালাক কার্যকর হয়ে আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে আর সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। বাস্তব নিয়্যাতের ওপর হুকুম নির্ভর করবে। (৬/১৩৯/১১০০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٥ : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق " وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام " لا طلاق قبل النكاح ". ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمنصرف والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما. " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٥٠ : رجل قال: أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ١٤ : (قوله ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) أي في ألفاظ الشرط إن وجد المعلق عليه انحلت اليمين، وحنث وانتهت لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود

Scanned by CamScanner

الفعل مرة يتم الشرط، ولا يتم بقاء اليمين بدونه، وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٦٣ : وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة " وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ومسئلة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل ولو عنى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع " وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق.

‘তোমার হারটি কাউকে ধার দিলে তালাক’ পরে পরিবর্তন করে ধার দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা তার সোনার হারটি অপর মহিলাকে ব্যবহারের জন্য ধার দিলে তার স্বামী বলল, যদি তুমি তোমার হারটি দ্বিতীয়বার কাউকে ধার দাও তবে তোমাকে তালাক। এরপর উক্ত মহিলা হারটি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে তা ভাঙিয়ে ওই সোনার সাথে আরো কিছু সোনা যোগ করে বা না করে অথবা কিছু সোনা সেখান থেকে বাদ দিয়ে তা দ্বারা অন্য কোয়ালিটির একটি হার তৈরি করল। প্রশ্ন হলো, এ হারটি কাউকে ধার দিলে তার ওপর তালাক পড়বে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হারটি যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পুনরায় নতুন হার বানানো হয়েছে তাই এ হারটি কাউকে ধার দিলে উক্ত মহিলার ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। (৫/৭১/৮২৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٤٧ : (ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا) ولو (بنقضهما) أو لا يركب هذه السفينة فنقضت، ثم أعيدت بخشبها (لم يحنث

Scanned by CamScanner

كما لو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به) لأن غير المبري لا يسمى قلما، بل أنبوبا فإذا كسره فقد زال الاسم ومتى زال بطلت اليمين.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٧ : (قوله فنقضت) أي حتى صارت، خشبا (قوله لم يحنث) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين، ومن ذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا وجلس عليه لا يحنث.

‘কালো বউ তালাক’ বা ‘কালো বউ বিয়ে করলে তালাক’ অবিবাহিতের এ ধরনের উক্তির হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি চার পাঁচজন লোকের মধ্যে এ কথা বলে যে কালো বউ তালাক। তাহলে সে বিয়ে করার পর যদি বউ কালো হয় তাহলে কি শুধু “কালো বউ তালাক” কথার দ্বারা তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে?

অথবা যদি এ কথা বলে যে কালো বউ বিয়ে করলে তালাক, অথবা আমি যদি কালো বউ বিয়ে করি তাহলে তালাক। তাহলে উক্ত ব্যক্তি বিয়ে করলে বউ যদি কালো হয় তাহলে সে কি তালাক হবে?

প্রথম বউ যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে সেই ব্যক্তির দ্বিতীয় বিয়ের স্ত্রীও যদি কালো হয় সেও কি তালাকপ্রাপ্তা হবে? এ রকমভাবে পরবর্তী সব বিয়েরই কি একই বিধান? যদি তালাক হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির করণীয় কী? শ্যামলা রংও কি কালোর মধ্যে ধর্তব্য করতে হবে?

উত্তর : স্ত্রীবিহীন অবস্থায় শুধু তালাকের বাক্য উচ্চারণ করলে তালাক পতিত হয় না। তাই বিবাহের আগে “কালো বউ তালাক” বলার পর কালো মেয়ে বিয়ে করলে তালাক পতিত হবে না। তবে যদি বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যে আমি যদি কালো মেয়ে বিবাহ করি তাহলে তালাক। এ বাক্যের দ্বারা প্রথম স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। উক্ত বাক্যের দ্বারা পরবর্তী স্ত্রীদের ওপর কালো হলেও তালাক পতিত হবে না এবং প্রথম স্ত্রীকে যদি পুনরায় নতুন আক্বদ করে স্ত্রী হিসেবে রাখতে চায় তাহলে উভয় বাক্যের কোনোটির দ্বারাই প্রথম স্ত্রীর ওপর দ্বিতীয়বার তালাক পতিত হবে না। সাধারণত শ্যামলা কালোর মধ্যে গণ্য হয় না। কিন্তু যদি কোনো অঞ্চলে শ্যামলাকে কালোর মধ্যে গণ্য করে তাহলে সেখানে কালোর অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪/২৬৪/৬৬১)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق كذا في الكافي.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥٣ : (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إذا دخلت) كلما (على التزوج.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٥ : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق.

'এ কাজটি করলে বিয়ের পর আমার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ'

প্রশ্ন : আমি একদা একটি সাধারণ কাজের ওপর রাগ করে বলে ফেলি, যদি আমি এ কাজটি আর একবার করি তাহলে আমি বিবাহ করার পর আমার স্ত্রী এক তালাকে রজঈ। অতঃপর সেই কাজটি আমি আবার করে ফেলি। প্রশ্ন হলো, এভাবে বলার দ্বারা আমি বিবাহের পর আমার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে কি? এবং সেটা কোন প্রকার তালাক পতিত হবে? আমার জন্য বিবাহের নিয়ম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথম বিয়ের পর আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। তাই উক্ত স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করতে চাইলে পুনরায় মহর ধার্য করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হবে। (১৯/৬৫২/৮৪০০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٣٢ : إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت عندنا.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٠٩ : فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائنا.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٢ : ولو قدم الشرط بأن قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق طلقت التي تزوجها بعد الكلام.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٤٥ : إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحيلة فيه ما في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار.

Scanned by CamScanner

‘তুমি যদি বিচার চাও তাহলে তিন তালাক’ পরবর্তীতে তার বাবা বিচার চাইলে তালাক হবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ঘটনাক্রমে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে। সে সময় সে স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি এই ঝগড়ার ব্যাপারে বিচার চাও অথবা বিচার দাও তাহলে তুমি তিন তালাক। ঠিক ওই সময় স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তার বাবার সাথে দেখা না হলেও তার বাবা জানতে পারেন যে তাঁর মেয়ে স্বামীর ঘরে নেই। তাই তিনি থানায় গিয়ে মামলা করেন। থানা কর্তৃপক্ষ এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের ডেকে উক্ত মামলা সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছে। সুতরাং উভয় পক্ষ টেকনাফ পৌরসভার মহিলা কমিশনারের নেতৃত্বে মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। ওদের পক্ষ হতে উক্ত স্ত্রীকেও উপস্থিত করে উভয় পক্ষের বক্তব্যের পর মামলা সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করেছে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত শর্তাবলি প্রয়োগ করাতে তাদের বিয়ে সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে কী বিধান আসবে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্বামীই স্ত্রীর তালাককে স্ত্রী নিজে বিচার চাওয়া বা দেওয়ার সাথে সংযুক্ত করেছে। আর স্ত্রী নিজে বিচার চাওয়ার বা দেওয়ার কোনো উল্লেখ প্রশ্নে না থাকায় বোঝা গেল যে তালাকের শর্ত পাওয়া যায়নি। তাই স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক হয়নি। তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকবে।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٣٢ : رجل قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوها وعندها صبي لا يعقل فقالت المرأة: يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا حتى يسمع أخوها لا تطلق لأنها خاطبت الصبي دون الأخ.

হিলা বিয়েতে বলা ‘প্রথম সহবাসের সাথে সাথে তালাক’

প্রশ্ন : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যদি কেউ এ শর্তে বিবাহ করে যে একবার সহবাস করলেই তালাক। তখন কি প্রথম সহবাস দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে কি প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব?

উত্তর : সহবাসের সাথে তালাক যোগ করে প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে বিবাহ করা লানতের কাজ। কোনো মুসলমান এরূপ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে প্রথম সহবাসের দ্বারাই তালাক হয়ে যাবে। এর ভিত্তিতে প্রথম স্বামীর জন্য নিয়মতান্ত্রিক বিয়ের পথ খুলে যাবে। (১২/২৯৬/৩৯১৪)

Scanned by CamScanner

الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٠٣ : ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا.

الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤١٤ : (وكره) التزوج للثاني (تحريما) لحديث «لعن المحلل والمحلل له» (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق.

رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤١٣ : (قوله: إلا إذا انتعش وعمل) ... والمراد به وبالعمل أن يكون له نوع انتشار يحصل به إيلاج كي لا يكون بمنزلة إدخال خرقة في المحل فإنه ربما لا يحصل به التقاء الختانين، ولذا قال بعد ذلك في الفتح: بخلاف من في آلته فتور وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به.

'তুই আগুন দিয়ে থাকলে তালাক, ১, ২, ৩ তালাক' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগলে স্বামী স্ত্রীকে বলে, যদি আগুন তুই লাগাইয়া থাকছ তাহলে তুই তালাক, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম। জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যের শেষাংশে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাকের বিষয়টি শর্তের সাথে হওয়ায় উক্ত বিবরণ দ্বারা কোনো তালাক পতিত হবে না। তবে যদি স্ত্রীই আগুন লাগিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। (১৬/১৮৪/৬৪৬৭)

الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

البحرا الرائق (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢ : وشرط صحة التعليق كون الشرط معدوما على خطر الوجود.

الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٩ : إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٩ – ٣١٠ : أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول. ... ... (قوله لأنه إخبار) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٧ / ٤٤٥

'আপনার বোনকে আপনার মাধ্যমে অমুক সময়ের মধ্যে সোপর্দ না করলে তিন তালাক' বলে নির্ধারিত সময়ের আগে নিজেই নিয়ে আসা

প্রশ্ন : আমার সম্বন্ধির সাথে আমার ঝগড়া হয়। তারপর তারা তাদের বোনকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখে। ভয়ের কারণেই হোক বা এমনিতেই। পরে আমি মোবাইলে জানাই, আপনার বোনকে আগামী শনিবার ৮টার আগে যদি আপনার মাধ্যমে আমার সোপর্দ না করেন তাহলে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। পরে আমি নিজেই অন্য এক মহিলার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছি এবং আলোচনা করি ও বলি, তুমি বলো আপনার সোপর্দ হয়ে গেছি, সেও রাজি হয় এবং পরে মেলামেশাও হয়। এখন বড় ভাই ও মা-বাবা যদি এ সময়ের মধ্যে সোপর্দ না করে তাহলে কি তালাক হবে? তবে আমার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে পাওয়া, তা পেয়েছি, মাধ্যম উদ্দেশ্য নয়।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় এবং আপনার নিয়্যাত স্ত্রীকে পাওয়াই হয় তাহলে নির্ধারিত সময়ে স্ত্রীর অভিভাবক স্ত্রীকে সোপর্দ না করলেও তালাক হবে না। (১০/৫৩২/৩২৫৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٨٠ : إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٨٠ : وفي الخانية قال لامرأته: إن لم تجيئي بمتاع كذا غدا فأنت طالق فبعثت المرأة به على يد إنسان فإن كان نوى وصول المتاع إليه غدا لا يحنث لأنه نوى

Scanned by CamScanner

محتمل لفظه، وإن لم ينو شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا بالنية.

'আমি অমুকের বাবা নই বললে তুমি তিন তালাক'

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি বলো যে আমি শুআইবের আব্বা নই, তবে তুমি তিন তালাক। কেননা তুমি যিনা করেছ, আর আমি কোনো যিনাকারী নিয়ে সংসার করব না। উল্লিখিত সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা মতে, স্বামীর তালাক স্ত্রী বলার সাথে সম্পৃক্ত। তাই যখনই স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্য মোতাবেক এ কথা বলবে সঙ্গে সঙ্গে তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। বাস্তবে ছেলে স্বামীর থেকে হোক বা না হোক। এতে কোনো পার্থক্য হবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী অন্য স্বামীর নিকট শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হালাল হওয়া ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। (৮/১৯১/২০৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

শর্তযুক্ত তালাক স্ত্রী না শুনে লঙ্ঘন করার হুকুম

প্রশ্ন : একদিন আমার স্ত্রীর সাথে কথাকাটাকাটি হয়। তখন সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এতে আমি বলি, আর যদি তুমি এরূপ ব্যবহার করো তোমাকে সাফ সাফ তিন তালাক। তার কিছুক্ষণ পর সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করল। তারপর পাশের লোক এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমার স্ত্রী তাদের বলেছে যে আমার স্বামীকে তালাক উচ্চারণ করতে আমি শুনিনি। যদি শুনতাম আমার স্বামীর নির্দেশ অবশ্যই মানতাম। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে কি না? হলে কত তালাক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বিহিত ও শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া তালাক শব্দ ব্যবহার করা, বিশেষত তিন তালাক একসাথে প্রদান করা অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তা সত্ত্বেও তালাককে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়। আর শর্ত পাওয়া না গেলে তালাক পতিত হয় না। উপরন্তু তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্ত্রী শোনা জরুরি নয় বিধায় আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এখন তার প্রাপ্য হক আদায় করে দিয়ে তাকে পৃথক করে দিতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ ও বাসস্থান স্বামীকে ব্যবস্থা করতে হবে। (১২/২৭২)

📖 البناية (دار الفكر) ٥ / ١٧٣ : (وإذا أضافه) ش: أي أضاف الرجل الطلاق م: (إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق) ش: لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط م: (وهذا بالاتفاق).

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٨١ : ولو حلف ... ... إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها حنث في المختار.

তিন তালাক দিয়ে ‘তোমাকে যতবার বিয়ে করব, ততবার তিন তালাক’ বলার হুকুম

প্রশ্ন : স্ত্রীকে স্বামী তিন তালাক দেওয়ার পর তাকে বলে, আমি তোমাকে যতবারই বিবাহ করব, ততবারই তিন তালাক। তুমি আমার সাথে যতবারই বিবাহ বসবে, ততবারই তিন তালাক। স্বামী আরো বলে, আমি জীবনেও তোমার সাথে সহবাস করব না। সহবাস করলে তিন তালাক। তোমার সাথে আমার বিবাহ হারাম। উল্লিখিত উক্তিগুলো বলার পর তাদের মাঝে বিবাহ বন্ধনের কোনো পথ খোলা আছে কি না?

উত্তর : তালাক বড়ই ভয়ংকর ও মারাত্মক বিষয়। এটা কোনো উপহাস করার বস্তু নয় যে মনমতো মুখে যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, তা বকতে থাকবে। এ ধরনের উক্তিকারী

Scanned by CamScanner

অপরাধী হিসেবে গণ্য। তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে স্বামীর প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিসমূহ সত্য প্রমাণিত হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে বিবাহ করার কোনো পদ্ধতি নেই। উপরন্তু এ রকম উক্তির পর উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার কোনো যৌক্তিকতাও থাকতে পারে না।
(৯/২৩১/২৬০১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق " وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام " لا طلاق قبل النكاح ". ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمنصرف والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.

" وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤١٥ : ولو دخلت كلمة كلما على نفس التزوج بأن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر هكذا في غاية السروجي.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٠٣ : (ولو قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا.

Scanned by CamScanner

باب طلاق المعتوه والسكران

পরিচ্ছেদ : বেহুঁশ ও নেশাগ্রস্তের তালাক

'মাদহুশ'-এর ব্যাখ্যা ও তালাকের হুকুম

প্রশ্ন : এক আলেম আমাকে বলেন যে 'মাদহুশ' অবস্থায় তালাক দিলে নাকি তালাক পতিত হয় না। আমার প্রশ্ন হলো, 'মাদহুশ' শব্দের মানে ও ব্যাখ্যা কী? উদাহরণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোনো কারণবশত কারো জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেলে এমতাবস্থায় যা বলেছে বা করেছে পরবর্তীতে তা তার স্মৃতিপটে আসে না বা স্মরণ হয় না, এমন ব্যক্তিকে মাদহুশ ব্যক্তি বলে। এ ধরনের মাদহুশ ব্যক্তি পাগল না হলেও পাগলের পর্যায়ভুক্ত বিধায় মাদহুশের তালাক পতিত হয় না। (১৩/১০৬/৫২০০)

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه صـ ٤٧٥ : المدهوش : هو الذاهب عقله حياء او خوفا او غضبا.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٩ : وأراد بالمجنون من في عقله اختلال فيدخل المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون ويدخل المبرسم، والمغمى عليه، والمدهوش.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٤ : والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون، ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش. ويؤيده ما قلنا.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٣٥١ : لا يصح طلاق المجنون، ومثله المغمى عليه، والمدهوش: وهو الذي اعترته حال انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يفعل، أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله وأفعاله، بسبب فرط الخوف أو

Scanned by CamScanner

الحزن أو الغضب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» والإغلاق: كل ما يسد باب الإدراك والقصد والوعي، لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونحوها.

বেহুঁশ অবস্থায় তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর সাথে তুমুল ঝগড়ার একপর্যায়ে তিন তালাক দিয়েছি বলে বাড়ির লোকেরা বলছে। কিন্তু আমি বলছি, তা আমি একেবারে জানি না। বলার পরে নাকি আমি বেহুঁশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেছি। পরে আমার হুঁশ এলে বাড়ির লোকেরা বলছে, তোমার স্ত্রীকে তুমি তিন তালাক দেওয়ার কারণে তালাক হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম, আমি তালাক দিয়েছি তাতো আমি জানি না। সমস্যাটির শরয়ী সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সত্য প্রমাণে স্বামী যদি শপথ করে বলে যে বেহুঁশ অবস্থায় কী বলেছি আমার জানা নেই। তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে পূর্বের ন্যায় স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৭/৬৮৭/১৮৩৯)

📖 شرح مشكل الآثار (مؤسسة الرسالة) ٢/ ١٢٦ (٦٥٥) : عن محمد بن عبيد قال: بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة، فقالت: حدثتني عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا عتاق ولا طلاق في إغلاق ".

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۸۴ : الجواب—جب غصہ اس درجہ پہنچ جاوے کہ کچھ ہوش وحواس نہ رہیں تو ایسے حالت کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

রাগে পাগলপ্রায় অবস্থায় তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমার চাচা একজন বয়স্ক লোক। তাঁর বয়স ৬০। তিনি একদিন পারিবারিক ঝামেলার কারণে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। এমন উত্তপ্ত যে কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারছিল না। যে-ই সামনে যাচ্ছে, তাকেই মারার চেষ্টা করছেন। তিনি হাতে সাবল নিয়ে সবাইকে বকাবকি ও পরিবারের লোকদের মারার চেষ্টা করছিলেন। কেউ তাকে ঠেকাতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তিনি চাচিকে তালাক দিয়েছেন। তিনি বলেন,

Scanned by CamScanner

তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে নিয়ে খাব না। আমি তাকে এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক দিয়ে দিলাম। পরে মাথায় পানি দেওয়ার পর যখন ঠাণ্ডা হলেন তখন বলেন, আমি রাগের মাথায় কী বলেছি জানি না। উপরোক্ত তালাক কি তালাক হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : তালাক আল্লাহ পাকের নিকট ঘৃণিত। নেহায়েত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতিতে তা ব্যবহারের অনুমতি শরীয়তে রয়েছে মাত্র। অকারণে তালাক দেওয়াবিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া অন্যায় ও বড় গোনাহ। সরকারিভাবে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হওয়া জরুরি। এতদসত্ত্বেও সাধারণ অবস্থায় বা রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। এক তালাক হোক কিংবা তিন তালাক। অবশ্য রাগ চরম সীমায় পৌঁছে পাগলের মতো হয়ে গেলে তখন তার অন্যান্য কাজ ও কথার মতো তালাক দেওয়াও ধর্তব্য হয় না। প্রশ্নে উল্লিখিত লোকটি এ ঘটনার পূর্বেও এ ধরনের পাগলের মতো আচরণ করে থাকার প্রমাণ থাকলে বর্ণিত ঘটনার কর্মকাণ্ডকেও পাগলামি ধরা যেতে পারে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত না হওয়ার বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্যই হয় তাহলে তালাক পতিত হয়নি। (১৪/৩১১/৫৬৪৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٤ : والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون، ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش. ويؤيده ما قلنا قول بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا، والمجنون ضده. وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه، فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره بالأولى، فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته: فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل.

Scanned by CamScanner

فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۴۴۸ : الجواب- طلاق عموماً غصہ کی حالت میں دی جاتی ہے، اس لئے غصہ کا ہونا طلاق پر اثر انداز نہیں ہوتا، تاہم اگر غصہ کی کیفیت اس درجہ تک پہنچ جائے اس کو کلام سمجھنے کی طاقت نہ رہے تو مدہوش کے حکم میں ہو کر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

চরম রাগে আত্মহত্যা করার মতো অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুম

প্রশ্ন : আমি মো. আবুল হোসেন। আমার স্ত্রী রোকসানা বেগম আমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করায় আমি তাকে কঠোর মারধর করি। যার ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে আমিও রাগের ফলে অস্থিরভাবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটাছুটি করছি। ওই অবস্থায় আমি কী করছিলাম তা আমার কোনো অনুভূতিতে ছিল না। তবে পরে আমার স্মরণ হয়েছে যে আমি আমার একমাত্র স্ত্রীকে মনে মনে এ খেয়াল করি যে কেন সে মায়ের সঙ্গে বেয়াদবি করল সে কারণে বলেছি, আমি তারে ছাইড়া দেব। তারপর আমি এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দেব বা দিয়েছি বলে এমন কোনো শব্দ আমার মনে আসে না। পারিবারিক কলহের ফলে ছুরি তালাশ করেছি বলে মনে পড়ে আত্মহত্যার জন্য। উক্ত ঘটনার পর থেকে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই।

সাক্ষীদের বক্তব্য :

১. জাহাঙ্গীর হোসেন
২. আশরাফ আলী

"আবুল হোসেন গত ২/৩/৯২ ইং তারিখে সকাল ১০ ঘটিকার সময় তার মায়ের সাথে তার স্ত্রী ঝগড়া করায় স্ত্রীকে বেদম প্রহার করে। একপর্যায়ে আমি তাকে বাধা দিতে গিয়ে দেখি তার স্ত্রী মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করছে। তখন আবুলের মানসিক অবস্থা খুবই উত্তেজিত ছিল। সে একপর্যায়ে ঘর থেকে ছুরি বের করে আত্মহত্যা করতে উদ্ধত হয়। আমি এবং আরো অনেকে তার নিকট হতে জোরপূর্বক ছুরি নিতে গিয়ে আমিও সামান্য আঘাত পাই। তারপর সে তার মাকে হত্যা করবে বলেও উক্তি করে। একপর্যায়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় তার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিছি বলে উক্তি করে। তারপর প্রায় কয়েক মিনিট তার সেন্টিমেন্ট আফসেট ছিল। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির বর্ণনা এবং সাক্ষীদের বর্ণনা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। (১/৩৪/২৭)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٨٢ (٤٤٠١) : عن ابن عباس، قال: مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»، قال: صدقت، قال: فخلى عنها.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٢٤٤ : والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران.

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٤ / ٢٦٢ : والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فإن طلاقه لا يقع.

অজান্তে নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা হয় না

প্রশ্ন : মজীদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে ঢাকা থেকে আসার পথে কিছু ছেলেমেয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য সিগারেটে ঢুকিয়ে খাইয়ে দেয়। এতে বাড়িতে এসে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া লাগে, একপর্যায়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়। কিন্তু তালাক দেওয়ার সময় সে তিন কথা বলেনি, দুই কথা বলেছে। এটা নিয়ে সমাজ ধরেছে তালাক হয়ে গেছে। এখন আপনাদের কাছে সঠিক সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে অনিচ্ছায় বা অজান্তে নেশাদ্রব্য পান করা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ সত্য প্রমাণিত হলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। আর স্বেচ্ছায় জেনেশুনে নেশা পান করে তালাক দেওয়া প্রমাণিত হলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে দুই তালাকের অতিরিক্ত না দিয়ে থাকলে ইদ্দতের ভেতরে অর্থাৎ ঋতুবর্তী হলে তিন ঋতু আর ঋতুবর্তী মহিলা না হলে তিন মাসের ভেতর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। নতুনভাবে বিয়ের প্রয়োজন হবে না। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে ঘর-সংসার করার জন্য নতুনভাবে বিবাহ করে নেওয়া আবশ্যক। (৮/৭৩৪/২৩৪৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٠ : واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٠ : (قوله اختلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. وجزم في الخلاصة بالوقوع. قال في الفتح: والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٤١٩ : اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي :

١ – نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقا آخر بقي له طلقة واحدة.

٢ – انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة: إذا طلق الرجل طلاقا رجعيا وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة.

ওষুধ হিসেবে আফিম খেয়ে মাতাল অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি ওষুধ হিসেবে আফিম খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি আফিম খাওয়ায় অভ্যস্ত নয়, সে ওষুধ হিসেবে আফিম খাওয়ার দ্বারা মাতাল হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হবে না। (৯/৯৩২/২৯৪৪)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : وشمل أيضا من غاب عقله بالبنج، والأفيون فإنه يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية. وإن كان للتداوي فلا لعدمها.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ /٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل)... ... (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرا، وبه يفتى تصحيح القدوري.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٠ : (قوله أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما يخرج من الخشخاش. البنج: بالفتح نبت منبت. وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية. والحق التفصيل، وهو إن

Scanned by CamScanner

كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع.

وفي تصحيح القدوري عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى، وتمامه في النهر (قوله زجرا) أشار به إلى التفصيل المذكور، فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية.

নেশাগ্রস্তের তালাক পতিত হয়ে যায়

প্রশ্ন : জনাব গোলজার হোসেন অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হন। অতঃপর বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে বাসায় পাননি। পরবর্তীতে স্ত্রী এলে তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দেয়। প্রশ্ন হলো, তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলে পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে গুলজার হোসেনের স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে এখন ওই স্ত্রীকে নিয়ে তার জন্য ঘর-সংসার করা জায়েয হবে না। (৫/২০৮/৮৯২)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ٩٩ : وأما السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعا حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله عنهم.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها)... ... (أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيها) خفيف العقل (أو سكران).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (قوله ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو السكران.

Scanned by CamScanner

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হয়

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর কিছু কটু কথার কারণে বিতর্ক ও ঝগড়াঝাঁটির দরুন ক্ষিপ্ত হয়ে একপর্যায়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে অজানা অবস্থায় কী করেছি বা কী বলেছি বুঝে উঠতে পারিনি। উপস্থিত যারা ছিল কেউ বলে, তালাক হয়ে গেছে, কেউ বলে, নেশাগ্রস্ত অজ্ঞান অবস্থায় তালাক হয়নি। এই বিতর্কের অবসানের জন্য আপনার শরণাপন্ন হলাম। বর্তমানে এ কাজের জন্য আমরা উভয়েই অনুশোচনা বোধ করছি। ৫ জন ছেলে-সন্তান নিয়ে বড় সমস্যায় আছি। সংসারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সামাজিকতা রক্ষার কারণে ছেলে-সন্তানের ঠিকমতো দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে পারছি না। আজ ১০-১৫ দিনের মতো স্বামী-স্ত্রী পৃথক বসবাস করছি। এমন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, যা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারব না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও তাদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সম্মতিক্রমে পুনরায় সুন্দর জীবন যাপন করার ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হলাম। অতএব, হুজুরের সমীপে আরজ, সুন্দর জীবন পরিচালনা ও অসহায়-নিষ্পাপ সন্তানদের কথা বিবেচনায় রেখে ইজ্জত রক্ষা করে যেভাবে সম্ভব, শরীয়তের বিধান মোতাবেক সুন্দর জীবন কাটানোর নিমিত্তে একটা সুরাহা করতে বাধিত করবেন।

স্ত্রীর বক্তব্য : *আমি মোসা: হোসনে আরা বেগম। স্বামী রুহুল আমীন। ঘটনার দিন তার (স্বামীর) মুখে দুর্গন্ধ অনুভব করি এবং তার হাবভাবে বুঝলাম সে নেশাগ্রস্ত। স্ত্রী হিসেবে আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি আমাকে আঘাত করেন। পরবর্তীতে পাশের ঘরের রুকসানা ভাবি এসে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে আমার স্বামী আমাকে মারধর করে ও "তোকে রাখব না, তোকে তালাক দিলাম" বলে চলে যায়।*

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ। বিহীত কোনো কারণ ছাড়া তুচ্ছ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে রাগের মাথায় তালাক প্রদান করা মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। নেশাগ্রস্ত হওয়া এবং নেশা অবস্থায় তালাক দেওয়াও দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীদের সরকারিভাবে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় বা নেশাগ্রস্ত হয়েও তালাক দেয় শরীয়ত মতে তালাক পতিত হয়ে যাবে। অতএব প্রশ্নের বিবরণে সাক্ষীদের বক্তব্য অনুসারে তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে "তোকে তালাক দিলাম" বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের সাংসারিক জীবনে এ ঘটনার পূর্বে যদি দুই তালাকের ঘটনা না ঘটে থাকে, তবে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে সরাসরি 'রজআত' তথা স্বামী-স্ত্রীসুলভ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঘর-সংসার করতে পারবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে ন্যূনতম মহর ধার্য করে হলেও নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। তবে উভয় অবস্থাতে এই তালাক বহাল থেকে যাবে এবং যেকোনো কারণে

Scanned by CamScanner

ভবিষ্যতে আর দুই তালাকের ঘটনা ঘটলে এই তালাকসহ তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যাবে। (১৫/১৩/৫৯৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٩- ٢٤٠ : (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرا، وبه يفتى تصحيح القدوري واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا، ونعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع. وفي القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا. اهـ

📖 البناية (دار الفكر) ٥/ ٣٧ : (ولو قال: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقًا، فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة) ش: أي أو نوى بواحد من هذه الألفاظ الثلاث طلقة واحدة م: (أو اثنتين) ش: أي أو نوى طلقتين م: (فهي) ش: أي الطلقة بهذه الألفاظ طلقة م: (واحدة رجعية) ش: فوقع الطلاق بهذه الألفاظ ظاهرًا لأنها صريحة في الطلاق لغلبة الاستعمال فيه -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۴۴۸ : سوال- کیا نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟
الجواب- نشہ کی حالت میں اگرچہ انسان حواس کھو بیٹھتا ہے لیکن نشہ بذات خود چونکہ غیر مشروع فعل ہے اس لئے اس سے طلاق زجرا واقع ہو گی۔

নেশাখোরের তালাক পতিত হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি ৮-৯ বছর পূর্বে ফেনসিডিল ও ঘুমের নেশার ট্যাবলেট খেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম। বাসায় আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বেঁধে আমি উত্তেজিত হয়ে আমার স্ত্রীকে হঠাৎ বলে ফেলি, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, চার তালাক, আইন তালাক, গাইন তালাক, বাইন তালাক।

গত কয়েক মাস আগে আমি অবৈধ রাস্তায় গ্রিস যাওয়ার পথে পুলিশে ধরা পড়ি, পুলিশ আমার শরীর, ঘাড় এবং মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে, যার কারণে আমি এখনো অসুস্থ। দেশে আসার কয়েক দিন পর থেকে নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট ও ঘুমের নেশার প্রচুর ট্যাবলেট সেবন করতে থাকি। কেউ কিছু বললে, বিশেষ করে স্ত্রী কিছু বললে আমি

Scanned by CamScanner

উত্তেজিত হয়ে যাই। নিজেকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এমতাবস্থায় ফোনে আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া শুরু হয়। আমি তাকে উত্তেজিত হয়ে মা বলে ফেলি, প্রায় ৯-১০ বার।

পরদিন আমার বাড়িতে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার ভাইবোন-মাসহ ভীষণ কথাকাটাকাটি চলছে। এমন সময় আমার স্ত্রী আমার ভাইয়ের মোবাইলে ফোন করে। আমার ভাই লাউড স্পিকার দেয়, আমার স্ত্রী বিভিন্ন ফালতু কথা বলছিল, হঠাৎ মোবাইলটা আমি হাতে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে তাকে বলি, তোমাকে ১০-১২ তালাক। এ বলে ফোন বন্ধ করে দিই। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, মন থকে উল্লিখিত কথাগুলো আমি কখনো বলিনি। আমার স্ত্রীকে আমি আমার অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, যা যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন, ইহকাল-পরকাল।

উপরোল্লিখিত প্রথম ঘটনার পর বাসা হতে বাইরে গিয়ে জামে মসজিদ বৌ বাজার ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করি, তিনি বিস্তারিত শুনে তাওবা করান। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনার জন্য গাছা মসজিদুন নূর ইমাম সাহেবকে বিস্তারিত বলি, বলার পর তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই তাওবা করান।

অতএব মুফতী সাহেব হুজুরের কাছে এ তিন ঘটনার প্রতিকার কামনা করি। উল্লিখিত ঘটনার তিনটির সময়ই আমি নেশাগ্রস্ত ছিলাম। তিন ঘটনার প্রত্যেকটার তাওবা করি।

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী হারাম বস্তু খাওয়ার দ্বারা নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত প্রথম ঘটনায়ই আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার স্ত্রী আপনার ওপর সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এরপর শরয়ী পদ্ধতিতে হালালা ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম ও ব্যভিচার কাল অতিবাহিত করার শামিল। এ ধরনের মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত থেকে তাওবা করলে তাওবা হয় না। এমতাবস্থায় শরয়ী হালালা ছাড়া আপনাদের একত্রিত হওয়ার অন্য কোনো পন্থা নেই। শরয়ী হালালার পদ্ধতি বিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিকভাবে জেনে নিন। (১৯/৭৮০/৮৪৫৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٠ : وأما السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعا حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء ... ... وإن كان سكره بسبب مباح لكن حصل له به لذة بأن شرب الخمر مكرها حتى سكر أو شربها عند ضرورة العطش فسكر قالوا: إن طلاقه واقع أيضا-

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٣ / ٢٠٦ : وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٩ : وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبارته من الطلاق والعتاق، ... ...

(قوله أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما يخرج من الخشخاش. البنج: بالفتح نبت منبت. وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية. والحق التفصيل، وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع.

وفي تصحيح القدوري عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى.

নেশাগ্রস্তের তালাকে কেনায়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মদ খেয়ে তার স্ত্রীকে বলে, আমাকে আরো মদের বোতল দাও। স্ত্রী উত্তরে বলল, আমি দেব না। স্বামী বলল, এক, দুই, সাড়ে তিন, তুই বের হয়ে যা, তুই চলে যা। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি কী বলেছি, জানি না। এমতাবস্থায় তালাক হবে কি না?

উত্তর : মদপানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্পষ্ট তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় ক্ষেত্রে তালাক পতিত হয়ে যায়। কিন্তু কিনায়া অর্থবোধক অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করলে তালাকের ইচ্ছা ব্যতীত এর দ্বারা তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে তালাক পতিত হবে না। (৩/৬১/৪৫৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٠٣ : وذكر في الفتح هناك: لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه محتمل لفظه، ولو قال لم أنو لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأنه لا يحتمل الرد وإلا صدق -

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ٢/ ٣٩ : وقال عامة أصحابنا إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق من

Scanned by CamScanner

غير نية فعلى هذا القول يحتمل أن يكون قوله ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق وقع سهوا من الكاتب وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكنايات إذا قال نويت به الطلاق، وهو صواب؛ لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى النية ـ

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۲/ ۷۱ : الجواب-انشاء طلاق کے لئے اصل لفظ صیغۂ ماضی ہے یعنی میں نے اس کو طلاق دی، اگر یہ لفظ ہوتا تو وہ انشاء طلاق کے معنی اور نسبت الی الزوجہ میں صریح ہوتا کہ نیت کی ضرورت نہ ہوتی اور حالت سکر میں زجراو قوع طلاق کا حکم دیا جاسکتا،... قواعد فقہیہ سے وقوع طلاق کا زجرا حکم دینا تو ثابت ہے، لیکن کسی نیت اور ارادے کا زجرا ثابت کردینا میرے خیال میں ثابت نہیں، پس صورت مسئولہ میں وقوع طلاق کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔

নেশা অবস্থায় তিন তালাক দিলেও রুজু করা যায় না

প্রশ্ন : আমার স্বামী মদ পান করে এবং বদমেজাজি। মাঝেমধ্যেই আমাকে বলত, তোকে ছেড়ে দেব, তুই আমার বউ না। গত ২৩ জানুয়ারি আমার স্বামী আমাকে বলেছে, তোকে তালাক দিলাম, তোকে তালাক দিলাম, তোকে তালাক দিলাম। পরে আমাকে বলল, তোকে বরবাদ করে দিয়েছি। তারপর আমার সামনে আমার ননদ বেবীকে মোবাইল করে বলল, আমি বিলকিসকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। এরপর করাচি থেকে আমার ননদ এসে বলল, একবারে তিন তালাক দিলেও এক তালাকই পতিত হয়, রুজু করলে ঠিক হয়ে যাবে। তারপর ঘর-সংসার করতে লাগলাম। ১০ ফেব্রুয়ারি ননদ ও আমার ছেলের সামনে বলল, তোকে ছেড়ে দিয়েছি।

স্বামীর বক্তব্য : যা বলিব সত্য বলিব, গত ২৩ জানুয়ারি আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, তোকে তালাক দিলাম, তোকে তালাক দিলাম, তোকে তালাক দিলাম। তারপর আমি আমার বোন বেবীকে মোবাইলে বলেছি, আমি বিলকিসকে ছেড়ে দিয়েছি। বোন করাচি হতে এসে বলল, নেশা অবস্থায় তিন তালাক দিলেও এক তালাকই পতিত হয়। রুজু করলে ঠিক হয়ে যাবে। তাই আমি রুজু করে নিলাম। পরে ১০ ফেব্রুয়ারি আমি আবার বলি–তোকে ছেড়ে দিছি, তোকে ছেড়ে দিছি....। তবে এখন আমি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছুক। আমি পূর্বোক্ত দুবারই নেশাগ্রস্ত ছিলাম। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত বস্তু। বিহিত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষত একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীদের রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। আর নেশা করাও শরীয়তের আলোকে এবং রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। তথাপি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তালাক দিলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা পতিত হয়ে যায়। এমনকি একসঙ্গে তিন তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায়। অতএব আপনার ২৩ জানুয়ারির বক্তব্য অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা আপনার জন্য অবৈধ। শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করা ব্যতীত তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ও স্বামী স্ত্রীসুলভ আচরণ সম্পূর্ণ অবৈধ ও যিনার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের কাছ থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৫/২৪৮/৬০৩৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٤٠٣ (٥٢٦٤) : عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: «لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك» -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٩ : إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبارته من الطلاق والعتاق، والبيع والإقرار، وتزويج الصغار من كفء، والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم، وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته، فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء، ويصح إسلامه كالمكره لإرادته لعدم القصد. وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه عن قصد صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران (قوله بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال في الفتح:

Scanned by CamScanner

وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم. وفي البحر عن البزازية المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق. اهـ.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۸۷ : سوال-زید نشہ پی کر اپنی زوجہ کو طلاق طلاق بکتا ہے... ... ... غرضیکہ حالت نشہ میں متعدد بار اپنی بیوی کو طلاق طلاق کہا ہے کیا یہ طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟... ...

الجواب—شامی میں ہے وفی التاتارخانیۃ: طلاق السکران واقع إذا أسکر من الخمر أو النبیذ وھو مذھبنا، پس بموجب اس روایت کے صورت مسئولہ میں زید کی زوجہ مطلقہ ہوگئی پھر اگر زید نے لفظ طلاق تین مرتبہ یا اس سے زیادہ کہا ہے تو اس کی زوجہ مغلظہ بائنہ ہوگئی، رجعت اس سے درست نہیں اور نکاح جدید بھی بلا حلالہ کے درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب طلاق المكره

পরিচ্ছেদ : জোরপূর্বক তালাক

প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করলে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তিকে শত্রুরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করে। যেমন–শত্রুরা বলছে, হয়তো স্ত্রীকে বিদায় করতে হবে নতুবা তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় হয়ে যেতে হবে। এমতাবস্থায় যদি ওই ব্যক্তি বলে যে "তিন তালাক দিলাম" এবং সে ط এর স্থলে ت ও ق এর স্থলে ك উচ্চারণ করে, তাহলে কি স্ত্রী তালাক হওয়া থেকে বেঁচে যাবে? এবং এমন অবস্থায় সর্বমোট কতগুলো পদ্ধতি আছে, যা অবলম্বন করলে স্ত্রী তালাক হবে না এবং নিজের জীবনও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। জানালে খুশি হব।

উত্তর : প্রাণনাশের হুমকি বা চাপের মুখে বাধ্য হয়ে মুখে তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায় বিধায় উল্লিখিত ব্যক্তি যদি প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে তিন তালাক দিলাম বলে তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। طلاق র মধ্যে ط এর স্থলে تও ق এর স্থলে ك বললেও তালাক হয়ে যাবে। এমন অসহায় অবস্থায় তালাক মুখে উচ্চারণ না করে শুধু তালাক লিখে দিলে অথবা তালাক দেওয়ার সাথে সাথে নিজে শুনতে পায়, এমন আওয়াজে ইনশাআল্লাহ বললে তালাক হবে না। (৮/১৭৪/২০৫৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح، ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو " ط ل ق " أو " طلاق باش " بلا فرق بين عالم وجاهل.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٦٦ : (قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء بزازية وخانية، بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لا يقع؛ ولو قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي قنية وقواه في النهر (مسموعا) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع فيصح استثناء الأصم خانية. (لا يقع) للشك (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) وإن مات يقع.

জোরপূর্বক তালাকের ব্যাপারে হানাফী ইমামদের মত

প্রশ্ন : 'তালাকে মুকরাহ' তথা জোরপূর্বক তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ আছে কি না? থাকলে তা কী ধরনের?

উত্তর : হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য সমস্ত ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তালাকে মুকরাহ কার্যকর হবে। তবে দু-একটি পদ্ধতি এমন পাওয়া যায়, যেখানে তালাকে মুকরাহ পতিত হয় না। (৪/১০৪/৬০৯)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢٤/ ٤٠ : وقالوا: طلاق المكره واقع، سواء كان المكره سلطانا، أو غيره أكرهه بوعيد متلف، أو غير متلف.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٣٤٤ : (قوله وطلاق المكره واقع) وبه قال الشعبي والنخعي والثوري (خلافا للشافعي) وبقوله قال مالك وأحمد فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح طلاقه ولا خلعه، وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

Scanned by CamScanner

জোরপূর্বক তালাকের প্রকার

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব মতে, তালাকে মুকরাহের কোনো প্রকারভেদ আছে কি না? থাকলে তা কী ধরনের? তালাকে মুকরাহ কার্যকর হবে বললে সন্ত্রাসীদের সুযোগ বাড়ে। অস্ত্রের মুখে স্ত্রীকে তালাক দিতে অকারণে বাধ্য করবে। স্বামী ভয়ে তালাক দিয়ে দেবে। আর এভাবে তার মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে। জনমনে জেগে ওঠা এ ধরনের প্রশ্নের নিরসনে কী বলা যায়?

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, সাধারণত তালাকে মুকরাহ পতিত হয়। যদি মুকরাহ সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে যায় এবং অকারণে বাধ্য করে তাকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এমতাবস্থায় উল্লিখিত বিশেষ দুটি পন্থার যেকোনো একটি অবলম্বন করলে আপনার উল্লিখিত প্রশ্নের নিরসন হতে পারে।
(ক) যদি মুকরাহ মুখে তালাকের শব্দ উচ্চারণ না করে লিখিতভাবে তালাক দিয়ে থাকে।
(খ) মুকরাহ তালাকের শব্দ মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে দেয়। যদি ইনশাআল্লাহ কমপক্ষে নিজে শুনে এমনভাবে চুপে চুপে বলে, তাও যথেষ্ট। **(৪/১০৪/৬০৯)**

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

📖 فيض الباری (ربانی بکڈپو) ٤ / ٣١٦ : وصرح أن الوجه الفقهي يؤيده، وقوى مذهب الحنفية. قلت: وقد رخص الحنفية بالتورية، فاعتبروا توريته ديانة وقضاء، فقد أخرجوا له سبيلا، إلا أنه إذا عجز واستحمق هو، ولم يعمل بما رخص به، فكيف لا نعتبر بطلاقه.

জোরপূর্বক তালাকের স্ট্যাম্পে দস্তখত নিলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমার দূরসম্পর্কের এক মামাত বোনের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমের সূত্রে আমরা দুজন উভয় পরিবারের অজান্তে গোপনে দৈহিক মিলনের পূর্বে যিনার হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন মাওলানার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে অর্থাৎ মোহরানা, সাক্ষী ও ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিয়ের কাজ সম্পাদন করি। সরকারি

Scanned by CamScanner

কাবিননামায় রেজিস্ট্রি করা হয়নি। বিয়ের মধ্যে আমি তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিনি এবং ভবিষ্যতে মেয়ের পক্ষ থেকে ডিভোর্স দেওয়ার কথাও হয়নি। অতঃপর বিবাহ সম্পাদনের পর একাধিকবার মিলন হয়। ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে আমার মামা সামাজিকতা রক্ষায় এটি খারাপ মনে করেন। এ জন্য তিনি তাঁর মেয়েকে আমার ব্যাপারে বিভিন্ন নিন্দামূলক কথা বলে আমার প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি করেন। ফলে মেয়েটি একটি স্ট্যাম্পে নিম্ন কথাগুলো লিখে :

আমি মো. শাহজাহানের মেয়ে মোছাম্মৎ শারমিনা আক্তার তোমাকে (স্বামীকে) স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সারা জীবনের জন্য হারাম ঘোষণা করলাম। অতঃপর আমার মামা আমাকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে স্ট্যাম্পের লেখাগুলো পড়ে শোনান এবং স্ট্যাম্পের ওপর স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। আমি তখন স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করি। একপর্যায়ে আমাকে বাধ্য করেন। তখন আমি নিরুপায় হয়ে মুখে কিছু না বলে শুধুমাত্র স্ট্যাম্পে একটি স্বাক্ষর করি।

এখন আমার প্রশ্ন হলো,

১. উপরোক্ত কর্মকাণ্ডে তালাক হয়েছে কি না?
২. তালাক হলে কোন প্রকার তালাক হবে?
৩. যদি তালাক না হয়ে থাকে তাহলে সে এই অবস্থায় অন্য কোথাও বিবাহ করতে পারবে কি না?
৪. যদি বিবাহ করে তাহলে কী পরিমাণ গোনাহ হবে?
৫. সে যদি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে তালাক দিতে বাধ্য করে তাহলে তালাক না হওয়ার কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত তালাকের অধিকার একমাত্র স্বামীকে দিয়েছে, স্ত্রীকে নয়। তাই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তার নফসের ওপর তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান না করা হলে স্ত্রী স্বামীকে হারাম ঘোষণা করা বা তালাক দেওয়া কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত শারমিনা স্ট্যাম্পে তার স্বামীকে সারা জীবনের জন্য হারাম ঘোষণা করা এবং স্বামী ওই স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করার দ্বারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি। এমতাবস্থায় অন্য কোথাও বিবাহ দিলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। বরং অবৈধ সম্পর্কে ও ব্যভিচারের গোনাহে লিপ্ত থাকবে। তবে সর্বাবস্থায় মেয়ের অভিভাবকের অগোচরে এ ধরনের বিবাহ অনুচিত। (১৮/৭১৫/৭৮৪৪)

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤ / ٣٧٧ : واما ركن الطلاق فهو هذه اللفظة الصادرة من الزوج.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في القنية وغيرها اه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

📖 نظام الفتاوی ٢ / ٢٤٥ : طلاق دینے کا حق اللہ تعالی اور اس کے رسول نے صرف مرد کو دیا ہے اگر عورت دے دے تو وہ طلاق واقع ہی نہیں ہو گا۔

চাপের মুখে তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি বিয়ে করেছি ছয় বছর হয়েছে। পাঁচ মাস আগে তৃতীয় পক্ষের কিছু মানুষ আমাকে ঘরে আটক করে জোর-জবরদস্তি করে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করে। আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর তারা আমাকে মারধর করে। পরে আমি বাধ্য হই তালাকের জন্য। পরে আমি বলেছি, আমার স্ত্রী শারমিনকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এবং বায়েন তালাক। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি না?

উত্তর : বাধ্য হয়ে তালাক উচ্চারণ করলেও ওই তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। ওই স্ত্রী নিয়ে শরয়ী হালালা ছাড়া ঘর-সংসার করার বর্তমানে কোনো সুযোগ নেই। **(১৮/৯৭৮/৭৯৭৩)**

জোর-জবরদস্তির মুখে সাদা কাগজে দস্তখত করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমার ভায়রার ছেলে একটি হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে কোর্ট এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে করে। এতে তার বাবা-মা ক্ষুব্ধ হয়ে মেয়েকে আটকে রেখে ছেলেকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ছেলে মেয়ের বাড়িতে গেলে তার বাবা-মা লোকজন দিয়ে তাকে

Scanned by CamScanner

মারপিট করে এবং তাকে তালাক দিতে বলে যে "তুই মেয়ের প্রতি দাবিদাওয়া ছেড়ে দে, নয়তো তোকে মেরে ফেলব।" শেষে তার থেকে জোরপূর্বক একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ছেলে খুলনায় চলে যায়। এদিকে মেয়ে গোপনে বাড়ি ছেড়ে খুলনায় ছেলের কাছে চলে যায়। প্রশ্ন হলো, এরূপ জোরপূর্বক স্বাক্ষর দেওয়ার দ্বারা যা সাদা কাগজে ছিল, তালাক পতিত হবে কি না? এবং ওই মেয়ে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে কি না? উল্লেখ্য, ছেলে মুখে তালাকের কোনো শব্দ ব্যবহার করেনি।

উত্তর : জোরপূর্বক সাদা কাগজে বা তালাকনামায় দস্তখত নিলেও তালাক পতিত হয় না বিধায় আবেদনকারীর বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকলে প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। তাই তারা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারবে। (১৭/৩৮৩/৭০৯৮)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢٢٠ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

বাধ্য হয়ে খোলানামায় স্বাক্ষর করলেই তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমাদের পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে আটকে রেখে তারা আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক তালাক নিতে চায়। কিন্তু আমি তালাক দেইনি। কিছুদিন পর তারা উকিল দ্বারা লিখিত একটি খোলানামা লিখে সেখানে আমাকে স্বাক্ষর করার জন্য বাধ্য করে। আমি অপারগ হয়ে সেখানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হই। কিন্তু আমি মৌখিক কোনো তালাক দেইনি এবং খোলানামায় স্বাক্ষর করার সময়ও আমার অন্তরে কোনো তালাকের নিয়্যাত ছিল না। আমি তাকে কোনো দিন তালাক নেওয়ার ক্ষমতা দেইনি বিয়ের কাবিন সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রিও হয়নি।

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন হলো, শুধু খোলানামায় স্বাক্ষর করার দ্বারা তালাক হয়ে যায়, নাকি মৌখিক তালাকও প্রয়োজন? যদি তালাক না হয় তবে আমার স্ত্রীকে আনার শরয়ী পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যদি জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে শুধু তালাকনামা লিখে নেয় অথবা খোলানামায় স্বাক্ষর নেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঘর-সংসার করতে কোনো বাধা নেই। (১৬/৬৭২/৬৭৫২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٥٣٣ : جواب—صورت مسئولہ میں اگر زید نے زبان سے طلاق نہیں کہا بلکہ بوجہ جبر واکراہ کے محض تحریر پر انگوٹھا لگادیا تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔

নির্যাতনের মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি কয়েক দিন পূর্বে হালিমা নামক একটি মেয়েকে পরিবারের অগোচরে বিয়ে করি। পরে যখন আমি তাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসি তখন এ নিয়ে বাড়িতে তুমুল সমস্যার ঝড় বইতে থাকে। কেউই আমার বিয়ে মেনে নিল না। উল্টো আমাকে শারীরিক অত্যাচার করল ও আমার স্ত্রীকে নানা ভয় দেখাল। একপর্যায়ে আমার বড় ভাই আমাকে দিয়ে তিন তালাক মুখে উচ্চারণ করাল। আমি তার কথামতো এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে ফেললাম। পরে সে আমাকে বলল, বাইন বলতে। আমি তার সাথে সাথে বাইন তালাক বলে ফেললাম। প্রশ্ন হলো, এভাবে নিজের পছন্দে বিয়ে করা কি অপরাধ? এবং উক্ত ঘটনায় আমার স্ত্রী কি তালাক হয়ে গেছে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাতা-পিতার অপছন্দনীয় পাত্রীকে বিবাহ করা অনুচিত। এতদসত্ত্বেও বিবাহ হয়ে গেলে বিশেষ কোনো অসুবিধা না হলে অভিভাবকগণের তা মেনে নেওয়া উচিত। ওই স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা অন্যায় ও গোনাহ। এতদসত্ত্বেও চাপের মুখে পড়ে মুখে উচ্চারণ করে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। তাই ওই স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার ওপর সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। তার প্রাপ্য মহর ও ইদ্দতকালীন খোরপোশ দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে হবে। (১৩/৬৮৬/৫৪০৮)

📖 فتح القدير (حبيبية) ۳ / ۳۲۹ : (قوله وطلاق البدعة) ما خالف قسمي السنة، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه هو، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۸ / ۱۱۰ : الجواب — جہاں لڑکا خواہشمند ہے والدین کو وہاں ہی نکاح کرانا چاہئے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خلاف کرنے میں زوجین میں موافقت نہ ہو، اور لڑکے کو حتی الوسع والدین کی اطاعت کرنی چاہئے لیکن اپنی خواہش اور رضا کی موافق خلاف والدین کی مرضی اگر نکاح کریگا تو گنہ گار نہیں ہے بعد نکاح کے والدین کو جس طرح ہو راضی کرلیوے.

কনের বাবা কনেকে তালাকনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আমার মেয়ের জামাইয়ের অসন্তোষজনক কার্যকলাপের কারণে তাকে অনেকবার সাবধান করেছি। কিন্তু সে কিছুতেই ঠিক হয়নি বলে গত কিছুদিন আগে আমার মেয়েকে একটি তিন তালাকের নোটিশে সই করতে বলি, কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই তাতে রাজি হচ্ছিল না। যা হোক, পরে আমার চাপে পড়ে সে দস্তখত করে দেয়। এ নোটিশ জামাইয়ের কাছে পৌঁছলে তার টনক নড়ে। এখন সে সমাধানে আসতে চায়। আমি প্রথমত রাজি না হলেও তার পীড়াপীড়িতে অবশেষে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েছি। প্রশ্ন হলো, তাদের তালাক হয়েছে কি না? শরীয়ত অনুযায়ী কোনো বাধা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মেয়েকে যদি পিতা এমনভাবে বাধ্য করে যে সে দস্তখত না দিলে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করার প্রবল আশংকা ছিল, তাহলে দস্তখত করার দ্বারা তার ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা জোরপূর্বক তালাক লিখে নেওয়ার দ্বারা তালাক পতিত হয় না, যদি সে মুখে তালাকের উচ্চারণ না করে। (১৩/৮৫০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ١٦٥ : الجواب- جبرا طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے۔

স্বামী থেকে জোরপূর্বক তালাক নিয়ে সাথে সাথে মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : এক লোকের স্ত্রীর সাথে আরেক লোকের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে তার নিকট যাওয়া-আসা করে। উক্ত ঘটনা গ্রামের লোকজনের চোখে পড়লে গ্রামবাসী ওই মহিলার স্বামী থেকে জোরপূর্বক তালাক নেয় এবং ওই বৈঠকেই ওই ছেলের সাথে মহিলার জোরপূর্বক বিবাহ পড়িয়ে দেয়। ছেলেটি বিবাহের পর পালিয়ে যায়। বেশ কয়েক দিন পর ফিরে এসে ওই মহিলার সাথে ঘর-সংসার করছে। উল্লেখ্য, জোরপূর্বক বিবাহ পড়ানোর সময় ওই ছেলে প্রথম ও দ্বিতীয়বার কবুল বলেনি। তৃতীয়বার সে শুধু একবার কবুল বলেছে।

প্রশ্ন হলো, মহিলার স্বামী থেকে জোরপূর্বক তালাক নিয়ে তখনই ওই ছেলের সঙ্গে বিবাহ পড়ানো ঠিক হয়েছে কি না? এবং বর্তমানে তাদের ঘর-সংসার বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে এখন করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জোরপূর্বক কারো স্ত্রীর তালাক নেওয়া বড় অন্যায় ও গোনাহ। এতদসত্ত্বেও স্বামীর মৌখিকভাবে দেওয়া তালাক পতিত হয়ে যায়। কিন্তু তালাকের পর ইদ্দত পালন ব্যতীত অন্যের সাথে বিবাহ সহীহ হয় না বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত তালাকের পর বিবাহ সহীহ হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস ও সংসার করা বৈধ হবে না। পূর্বের স্বামীর তালাকের ইদ্দত শেষে নতুনভাবে বিবাহ হলেই তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়।

উল্লেখ্য, বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কবুল তিনবার বলা জরুরি নয়, একবার বলাই যথেষ্ট। (১১/১০৫/৩৪৫৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٥ : ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهُ﴾

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۰۶ : الجواب — نکاح کا انعقاد نفس ایجاب و قبول کے صرف ایک مرتبہ کرنے سے ہو جاتا ہے، تین مرتبہ دہرانا ضروری نہیں اور نہ یہ امر مستحب ہے۔

চাপের মুখে পড়ে অন্যের সাথে মুখ মিলিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : আমি কামরুন্নাহারকে আমাদের পরিবারের অগোচরে বিয়ে করি। কিন্তু বিষয়টি জানতে পারলে আম্মু ও মাস্টার চাচা কামরুন্নাহারকে তালাক দিতে আমাকে চাপ সৃষ্টি করে। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। বললাম, আমার পক্ষে কামরুন্নাহারকে তালাক দেওয়া সম্ভব নয়। এটি শুনে আমার মা আমাকে হুমকি দেয় যে তাকে তালাক না দিলে হয় তুই শেষ হয়ে যাবি, না হয় আমি। তখন আম্মু অসুস্থ ছিল। মায়ের জীবন রক্ষার্থে আমি ভয়ে ভয়ে মাস্টার চাচার সাথে মুখ মিলিয়ে কামরুন্নাহারকে তালাক দিয়েছি; কিন্তু আমার মনে তালাকের নিয়্যাত ছিল না। আমি শুধু চাচার মুখে মুখ মিলিয়ে বলেছি, আমীনের মেয়ে কামরুন্নাহারকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই তালাক হবে কি না?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তাই বিশেষ অপারগতা ও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক প্রদান গোনাহ। যেহেতু তালাক অত্যন্ত নাজুক বিষয়, তাই স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে স্বজ্ঞানে যেকোনো অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। চাই খুশি মনে হোক বা ঠাট্টা করে হোক। এমনকি অন্যজনের চাপের মুখেও স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ সত্য হলে শরীয়তের আলোকে কামরুন্নাহারের ওপর প্রদত্ত তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা যাবে না। তবে ওই মহিলা তালাকের ইদ্দত পালন করার পর অন্যত্র স্বামী গ্রহণ করে তার সাথে ঘর-সংসার করার পর সেই স্বামী মারা গেলে বা স্ত্রী তালাক হয়ে গেলে পুনরায় ইদ্দত পালন করে প্রথম স্বামীর সাথে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১১/১৭২/৩৫১৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٣٥٤ : ورأى الحنفية: أن طلاق المكره واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بالأثر المترتب عليه، كالهازل، فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».

জানের ভয়ে তালাকনামা লিখে দিয়ে তা পড়ে শোনানোর হুকুম

প্রশ্ন : লালু মিয়া একটি মেয়েকে বিয়ে করার পর জানতে পারে যে ওই মেয়েকে একটি ছেলে ভালোবাসত। একদিন তাকে সন্ত্রাসী দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বলে, তালাকনামা লিখে দে, অন্যথায় জানে মেরে ফেলব। লালু মিয়া জানের ভয়ে তালাকনামা লিখে দেয়। লেখার পর বলে, বল শালা কী লিখলি! তখন লালু ভয়ে পড়ে শোনায়। পরে মেয়েটিকে ওই ছেলে বিবাহ করে। এখন জানার বিষয় হলো, তালাক হয়েছে কি না? হলে কোন প্রকারের তালাক এবং কয় তালাক হয়েছে। আর এ বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : জোরপূর্বক স্বামীকে দিয়ে তালাকনামা লেখানোর সময় যদি স্বামী মুখে তালাক উচ্চারণ না করে তবে স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। কিন্তু প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে লেখার পর তালাকনামা পড়ে শোনানোর কারণে তালাকের সাথে যদি কোনো সংখ্যা উল্লেখ না থাকে তাহলে শুধুমাত্র এক তালাকে রজঈ হবে। আর সংখ্যা উল্লেখ থাকলে সে হিসেবে তালাক হবে। ইদ্দতের ভেতরে অন্য স্বামীর জন্য উক্ত তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ করলে তা শুদ্ধ হবে না। (১০/১৬২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٦٨ : ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۳۳۳ :الجواب- طلاق یا وفات کی عدت میں کیا گیا نکاح کالعدم رہے گا، عدت گزرنے کے بعد جو نکاح پڑھا جائے اس کا اعتبار ہوگا۔

মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রীর থেকে তালাকনামায় দস্তখত নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমার বড় স্ত্রীর ভাইয়েরা আমার ছোট স্ত্রী ও আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক কাজি অফিসে নিয়ে যায় এবং কাজি সাহেবের লিখিত তালাকনামা উভয়কে পড়ায় এবং বাধ্যতামূলক উভয়ের থেকে তালাকনামায় স্বাক্ষর নেয়। এখন জানতে চাই, আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ আছে কি না?

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, স্বামী থেকে মৌখিক উচ্চারণ ছাড়া শুধুমাত্র তালাকনামায় জোরপূর্বক দস্তখত নিলে তালাক পতিত হয় না। পক্ষান্তরে জোরপূর্বক মৌখিক তালাক উচ্চারণ করানোর দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নের বিবরণ মতে স্বামী দস্তখতের সাথে মৌখিকভাবেও তালাকে বায়েন ও খোলা তালাক উচ্চারণ করেছে বিধায় এ স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুন মহরানা নির্ধারণ করে পুনরায় বিবাহ পড়িয়ে ঘর-সংসার করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে আর এক তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১০/২৩৮/৩০৯০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٧١ : (قوله الواقع به، وبالطلاق على مال طلاق بائن) أي بالخلع الشرعي أما الخلع فقوله - عليه الصلاة والسلام - الخلع تطليقة بائنة، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكناية بائن.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٤٦ : وقيدنا بكونه على النطق لأنه لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٣٠٦ : أن الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن، وحينئذ فيدخل فيه الطلاق الرجعي والطلاق على مال وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح الواقع بها البائن، مثل: أنت طالق بائن

Scanned by CamScanner

أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة إلخ فهذا كله صريح لا يتوقف على النية، ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن.

সাদা কাগজ বা তালাক লেখা কাগজের ওপর জোরপূর্বক স্বাক্ষর নিলেই তালাক হয় না

প্রশ্ন : তালাক লিখিত কাগজে স্বামী থেকে জোরপূর্বক স্বাক্ষর নিলে বা সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে এর ওপরে তালাক লিখে দিলে তালাক পড়ে কি না? জোরপূর্বক মুখে তালাক উচ্চারণ করিয়ে নিলে তালাক পড়ে কি না?

উত্তর : জোরপূর্বক তালাকনামায় স্বাক্ষর নিলে বা সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে এর ওপর তালাক লিখে দিলে কোনো তালাক পড়ে না। অবশ্য চাপে পড়ে স্বামী তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হয়। এমতাবস্থায় সংখ্যাবিহীন শুধু তালাক বা এক তালাক উচ্চারণ করলে এক তালাক হয়। দুই তালাক উচ্চারণ করলে দুই তালাক হয় এবং তিন তালাক উচ্চারণ করলে তিন তালাক পড়ে যায়।

এক বা দুই তালাকের রজঈ ইদ্দত তথা তিন হায়েজ পার হওয়ার পূর্বে ওই স্ত্রীকে এমনিতে রাখা যায়। নতুনভাবে বিয়ে করতে হয় না। কিন্তু বিরতির মধ্যে ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিয়ে করে রাখতে হয়। পক্ষান্তরে তিন তালাক পড়ে যাওয়া অবস্থায় কোনোভাবে রাখা যায় না, ওই স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায়। **(৭/৩৪৬/১৬৭১)**

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

Scanned by CamScanner

এক স্ত্রীর চাপে পড়ে অন্য স্ত্রীকে লিখিত তালাক প্রদান করা

প্রশ্ন : আমি কিছুদিন পূর্বে দ্বিতীয় বিয়ে করি। ফলে দিনগুলো খুব ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমার বড় বউয়ের চাপে পড়ে এই কাগজ লিখতে বাধ্য হই, "আমি তাকে তালাক, তালাক দিলাম, দুই তালাক। উল্লেখ্য, এই তালাকের ব্যাপারে আমি তাকে নগদ ছয় হাজার টাকা দিয়েছি। এই কাগজ আমি আমার মন থেকে লিখিনি। প্রশ্ন হলো, আমার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক একটি ঘৃণিত ও গোনাহের কাজ। অকারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মহা অপরাধ। অন্য স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য তালাক দেওয়া শরয়ী ও যুক্তিসংগত কারণ নয়। এ ধরনের তালাকের চাহিদা এবং চাহিদা পূরণ সম্পূর্ণ অবৈধ ও মারাত্মক গোনাহ। প্রশ্নের বিবরণ মতে, এক স্ত্রীর কথায় অন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ হয়েছে। এমতাবস্থায় "তালাক, তালাক দিলাম, দুই তালাক" প্রত্যেকটি লেখার সময় পৃথক পৃথক তালাক দেওয়ার নিয়্যাত থাকলে ওই স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী বাক্য দুই তালাক লেখার দ্বারা পৃথক তালাকের নিয়্যাত না থাকলে দুই তালাকে রজঈ হয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দত তথা তিন ঋতুস্রাব অতিক্রম না হয়ে থাকলে স্বামী-স্ত্রীর আচরণ করলেই বিবাহ বহাল থাকবে। আর তিন ঋতু অতিবাহিত হয়ে গেলে নতুনভাবে মহর ধার্য করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু উভয় অবস্থায় ভবিষ্যতে আর এক তালাক দিলেই উক্ত স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে হারাম হয়ে যাবে। (৭/৩৪৬/১৬৭১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من

Scanned by CamScanner

غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة " وهذا عندنا.

স্বামীর অজান্তে জোরপূর্বক খোলানামায় স্বাক্ষর

প্রশ্ন : প্রায়ই আমার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ি চাপ সৃষ্টি করে তাদের মেয়েকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছি। কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী ও আমার ছেলের মাঝে তুমুল কথাকাটাকাটি হয়। যার জেদ ধরে আমার স্ত্রী তার বাবার ঘরে চলে যায়। আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তারা আমাকে বলে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে। আমি বললাম–অসম্ভব, আমি মরে গেলেও আমার স্ত্রীকে ছাড়ব না। একপর্যায়ে তারা আমাকে তাদের লোক মারফত কাজি অফিসে নিয়ে যায় এবং সেখানে আমার থেকে একটি দস্তখত নেয়। উল্লেখ্য, কাগজটি কিসের ছিল, তা আমি জানি না এবং আমাকে এ ব্যাপারে কাজি সাহেবও অবগত করেননি। এমতাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে পুনরায় ঘর করতে পারব কি না?

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্ত্রীপক্ষ স্বামীর নিকট হতে খোলানামায় জোরপূর্বক দস্তখত নিয়েছে। এ বর্ণনা যদি সত্য হয়ে থাকে এবং স্বামী দস্তখত করার সময় অথবা দস্তখতের আগে বা পরে মৌখিকভাবে কোনো রকমের তালাকের শব্দ বা এমন কোনো শব্দ, যা খোলার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন বোঝায় উচ্চারণ না করে থাকে, তাহলে স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। উক্ত স্ত্রী নিয়ে স্বামীর জন্য ঘর-সংসার করা জায়েয হবে। (৪/২০৫/৬৪০)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ۲/ ۲۲۰ : رجل أكره بالضرب والحبس على ان يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لاتطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا -

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۲٤٦ : وقيدنا بكونه على النطق لأنه لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا

Scanned by CamScanner

تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٩ : ولا بد من قبولها لأنه عقد معاوضة، أو تعليق بشرط، فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه.

প্রাণনাশের হুমকির মুখে স্ট্যাম্পে তালাক লিখে স্বাক্ষর করা

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে কতিপয় লোক আমাকে আটকে রেখে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে। আমি এতে রাজি না হলে আমার ওপর শারীরিক অত্যাচার করে, এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেয়। ফলে সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ট্যাম্প কাগজে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখে দিই এবং স্বাক্ষর করে দিই :

"আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলাম – মোঃ কামরুল হক"

এ কথাটি যদিও লিখে দিয়েছি, কিন্তু আমি মুখে উচ্চারণ করিনি এবং অন্তর থেকে লিখিনি। পরে স্ট্যাম্পটি উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারব কিনা? সে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে কি না? হলে তাকে নিয়ে পুনরায় সংসার করার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : জোরপূর্বক লিখিত তালাক নেওয়ার সময় স্বামী যদি তালাকের উচ্চারণ না করে, তালাক পতিত হয় না। সুতরাং কামরুল হকের স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি বিধায় ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করতে কোনো অসুবিধা নেই। (৩/১০২/৪৮৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۷۷ : لیکن اگر جبراً طلاق لکھوائی جائے اور شوہر زبان سے کچھ نہ کہے تو طلاق واقع نہ ہوگی فلو أکرہ علی أن یکتب طلاق امرأتہ فکتب لا تطلق.

জোর প্রয়োগ করে তালাক নেওয়া ও জোর প্রয়োগকারীর হুকুম

প্রশ্ন : স্বামীর কাছ থেকে জোরপূর্বক তালাক নিলে তালাক হয়ে যাবে কি না এবং যারা স্বামীকে আটকে জোরপূর্বক তালাক নেবে তাদের বিবি শরীয়তের দৃষ্টিতে থাকবে কি না? ইসলামী শরীয়তে এ রকম করা কতটুকু জঘন্য অপরাধ?

উত্তর : মৌখিকভাবে স্বামীর কাছ থেকে জোরপূর্বক তালাক নিলে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অপারগ হয়ে মুখে কিছু না বলে শুধু তালাকনামা লিখে দিলে তালাক হবে না। জোরপূর্বক তালাক নিলে যদিও তালাক পতিত হয়ে যায় কিন্তু যারা জোর করেছে তারা সবাই কবীরা গোনাহ করেছে। তবে তাদের বিবি তালাক হবে না। (৩/১৫৩/৫০৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

গলায় ছুরি ধরে তালাক উচ্চারণ করানো

প্রশ্ন : আমি রোজিনা নামক একটি মেয়েকে তার পরিবারের অজান্তে বিয়ে করি। তারপর তার নানা আমাদের একটি ঘরে আটকে আমাকে তালাক দিতে চাপ সৃষ্টি করে। আমি তালাক দিতে রাজি না হলে তার মামা উত্তেজিত হয়ে আমার গলায় ছুরি ধরে। তারপর নানা আমাকে শিখিয়ে দেয়, বল এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। তখন আমিও জানের ভয়ে শুধু বলেছি, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। উল্লেখ্য, এ সময় আমি মেয়ের বাবা কিংবা তার নামও বলিনি। প্রশ্ন হলো, এভাবে জোরপূর্বক তালাক নেওয়ার দ্বারা আমার স্ত্রী তালাক হবে কি না? মেয়ের নানা যখন তালাক শব্দগুলো উচ্চারণ করিয়ে দেয় তখন তার স্ত্রীও পাশে বসা ছিল, এমতাবস্থায় তার স্ত্রীও কি তালাক হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জোরপূর্বক তালাকের ঘটনায় তালাকের শব্দ উচ্চারণ করলেই তালাক পতিত হয়ে যায় বিধায় স্ত্রীর ওপর পূর্ণ তিন তালাক পতিত হয়ে তার চলমান সংসার হারাম হয়ে গিয়েছে। এর জন্য স্ত্রীর নাম-ঠিকানা বলে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি তালাকের শব্দ উচ্চারণ করার জন্য জোর করিয়েছে ওই সময় তার স্ত্রী নিকটে থাকলেও তার ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। তবে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে। (৩/১৬১/৫২৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥ : فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه.

আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে স্বামীর মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার স্বামীর কাছে আমি জোরপূর্বক তালাক চাই। আমাকে তালাক দাও না হলে আমি আত্মহত্যা করব। আমাকে বাঁচানোর জন্য তখন সে আমাকে তিন তালাক প্রদান করে। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মুখে তিন তালাক দিলেও অন্তর থেকে তালাক দেয়নি। আমার চাপের মুখে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। এতে ইসলামী শরীয়তে তালাক হবে কি না? যদি তালাক হয়ে থাকে তবে আমাদের করণীয় কী?
বি.দ্র.: বর্তমানে আমরা একসাথে জীবন যাপন করছি আমাদের দুটি মেয়ে আছে।

উত্তর : তালাক আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং সমাজেও তা বড় গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া মহা অন্যায় ও মারাত্মক গোনাহ। তা সত্ত্বেও যদি কোনো নারী তার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে বা তালাক দিতে বাধ্য করে আর স্বামী বেচারা বাধ্য হয়ে লিখিতভাবে হোক বা মৌখিক, এক তালাক বা তিন তালাক প্রদান করে তাহলে সর্বাবস্থায় তালাক পতিত হয়ে যাবে। এক বা দুই তালাকের পর স্ত্রীকে পুনর্বহাল রাখার সুযোগ থাকলেও তিন তালাকের পর স্ত্রীকে রাখার কোনো অবকাশ ইসলামী শরীয়তে নেই। সুতরাং আপনার লিখিত প্রশ্নের শেষাংশের বাক্য (আমাকে বাঁচানোর জন্য তখন সে আমাকে তিন তালাক প্রদান করেন কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মুখে তালাক দিলেও অন্তর থেকে দেয়নি।) এর দ্বারা আপনার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। মুখে তিন তালাক দিলে অন্তরে না

Scanned by CamScanner

থাকলেও তা পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। তাই আপনার স্বামীর দেওয়া তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। তার সাথে সংসার করার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। দুজন অবশ্যই পৃথক হয়ে যেতে হবে। এত দিন একসাথে থাকায় বহু বড় গোনাহ হয়ে গেছে। এর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং তাওবা করতে হবে। ওই স্বামীকে নিয়ে যদি পুনরায় সংসার করতে চান তাহলে স্বামীকে পাঠিয়ে তার সঠিক পদ্ধতি অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের নিকট হতে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৪/৩২১/৫৬৩১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣/ ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ / ٤٢٧ : الجواب- اگر صاف لفظوں میں تین دفعہ طلاق دیدی ہے چاہے بھاوج کے کہنے سے دی ہو تو طلاق مغلظہ ہو گئی، اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں، بیوی کو چاہئے کہ وقت طلاق سے تین ماہواری گزار کر دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرلے۔ صاف لفظوں میں طلاق دینے کے لئے نیت کا ہونا اور دل سے دینا ضروری نہیں۔ فقط واللہ اعلم.

নেশাগ্রস্ত থেকে জোরপূর্বক তালাক লিখে নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার পর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা আমার থেকে জোর করে অনেক কিছু লিখিয়ে নেয়। আমি পরে শুনলাম যে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে নিজের স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করা এবং স্ত্রীকে মারধর করা জুলুম ও নির্যাতন বলে গণ্য। এ রকম নারী নির্যাতনকে ইসলাম কোনোক্রমেই সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে নেশা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ ও মারাত্মক গোনাহ। এ রকম গর্হিত কাজ ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করা একান্ত

Scanned by CamScanner

জরুরি। প্রশ্নোল্লিখিত ঘটনায় বাস্তবে স্বামী যদি মুখে তালাকের শব্দ উচ্চারণ না করে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র স্ত্রীপক্ষীয় লোকজনের জোরপূর্বক তার মাধ্যমে তালাক লিখিয়ে নেওয়ার দ্বারা শরীয়তের বিধান মতে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৫/৪৬২/১০৪৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان.

চাপের মুখে তালাকে রজঈকে বায়েনে রূপান্তর করা ও ইনশাআল্লাহ তিন তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীর পক্ষের কতিপয় লোকজনের চাপের মুখে দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাকে রজঈ প্রদান করে। পুনরায় তাদের চাপে এক তালাকে রজঈকে বায়েন তালাকে পরিণত করে। তার পরও তাদের অতিরিক্ত চাপে ইনশাআল্লাহ তিন তালাক দিলাম বলে। উক্ত ঘটনার পরের দিন তার প্রথম স্ত্রী নিজে তার স্বামীকে নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে পুনঃ বিবাহ পড়ায়। এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে কি না? যদি তালাক পতিত হয় তাহলে কত তালাক পতিত হবে? এবং পুনঃ বিবাহ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর : চাপ প্রয়োগে বাধ্য হয়ে স্বামী মৌখিক তালাক প্রদান করলে উক্ত তালাক পতিত হয়ে যাবে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, যেহেতু স্বামী প্রথমে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে এক তালাকে রজঈ প্রদান করেছে, পুনরায় তাকে তালাকে বায়েনে পরিণত করেছে, তাই তার উক্ত স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। আর বায়েন তালাকের

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে স্ত্রী পুনঃ বিবাহের মাধ্যমেই হালাল হয়ে যায়। বিধায় প্রশ্নেবর্ণিত পুনঃ বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং তার সাথে সংসার করা বৈধ।

ইসলামী শরীয়তে ইনশাআল্লাহ বলে তালাক প্রদান করলে তালাক পতিত হয় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত "ইনশাআল্লাহ তিন তালাক দিলাম" দ্বারা কোনো তালাক পতিত হবে না। (১৯/৬৮৯/৮৪০৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه.

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٠٥ : (قوله طلقها واحدة إلخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٨٧ : فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٠٤ : " وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق " لقوله عليه الصلاة والسلام " من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان. ... ... وكذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه كذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক সাদা কাগজ ও খোলানামার ভলিয়মে স্বামী-স্ত্রীর স্বাক্ষর নিলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : ০৩/০৭/০৯ তারিখে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। ০৬/০৭/০৯ তারিখে আমাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। ডিভোর্স হয় এভাবে : আমাকে মেয়ের বাসায় ডেকে নিয়ে যায়। তারপর আমাকে একটা রুমের ভেতর আটকে মারধর করে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক সাদা স্ট্যাম্পে এবং খোলানামার ভলিয়মে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাক্ষর করে দিই। অনুরূপ মেয়েকে অনেক মারধর করে জোরপূর্বক মেয়ের থেকেও সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়। আমরা দুজন দুই রুমে ছিলাম এবং আমরা দুজন মৌখিক কোনো তালাকের কথা বলিনি। পরবর্তীতে দীর্ঘ দুই বছর পর আমরা আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমাদের সংসার কাটে প্রায় দুই বছর। হঠাৎ পারিবারিক সমস্যার কারণে আমার বড় ভাই বলেছে যে আমাদের এই বিয়ে নাকি হয়নি, এই বিয়ে নাকি অবৈধ। প্রশ্ন হলো, জোর করে সাদা স্ট্যাম্পে এবং খোলা তালাকের স্বাক্ষর করলে মৌখিক তালাক না নিয়ে যদি তালাক নেয়, সেটা কি তালাক হবে? আমাদের পরবর্তী বিয়ে বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, মুখে উচ্চারণ করা ব্যতীত শুধুমাত্র লিখিত জোরপূর্বক তালাক নিলে সেটা তালাক বলে গণ্য হয় না বিধায় প্রথম বিবাহটিই বহাল আছে। (১৯/৮৩৩/৮৪৮১)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢٢٠ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣/ ٢٤٩ : لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا-

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥/ ١٦٥ : الجواب- جبر اطلاق لكھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے-

Scanned by CamScanner

স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক ডিভোর্সনামায় স্বাক্ষর নিলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী গত ০৮/০৭/১১ তারিখে আমাকে ছেড়ে অন্য এক ছেলের সাথে চলে যায় এবং ডিভোর্স পাঠায়। তারপর ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আমার কাছে চলে আসে। সে এসে বলে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিভোর্সনামায় সই নেয়। আমি তাকে মহরনা ধার্য করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করি। এমতাবস্থায় তার সাথে আমার সংসার করা শরীয়ত মতে বৈধ হয়েছে কি না এবং দ্বিতীয় বিবাহ কার্যকর হয়েছে কি না?

উত্তর : আপনার স্ত্রী থেকে তালাকনামায় জোরপূর্বক সই নেওয়ার কারণে তালাক পতিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে সে আপনার স্ত্রী হিসেবে বহাল রয়ে গেছে। আর সে নিজ অপকর্মের কারণে আল্লাহ তা'লার দরবারে তাওবা ইস্তেগফার করে নেবে। তালাক কার্যকর না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন বিবাহ করে ঘর-সংসার শুরু করে দিয়েছেন শরয়ী দৃষ্টিকোণে তাতে কোনো আপত্তি নেই। (১৮/৬৮৯/৭৬৬৯)

- فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢٢٠ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.
- رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.
- فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۹/ ۱۵۴ : الجواب- بجبر طلاق نامہ پر دستخط کرا لینے سے جبکہ زید نے زبان سے طلاق نہیں دی اور نہ خود لکھی طلاق واقع نہیں ہوئی اور نکاح ثانی ہندہ کا صحیح نہیں ہوا۔
- احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۶۵ : الجواب- جبراً طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے۔

প্রাণের ভয়ে তালাকনামায় স্বাক্ষর করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমাকে পারিবারিক কলহের জের ধরে একটি অভিভাবক মহল জোরপূর্বক গত ১/৩/২০০১ইং তারিখে একটি তালাকের নোটিশে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করায় আমিও প্রাণের ভয়ে স্বাক্ষর করি। কিন্তু মৌখিক তালাকের কোনো শব্দ উচ্চারণ করিনি।

Scanned by CamScanner

বর্তমানে এক মহলের ভাষ্য, আমার বৈধ স্ত্রী নাকি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। এতে ইসলামী শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : যদি জোরপূর্বক স্বামী থেকে তালাক নেওয়া হয় এবং স্বামীও প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে মুখে তালাক উচ্চারণ না করে লিখিতভাবে তালাক দেয় বা তালাকনামায় দস্তখত করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ সত্য হলে আপনার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে। (৮/১৪০/২০৪২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۶۵ : الجواب- جبراً طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے لہذا صورت سوال اگر صحیح ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔

বলপ্রয়োগ করে স্বামীর মুখে তালাকের উচ্চারণ করানো

প্রশ্ন : কিছু লোক আমার ওপর আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। একজন উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসার আমাকে হুমকি দেয় যে তালাক না দিলে এখনই র‌্যাবের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং একজন র‌্যাব অফিসার তাদের নিজস্ব লোক হওয়ায় তাদের পক্ষে এটা করা খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। আমি অস্বীকার করলে তারা কাগজে লিখে আমাকে স্বাক্ষর করতে বলে। আমি চাপাচাপি এড়াতে কৌশলগতভাবে তালাকের নিয়্যাত ছাড়া এবং মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া স্বাক্ষর করি। এরপর তারা মুখে তালাক বলতে পীড়াপীড়ি করে। আমি চাপ এড়াতে এর স্থলে অনর্থক শব্দ হিসেবে "দি" উল্লেখ করি (অর্থাৎ আমি দি তালাক দিলাম বলি) তারা তা বুঝতে পারেনি। আমার জানা মতে, এতে এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে মনে করে পরমুহূর্তেই আমি মৌখিকভাবে রুজু করে নিই। উক্ত অবস্থায় কত তালাক হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী, জোরপূর্বক লিখিত তালাকের কারণে আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো ধরনের তালাক পতিত হয়নি। তবে পরবর্তীতে দি তালাক দিলাম বলার

Scanned by CamScanner

কারণে এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে এবং পরক্ষণেই মৌখিকভাবে রুজু করার দ্বারা পূর্বের মতো আপনার স্ত্রী হিসেবে বহাল আছে। (১৮/৫২২/৭৭১৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٢٣٦ : وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح، ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو " ط ل ق " أو " طلاق باش " بلا فرق بين عالم وجاهل.

Scanned by CamScanner

باب الطلاق بالكتابة

পরিচ্ছেদ : লিখিত তালাক

তালাকনামা পুড়িয়ে ফেললেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে ভীষণ রাগের বশবর্তী হয়ে "মীর শফিকুল ইসলামের মেয়ে আয়েশা ছিদ্দীকাকে তিন তালাক দিলাম" লিখে তার শাশুড়ির কাছে রেখে আসে। কিন্তু শাশুড়ি তালাকনামার কাগজটা গোপন করে ফেলেন। পরে জানা গেছে, উক্ত কাগজটি তিনি চুলায় পুড়িয়ে ফেলেছেন। স্ত্রীর কাছে পৌঁছেনি। উক্ত সমস্যাটির সঠিক সমাধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্যের সুরাহা তালাক ব্যতীত শরীয়তে বর্ণিত অন্য পদ্ধতিতে করা আবশ্যকীয়। সামান্য কারণে কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে মৌখিক বা লিখিত তিন তালাক প্রদান করা মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ রকম অপরাধ প্রতিরোধকল্পে যথাযথ আইন প্রণয়ন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। এতদসত্ত্বেও স্বামী স্বজ্ঞানে স্বীয় স্ত্রীকে মৌখিক বা লিখিত তিন তালাক প্রদান করলে তা পতিত হয়ে যায়। আর লিখিত তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি স্বামী তালাকনামা স্ত্রীর কাছে পৌঁছার শর্ত সম্পৃক্ত না করে থাকে তাহলে তালাকনামা লেখার সাথে সাথেই স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যাবে, তালাক পতিত হওয়ার জন্য তালাকনামা স্ত্রীর কাছে পৌঁছা শর্ত নয়। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মতে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তালাকনামা লেখার সাথে সাথে আয়েশা ছিদ্দীকার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এখন পক্ষদ্বয়ের পুনরায় সম্পর্ক করার ইচ্ছা হলে স্থানীয় অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের পরামর্শ মতো কাজ করবে। (৮/৬৯/১৯৯৯)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ٢ / ١٨٦ : ثم إذا كتب مطلقا وقال أنت طالق على رسم الكتابة يقع الطلاق كما كتب ولا يتوقف على الوصول إليها.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۳۸۶ : الجواب - خط میں طلاق لکھنے یا لکھوانے سے واقع ہو جاتی ہے خواہ نیت کرے یا نہ کرے یا نیت کر کے نیت سے رجوع کرے اور خواہ وہ خط بی بی کے پاس پہونچے یا نہ پہونچے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۸ : وقوع طلاق کے لئے طلاق نامہ کا عورت تک پہنچنا شرط نہیں، صرف لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لئے صورت سوال میں جب کہ اس شخص نے طلاق نامہ لکھوالیا ہے اس کی بیوی پر اسی قسم کی طلاق رجعی یا بائن واقع ہوگی جو اس نے لکھوائی ہے، اور عدت بھی طلاق نامہ لکھوانے کے وقت سے شروع ہو گئی اگرچہ تاحال عورت تک طلاق نامہ نہ ہی پہنچا ہو۔

তালাকনামা স্ত্রীর হাতে না পৌঁছলেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিদেশে চাকরি করে। সেখান থেকে স্ত্রীর জন্য তালাকনামা পাঠিয়েছে। ওই তালাকনামা স্ত্রীর আব্বার হাতে এসে পড়ে। তার পিতা সাথে সাথে ওই কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সে মেয়ের কাছে দেয়নি। প্রশ্ন হলো, তালাক হবে কি না? যদি না হয়ে থাকে এমতাবস্থায় তালাক হওয়ার পদ্ধতি কী হতে পারে?

উত্তর : শর্তবিহীন তালাকনামা লেখার দ্বারাই সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়, স্ত্রীর কাছে পৌঁছা জরুরি নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত তালাকনামা শর্তবিহীন হলে লেখার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। স্ত্রীর সুবিধার্থে দ্বিতীয় পত্রের মাধ্যমে স্ত্রীকে অবগত করা বাঞ্ছনীয়। (৯/৯৩২/২৯৪৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط (قوله إن مستبينا) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابلة وهو قوله: ولو كتب على وجه الرسالة إلخ فإنه المراد بالمرسوم (قوله مطلقا) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا (قوله طلقت بوصول الكتاب) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم، ولا يصدق في

Scanned by CamScanner

القضاء أنه عنى تجربة الخط بحر، ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي. ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها، فإنه كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۸ : وقوع طلاق کے لئے طلاق نامہ کا عورت تک پہنچنا شرط نہیں، صرف لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لئے صورت سوال میں جب کہ اس شخص نے طلاق نامہ لکھوالیا ہے اس کی بیوی پر اسی قسم کی طلاق رجعی یا بائن واقع ہوگی جو اس نے لکھوائی ہے، اور عدت بھی طلاق نامہ لکھوانے کے وقت سے شروع ہوگئی اگرچہ تاحال عورت تک طلاق نامہ نہ ہی پہنچا ہو۔

তালাকনামা লেখার সাথে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাগ করে একদিন এক টুকরা সাদা কাগজে এভাবে লিখি : "আমি মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। স্বজ্ঞানে মুহাঃ মোক্তার হোসেনের মেয়ে সাহিদা পারভিনকে তিন তালাকে বায়েন দিলাম।" কিন্তু ওই লেখা কাগজ আজ পর্যন্ত তার হাতে পৌছাইনি। তবে কিছুদিন আগে এভাবে এক টুকরা কাগজে এ কথা লিখে তাকে জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তালাকের কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করিনি, শুধু কাগজে লিখেছি আর লেখার কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছি। একদিন আমার মা ফোন করল যে বাসায় কী হয়েছে? আমি বললাম, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তখন আমার মনে ১, ২, ৩ তালাক বা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু বলেছি, ওকে ছেড়ে দিয়েছি। অতএব মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় কিভাবে হালালভাবে আমরা দুজন জীবন যাপন করতে পারি তা জানিয়ে আমাদের হালাল জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করতে হুজুরের মর্জি কামনা করি।

উত্তর : স্বামী তার স্বীয় স্ত্রীকে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে তালাক দিলে উভয় অবস্থায় তালাক পতিত হয়ে যায়। চাই উক্ত লিখিত কাগজ স্ত্রীর কাছে পৌঁছানো হোক বা না হোক। তাই প্রশ্নে বর্ণিত লেখা "আমি মুহাঃ আব্দুল কাদের স্বজ্ঞানে মুহাঃ মোক্তার হুসেনের মেয়ে সাহিদা পারভিনকে তিন তালাকে বায়েন দিলাম" এরূপ লেখার কারণে আপানার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। (১৯/১২৩/৮০২৮)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٧٤ : يجب أن يعلم بأن الكتابة نوعان: مرسومة وغير مرسومة.
فالمرسومة: أن تكتب على صحيفة مصدراً ومعنوناً وإنها على وجهين:
الأول: أن تكتب هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة أما بعد: فأنت طالق. وفي هذا الوجه يقع الطلاق عليها في الحال.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ /٢٤٦ : قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها " لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۷۰ : جواب- اگر زید نے طلاق دیدی ہے اور طلاق نامہ لکھ دیا تھا تو طلاق ہو چکی ہے اور زید کو اب اس بیوی کو رکھنا حرام ہے۔

সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে তালাক লিখে দেওয়া ও জাল উকিল নোটিশ

প্রশ্ন : প্রথম স্ত্রীর পক্ষের লোকেরা চাপ প্রয়োগ করে ১০০ টাকার তিনটি সাদা স্ট্যাম্পে স্বামী থেকে দস্তখত নেয়। সে মুখেও দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাকের কিছু বলেনি, কাগজেও

Scanned by CamScanner

কিছু লেখেনি। এমতাবস্থায় সাদা স্ট্যাম্পগুলো চাপ প্রয়োগকারীগণ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাদের মনমতো সম্পূর্ণ বানোয়াট-ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী লিখে তিন তালাকের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর পিত্রালয়ে প্রেরণ করে, যার ব্যাপারে স্বামী কিছুই জানে না। আবার উকিল নোটিশ অবাস্তব সাক্ষীসম্বলিত এক তালাকে বায়েন উল্লেখ করে ফরম প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় শরয়ী দৃষ্টিতে কি তালাক পতিত হবে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বামী থেকে স্ট্যাম্পে দস্তখত নেওয়ার পর তার অজান্তে তালাকের বিবরণী লেখার দ্বারা কোনো প্রকারের তালাক পতিত হবে না। (১৯/৬৮৯/৮৪০৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٧ : وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اهـ ملخصا۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٢ / ٧٢ : جواب- سادہ اسٹامپ کاغذ پر دستخط کرنے سے کوئی طلاق نہیں پڑی، اگرچہ دستخط کرنے کے بعد لوگوں نے اس پر طلاق لکھوالی۔

কোর্টে গিয়ে তিন তালাকের কাগজে দস্তখত করলে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার স্ত্রী আসমা খানম একজন মানসিক রোগী। স্ত্রীর আচরণে একদিন রাগ করে কোর্টে গিয়ে তিন তালাকের কাগজে স্বাক্ষর করি। প্রকৃত বিষয়টি হলো, আমি নোটারি পাবলিকের সম্মুখে উপস্থিত হইনি, তবে কাগজে সই করেছি নিজেই এবং মৌখিকভাবেও তালাক বলা হয়নি। এর কিছুদিন পর তিন মাসের মধ্যেই কিছুটা স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে, কিছুটা শয়তানের প্ররোচনায় দুজনে দুবার মিলিত হই। আরো উল্লেখ্য যে তালাকের নোটিশে স্বাক্ষর করার এই তিন মাসের মধ্যেই সরকারি কাগজের (কোর্টের) মাধ্যমেই পুনরায় ওই তালাকনামা প্রত্যাহার করি। সে বর্তমানে আলাদা আছে। আমার প্রশ্ন হলো, শরীয়ত মতে আসমা খানম আমার বৈধ স্ত্রী রইল কি না? যদি না থাকে বৈধতার জন্য কী সহজ পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর : তালাক হালাল হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অতীব প্রয়োজনে অনন্যোপায় হলে শরয়ী পদ্ধতির অবলম্বনে মাসিক চলাবিহীন অবস্থায় এক তালাক দেওয়াই শরয়ী নীতি। এ নীতির বিপরীত করা অন্যায়। বিশেষত একসঙ্গে এক বাক্যে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও মহা অপরাধ। এর জন্য সরকারিভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি, যাতে নিরীহ নারীরা যন্ত্রণা ও হয়রানির শিকার না হয়। এতদসত্ত্বেও একসঙ্গে তিন তালাক মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদান করলে কোরআন-হাদীসের মতে তা পতিত হয়ে ওই স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত

Scanned by CamScanner

আপনার হলফনামায় ৪ নং কলামের বর্ণনা মতে ২৩/০৮/০৯ ইং তারিখে দেওয়া তিন তালাকে বায়েন পতিত হয়ে ওই স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এরপর আপনাদের মেলামেশা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ হবে এবং ৫ নং কলামে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিবাহও শরয়ী দৃষ্টিকোণে সহীহ বিবাহ হয়নি। এরপরে ০১/০৮/১০ ইং তারিখে দেওয়া তালাকও অযথা। সারকথা, আসমা বেগম ২৩/০৮/০৯ ইং তারিখ থেকে আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত তার সাথে যা ঘটানো হয়েছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে। বর্তমানে ওই স্ত্রী আপনার জন্য শরয়ী হালালা ব্যতীত কোনো অবস্থায় হালাল হবে না। নতুনভাবে বিয়ে করার বর্তমানে সুযোগ নেই। (১৭/৯১১/৭৩৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها كذا في فتح القدير-

📖 فيه أيضا ١/ ٣٧٨ : لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

মৌখিক তালাকের পর লিখিত তালাক দিলেও তা কার্যকর হয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রাগ করে বিদেশ থেকে ফোনে বলল, তোমাকে আমি এক তালাক দিলাম। আর বাকি দুই তালাক দেব যখন আমি তোমার শরীরের চামড়া তুলব। এ কথা বলার পর সে সমাধানের জন্য স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্ত্রী গোনাহের ভয়ে যোগাযোগ করেনি। তখন সে পরবর্তী মাসে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তার জীবনের কিছু সমস্যা উল্লেখ করে ওই লেখার শেষ পৃষ্ঠায় স্ত্রীকে আবারও তালাক, তালাক, তালাক, এ শব্দগুলো তিনবার লিখে পাঠায়। পরবর্তীতে দুই মাস ১০ দিন পরে বাড়িতে এসে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের কাছে গিয়েছে। তখন সবাই এই মত পোষণ করেছে যে যদি এটা ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঠিক থাকে তাহলে সমাধানে আসতে রাজি।

এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম তালাক উচ্চারণ করার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক শর্তসাপেক্ষে দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু শর্ত পূর্ণ হয়নি।

Scanned by CamScanner

এরপর প্রথম তালাক মুখে উচ্চারণ করার পর আবার কাগজে তিনবার তালাক লিখেছে। এখন তালাকের সংখ্যা হয়েছে চারটি। ২ মাস ১০ দিন পর স্ত্রীর আত্মীয়দের কাছে গিয়েছে স্ত্রীকে আনার জন্য তখন তারাও সম্মত হয়েছে যদি এটা ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঠিক থাকে তাহলে কিভাবে সমাধানে যেতে হবে?

অতএব হুজুরের নিকট আকুল আবেদন এই যে উক্ত তালাক হয়েছে কি না তা দলিলসহ জানালে অনেক উপকৃত হব।

উত্তর : স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে মৌখিক তালাক দিলে যেমন পতিত হয়, তদ্রূপ স্বেচ্ছায় লিখিত তালাক দিলে তাও পতিত হয়ে যায়। আর কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দিলে শর্ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হয়, অন্যথায় তালাক পতিত হয় না। আর স্ত্রীকে এক বা দুই তালাকে রজঈ দিলে তালাকের ইদ্দত (তথা তিন ঋতু) পার হওয়ার আগে স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিলে তার সাথে সম্পর্ক বৈধ হবে। পক্ষান্তরে ইদ্দত পার হয়ে গেলে তা বায়েনে পরিণত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তার সাথে ঘর-সংসার করতে গেলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। আর এক তালাকে রজঈ দেওয়ার পর তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বে ইদ্দতের ভেতর স্বামী তাকে পুনরায় মৌখিক বা লিখিতভাবে তালাক দিলে তা পূর্বের তালাকের সাথে মিলে পতিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইদ্দত পার হয়ে যাওয়ার পর তালাক দিলে তা পতিত হয় না। অতএব প্রশ্নের বিবরণ মতে, স্বামী তার স্ত্রীকে মৌখিক এক তালাকে রজঈ দেওয়ার পর পরবর্তী লিখিত তালাকের সাথে মিলে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে সংসার করা শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম হবে। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে শরীয়তসম্মত পন্থায় হালাল করা জরুরি। যার সঠিক পদ্ধতি বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১৬/৮৯১/৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٧ : الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت طالق تقع أخرى

📖 بدائع الصنا ئع (سعيد) ٣/ ١٢٦ : فلا يصح الطلاق إلا في الملك أو في علقة من علائق الملك وهي عدة الطلاق -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۲/ ۴۷۳ : الجواب- حامدا ومصلیا، پہلی دفعہ ایک طلاق دی تھی تو اس وقت واقع ہوگئی تھی پھر اگر رجوع نہیں کیا تو اسوقت سے تین حیض ختم ہونے پر عدت ختم ہوگئی اگر پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا یعنی زبان سے کہدیا تھا کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی، یا کوئی ایسا کام کر لیا تھا جو شوہر بیوی کیا کرتے ہیں تو رجعت صحیح ہوگئی، اس کے بعد جب دوسری دفعہ تین طلاق دیدی تو تعلق زوجیت بالکل ختم ہوگیا اس کے بعد تین حیض گزرنے پر آپ کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا شرعا حق حاصل ہوگیا۔ واللہ اعلم بالصواب

তালাকনামায় স্বাক্ষর করলে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : বিগত ২৩/১০/০৭ ইং তারিখে সাংসারিক কলহে আমার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এক অ্যাডভোকেট দ্বারা তালাকের নমুনা তৈরি করি, মৌখিক তালাক শব্দ উচ্চারণ করিনি। অতঃপর ১৮/০৩/০৮ ইং তারিখে ডাকযোগে তা পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনুতপ্ত হই। বর্তমানে উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চাই। তাতে ইসলামী শরীয়তের রায় কী? অতএব উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে সঠিক জবাব দানে জনাবের যেন মর্জি হয়।

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথায় কথায় তালাক দেওয়া, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণিত কাজ। এ ধরনের অপরাধের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তির বিধান থাকা উচিত। তা সত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে মৌখিক বা লিখিতভাবে স্ত্রীর সম্মুখে বা তার অনুপস্থিতে তিন তালাক প্রদান করলে তা অবশ্যই পতিত হয়ে যায়।

অতএব হলফনামার বিবরণ "আমার স্ত্রীকে এক, দুই, তিন তালাক, বাইন তালাক উচ্চারণ করে প্রকাশ্যে তালাক প্রদান করলাম"-এর ওপর দস্তখত করার দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সুতরাং ওই মহিলা ইদ্দতের পর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাসের পর উক্ত স্বামী কোনো কারণে তালাক দিলে বা সে মারা যাওয়ার পর ইদ্দত পালন করে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় উভয়ের মধ্যে পুনরায় বিবাহ হওয়ার সুযোগ শরীয়তে নেই। (১৫/৯৩/৫৯৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٧ : ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه-

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٠ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹/ ۱۰۱ : الجواب-طلاق نامہ کا مضمون سنکر بطریق تصدیق مضمون دستخط کرنے سے شرعا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

তালাকের ফরমে দস্তখত করলে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমি গত ০৮/০৮/০৫ ইং কাজি অফিসে মাহফুজা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। অতঃপর সংসারে ছোটখাটো বিষয়াদি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়। একপর্যায়ে ক্রোধের বশে আমার স্ত্রীকে কাজি অফিসে গিয়ে তালাক প্রদান করি। আমি এতই ক্রোধে আক্রান্ত ছিলাম যে কাজি অফিস থেকে প্রেরিত ফরমে কী লেখা ছিল তা একবিন্দু খেয়াল করিনি। শুধুমাত্র কাজি সাহেবের নির্দেশে ফরমের এক কোণে দস্তখত করে চলে আসি। আমি কাজি সাহেবের মুখ থেকে শুনেছি যে ৯০ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের সম্মতিতে তালাকনামা উঠিয়ে নিলে তা আর তালাক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। ৮৭ দিনের মাথায় সে আমার কাছে চলে আসে। আমি কাজি অফিসে গিয়ে তালাকনামা উঠিয়ে নিই এবং আমরা আবার সংসার শুরু করি। অতঃপর আবার আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এখন আমার শাশুড়ি আমার সাথে তার দেখা করার সুযোগ দিচ্ছে না। আমি তার সাথে আবার সংসার শুরু করে সুন্দর জীবন যাপন করতে চাই। আমাকে মাসআলা দিয়ে কঠিন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবেন।

উত্তর : সামান্য কারণে তালাকের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। যারা এ ধরনের কাজ করবে আদালতের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। তা সত্ত্বেও স্বামী তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। বর্তমানে ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুন সূত্রে মহর ধার্য করে বিবাহ করে নিতে হবে। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে দুই তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১৪/৩৭৬/৫৬৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤٠٩ : (وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع)۔

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۹/ ۴۰ : الجواب- تحریری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے خود لکھ دے یا کسی سے لکھوادے اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

Scanned by CamScanner

লিখিত তালাক পতিত হয়ে যায়

প্রশ্ন : স্বামী নিম্নোক্ত লেখাগুলো লিখেছে, এর দ্বারা তালাক হবে কি না?
"মুহাঃ সিরাজুল ইসলামের ছেলে মুহাঃ মজিব জহুরুলের মেয়ে শাহিনাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, তাকে বায়েন তালাক। আমি তাকে ভালো মনে করেছি, যা দেখলাম, ভালো না, আমার হুকুম মানে না। এতে তালাক হয়েছে কি না?

উত্তর : তালাক যেমনিভাবে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, তেমনি মানবসমাজেও গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ বলে বিবেচিত। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। তাই যারা একসাথে তিন তালাক দেয় রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ একসাথে তিন তালাক মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্জনে বা জনসম্মুখে দিয়ে দেয় তাহলে তা পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অবৈধ হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে এখন সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। (১৩/২০৮/৫২৩১)

লেখককে তালাক লিখতে বলার সাথে সাথে তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী বেপর্দায় থাকে এবং তার কথা মানে না। তাই একপর্যায় ক্রোধান্বিত অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে, এরূপ আমার কথা না শুনে বেপর্দায় থাকলে তোকে তিন তালাক দিয়ে দেব। এর কয়েক দিন পর স্ত্রী কথা না শোনার কারণে স্ত্রীর প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তাকে তালাক দেওয়ার জন্য গ্রামের কিছু লোক একত্রিত করে। এখন যিনি তালাকপত্র লিখছিলেন তিনি বললেন, কয় তালাক লিখব? ইমাম সাহেব বললেন, ওইটাই লিখো। উল্লেখ্য, এ সময় কোনো তালাক শব্দ বলেনি। এরপর তাকে কিছু লোক বুঝিয়ে বলল, তোমার সন্তান আছে। তাই দুই তালাক দাও। এরূপ দুবার বলা হলেও সে দুবারই উত্তরে বলল–না, ওইটাই লিখো। তাকে আমি রাখবই না। কিন্তু তৃতীয়বার গিয়ে বলল, ঠিক আছে দুইটাই লিখো। এরপর কাগজে দুই তালাক লেখা হয়। এর প্রায় বিশ দিন পর ইমাম সাহেব ওই স্ত্রীর সাথে বিবাহ দুহরিয়ে নেয় এবং তার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে থাকে। এখন আপনার থেকে ফয়সালা চাই যে উক্ত ইমাম সাহেবের স্ত্রীর ওপর কয় তালাক পতিত হবে এবং তার দ্বিতীয় বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে তবে তার করণীয় কী? এমতাবস্থায় তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী লেখককে তালাক লিখতে বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তালাক পড়ে যায়, লেখকের লেখার অপেক্ষা করে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, তিন তালাকের আলোচনাকরত লেখককে "ওইটাই লিখো" বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শরীয়তসম্মত হালালা ব্যতীত নতুনভাবে বিয়ে করেও ওই স্ত্রী নিয়ে সংসার করা জায়েয হবে না। মাসআলা জানার সাথে সাথে পরস্পরে পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং স্ত্রীর যাবতীয় প্রাপ্য আদায় করে দিতে হবে। অজ্ঞতাবশত এরূপ গোনাহ হওয়াতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করতে হবে। ফাতওয়া জানার পর সংশোধন না হলে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা যাবে না।(১০/২৭৮/৩০২২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ٣/ ١٣٥ : سوال-جو امام جمعہ مطلقۂ ثلاثہ کا نکاح طالق سے بدون تحلیل کر دیوے اور یہ کہے کہ میرے نزدیک تین طلاقیں بمنزلۂ واحدۂ رجعیہ کے ہیں۔... ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟
الجواب-مطلقۂ ثلاثہ سے بدون تحلیل کے شوہر اول سے نکاح کرنے والا فاسق ہے۔... ایسا شخص لائق امامت کے نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔

স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে লিখিত তালাক প্রদান করা

প্রশ্ন : হাসিনা বেগম তার স্বামীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেয়। এরপর স্বামী এ সংবাদ জানার পর পত্রের মাধ্যমে সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেয়। এরপর সেই পত্র স্ত্রীর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার ওই স্বামীর নিকট ফিরে আসতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, মৌখিক তালাক দিলে যে রকম পতিত হয়, পত্রের মাধ্যমে তালাক দিলেও পতিত হয়। অতএব, উল্লিখিত প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী হাসিনা বেগমের ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, যদি ওই মহিলা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীস্বরূপ আচরণ হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। তবে পুনরায় ইদ্দত পালনকরত প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (২/১১৫)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}

মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তালাকনামা লিখলেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি ২ বছর পূর্বে বিবাহ করি। ঝগড়া করে আমি আমার স্ত্রীকে মুখে কিছু না বলে সাথে সাথে কাজি অফিসে গিয়ে একটা মিথ্যা অপবাদ লিখে অন্য এক লোক মারফত এই তালাকনামা তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। আমি বুঝিনি এমন হবে। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। তাই আমি আমার স্ত্রীকে আবার ঘরে উঠাতে চাই। হুজুর! আমাকে ভালো পরামর্শ দেবেন, যাতে আমি আমার স্ত্রীকে ইসলামিক বিধান মোতাবেক ঘরে উঠাতে পারি।

রেজিস্ট্রিকৃত তালাকনামার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :
"আমার স্ত্রীর স্বভাব ভালো নয় বিধায় তার সাথে দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে না, বরং অপমানিত হব। তাই আমি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করাই শ্রেয় মনে করে আজ ইসলামিক বিধান মোতাবেক আমার স্ত্রী আমিনা খাতুনকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, তালাকে বায়েন প্রদান করে নফসের প্রতি তালাক দিলাম। আজ থেকে সে আমার স্ত্রী নয়, আমিও তার স্বামী নই।"

উত্তর : মৌখিক তালাকের ন্যায় স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে তালাক দিলে বা কারো দ্বারা তালাকনামা লেখালেও তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যেহেতু কাজি অফিসে গিয়ে স্বেচ্ছায় তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাকের তালাকনামা লিখিয়ে তাতে দস্তখত করেছে, তাই তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক পতিত হয়ে তার জন্য উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। তবে যদি ইদ্দত (তিন মাসিক) পালনকরত দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে সহবাস করার পর তালাকপ্রাপ্তা হয়ে পুনরায় ইদ্দত পালন করে তাহলে প্রথম স্বামীর সাথে নতুনভাবে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (৫/১৮২/৮৮৩)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٠ : وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ .

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ١٢٣ : الجواب- تحریری طلاق زبانی طلاق کی طرح ہے یعنی جو حکم زبان سے بولنے کا ہے وہی حکم تحریر کا ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٦/ ٢٣١ : جواب- اگر خاوند اس امر کا اقرار کرے کہ لکھی ہوئی تحریر اسی نے لکھی کر یا لکھوا کر بھیجی ہے تو طلاق پڑ گئی اور جس قسم کی طلاق تحریر میں ہو گی اس قسم کی پڑی ہے اگر تین طلاقیں لکھی تھی تو تین پڑیں اور رجوع جائز نہیں۔

স্বামীর মৃত্যুর পর ৪৮ বছর আগেকার ভুয়া তালাকনামা প্রদর্শনে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি মঞ্জুরা বেগম। স্বামী মরহুম আফতাব উদ্দীন তালুকদার ওরফে শাহজাহান তালুকদার। আমার স্বামী গত ১২/১২/১৯৮২ সালে ইন্তেকাল করেন। আমার স্বামী দুই বিয়ে করেন। যার মধ্যে প্রথম সংসারেও তাঁর কিছু ছেলেমেয়ে আছে। উল্লেখ্য, গত ১৭/১০/২০১২ ইং তারিখে তাঁর প্রথম সংসারের ছেলে মোশাররফ ইন্তেকাল করে। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে (মোশাররফের ছেলে ও আমার স্বামীর নাতি) শাহ নেওয়াজ সম্পত্তির লোভে গত ৩০/১২/২০১২ ইং তারিখে আমার নামে আমার স্বামী কর্তৃক স্বাক্ষরিত (০২/০৮/১৯৬৪ সালের) একটি ভুয়া রজঈ তালাকনামা জনসম্মুখে উপস্থাপন করে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। উল্লেখ্য, এই তালাকনামার কোনো কপি আমি ইতিপূর্বে পাইনি। আমাকে ও আমার সন্তানদের আমার মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

আমার এই বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ প্রায় ৪৮ বছর আগের ১২/০৮/১৯৬৪ ইং তারিখের ভুয়া তালাকনামাটি দেখে আমি ও আমার পরিবারবর্গসহ এলাকাবাসী হতভম্ব হই। প্রশ্ন হলো, আমার দেওয়া চিঠির আলোকে তালাকনামাটি শরীয়ত মোতাবেক বৈধ কি না? এবং পরিপূর্ণ তালাক হিসেবে কার্যকরী হবে কি না?

Scanned by CamScanner

বিঃ দ্রঃ. আমার স্বামী শাহজাহান তালুকদারের ইন্তেকালের সময় তাঁর উভয় স্ত্রীই জীবিত ছিল। মঞ্জুরা বেগমের প্রথম সন্তান খুশি বেগম ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় সন্তান মিজান ১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করে।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যেমনিভাবে মৌখিক তালাক প্রদান করলে তা কার্যকর হয়, তেমনি লিখিত তালাক প্রদান করলেও তা কার্যকর হয়। তবে লিখিত তালাক স্বামীর স্বীকারোক্তি বা শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যায়িত হতে হবে, অন্যথায় তা কার্যকর হবে না। তাই উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আফতাব উদ্দীন কর্তৃক মঞ্জুরা বেগমকে তালাকে রজঈ প্রদানকৃত দীর্ঘ প্রায় ৪৮ বছর আগের তালাকনামাটি শরয়ী ভিত্তিতে প্রমাণিত না হওয়ায় তা কার্যকর হবে না। উপরন্তু ১৯৬৪ সালের তালাকনামা আর আফতাব উদ্দীনের ওই স্ত্রীর গর্ভে ১৯৬৫ সালে প্রথম মেয়েসন্তান এবং ৭৩ সালে ছেলেসন্তান হওয়াটাই প্রমাণ বহন করে যে ওই স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা ছিল না। হলেও তাকে রজআত করা হয়েছে। অতএব আফতাব উদ্দীনের দ্বিতীয় স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম তার এক ছেলে ও তিন মেয়েসহ প্রথম স্ত্রী ও তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে আফতাব উদ্দীনের মৃত্যু পরবর্তী তাঁর রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। (১৯/৮৬৩/৮৪৯৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٧ : وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه.

📖 فيه أيضا ٥ / ٤٢٢ : قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا اهـ. ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهـ ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٤٥١ : وشرط فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال كالنكاح والطلاق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ / ٣٨٨ : الجواب—جب تک شکیلہ کے شوہر محمد عمر کو اپنی تحریر کا اقرار نہ ہو نہ اس پر شرعی شہادت موجود ہو تو عبد الستار کی اس بے بنیاد بات سے طلاق واقع نہیں ہوگی، نکاح بدستور قائم رہے گا۔

Scanned by CamScanner

'তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম' লিখলে এক তালাকে বায়েন হবে

প্রশ্ন : আমি গত ১/১/০৯ ইং তারিখে আমার স্ত্রীর কাছে কাগজমূলে তালাকের নোটিশ প্রেরণ করেছি। যেখানে লেখা হয়েছে, 'স্ত্রী শান্তা ইসলাম উর্মিকে তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম' দুই দিন পর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে পৌরসভা থেকে নোটিশ উত্তোলন না করার উপদেশ দিই। তাই সে পৌরসভা থেকে কোনো নোটিশ নেয়নি। তার পর থেকে এ পর্যন্ত আমরা সুখে-শান্তিতে ঘর করে আসছি। প্রশ্ন হলো, নোটিশনামায় লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী আমার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে কি না? হলে কত তালাক? আমরা যে এখন সংসার করে যাচ্ছি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : স্ত্রীকে উদ্দেশ করে আপনার উক্তি "স্ত্রী শান্তা ইসলাম উর্মিকে তালাক দিয়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিলাম" দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। নতুনভাবে মহরানা ধার্যকরত বিবাহ না করে তার সাথে ঘর-সংসার করা হারাম। বিবাহ নবায়ন করা ছাড়া আপনার জন্য তাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেওয়ার দ্বারা তার সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ মারাত্মক গোনাহের কাজ হচ্ছে। অনতিবিলম্বে পৃথক হয়ে কৃতকর্মের জন্য তাওবা করুন এবং নতুনভাবে বিবাহ করে স্ত্রী হিসেবে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেন। (১৭/৫৮৮/৭২০২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٨ : أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

📖 فيه أيضا ١ / ٣٧٥ : ولو قال فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع ...
...
ولو قال في حال مذاكرة الطلاق باينتك أو أبنتك أو أبنت منك أو لا سلطان لي عليك أو سرحتك أو وهبتك لنفسك أو خليت سبيلك أو أنت سائبة أو أنت حرة أو أنت أعلم بشأنك. فقالت: اخترت نفسي. يقع الطلاق .

বোবা ব্যক্তির লিখিত ও ইশারায় তালাক প্রদান

প্রশ্ন : বোবা ব্যক্তির হাতের লেখা সুন্দর থাকা সত্ত্বেও যদি ইশারায় তালাক দেয়, পতিত হবে কি না? আর যদি সে লিখতে না পারে এবং তার ইশারাও ভালো করে বোঝা ন যায়, তখন প্রয়োজনে তালাক কিভাবে দেবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বোবা ব্যক্তি লিখতে সক্ষম হলে ইশারায় তালাক দিলে পতিত হবে না। তবে তার ইশারা প্রথম থেকে প্রসিদ্ধ থাকলে এবং তাতে স্পষ্ট তালাক বোঝা গেলে পতিত হবে। যদি সে লিখতে সক্ষম না হয় এবং তার ইশারাও ভালো করে বোঝা না যায় তখন তার তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না। (৯/৯৩২/২৯৪৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤١ : قلت: بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل. اهـ فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته.

📖 البحر الرائق ٣ / ٢٤٨

মোবাইল মেসেজে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার হুকুম

প্রশ্ন : আমার স্বামী মালয়েশিয়া থাকে। গত জানুয়ারির ১২/১/২০১২ ইং তারিখে রোজ বুধবার দিনের ২.৩০ মিনিটে সে আমার মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠায়। মেসেজ ওপেন করে দেখি, এ কথাগুলো লেখা : *"Ami Tomake Talak dilam, 1 talak, 2 talak, 3 talak."*
প্রশ্ন হলো, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আমার ওপর কোনো তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক মুখে দেওয়া জরুরি নয়। বরং লেখার মাধ্যমেও তালাক কার্যকর হয়। সুতরাং স্বামী কর্তৃক মোবাইলে উক্ত মেসেজ পাঠানোর বর্ণনা সঠিক হলে আপনি তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে আপনার স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছেন। (১৯/১৬৬/৮০৭২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٩ : وكذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٩ : ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو " ط ل ق ".

Scanned by CamScanner

স্বামী কর্তৃক তালাকনামা তৈরি করলেই তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে আমার মনের মিল হয়নি। তাকে আমার অপছন্দ হওয়ায় আমি তার সাথে বেশি ভালো ব্যবহার করতাম না। সে তা বুঝতে পেরে একপর্যায়ে আমাকে বলে, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই, আমার আর কষ্ট সহ্য হয় না। আমি তাকে পূর্বে তৈরীকৃত তালাকের স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করতে বলি। সে তাতে লিখিত বক্তব্য না পড়ে স্বাক্ষর দেয়। সে জানত এটা বিবাহ ভাঙার দলিল। কিন্তু তালাকের কথা হয়নি। এসবের পরও তার সাথে ফোনে কথা বলি এবং দেখা করি। আমার বিবাহের বর্তমান অবস্থা জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের আলোকে লিখিত বা মৌখিক উভয় অবস্থায় তালাক পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদনামা স্বামী কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই উক্ত বিচ্ছেদনামা লেখার সময় স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। নতুনভাবে বিবাহের প্রয়োজন নেই। তবে ভবিষ্যতে আরো দুই তালাক দিলেই স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যাবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হলে নতুন করে মহর ধার্য করে বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে হবে। (১৫/৬২৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٦ : ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه أو قال للرجل: ابعث به إليها، أو قال له: اكتب نسخة وابعث بها إليها، وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة، وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اهملخصا-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর অজান্তে লিখিত তালাক

প্রশ্ন : আমি একজন প্রবাসী। বিদেশ থাকাকালীন দেশীয় বিভিন্ন লোক মারফত আমার স্ত্রীর নামে কিছু মিথ্যা বদনাম শুনতে পাই। এতে রাগান্বিত হয়ে আমি কোনো রকম যাচাই না করেই আমার স্ত্রীকে লিখিত তালাক দিয়ে ফেলি। যার কোনো সাক্ষী নেই। ১৩ বছর পর আমি দেশে এসে জানতে পারি যে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ নির্দোষ। সে আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার অপেক্ষায় আছে এবং সংসার করছে। এখন আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চাই। তাই এ ব্যাপারে ইসলামী দিকনির্দেশনা জানতে আগ্রহী। উল্লেখ্য, আমি আমার চাচার কাছে একটি চিঠি লিখেছিলাম যাতে লেখা ছিল, "আমি দুদু মিয়া সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম, আপনারা জানেন। মিরাজপুত্রের সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকায় আমি বাধ্য হলাম তালাক দিতে।" আমি চিঠির মধ্যে আরো লিখেছিলাম, "এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক।"

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া বা সামান্য ব্যাপারে রাগের মাথায় তালাক প্রদান করা, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক প্রদান করা মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। এ ধরনের অপরাধীদের জন্য সরকারিভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মৌখিক বা লিখিত অথবা এক বাক্যে তিন তালাক দেয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পতিত হয়ে যায়।

অতএব প্রশ্নের বিবরণ মতে, স্ত্রীর উদ্দেশ্যে "এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক দিলাম" লিখার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এতে স্ত্রী বিবাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে হারাম হয়ে গেছে। তাই ওই মহিলাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার বর্তমানে কোনো অবকাশ নেই। তার দেনমহর বাকি থাকলে তা আদায় করে দিতে হবে। (১৪/৯১২/৫৮৭৮)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۰۶ : (والبائن يلحق الصريح).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۳۹۱ : اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو بذریعہ تحریر طلاق دیدے تو ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ... ...

الجواب– تحریر سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

তালাকের বিবরণ নেই, এমন কাগজে সই করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি একজন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাক্রমে এক জাপানি মেয়েকে বিয়ে করি। পরে অবশ্য তাকে মুসলিম বানিয়ে চার সাক্ষীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করি। হঠাৎ

Scanned by CamScanner

তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং সে আমাকে বলতে থাকে, আমি যেন তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় একটা কাগজে এ কথাগুলো লিখে–তুমি আমাকে জাপানের বাড়িটি এবং দোকানটি দিয়ে দাও এবং আমার মেয়ের জন্য পাঁচ কাঠা জমি দিয়ে দাও। অতঃপর আমাকে বলে যে এই কাগজে স্বাক্ষর করো ও সিল দাও। তখন আমি ওই কাগজে স্বাক্ষর করি ও সিল দিই। কিন্তু আমার অন্তরে কোনো প্রকার তালাকের নিয়্যাত ছিল না এবং সেও তালাকের কথা বলেনি এবং ওই কাগজে তালাক, খোলা বা তুমি আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াও–এ ধরনের কোনো কথা লেখা ছিল না।

এহেন পরিবেশে বেশ কিছুদিন পৃথক পৃথক দুজন কাটিয়ে আসছি। এই অবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো, আমার স্ত্রীর ওপর তালাক হয়েছে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে কত তালাক পতিত হয়েছে? আর যদি না হয় তাহলে তাকে নিতে হলে শরীয়তের বিধান কী?

বিঃদ্রঃ. উল্লিখিত কাগজে স্বাক্ষর করার পর ও দুজন পরস্পর যৌন মিলন করেছি।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি সঠিক হয় তাহলে আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো প্রকারের তালাক পতিত হয়নি। তাই আপনারা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৭/৭২০/৭২৮২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٧ : وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اهـ.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣ / ٢٧٥ : وإن كانت مستبينة على وجه يمكن قراءتها وفهمها بأن كتب على الأرض أو الحجر إلا أنه غير مصدر ولا معنون وفي هذا الوجه إن نوى الطلاق يقع، وإن لم ينو لا يقع، فبعد ذلك إن (كان) ذلك صحيحا يبين بنية بلسانه وإن كان أخرسابالكتاب.

📖 نظام الفتاوی ٢ / ٢ / ١٢٨ : سادے کاغذ پر محض انگوٹھا نشان لگانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے لہذا اگر زید نے زبان سے کوئی طلاق نہیں دی ہے اور طلاق کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے بلکہ طلاق نہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوئے سادے کاغذ پر محض انگوٹھا نشان لگایا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

باب تفويض الطلاق

পরিচ্ছেদ : তালাকের অধিকার অর্পণ

তাফবীজ দ্বারা স্ত্রী কত তালাকের অধিকারী হয়

প্রশ্ন : কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিলে স্ত্রী কত তালাকের অধিকারী হবে? স্ত্রী যদি স্বামীর সামনে মৌখিকভাবে তালাক দেয় তাহলে তালাক হবে কি? স্ত্রীকে তিনের কমসংখ্যক তালাকের অধিকারী বানানো যাবে কি?

উত্তর : তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র স্বামীর, স্ত্রীর নয়। তবে স্বামী উক্ত ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পণ করলে স্ত্রী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারে। শর্তসাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করলে বাস্তবে শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরই উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ সঠিক হবে।

কাবিননামায় স্বামী স্ত্রীকে যত তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করবে, স্ত্রী তত তালাকেরই অধিকারী হবে। আর যদি কোনো সংখ্যা উল্লেখ না করে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে স্ত্রী এক তালাকে রজঈর মালিক হবে। সর্বাবস্থায় স্ত্রী মৌখিকভাবে তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই তা কার্যকর হয়ে যাবে। লিখিত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না (১৫/১৬/৫৯১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيئة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٨٩ : وإن كان التفويض مقرونا بذكر الطلاق بأن قال لها اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٣٨ : الجواب-جب کہ شوہر نے ایسا اقرار نامہ لکھ دیا تھا اس کے موافق شرط کے پائے جانے پر عورت کو اختیار طلاق لینے کا ہے، اور بعد عدت کے دوسری جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কি কোনো স্ত্রী তার বাবা-মায়ের প্রচণ্ড চাপের মুখে স্বামীপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই নিজ নফসের ওপরে তালাকে তাফবীজ নিতে পারবে? স্ত্রী যদি তার আত্মীয়স্বজনদের খুশি করতে গিয়ে স্বামীর নিকট ফিরতে না চায় তবে স্বামী হিসেবে আমি কি তাকে তার বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়াই নিয়ে আসার অধিকার রাখি? যদি তালাক হয়েই যায় তবে আমি কি কিছু দাবি করতে পারি?

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বাধ্যকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই আপনার স্ত্রী বিবাহ নিবন্ধনের ১৮ নং কলামের অর্পিত তালাকের ক্ষমতাবলে নিজের ওপর যে তালাক গ্রহণ করেছে, এর দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় রজআত করে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (১৯/৩৯৯)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٧ : (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعيةوإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث-

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٢ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث -

স্বামীর অজান্তে কাজি কর্তৃক তাফবীজের ক্ষমতা অর্পণ ও তার প্রয়োগ

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী কাবিননামার ১৮ নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতাবলে স্বামীকে তালাক প্রদান করেছে। তালাকনামা নোটিশের হুবহু লেখাটি এই :

"আপনাকে ১/২/৩ তালাকে বায়েন/তাফউইজ প্রদান করিয়াছি ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছি।"

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, ১/২/৩ সংখ্যাগুলির কোনোটিতে টিক চিহ্ন দেওয়া নাই এবং স্বামীর সম্মতি ছাড়াই কাজি নিকাহনামার ১৮ নং কলামে বর্ণিত তালাক প্রদানের অধিকার স্ত্রীকে দেওয়ার পক্ষে লিখেছে, এতে স্ত্রী কোনো ধরনের তালাকের অধিকারী হবে কি না? এবং স্ত্রীর পাঠানো তালাকনামার নোটিশ মতে কোনো তালাক পতিত হবে কিনা? এমতাবস্থায় পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো শরয়ী পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত কাবিনের ১৮ নং পূরণ করার পর স্বামী তাতে স্বাক্ষর করে থাকলে এবং উক্ত কলামের কোনো একটি শর্ত ভঙ্গ করে থাকলে স্ত্রী এক তালাকের অধিকারী হয়েছে। তাই এ অধিকারের ভিত্তিতে সে যে তালাক গ্রহণ করেছে, তাতে এক তালাকে রজঈ বলে গণ্য হবে। রজআতের পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারবে। আর যদি স্বামী কাবিনে স্বাক্ষর করার পর ১৮ নং ধারা তার অজান্তে পূরণ করা হয় অথবা উক্ত কলামের কোনো শর্ত ভঙ্গ না হয় তাহলে স্ত্রী কোনো প্রকার তালাকের অধিকারী হবে না এবং তার তালাক গ্রহণ করাও শুদ্ধ হবে না। (১৯/৫৯৩/৮৩৩৬)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٧ : (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعيةوإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث۔

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٢ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث۔

তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর সংসার করতে চাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে আমাকে তালাকে তাফবীজ দেয়, কিন্তু সে এখন আমার সাথে ঘর করতে চাচ্ছে। এখন আমাদের করণীয় কী? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত মহিলা কাবিনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণের কারণে তার ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। সুতরাং রজআতের পর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। (১৯/৮৫২/৮৪৯৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٢٣ : (أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لتفويضه إليها بالصريح، والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه قيد بفي ومثلها الباء بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة كما لو جعل أمرها بيدها لو لم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣/ ٣١٦ : (قوله: أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لأنه جعل لها الاختيار بتطليقة وهي معقبة للرجعة، والمقيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه نحو أنت طالق بائن يصير بائنا قيد بقوله في تطليقة لأنه لو جعل أمرها بيدها لو لم تصل نفقتي إليك تطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت قال: يكون بائنا -

তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোন ধরনের তালাক পড়বে

প্রশ্ন : আমাদের বিবাহের সময় মাওলানা সাহেব এভাবে বিবাহ পড়ান যে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। আমি উক্ত শর্তে তৎক্ষণাৎ রাজি ছিলাম না, পরে রাজি হই। এখন আমার স্ত্রী নিজের ওপরে তিন তালাক দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে কোনো উপায় আছে কি না?

উত্তর : স্বামীপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহিলা নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণের অধিকার রাখে, তবে কত তালাক পতিত হবে, তা বিবেচিত হবে তালাকের ক্ষমতা প্রদানকালে স্বামীর নিয়্যাতের ওপর। যদি ক্ষমতা প্রদানকালে স্বামী তিন তালাকের নিয়্যাত করে থাকে, তবে তাই পতিত হয়েছে। এ অবস্থায় পুনরায় বিবাহ করা যাবে না। আর যদি এক তালাকের নিয়্যাত করে থাকে, তবে এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। রজআতের সময় শেষ হওয়ার আগে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট, নতুন বিবাহ লাগবে না। (১৮/৫৫৩/৭৬৮১)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٧ : (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعيةوإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث-

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٩ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث -

নির্যাতিতা হয়ে তাফবীজের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করা

প্রশ্ন : আমার মেয়ে সুমিকে তার স্বামী প্রায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। একপর্যায়ে সে ১৮ নং ধারা মতে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করে। স্বামীকে স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের ক্ষমতা কাবিননামায় স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া ছিল। এমতাবস্থায় তার তালাক কতটুকু কার্যকর হবে?

উত্তর : আপনার বিবরণ শুদ্ধ হলে আপনার মেয়ে সুমি নিজ নফসের ওপর নেওয়া তালাক সহীহ হয়েছে। তবে কাবিননামার ধারায় তিন তালাকের ক্ষমতা অর্পণ না থাকায় শুধুমাত্র এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বের স্বামীর সাথে সংসার করতে চাইলে রজআত করতে হবে। (১৮/৮৭০/৭৯১০)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٩ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث.

জোরপূর্বক তাফবীজের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করানো

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে আমার পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। যার জেরে আমার স্ত্রীর ছোট ভাই জোরপূর্বক স্ত্রীকে দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করে। কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও আমার স্ত্রীর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমাদের একটি পাঁচ বছর বয়সী সন্তানও আছে। এখন আমি তার সাথে সংসার করতে চাই। এ ব্যাপারে শরীয়তের দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর। তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকলে উক্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রদান করতে পারে।

অতএব আপনি যদি নিজ স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা দিয়ে থাকেন এবং তা বাস্তবে পাওয়া যায়, তাহলে প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। তবে যদি আপনার দাবি অনুযায়ী আপনার স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক তালাকনামায় স্বাক্ষর নেওয়া হয়ে থাকে এবং সে মুখে তালাকের বাক্য উচ্চারণ না করে থাকে তাহলে উক্ত তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় আপনারা পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৬/৮০৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه، حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو

Scanned by CamScanner

متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.

কাবিনের ১৮ নং টীকার ক্ষমতাবলে তালাক গ্রহণ

প্রশ্ন : ২০১১ সালে আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়াঝাঁটির জের ধরে সে আমাকে তালাকনামা প্রেরণ করে। কিন্তু আমার মেয়েসন্তানের কথা চিন্তা করে আমি তাকে তালাক দিইনি। প্রায় ১ বছর 4 মাস পার হওয়ার পর আমার স্ত্রীও আমার কাছে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। প্রশ্ন হলো, স্ত্রী কর্তৃক পাঠানো তালাক প্রদানে কি আমাদের তালাক হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় বিবাহ করার নীতি কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কাবিননামার ১৮ নং কলামে লিখিত শর্তগুলো বাস্তবে পাওয়া গেলে আপনার স্ত্রী কর্তৃক নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করায় তার ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। (১৯/৭৪০/৮৪৪৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل

Scanned by CamScanner

علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٢١ : وأما قوله: أنت طالق إن شئت فهو مثل قوله اختاري في جميع ما وصفنا؛ لأن كل واحد منهما تمليك الطلاق إلا أن الطلاق ههنا رجعي وهناك بائن-

কাবিননামার ১৮ নং-এ শর্তযুক্ত ও শর্তহীন তাফবীজের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশের কাবিননামায় ১৮ নং ধারায় যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদান অধিকার নীতি আছে তার হুকুম কী? কিছু কিছু কাবিননামায়_কোনো শর্ত উল্লেখ থাকে না, আবার কোনো কোনোটায় শর্ত উল্লেখ থাকে, কোনটার কী বিধান? অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।

উত্তর : প্রচলিত কাবিননামায় স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার দ্বারা সে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণের অধিকার রাখে। তবে যদি শর্তসাপেক্ষে লেখা থাকে তাহলে শর্ত পাওয়া গেলে তা পতিত হবে। তিন তালাকের নিয়্যাত করলে তিন তালাক, আর এক তালাকের নিয়্যাত করলে এক তালাক পতিত হবে। আর শর্ত উল্লেখ না থাকলে যেকোনো সময় তালাক গ্রহণ করতে পারবে। (১৮/৯০৬/৭৮৯৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤١٢ : واعلم أن الاقتصار على المجلس في الخطاب المطلق، أما لو قال: طلقي نفسك متى شئت فهو لها في المجلس وغيره-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٩٦ : التفويض المعلق بشرط إما أن يكون مطلقا عن الوقت وإما أن يكون موقتا فإن كان مطلقا بأن قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فأمرها بيدها إذا علمت في مجلسها الذي قدم فيه-

স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার হুকুম

প্রশ্ন : দশ বছর পূর্বে ত্রিশ হাজার টাকার দেনমহরের বিনিময়ে বিবাহ করি। এত দিন যাবৎ আমরা একই সাথে ঘর-সংসার করে আসছি। কিন্তু আমার স্ত্রী গত ১৮/১১/০৭ ইং তারিখে নিজ নফসের প্রতি তালাকে তাফবীজ গ্রহণ করে আমার সাথে তার বৈবাহিক

Scanned by CamScanner

সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত তথ্য মতে আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে কি না? এর শরয়ী সমাধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : নিকাহনামায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে সকল শর্তের সাথে নিজের ওপর তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণের উল্লেখ রয়েছে সে সকল শর্তের কোনো একটি বাস্তবে পাওয়া গেলে স্ত্রীর জন্য স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজের ওপর তালাক প্রদান করা বৈধ হয়েছে। এর দ্বারা এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের মাঝে স্বামী উক্ত স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিলে ঘর-সংসার করতে পারবে, নতুনভাবে বিবাহের প্রয়োজন নেই। তবে স্বামী ভবিষ্যতে আরো দুই তালাক দিলে স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আর কোনো তালাক গ্রহণ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে শর্তসমূহের কোনো একটি বাস্তবে পাওয়া না গেলে স্ত্রীর তালাক প্রদান বৈধ হয়নি। সে ক্ষেত্রে উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্কও আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। (১৪/৪৪০/৫৭০৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٨٦ : " ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٤ / ١٢٤ : لو قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي تقع واحدة رجعية وتلغو صفة البينونة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٣١ : (قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في الحرة (فطلقت وقعت رجعية، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن).

স্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভোর্স নোটিশ

প্রশ্ন : কয়েক দিন আগে স্ত্রীর সাথে আমার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। এরপর সে আমাকে তিন তালাকে বায়েনের একটি নোটিশ পাঠায়। কয়েক দিন পর সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আমার সাথে সংসার করার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হলো, এই ডিভোর্স নোটিশের তালাকের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলো কি না? যদি হয় তাহলে এই বিবিকে পুনরায় শরীয়তসম্মতভাবে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কী?

উত্তর : স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের অধিকারপ্রাপ্তা মহিলা নিজের নফসের ওপর তালাক নিলে তা পতিত হয়ে যায়। তবে শর্তসাপেক্ষে তালাকের অধিকারপ্রাপ্তা হলে শর্তের

Scanned by CamScanner

বাস্তবায়ন জরুরি। প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলাটি তার স্বামীর পক্ষ থেকে শর্তসাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্তা হওয়ায় বাস্তবে শর্ত পাওয়া গেলে তার নিজের নফসের ওপর তালাক নেওয়া সহীহ হয়েছে এবং এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। তাকে নিয়ে পুনরায় সংসার করতে চাইলে রজআত করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, পত্রে তিন তালাকে বায়েনের ডিভোর্সনামা স্ত্রী দিয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু স্ত্রী যে ডিভোর্সনামা দিয়েছে তাতে তিন সংখ্যা লিখিত নেই। অতএব মূল ডিভোর্সনামার ভিত্তিতে এ ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। (১১/২২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٠٣ : وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق في المجلس وبعده ولها المشيئة مرة واحدة وكذا قوله: متى ما شئت وإذا ما شئت ولو قال: كلما شئت كان ذلك لها أبدا حتى يقع ثلاثا كذا في السراج الوهاج.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٤٠ : وأما إذا كان الأمر معلقاً بالشرط فإنما يصير الأمر في يد المفوض إليه إذا جاء الشرط.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٣٨ : الجواب—جب کہ شوہر نے ایسا اقرار نامہ لکھ دیا تھا اس کے موافق شرط کے پائے جانے پر عورت کو اختیار طلاق لینے کا ہے اور بعد عدت کے دوسری جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔

তাফবীজের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে পরে তিন তালাক গ্রহণ করা

প্রশ্ন : কয়েক দিন আগে আমি মোঃ গাউসুল আজম ও ফারহানা আক্তার উভয়ে সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। বিয়ের দিন কাজি সাহেব কাবিননামার ১৮ নং ধারা আমাকে পড়ে শোনান এবং লিখে দেন, যা শুনে আমি নীরব থাকি। বিয়ের কিছুদিন আগে আমি কথা প্রসঙ্গে তাকে বলি যে তোমার তালাকের অধিকার থাকবে, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। বিয়ের পরের দিন আমার স্ত্রীকে আবারো বলি যে তোমার তালাকের অধিকার থাকবে। তাৎক্ষণিক সে বলে–না, থাকবে না। আমি আবারো বলি–না, থাকবে। ওই সময় সে চুপ থাকে। তবে একথা বলার সময় ১, ২ বা ৩-এর নিয়্যাত ছিল না। পরবর্তীতে সে নিজের ওপর তিন তালাক গ্রহণ করেছে। আমি জানতে চাই যে

Scanned by CamScanner

সে যে নিজের ওপর তিন তালাক গ্রহণ করেছে, তা সহীহ হয়েছে কি না? এখন আমরা পুনরায় দাম্পত্য জীবন গড়তে পারব কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, মৌখিকভাবে এবং সংযুক্ত নিকাহনামার মাধ্যমে দুবার স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করার কথা উল্লেখ আছে। মৌখিকভাবে বিনা শর্তে এবং নিকাহনামায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন লঙ্ঘনের শর্তে তালাক অর্পণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তালাকনামায় শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কোনো কথা বা প্রমাণ উল্লেখ নেই, তাই নিকাহনামায় দেওয়া ক্ষমতায় তালাক পতিত হয় না। অনুরূপ মৌখিকভাবে দেওয়া ক্ষমতায় কোনো সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় কেবল এক তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তিন তালাক গ্রহণ করলেও এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। তাই ইদ্দতের ভেতর রজআত করার পর উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করতে পারবে, নতুনভাবে বিয়ের প্রয়োজন নেই। (৮/৪৭৫/২২২০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٧ : (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث۔

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٩ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث -

প্রচলিত আইনে তাফবীজের ক্ষমতা কতক্ষণ বলবৎ থাকবে

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ কর্তৃক স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে অথবা মহর আদায় না করলে বা শারীরিক দুর্বলতা থাকলে স্ত্রীকে নিজের ওপর তালাক অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যা কাবিননামার ১৮ নং ধারায় লেখা থাকে এবং যা আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ অবগত।

Scanned by CamScanner

এখন আমার প্রশ্ন হলো,

১. যদি কোনো শিক্ষিত স্বামী বিবাহের পরে উক্ত শর্তাদি জানার পরেও কাবিননামায় স্বাক্ষর করে তখন মহিলার ওপর যেকোনো সময় তালাক দেওয়ার ক্ষমতা নিজের ওপর অর্পিত হবে কি না? নাকি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে?

২. অর্পিত হলে কত তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : ১. যদি স্বামী নিজ স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার সময় এমন শব্দ উচ্চারণ করে বা লিখে থাকে, যার দ্বারা সব সময়ই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা বোঝা যায়, তাহলে স্ত্রী যেকোনো সময় তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে অন্যথায় মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। (১৬/৯৫১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه.

উত্তর : ২. স্বামী পরিষ্কারভাবে তালাকের সংখ্যা উল্লেখ করে তালাকের ক্ষমতা দিলে সে হিসেবে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামী তালাকের সংখ্যা উল্লেখ না করে যদি এমন শব্দ দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করে, যার দ্বারা তিন তালাকের ক্ষমতা বোঝা যায় অথবা স্বামীর তিন তালাকের নিয়্যাত থাকে, তাহলে তিন তালাকের ক্ষমতা অর্পিত হবে। অন্যথায় এক তালাকের ক্ষমতা অর্পিত হবে।

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٣١ : (قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في الحرة (فطلقت وقعت رجعية، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن).

ডিভোর্স দিয়ে স্বামীর সাথে সংসার করার হুকুম

প্রশ্ন : একজন মহিলা কাবিননামার ১৮ নং ধারার ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক গ্রহণ করে এবং ডিভোর্সের নোটিশ স্বামীর হাতে পৌঁছায়। কিন্তু প্রায় এক বছর দুই মাস পর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চায়।

Scanned by CamScanner

মহিলাও স্বামীর সংসারে ফিরে যেতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে শরীয়তের মীমাংসার আবেদন রইল।

উত্তর : শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তাফবীজে তালাক করা হলে ওই শর্তের উপস্থিতিতে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী নিজ ইচ্ছামতো তালাক গ্রহণ করতে পারে না। প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত কাবিননামায় তাফবীজ তালাকে তিন সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় স্ত্রী তিন তালাকের ক্ষমতা পায়নি। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। রজআত না করা অবস্থায় ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ করে ঘর-সংসার করা যাবে। তবে স্বামী তিন তালাকের তাফবীজের নিয়্যাত করে থাকলে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (৭/৮০৩/১৮৯৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٨٦ : " ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها " وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث.

তালাকে তাফবীজ গ্রহণ করলে দেনমহর পাবে কি না?

প্রশ্ন : স্ত্রীর সাথে আমার বেশ কিছুদিন যাবৎ মনোমালিন্য চলে আসছে। তার সাথে আমার মূল বিরোধ ছিল তার উগ্র মানসিকতা ও সীমাহীন লোভ। তাই সে আমার নিকট অনেক কিছু দাবি করত। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী ভরণ-পোষণ দিয়ে আসছিলাম। তাই সে আমার কোনো কথাই শুনত না এবং আমার সাথে অত্যন্ত অশোভন আচরণ করত। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার অভিভাবক পর্যায়ে বৈঠকও হয় এবং সে এরকম আচরণ পরিহার করে সুন্দরভাবে চলার শর্তে দাম্পত্য জীবন শুরু করি। কিন্তু সে তার পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ না করে আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল এবং বারবার তাকে তালাক দেওয়ার কথা বলত। আমি তার এসব আচরণ সহ্য করেও তাকে স্ত্রী

Scanned by CamScanner

হিসেবে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একপর্যায়ে সে আমার অনুমতি ব্যতীতই বাসার সকল আসবাব নিয়ে পিতার বাড়িতে চলে যায়। যাওয়ার সময় পড়শি মহিলাদের বলে যায় যে আমার ভাত আর খাবে না। আমি তাকে আনতে বললে সে সম্পূর্ণ মহর পরিশোধের শর্তে আসতে রাজি হয়। কিন্তু আমি পরে দেব বললে সে এতে রাজি হয়নি। এর কিছুদিন পর সে কাবিনের ১৮ নং কলামের অর্পিত তালাকের ক্ষমতাবলে আমাকে ডিভোর্স দেয়। (আপনার অবগতির জন্য ডিভোর্সনামা ও কাবিননামা প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করলাম)

উপরোক্ত বর্ণনা মতে, তালাক পতিত হয়েছে কি না? যদি হয় তাহলে আমার ওপর মহর দেওয়া জরুরি কিনা? যদি তালাক পতিত না হয়, কিন্তু সে তালাক নিতে চায় তবে মহরের টাকা বা তার অধিক টাকার বিনিময়ে তালাক দেওয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে কি না? উক্ত জিজ্ঞাসার শরয়ী সমাধান প্রদান করে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করলে স্ত্রী ওই ক্ষমতাবলে শর্ত পাওয়া গেলে যে ধরনের ও যে পরিমাণ তালাকের ক্ষমতা স্বামী দেয় সে পরিমাণ ও সে ধরনের তালাক গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত কাবিননামা যদি বিবাহের পরে হয়ে থাকে এবং তাতে যেসব শর্তের উল্লেখ রয়েছে বাস্তবে ওই শর্ত পাওয়া গেলেই আপনার স্ত্রীর তালাক গ্রহণ সহীহ হয়েছে বলা যাবে।

বাস্তবে শর্ত পাওয়া না গেলে তার ওই তালাক গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন।

পক্ষান্তরে ওই শর্ত বাস্তবে পাওয়া গেলে তার তালাক গ্রহণ সহীহ সাব্যস্ত হবে এবং পূর্ণ মহর আদায় করা আপনার ওপর ওয়াজিব হবে। তবে ওই কাবিনে দস্তখত করার সময় আপনি তিন তালাকের নিয়্যাত করে থাকলে তার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য চিরতরে হারাম বলে বিবেচিত হবে। তিন তালাকের নিয়্যাত না করে থাকলে তার ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। ইদ্দতের ভেতর রজআত করা যাবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ করে রাখা যাবে।

উল্লেখ্য, তালাক পতিত না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক নিতে চাইলে পূর্ণ মহরের টাকার বিনিময়ে খোলা করা যেতে পারে। মহরের অতিরিক্ত নিয়ে খোলা করা মাকরূহ। (৯/১০০/২৫১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٢٦١ : وفي التفويض بشرط إذا وجد الشرط وأرادت أن تطلق نفسها فلها ذلك، وإذا طلقت نفسها فالأولى أن يكتب وثيقة على ظهر وثيقة التفويض فيكتب شهدوا أن فلانا يعني الزوج باشر الشرط الذي كان التفويض معلقا به على الوجه الذي كتب في بطن هذا الكتاب، وصار أمر

Scanned by CamScanner

فلانة زوجة فلان بحكم ذلك التفويض بيدها، وأنها طلقت نفسها بمشهد هؤلاء الشهود الذين أثبتوا أساميهم، وذلك في تاريخ كذا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣١ : (قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في الحرة (فطلقت وقعت رجعية، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن).

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٢ : (قوله ويتأكد) أي الواجب من العشرة لو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٣٨ : وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به " لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} " فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال " لقوله عليه الصلاة والسلام: " الخلع تطليقة بائنة " ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة " وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا " لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} إلى أن قال {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال " وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ".

স্ত্রীর ডিভোর্সনামা স্বামী মানতে বাধ্য কখন

প্রশ্ন : আমার স্বামীর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্যাতনের কারণে বনিবনা না হওয়ায় আমি তাকে আমাকে বিদায় দিতে বলি, সে বিদায় দেয়নি। নিরুপায় হয়ে আমি তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের ওপর এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক গ্রহণ করি। এই তালাকনামা আমার স্বামীর নিকট পৌঁছলে সে তা মানেনি। এমতাবস্থায় আমি পুনরায় সেই স্বামীর ঘর-সংসার করতে পারব কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে আমি এর ফয়সালা চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের। তবে যদি পুরুষ স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে উক্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রয়োগ করতে পারে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত স্বামী যদি নিকাহনামার ১৮ নং ধারায় উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার সময় তিন তালাকের নিয়্যাত করে থাকে, তাহলে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর শর্ত পাওয়া যাওয়া অবস্থায় তিন তালাক প্রয়োগ করার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যদি অর্পণের সময় তিন তালাকের নিয়্যাত না করে থাকে, তাহলে এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। এমতাবস্থায় রজআতের পর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে পরবর্তীতে আর দুই তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে পুনরায় মহর ধার্যকরত বিবাহ করে ঘর-সংসার করতে পারবে। (১৬/৮৬০/৬৮৫১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه، حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٠٢ : قال لامرأته: طلقي نفسك ونوى الثلاث فطلقت نفسها ثلاثا مجتمعا أو متفرقا أو قالت: طلقت نفسي فثلاث ولو طلقت واحدة أو ثنتين وقعت ولو طلقت واحدة وسكتت ثم ثنتين وقعت واحدة كذا في التمرتاشي وإن نوى ثنتين تقع واحدة إلا إذا كانت أمة كذا في السراج الوهاج وإن نوى واحدة لم يقع شيء بإيقاع الثلاث عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تقع واحدة ولو طلقت واحدة ولا نية للزوج أو نوى واحدة فهي رجعية.

Scanned by CamScanner

'থাকব না, চলে যাব' বললেই তাফবীজের ক্ষমতার প্রয়োগ হয় না

প্রশ্ন : (ক) স্বামী মাঝেমধ্যেই স্ত্রীকে বলে ছেড়ে যাওয়ার জন্য। রাগের মাথায় স্ত্রীও বলে থাকে, চলে যাব, আমাকে বাপের বাড়ি দিয়ে আসেন ইত্যাদি। একদিন স্বামী জিজ্ঞেস করল, তুমি যে এগুলো বলো তখন কি তালাকের অনুমতি গ্রহণের নিয়্যাত করো? স্ত্রী স্বামীকে চিন্তিত করার জন্য দুষ্টুমি করে বলল–হ্যাঁ, করি। এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কি না?

(খ) স্বামী সর্বদাই তালাক নেওয়ার বা ছেড়ে যাওয়ার কথা বলে। একদিন উভয়ের মাঝে ঝগড়া হলে স্ত্রী নিজেকে নিজে শুনিয়ে বলে, "থাকব না" বলে তালাকের অনুমতি গ্রহণ করে বাপের বাড়ি চলে যায়, এর দ্বারা তালাক গ্রহণের নিয়্যাত করে। তাহলে তালাক হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীকে সর্বদাই তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দিলে স্ত্রী যখনই ইচ্ছা প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। এ ধরনের শব্দ বলতে হবে, "আমি আমার নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করলাম।" শুধু থাকব না, চলে যাব এ জাতীয় ওয়াদা বা ইচ্ছা প্রকাশের শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত স্ত্রী তালাক হবে না। (১৯/১৭৪/৮০২৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٢١ : ولو قال لها: أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فلها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت في المجلس أو بعده وبعد القيام عنه لما مر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٠١ : ولو قال لها أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت فلها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره في أي وقت شاءت-

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পাল্টাপাল্টি তালাক প্রদান করা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে আমার মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় এবং সে আমার কাছে তালাকও চেয়েছে। আমি বলেছি যে, কাবিননামায় তো তোমাকে তালাকের অনুমতি দেওয়াই আছে। তুমি চাইলে তা ব্যবহার করতে পারো। কয়েক দিন আগে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সে আমাকে তিন তালাক দেয়। এর কয়েক দিন পর আমি নিজেই তাকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছি। জানার বিষয় হলো, এখন আমাদের হুকুম কী হবে এবং পুনরায় সংসার করতে চাইলে তার অবকাশ আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি অপছন্দনীয় কাজ। তবে উপায়হীন সময় তা ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই কথায় কথায় তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কেউ তার স্ত্রীকে একসাথে বা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে স্ত্রী তার ওপর সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। সুতরাং বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করায় তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। বর্তমানে তার সাথে সংসার করার কোনো অবকাশ নেই। মহরানা ইত্যাদি পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করে তাকে পৃথক করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে তাকে পুনরায় বিবাহ করার বিধান মৌখিক জেনে নেবেন। (১৯/১৯৯/৮১০৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ /٢٣٢ : (قوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى، وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة، وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

তাফবীজের ক্ষমতাবলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের শরয়ী পদ্ধতি

প্রশ্ন : দুই বছর পূর্বে আমার মেয়ের বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর বিভিন্ন বদ অভ্যাস ও দুশ্চরিত্রের কথা জানতে পারে। যেমন :

ক. ছেলে নেশা করে এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা দেয় এবং গভীর রাতে বাসায় ফেরে।

খ. মেয়েকে সঙ্গ দেয় না, সঙ্গ চাইলে নানা বাহানা দেয়।

গ. স্বামী-স্ত্রীর যে স্বাভাবিক চাহিদা তাও মেটায় না। এমনকি দৈহিক সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

ঘ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা হয় না এবং মনের মিল নেই। কথা যা হয় তা মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে হয়।

ঙ. ছেলে বদমেজাজি এবং সামান্য কারণে গালিগালাজ করে।

চ. ছেলে অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

ছ. বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশে মেয়েকে অপমান করে।

Scanned by CamScanner

জ. ছেলের বদ অভ্যাসসমূহ সংশোধনের জন্য প্রায় দুই বছর চেষ্টা করে মেয়ে ব্যর্থ হয়।

ঝ. শাশুড়ি মানসিক নির্যাতন করে।

ঞ. পাঁচ মাস যাবৎ মেয়ে বাপের বাড়িতে থাকছে, এ সময় ছেলে কোনো খোঁজখবর নেয়নি, এমনকি ফোনও করেনি।

এমতাবস্থায় কাবিননামায় প্রদত্ত তালাকের ক্ষমতাবলে মেয়ে তালাক গ্রহণ করতে পারবে কি না? পারলে তার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর পর স্বামী যদি কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দিয়ে স্বাক্ষর করে তাহলে উক্ত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করতে পারবে। তালাক গ্রহণের উত্তম পদ্ধতি হলো, স্ত্রী দুজন মানুষকে সাক্ষী রেখে বলবে যে আমি স্বামীর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করলাম। (১৯/২৫৭/৮১২৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٢١ : ولو قال لها: أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فلها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت في المجلس أو بعده وبعد القيام عنه لما مر-

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٩ : قوله وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده) وكذا إذا شئت وإذا ما شئت-

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه، حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس-

Scanned by CamScanner

স্বামী জেনে বা না জেনে কাবিননামায় সই করলে স্ত্রী কখন ১৮ নং-এর ক্ষমতা লাভ করবে

প্রশ্ন : বর্তমানে সরকারি কাবিনে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া আছে। স্বামী তা না দেখেই সই করলে তাতেই স্ত্রী স্বামীকে তালাক বা ডিভোর্স দিতে পারবে কি না? আর জেনে সই করলে স্ত্রী সে ক্ষমতা পাবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে সরকারি কাবিনের ১৮ নং কলামে তাফবীজে তালাকের কথা উল্লেখ থাকাবস্থায় বিবাহের পর স্বামী জেনে বা না জেনে উভয় অবস্থাতে দস্তখত করে থাকলে কাবিননামায় উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রয়োগের অধিকারিণী হবে। তবে বিবাহের পূর্বে বা ১৮ নং ধারা খালি থাকাবস্থায় স্বাক্ষর করে থাকলে স্ত্রী তালাক গ্রহণের ক্ষমতা পাবে না। (১৯/৩৫৭/৮১৫০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه، حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس -

বিনা কারণে ১৮ নং-এর অপপ্রয়োগ

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী গত ১৭/০৭/০৪ ইং তারিখে বাসায় যাওয়ার নাম করে কোনো কারণ ছাড়াই কাবিননামার ১৮ নং ধারা মতে আমাকে তালাকের নোটিশ পাঠায়। আমাদের একটি ছোট মেয়েও আছে।

উল্লেখ্য, আমি ১৮ নং ধারার ক্ষমতা আমার স্ত্রীকে দিইনি এবং কাজি সাহেব তা পড়ে আমাকে শোনায়নি এবং জানায়ওনি। এমতাবস্থায় আমাদের তালাক হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি কাবিননামার ১৮ নং ধারা লেখার পূর্বে দস্তখত করে থাকেন এবং তা প্রমাণিত হয়, তাহলে আপনার স্ত্রী নিজের নফসের ওপর যে তালাক দিয়েছে সে তালাক হয়নি। আর যদি কাবিননামা লেখার পর আপনি স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন এবং ১৮ নং ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে প্রমাণিত হয় তাহলে ১৮ নং ধারা মতে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর তালাক দেওয়ায় এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। (১৬/৪৭৩/৬৬২২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٢٦٠ : (والثاني - تعليق التفويض بالشرط، وأنه أقسام) أحدها - تعليق التفويض بالغيبة وصورة كتابة هذا القسم شهدوا أن فلانا جعل أمر امرأته فلانة بيدها معلقا بشرط أنه متى غاب عنها من كورة كذا أو من مكان كذا يسكنان فيه غيبة سفر ومضى على غيبته عنها شهر أو كذا على ما شرطاه، ولم يعد إليها في هذه المدة فإنها تطلق نفسها تطليقة واحدة بائنة بعد ذلك متى شاءت أبدا.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٥ / ٢٤٦ : الجواب-اگر واقعۃ سادہ کاغذ پر دستخط کئے تھے اور اس نے نہ خود طلاق دی نہ کسی کو طلاق کے لئے وکیل بنایا تو طلاق نہیں ہوئی۔

আক্বদের আগেই কাবিননামায় দস্তখত এবং তাফবীজের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত কাবিননামায় মহিলাকে যে তালাক প্রদানের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে এবং কাজি সাহেবগণ এ সম্পর্কে বরকে অবগত করানো ছাড়াই স্বাক্ষর নিয়ে থাকে বিবাহ হওয়ার পূর্বেই। পরবর্তীতে এই স্বাক্ষর অনুযায়ী স্ত্রী যদি স্বামীকে ডিভোর্স দেয় তবে তালাক হবে কি না? এবং কাবিননামার স্বাক্ষর দেখে যদি কোনো মুফতি সাহেব তালাক পতিত হওয়ার ফাতওয়া দেন, তবে এই মহিলার অন্যত্র বিবাহ করা সঠিক হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি আক্বদের পর তার স্ত্রীকে লিখিতভাবে কাবিননামায় তালাকের অধিকার প্রদান করে থাকে সে অনুপাতে যদি মহিলা ডিভোর্স করে, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় তালাকপ্রাপ্তা হবে না। (১৫/১০৩/৫৯৬০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٨٧ : " ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها " وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق.

আক্বদের পূর্বেই কাবিননামায় স্বাক্ষরমূলে তাফবীজ গ্রহণযোগ্য কি না

প্রশ্ন : প্রচলিত আছে যে কাজি সাহেবগণ বিবাহের বৈঠকে বিবাহ পড়ানোর পূর্বেই স্বামীর কাছ থেকে কাবিননামায় দস্তখত করিয়ে তাফবীজে তালাকের অধিকার নিয়ে নেয়। বিবাহের পূর্বে উক্ত অধিকার প্রদানের ভিত্তিতে স্ত্রী নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করে নিলে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : স্বামী যদি বিবাহের পূর্বেই কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে দস্তখত করে, তাহলে স্ত্রী এই অধিকারের অধিকারী হবে না। তবে যদি বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে এই অধিকার দিয়ে থাকে, তাহলে বিবাহের পর স্ত্রী এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। (১৩/৩১১/৫২৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٣٤٤ : شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق)، (أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا، كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها، ولو قال هذه المرأة إلخ لا لتعريفها

Scanned by CamScanner

بالإشارة فلغا الوصف (فلغا قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۷۷ : الجواب- مرقومہ شرائطا اگر نکاح سے پہلے لکھی گئی ہیں توسب شرائط باطل ہے اس لئے ان کے خلاف کرنے سے بیوی کے لئے خیار ثابت نہ ہوگا۔

স্ত্রীর ডিভোর্স স্বামী মেনে না নিলেও তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : বিবাহের কাবিনে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার পর স্ত্রী ডিভোর্স করলে স্বামী যদি তা মেনে না নেয় বা তালাক দিতে না চায়, তাহলে তালাক হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা দেওয়ার পর তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না বিধায় স্ত্রী শর্ত পাওয়ার পর নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করলে স্বামী তা মেনে না নিলে বা তালাকের ইচ্ছা না করলেও তালাক হয়ে যাবে। (১৯/৩৫৭/৮১৫০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٨٧ : وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهاها عما جعل إليها ولا يفسخ -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٣١٢ : (قوله فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلا، فإن الوكالة غير لازمة فلو كان توكيلا لصح عزلها قال في البحر عن جامع الفصولين: تفويض الطلاق إليها، قيل هو وكالة يملك عزلها فالأصح أنه لا يملكه -

তাফবীজের ক্ষমতা স্বামী ফিরিয়ে নিতে পারে না

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে যে অধিকার/ক্ষমতা দিয়েছে তা ফেরত নিতে পারবে কি না? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত ক্ষমতা/অধিকার ফেরত নিতে পারবে না। (১২/১০৪/৩৮৫৯)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٧ : (قوله: ولا يملك الرجوع) أي ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض سواء كان لفظ التخيير أو بالأمر باليد أو طلقي نفسك لما قدمنا أنه يتم بالملك وحده من غير توقف على قبول وأنه تمليك فيه معنى التعليق فباعتبار التمليك تقييد بالمجلس باعتبار التعليق لم يصح الرجوع عنه ولا عزلها ولا نهيها.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ٣٧٢ : طلاق کو کسی شرط پر معلق کردینے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار نہیں۔

১৮ নং ধারায় আইনজীবীগণ নারীর পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুকুম

প্রশ্ন : ক. বর্তমান সরকারের আইন অনুযায়ী, নিকাহনামার ১৮ নং ধারায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা বৈধ কি না?

খ. বর্তমান নিকাহনামার ১৮ নং ধারা অনুযায়ী আইনজীবী হিসেবে মেয়ের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ক. শরয়ী বিধান অনুযায়ী তালাক প্রদানের অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র স্বামীর। তবে স্বামী স্বেচ্ছায় নিঃশর্ত বা শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। তবে অর্পণ করতে বাধ্য নয়। শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমতা অর্পণ করা অবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে শর্তের বাস্তবায়ন জরুরি। তবে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রয়োগের অধিকারী হওয়ার জন্য বিবাহ সম্পাদনের পরই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের ওপর তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ নিকাহনামা বিবাহের আক্বদের পরেই লিপিবদ্ধ হতে হবে। নিকাহনামা আক্বদের পূর্বে লিপিবদ্ধ হলে নিকাহনামার ওই অধিকার অর্পণ দ্বারা স্ত্রী তালাকের অধিকারী হবে না।

খ. এ ক্ষেত্রে আইনজীবী হিসেবে মহিলার পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১২/৯৭৩/৫১২৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ١١٥ : فأما إذا كان موقتا فإن أطلق الوقت بأن قال: أمرك بيدك إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى ما شئت أو حيثما شئت، فلها الخيار في المجلس وغير المجلس ولا يتقيد بالمجلس حتى لو ردت الأمر لم يكن ردا.

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيدية) ٢ / ١١١ : رجل جعل امر امرأته بيدها على انه ان غاب عنها كذا مدة تطلق نفسها متى شاءت فغاب عنها الى آخر المدة ثم حضر في اليوم الاخر من تلك المدة.

📖 كفايت المفتى (امدادية) ٦ / ٣١٥ : صورت مسئولہ میں اگر عورت طلاق لینا چاہے تو اس کو طلاق ہو سکتی ہے ولو جعل أمرها بيدها على أنه إن غاب عنها ثلثة أشهر الخ.

তালাকের ক্ষমতা অর্পণ ও তার বিধান

প্রশ্ন : স্ত্রীকে যেমন তালাকের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শর্তের ওপর, ঠিক তেমনি এ তালাকের হলফনামা ও নোটিশ প্রদান করে কার্যকর করতে হবে এটা শর্ত। তাই–

(১) যেহেতু তালাকের হলফনামায় উল্লেখ আছে নোটিশ প্রদান করে তালাক কার্যকর করতে হবে এটা শর্ত এবং কাবিননামায় তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ যেহেতু শর্তে উল্লেখ আছে তাই তালাক শরীয়তসম্মত কি না? বা কার্যকর হয়েছে কি না?

(২) যদি তালাক হয়ে থাকে তবে পুনরায় বিবাহ করা যাবে কি না? যদি যায় তবে কিভাবে?

(৩) সন্তানের অভিভাবক হিসেবে সন্তানরা কি আমার নিকট চলে আসতে পারবে? অথবা এ বিষয়ে আমি আইনগত অধিকার পাব কি না?

(৪) আমার আসবাবপত্রের কী হবে?

উত্তর : যদি তালাকনামার শর্ত ভঙ্গ হওয়া প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ তিন মাস যাবৎ খোরপোষ ও খোঁজখবর না রাখা হয় এবং আপস-মীমাংসার চেষ্টা না করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রী কাবিননামার ১৮ নং ধারার ভিত্তিতে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করার দ্বারা এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। পুনরায় সংসার করতে হলে রজআত করে নিতে হবে। আর যদি শর্ত ভঙ্গ হওয়ার দাবি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তালাক কার্যকর হবে না। (১৮/৩৭৪/৭৬২৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١١٦ : وأما التفويض المعلق بشرط فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون مطلقا عن الوقت، وإما أن يكون مؤقتا، فإن كان مطلقا بأن قال: إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فالأمر بيدها -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٩٨ : ولو جعل أمرها بيدها على أنه إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل نفقته إليها فهي تطلق متى شاءت نفسها-

স্বামী মানসিক রোগী তাফবীজের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে কি না

প্রশ্ন : আমার স্বামী একজন মানসিক অসুস্থ লোক। তাঁর সাথে আমার সংসার করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আমাকে তালাকও দিতে চাচ্ছেন না। তবে তিনি বিবাহের সময় আমাকে তালাকের অধিকার দিয়ে কাবিননামায় স্বাক্ষর করেছিলেন। এ পর্যায়ে আমার করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : স্বামী নিজের স্ত্রীকে যে সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে তালাক প্রদান করার ক্ষমতা দিয়েছিল, উক্ত শর্তাদির যেকোনো একটি পাওয়া যাওয়া প্রমাণিত হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্ত্রীর জন্য স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তালাক গ্রহণের অবকাশ আছে। উল্লেখ্য, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই, বরং স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমতা পেয়ে থাকলে স্ত্রী নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। (১৮/৩৮২/৭৬২৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١١٦ : وأما التفويض المعلق بشرط فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون مطلقا عن الوقت، وإما أن يكون مؤقتا، فإن كان مطلقا بأن قال: إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فالأمر بيدها-

তাফবীজের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে স্বামীকে তালাক প্রদান করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে তাফবীজে তালাক করে, এতে স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ করে বলে যে আমি তোমাকে এক, দুই, তিন তালাক দিলাম। আমি তোমার স্ত্রী নই, তুমি আমার স্বামী নও। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তালাক হবে কি না?
উল্লেখ্য, কোনো জেলায় যদি তাফবীজে তালাকের মধ্যে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেওয়ার প্রচলন থাকে, অর্থাৎ তালাকের ক্ষমতা পেয়ে স্ত্রী "তালাক গ্রহণ করলাম" শব্দ না বলে স্বামীকে "তালাক দিলাম" বলে যেমন– "আমি তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম" এতে তালাক হবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকের মালিক একমাত্র স্বামী। কিন্তু যখন স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে তখন স্বামী যে ধরনের তালাকের অধিকার দিয়েছে স্ত্রী সে ধরনের তালাক নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে। তবে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলাম বললে তালাক হয় না। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্ত্রী যেহেতু তালাক গ্রহণ করেনি, তাই "এক, দুই, তিন তালাক দিলাম" শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

এ ক্ষেত্রে কোনো জেলার প্রচলন শরীয়তের দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পরের বাক্য "আমি তোমার স্ত্রী নই, তুমি আমার স্বামী নও" তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে, যদি স্বামী তালাকে বায়েনের অধিকার দিয়ে থাকে।
(১০/৬১৭/৩২৪০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ / ١١٧ : فالأصل فيه أن كل ما يصلح من الألفاظ طلاقا من الزوج يصلح جوابا من المرأة وما لا فلا.

📖 فيه أيضا ٣ / ١١٧ : ولو قالت لزوجها: أنت مني طالق لم يكن جوابا؛ لأن الزوج لو قال لها: أنا منك طالق لم يكن طلاقا عندنا خلافا للشافعي.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٣١١ : تفويض الطلاق إليها قيل هو وكالة يملك عزلها ولا أصح أنه لا يملكه اهـ وإنما وقع البائن به لأنه ينبئ عن الاستخلاص، والصفا من ذلك الملك وهو بالبينونة وإلا لم تحصل فائدة التخيير إذ كان له أن يراجعها شاءت أو أبت.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٥ : (وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها وما لا) يصلح للإيقاع منه (فلا) يصلح للجواب منها، فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع، بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل.

বিবাহের সময় মৌখিক তাফবীজ

প্রশ্ন : বিবাহের সময় মৌখিকভাবে এমন শর্ত করা হয়েছিল যে যদি কোনো মনোমালিন্যের কারণে স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসে এবং ৯০ দিন অতিক্রম করে এবং এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ফিরিয়ে নিতে না পারলে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর এক তালাকে বয়েন গ্রহণের অধিকার রাখবে। স্বামী উক্ত শর্ত মেনেই বিবাহে রাজি হয়। কয়েক মাস পর স্বামী মৃগী রোগে আক্রান্ত হলে স্ত্রী বাপের

Scanned by CamScanner

বাড়িতে চলে আসে এবং ৯০ দিন অতিক্রম করে, শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও তাকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। এখন জানার বিষয় হলো, তার এ শর্ত সঠিক ছিল কি না? এবং স্বামীকে মৃগী রোগী সাব্যস্ত করে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর তালাক দিতে পারবে কি না?

উত্তর : বিবাহের সময় মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো শর্তসাপেক্ষ তালাকের অধিকার দিলে তা সহীহ হয়। তাই এখানে যেহেতু স্বামী মনোমালিন্যের শর্ত সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণপূর্বক নিজেই স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে, তাই মৃগী রোগের দরুন স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণে সে চাইলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখ্য, মৃগী রোগ শরীয়ত মতে তালাকের বৈধতার কারণ নয়। (১৭/৩৯৩/৭০৮৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا ـ

📖 فيه أيضا ١ /٣٩١ : وإذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وكذا إذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلتها طلقت ـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٦ : (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر ـ

১৮ নং-এর ক্ষমতায় তালাক গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমার ভাগ্নি সারমিনা সুলতানা ময়না গত ১২/০৬/২০১০ ইং নিকাহনামার ১৬০১ নং ফরমের ১৮ নং কলাম অনুযায়ী নিজেই নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করেছে। যার বিবরণ বিস্তারিত তালাকের নির্দেশনামায় উল্লেখ আছে এবং উক্ত নোটিশনামা স্বামীর নিকট প্রেরণ করেছে। প্রশ্ন হলো, আমার ভাগ্নি উক্ত নোটিশনামা অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে কি না? হলে কত তালাক হয়েছে? শরয়ী সমাধান চাই।

উত্তর : স্বামী যেহেতু নিকাহনামার ১৮ নং ধারার ভাষ্য অনুযায়ী নিঃশর্ত স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করেছে, তাই স্ত্রী নিজের নফসের ওপর তালাক দেওয়ার কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানকালে যত তালাকের নিয়্যাত করবে স্ত্রীও তত তালাকের অধিকার রাখবে। আর এতে কত তালাক হবে তার নিয়্যাত না করে থাকলে এক তালাকে রজঈ হবে। সুতরাং স্বামী যত তালাকের অধিকার প্রদান করেছে সে অনুপাতে স্ত্রীর উক্ত তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ হয়ে কার্যকর হবে। (১৭/৬২২/৭২১৪)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٢٧ : (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعيةوإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٠١ : ولو قال لها أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت فلها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره في أي وقت شاءت ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث-

ডিভোর্স শরীয়তসম্মত হলে অন্যত্র বিবাহ করতে কোনো বাধা নেই

প্রশ্ন : এক প্রবাসী ছেলের সাথে আমার বিয়ে হয়। এক মাসের মতো টানা-হেঁচড়ার সংসার চলে। এক মাসের ভেতরেই আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসি। এরপর কিছুদিন যাবৎ মোবাইলে ঝগড়ার পরিবেশে আমার স্বামীর সাথে কথা হয়। এর কিছুদিন পর থেকে তার মোবাইলে ফোন করলে সে রিসিভ করত না। তারপর আমি পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসায় চলে যাই। এর পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সে আমার কোনো খোঁজখবর নেয়নি। এমনকি আমার পিতা বিদেশ থেকে এসে ছয় মাস বাড়িতে ছিলেন তাঁর সাথেও দেখা করেনি। তারপর আমি আবার তার কাছে ফোন করি, তখন সে আমার সাথে খুবই অশ্লীল ভাষায় কথা বলে, যা মুখে উচ্চারণ করার মতো নয়। সে আমাকে বলে, সে যদি আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে তার ভগ্নিপতি নাকি তার বোনকে তালাক দেবে। তখন আমি বললাম, তাহলে আমাকে তালাক দিয়ে দাও। সে বলল–তালাক দেব না, আমি তালাক দিলে তোমরা মামলা করতে পারো। তখন আমি বললাম, তাহলে আমি ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিই। সে বলল–আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাজি আছি। এমনকি তার খালু ও ফুফাত ভাই আমার মাকে বলেছে যে আপনার মেয়ে ওই ছেলের সঙ্গে কোনো দিন সংসার করতে পারবে না, আপনারা ডিভোর্স নেন।

তারপর আমি কতিপয় আলেম ও মুফতীর সাথে আমার কাবিননামা দেখিয়ে ও যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করে তাদের অনুমতিক্রমে ৮-১০ দিন পর ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিই। তারপর জানতে পারলাম সে তাতে দস্তখত করে গ্রহণ করেছে। আজ এ পর্যন্ত দেড় বছরের বেশি হয়ে যায় সে আর কোনো প্রকার যোগাযোগ করেনি। ইতিপূর্বে আমার বিয়ের প্রস্তাব আসায় কোনো একজন বলে যে মেয়েদের তালাক নাকি সহীহ হয় না।

Scanned by CamScanner

তখন আমার মা তার সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে যে আমার ওয়াদা আছে আমি মুখে তালাক বলব না। আপনারা যদি কোথাও বিবাহ দেন তাহলে আমি সাপোর্ট করব। এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই, আমার ডিভোর্স সহীহ হয়েছে কি না? আমি ডিভোর্স দেওয়ার সময় এভাবে ডিভোর্স নিয়েছিলাম যে, "স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের ক্ষমতা লাভ করার পর আমি নিজে তালাক গ্রহণ করলাম।"

উত্তর : আপনি যেহেতু নিকাহনামার ১৮ নং ধারা অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক তালাকে তাফবীজের ক্ষমতাবলে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করছেন, তাই ১৮ নং ধারায় লিপিবদ্ধ শর্তসমূহ পাওয়া গিয়ে থাকলে আপনি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছেন। তালাক গ্রহণের পর আপনার ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে অন্যত্র বিবাহ করতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। (১৭/৭৮৫/৭৩১৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤١٩ : (قوله: وإن قال لها: أمرك بيدك ينوي ثلاثا) أي ينوي التفويض في ثلاث (فقالت: اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد) وهنا مقامان: الوقوع وكونه ثلاثا، والوقوع مبني على صحته جوابا.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٥٦٣ : أما إذا كان معلقا بالشرط فلا يصير الأمر بيدها إلا إذا جاء الشرط.

তাফবীজের শর্ত ও স্থায়িত্ব

প্রশ্ন : দেশীয় আইন অনুযায়ী কাবিননামায় মহিলাকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়ার দ্বারা তাফবীজে তালাক হবে কি না? আমি শুনেছি, তাফবীজে তালাকের জন্য ইচ্ছাকৃত অনুমতি দেওয়া শর্ত এবং এর হুকুম ওই বৈঠকেই সীমাবদ্ধ থাকে, ওই বৈঠকে তালাক গ্রহণ না করলে অনুমতি রহিত হয়ে যাবে। এ কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : স্বামী যদি স্বেচ্ছায় কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে স্ত্রী তালাকের অধিকারী হবে এবং তার হুকুমও সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় তালাকের ক্ষমতা অর্পণের বৈঠকের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে যদি এমন শব্দ উল্লেখ করা হয়, যাতে সব সময়ের জন্য তাফবীজ বোঝা যায়। যেমন বলল, যখনই ইচ্ছা তাহলে বৈঠকের পরেও ক্ষমতা বহাল থাকবে। (১৭/৯২৮/৭৩৯০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣٢ : (قوله ونحوه إلخ) كإذا شئت أو إذا ما شئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق في المجلس وبعده

Scanned by CamScanner

لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات، فصار كما إذا قال: في أي وقت شئت، وكلما كمتى مع إفادة التكرار إلى الثلاث، بخلاف إن وكيف وحيث وكم وأين وأينما فإنه في هذه يتقيد بالمجلس، والإرادة والرضا والمحبة كالمشيئة، بخلاف ما إذا علقه بشيء آخر من أفعالها كالأكل فإنه لا يقتصر على المجلس نهر في الجميع بحر فتأمله.

লিখিত তালাকনামায় স্বামী স্বাক্ষর করলে তালাকের হুকুম

প্রশ্ন : আমি গত ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে ইসলামী নিয়মে বিবাহ করি। কিন্তু আমার পরিবারের লোকেরা বিবাহ মেনে নেয়নি। তার পর থেকে শুরু হয় আমি ও আমার স্ত্রীর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার। একের পর এক ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, পানিপড়া বিভিন্নভাবে আমাদের দুজনকে আলাদা করার চেষ্টা করে একপর্যায়ে আইনজীবীর অফিসে বসে আমাদের বিবাহ ছিন্ন করানো হয়। ঠিক এর দুই দিন পর আমরা আবার ফোনে যোগাযোগ করি। এভাবে আমাদের পাঁচটি মাস বিবাহ ছিন্ন অবস্থায় কেটে গেল। এখন আমি জানতে চাই, আমাদের বিবাহ ছিন্ন/তালাক হয়েছে কি না? তালাক হলে এখন করণীয় কী? তালাকের কাগজ সাথে দিলাম :

"উভয় পক্ষের দাম্পত্য জীবন প্রথম অবস্থায় মধুময় অবস্থায় থাকলেও পরবর্তীতে পক্ষগণের মধ্যে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়। যার কারণে পক্ষগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পক্ষগণ দিগ্বিদিক পর্যায় উপনীত হলে উভয় পক্ষগণের সম্মানিত ও সুপরিচিত হিতয়সী জনাবা সালমা আজাদের একান্ত উদ্যোগে ও মধ্যস্থতায় নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হলো।"

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ ও তালাকনামার বিবরণ মতে, স্বামী তিন তালাকের নিয়্যাতে তালাকনামায় স্বাক্ষর করে থাকলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে শরীয়তসম্মত পন্থায় হালালা করে নেওয়া জরুরি। হালালার সঠিক পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতি সাহেব থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। পক্ষান্তরে স্বামী তিন তালাকের নিয়্যাত না করে দস্তখত করে থাকলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জরুরি। (১৬/৮৯৪/৬৮৩৭০)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٥٢٨ : ولو قال: فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع وعن أبي حنيفة إن نوى ثلاثا فثلاث، والرواية هكذا عن محمد أنه بائن إن نوى الطلاق.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢ / ٥٧٥ : جبکہ عبد اللہ نے سوال طلاق کے جواب میں کہا کہ تم اپنی ماں کے گھر پر رہو آج سے تمہارے اور میرے درمیان میں زوج وزوجہ کا کوئی علاقہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بنیت طلاق ہی کہا ہے تو شرعا اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی۔ اگر خلوت صحیحہ یا جماع کی نوبت آچکی ہے تو عورت پورے مہر کی حقدار ہے ورنہ نصف مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے پورے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔

স্বামীকে ডিভোর্স দিলাম বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার কোনো কাজ অপছন্দ করো তাহলে আমাকে ছেড়ে দেবে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই, এটা আমি তোমাকে অধিকার দিলাম। এর কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিম্নের আলোচনা হয় রহস্যমূলকভাবে : স্বামী : তুমি আমাকে ডিভোর্স দাও। স্ত্রী : আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব না, তুমি আমাকে দাও। স্বামী : মহিলাদের আইন বড় কঠিন, আমি দিতে গেলে জেল খাটতে হবে, বরং তুমি আমাকে দাও। কেননা আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। স্ত্রী : আমি দেব না, তুমি দাও। স্ত্রী : তোমাকে ডিভোর্স দিলাম! স্বামী : সত্য বলছ? স্ত্রী : জি, হ্যাঁ।

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর ওপরই অর্পণ করা হয়েছে। তবে স্বামী কর্তৃক তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পণ করা হলে ওই ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। উল্লেখ্য, স্ত্রী নিজের ওপর তালাক অর্পণ না করে স্বামীকে তালাক দিলাম বললে তা পতিত হয় না। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়ার পর স্ত্রী তা নিয়মানুযায়ী ব্যবহার না করতে পারলে, অর্থাৎ নিজের ওপর প্রয়োগ না করে স্বামীর ওপর প্রয়োগ করার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। (১২/১০৪/৩৮৫৯)

📖 فتاوی قاضيخان (أشرفيه) ٢ / ٢٥١ : رجل جعل أمر امرأته بيدها : فقالت لزوجها طلقتك كان باطلا كما لو أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه.

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ٢٠٨ : (أنا منك طالق لغو وإن نوى وتبين في البائن والحرام) يعني إذا قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى الطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٩٠ : (قوله لأن الطلاق لا يكون من النساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا.

কাবিননামার পদ্ধতিতে তাফবীজে তালাক হবে কি না

প্রশ্ন : কাবিননামায় যে রকম তালাকের পদ্ধতি আছে, এর দ্বারা তাফবীজে তালাক হবে কি না?

উত্তর : স্বামী যদি নিকাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কাবিননামায় দস্তখত করে তাহলে প্রশ্নে উল্লিখিত তাফবীজ সহীহ হবে। (১০/৫৭১)

'এবং' ও 'বা' যুক্ত শর্ত অথবা কোনোটি ছাড়া শর্তে তাফবীজের হুকুম

প্রশ্ন :

১. আমাদের অঞ্চলে একটা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তা হলো, স্ত্রী অনেক সময় কাবিননামার শর্ত মোতাবেক স্বামীকে তালাকে তাফবীজ করে। কিন্তু প্রদত্ত শর্তগুলো পূরণ করতে স্বামী প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হয়েছে কি না? জানা অত্যন্ত কঠিন। কখনো বা অসম্ভব।

২. কখনো শর্তগুলো 'এবং" দ্বারা অথবা 'বা' দ্বারা লেখা হয়, কখনো 'এবং' 'বা' কিছুই থাকে না। প্রশ্ন হলো, স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে উক্ত তালাকে তাফবীজ প্রযোজ্য হবে কি না? যেখানে 'এবং' অথবা 'বা' কোনো শব্দ নেই সেখানে সব শর্ত একটা ধরা হবে, নাকি আলাদা দুটি শর্ত ধর্তব্য হবে?

উত্তর :

১. যেসব শর্তের ওপর স্ত্রী ছাড়া সাধারণত অন্য কেউ অবগত হতে পারে না, ওই সব শর্তের ওপর তাফবীজে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া হলে ওই শর্তসমূহ পাওয়ার ব্যাপারে কেবল স্ত্রীর দাবিই যথেষ্ট। আর যেসব শর্তের ওপর অন্য লোকও অবগত হতে পারে সেসব শর্ত পাওয়া যাওয়ার বেলায় কেবল স্ত্রীর দাবিই যথেষ্ট নয়, বরং দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ দুজন মহিলার সাক্ষী পেশ করতে হবে। (৬/৮৮/১০৯১)

Scanned by CamScanner

📖 البناية (دار الفكر) ٥ / ١٨١ : (وإن اختلفا في وجود الشرط) ش: بأن قال الزوج لم يوجد الشرط ولم يقع الطلاق، وقالت الزوجة: قد وجد الشرط ووقع الطلاق، م: (فالقول قول الزوج) ش: لأن الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل م: (إلا أن تقيم المرأة البينة) ش: على وجود الشرط حينئذ يكون القول قولها م: (لأنه) ش: أي لأن الزوج م: (متمسك بالأصل وهو عدم وجود الشرط) ش: لدلالة الظاهر على ملك كالمدعى عليه إذا أنكر المال.

م: (ولأنه) ش: أي ولأن الزوج م: (ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه) ش: أي تدعي وقوع الطلاق، فالقول قول الزوج إلا إذا أقامت المرأة البينة م: (وإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها، فالقول قولها في حق نفسها).

২. কাবিননামায় যদি একাধিক শর্তসমূহ 'বা' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তবে যেকোনো একটি শর্ত পাওয়া গেলেই স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। আর 'এবং' শব্দ দ্বারা একাধিক শর্ত উল্লেখ করা হলে, অথবা 'এবং' ও 'বা' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনোটা উল্লেখ না থাকলে উল্লিখিত শর্তসমূহ সব পাওয়া গেলেই স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রদান করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। (৬/৮৮/১০৯১)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٤٥٦ : وأما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار أداتهما وهو على وجهين بواو وبغيره، أما الثاني فكقوله إن أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل فتقدم المؤخر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤٦ : (قوله بتكرر الشرط) وذلك بأن عطف شرطا على آخر وأخر الجزاء، نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع حتى يقدما لأنه عطف شرطا محضا على شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء، فيتعلق بهما فصارا شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهما.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٦ / ٣٢٠ : الجواب - اقرار نامه كى عبارت شوہر کے الفاظ میں اس طرح سے ہو کہ اگر میں بد فعل ہو جاؤں یا بلا اجازت اپنی اہلیہ فلاں بنت فلاں سے عقد ثانی کر لوں تو میری اہلیہ فلاں بنت فلاں کو میری طرف سے یہ حق اور اختیار

Scanned by CamScanner

حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر طلاق بائن جب چاہے ڈال لے اس کے بعد اگر دونوں شرطوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی پر عورت اپنے نفس پر طلاق ڈال لے تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔

শর্তসাপেক্ষ তাফবীজে শর্ত পাওয়া গেলেই ডিভোর্স সহীহ হবে

প্রশ্ন : গত ১৩/৩/৯৮ ইং তারিখে আমার বিয়ে হয়। আমি কাবিনের শর্ত মেনে কাবিনে স্বাক্ষর করিনি। বিবাহের পর আমার স্ত্রীকে আমার বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসি। শুরু থেকে আমার স্ত্রীর মধ্যে আমার প্রতি কেমন যেন অপছন্দ ও অসন্তুষ্টি ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং পদে পদে আমার দোষ দেখতে শুরু করে। মিথ্যা কল্প-কাহিনী রটনা করেই চলে। এমন অবস্থায় মাসখানেক সময় চলে। একপর্যায়ে আমার প্রদত্ত সমস্ত গয়নাঘাটি এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যায় এবং আমার সাথে সংসার করতে অস্বীকার করে। কতক মিথ্যা কল্প-কাহিনী রটনা করে আমার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করে। কিন্তু কিছুসংখ্যক মহৎ ব্যক্তির সম্যক চেষ্টায় উভয় পক্ষের অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়। আমি আমার স্ত্রীকে মৌখিক বা লিখিত তালাক দেইনি। তবে অঙ্গীকারনামায় লেখা আছে, কাবিনের শর্ত মোতাবেক আমার স্ত্রী যদি আমাকে তালাকে তাফবীজ দান করে তবে আমি কোনা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করব না। আমার স্ত্রী আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তালাকে তাফবীজ দিয়ে চলে যায় এবং পূর্ব সম্পর্কিত ছেলের সাথে নতুন করে সংসার বাঁধার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কি তালাক শুদ্ধ হবে? আমার ওপর কি মহর এবং ইদ্দতকালীন ভাতা প্রদান জরুরি হবে?

উত্তর : শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হলে ওই শর্ত পাওয়া গেলেই স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তালাকের অধিকার নিজের ওপর প্রয়োগ করতে পারবে। শর্ত পাওয়া না গেলে স্ত্রীর হাতে ক্ষমতা আসে না। এতদসত্ত্বেও সে নিজের ওপর তালাক দিলে তা অনধিকার চর্চার শামিল হয়ে অগ্রাহ্য হবে। মিথ্যাচার ও জালিয়াতি করে শর্তের উপস্থিতি প্রমাণ না করে তালাকের ক্ষমতা ব্যবহার করলে শরয়ী আইনে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ কাগজ-কলমের তালাক দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। প্রশ্নের বিবরণ মতে, বাস্তবে কাবিননামায় উল্লিখিত শর্ত পাওয়া না গেলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না। এরূপ তালাক গ্রহণের দ্বারা বাস্তব তালাক হয়নি। অতএব ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসবে না এবং ওই মহিলার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা হারাম হবে। বিবাহের নামে হলেও ওই সম্পর্ক আজীবন অবৈধ থাকবে। (৬/৬৪২/১৩৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٢٦ : ثم إذا وجد الشرط، والمرأة في ملكه أو في العدة يقع الطلاق وإلا فلا يقع الطلاق.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٢٦١ : وفي التفويض بشرط إذا وجد الشرط وأرادت أن تطلق نفسها فلها ذلك.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

যৌক্তিক কারণে ডিভোর্স দেওয়া বৈধ ও সহীহ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর সপ্তাহ/দশ দিন পর মেয়েটির রোগ ধরা পড়ে। এটাকে কেন্দ্র করে মেয়েটির স্বামীসহ ওই পরিবারের সকলে মেয়েটিকে এবং তার অভিভাবকদিগকে বিভিন্নভাবে অভিযুক্ত করাসহ মেয়েটির প্রতি চরম অবহেলা ও খারাপ আচরণ করতে থাকে। একপর্যায়ে মেয়ের পিতা মেয়ের স্বামী ও শাশুড়ির অনুমতিতে বিবাহের ২৫-৩০ দিন পর মেয়েকে পিত্রালয়ে নিয়ে আসেন এবং উভয় পক্ষের মুরব্বিগণের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে আলোচনার পর মেয়ের বাবা তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অপারেশনের মাধ্যমে সুষ্ঠু চিকিৎসা করার পর আল্লাহ তা'আলার রহমতে মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং তার মাতৃত্বের কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি। চিকিৎসার পূর্ব হতেই আজ পর্যন্ত স্বামী বা তার কোনো আত্মীয়স্বজন মেয়েটির কোনো প্রকার খোঁজখবর রাখেনি এবং খোরপোষও প্রদান করেনি। চিকিৎসার ব্যাপারেও কোনো প্রকার খরচ বহন করেনি। বিবাহের পর থেকে কোনো প্রকার বনিবনা হচ্ছিল না এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী দায়িত্ব পালন করেনি। উপরোক্ত অবস্থায় সংযুক্ত কাবিননামায় ১৮ নং ধারা মতে মেয়েটি তালাক নিয়ে নিজকে মুক্ত করতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান মতে অনুগ্রহপূর্বক সিদ্ধান্ত জানাবেন।

উত্তর : বিবাহের পর স্বামীর সমর্থনে সম্পাদিত কাবিননামায় উল্লিখিত তালাক প্রদানের শর্তাবলি বাস্তবে পাওয়া গেলে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিকাহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা স্বামীর খোরপোষ না দেওয়া, বনিবনা না হওয়া সত্য প্রমাণিত হলে স্ত্রী স্বামীর প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর এক তালাকে রজঈ গ্রহণ করে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। তবে তালাক গ্রহণের পর থেকে ইদ্দত তথা তিন হায়েজ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। (৬/৮১২/১৪৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٥٩ : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري ب {يدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۷۸ : تفویض طلاق زبانی یا تحریری نکاح سے قبل ہو اس میں نکاح کی طرف نسبت کرنا شرط ہے...اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ خلاف ورزی کی صورت میں جب چاہے طلاق بائن واقع کرلے تو مجلس علم کے بعد بھی عورت کو خیار رہے گا... البتہ اگر ایسی تحریر نکاح سے قبل لکھی گئی مگر اس پر شوہر نے دستخط نکاح کے بعد کئے تو یہ تفویض صحیح ہو جائے گی۔

তাফবীজের ব্যাপারে স্বামী ও কাজির মতানৈক্য

প্রশ্ন : ইমাম হাসান নামক এক ব্যক্তি কাবিননামার ১৮ নং ধারা অনুযায়ী স্ত্রীকে তাফবীজে তালাকে বায়েনের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কিন্তু তা তার ও তার পরিবারের কারো স্মরণ নেই বলে দাবি করছে। কিন্তু কাজি সাহেব বলছেন, তিনি নিজে পড়ে শুনিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী কত তালাক দেওয়ার ক্ষমতা পাবে?

উত্তর : বায়েন তালাকের তাফবীজে স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়্যাত করে তখন স্ত্রী তিন তালাক গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যাত না করে তখন তিন তালাক গ্রহণ করলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কাবিননামার লেখা এবং এর ওপর দস্তখত প্রমাণ করে যে স্বামী তাফবীজ করেছে। এখন তার স্মরণ থাকা না থাকার ওপর কোনো হুকুম নির্ভর করবে না। (৪/২৯/৫৭৮)

📖 الهدايه (مكتبة البشرى) ٣/ ١٦٣ : وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة " وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك.

Scanned by CamScanner

ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدخول
بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد
المحتملين ومسئلة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن
له نية أو نوى الثنتين أما إذا نوى الثلاث فثلاث.

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বামীকে ডিভোর্স দিলে শরীয়তে তা অকার্যকর

প্রশ্ন : আমি দীর্ঘ ১২-১৩ বছর পূর্বে অজিফা খাতুনকে বিয়ে করি এবং নিয়মিত সংসার করে আসছি। বর্তমানে আমাদের তিনটি সন্তান আছে। কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রী এক দুষ্ট লোকের ছলনায় পড়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে আমাকে তালাকে তাফবীজ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুষ্টু লোকটি পলাতক। এমতাবস্থায় আমরা উভয়ে আবার নতুন করে সংসার করতে ইচ্ছুক। শরীয়তের বিধান মতে আমরা কিভাবে আবার ঘর-সংসার করতে পারি?

উত্তর : স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো শর্তের ভিত্তিতে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে, সে শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রশ্নের বর্ণনায় দেখা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্ত্রী স্বামী বর্জন করতে চেয়েছে, যা স্ত্রী নিজেও বর্তমানে স্বীকার করছে। তাই উক্ত তালাক পতিত হয়নি। পূর্বের মতোই ঘর-সংসার করা যাবে। তবে স্ত্রীকে এ ধরনের অপকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (৪/১২৯/৬৩৩)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٤٠ : وأما إذا كان الأمر
معلقاً بالشرط فإنما يصير الأمر في يد المفوض إليه إذا جاء الشرط -

তাফবীজের ক্ষমতা পেলেই স্বামীকে তালাক দেওয়া যায় না

প্রশ্ন : একদিন আমি ও আমার স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়ার একপর্যায়ে সে তাকে তালাক দিয়ে দিতে বলে এবং বলে যে তার সংসার করতে আর ভালো লাগে না। উত্তরে আমি বললাম, আমি তালাক দিতে পারব না, তোমার ভালো না লাগলে তুমি যেতে পারো। আমি তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিলাম। স্ত্রী বলে, তুমি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছ? তাহলে আমি তোমাকে তালাক দিলাম, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। পরবর্তীতে স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকে সে কান্নাকাটি করছে ও বলছে–এটা আমার ইচ্ছা ছিল না আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বিধান মতে স্ত্রী নিজ স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না, তবে স্বামী থেকে অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রয়োগ করলে তা পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, স্বামীর উক্তি (আমি তোমাকে ক্ষমতা দিলাম তোমার যখন মন চাইবে তুমি যেতে পারো) দ্বারা স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রয়োগ করে চলে যাওয়ার অধিকারপ্রাপ্তা হলেও যেহেতু স্ত্রী নিজের নফসের ওপর উক্ত ক্ষমতা বা তালাক প্রয়োগ না করে স্বামীকেই তালাক দিয়ে অনধিকার চর্চা করেছে, তাই তা পতিত হয়নি এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সুতরাং তাদের জন্য পূর্বের মতো সংসার করতে কোনো বাধা নেই। (১৬/৮০৬/৬৮০২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٧٢ : (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٧٢ : (قوله أو بريء) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات، أفاده ح (قوله ليس بشيء) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به، فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فيلغو نهر، ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٥ : فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع، بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٣٠ : (ومحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ.

নিখোঁজ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করা

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে বিবাহ করেছি, যার আগে একটা বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু আগের স্বামী মেয়েটাকে তালাক দেয়নি এবং মেয়েটির কোনো খোঁজখবরও নেয়নি। মেয়ে তার আগের স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছে। পরবর্তীতে আমার সাথে বিবাহ হয়ে দীর্ঘ দুই বছর ধরে সংসার করছি। প্রশ্ন হলো, আমার এই বিবাহ ঠিক আছে কি না? উল্লেখ্য, আগের স্বামীর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মেয়েটাকে তার প্রথম স্বামী কর্তৃক নিকাহনামায় যে সকল শর্তের সাথে নিজের ওপর তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণের উল্লেখ রয়েছে সে সকল শর্তের কোনো একটি বাস্তবে পাওয়া গেলে স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজ নফসের

Scanned by CamScanner

ওপর তালাক গ্রহণ করে থাকলে তা বৈধ হয়েছে। এর দ্বারা এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যদি ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এই বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়নি। সুতরাং এখন দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছা হলে নতুনভাবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। বিগত সময়ে স্বামী স্ত্রীসুলভ আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, নিকাহনামায় উল্লিখিত শর্তাবলি পাওয়া না যাওয়া অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক ডিভোর্স সঠিক হয় না, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হয় না। প্রথম স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা অথবা শর্তাবলি পাওয়া গেলে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই অবিলম্বে বর্তমান পুরুষ থেকে বিচ্ছেদ হতে হবে এবং কৃতকর্মের জন্য তাওবা করতে হবে। (১৫/৪২৭/৬১২১)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ٣ / ١٢٤ : لو قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي تقع واحدة رجعية وتلغو صفة البينونة.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٣٣١ : (قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في الحرة (فطلقت وقعت رجعية، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি মোঃ আব্দুল মালেক। আমাদের বিয়ের পর কয়েকবার আমার স্ত্রী আমাদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি চলে যায়। আমি তাকে বারবার ফিরিয়ে আনি। গত ২০ ডিসেম্বর সাংসারিক বিষয় নিয়ে তার সাথে আমার কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সে আমাকে উদ্দেশ করে বলে ফেলে, আমি তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম। আর আমাদের বিয়ের সময় কাজি সাহেব স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেব কি দেব না এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। এ অবস্থায় এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা যাবে কি না?

উত্তর : কাবিননামায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া থাকলে স্ত্রী কেবল তালাক গ্রহণ করার অধিকার রাখে, স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। তাই আপনার স্ত্রীর উক্তি আমি তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম–এর

Scanned by CamScanner

দ্বারা কোনো ধরনের তালাক পতিত হয়নি। অতএব আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। আপনি স্ত্রীকে নিয়ে পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৮/৫৫১/৭৭৪০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٩١ : رجل جعل أمر امرأته بيدها في الطلاق فقالت لزوجها طلقتك كان باطلا كما لو أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٢ / ٤٠٢ : اور اگر تفویض سے مراد یہ ہے کہ اس نے عورت کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا ہے تو معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہے اگر وہ اپنے نفس پر طلاق واقع کرلے تو طلاق ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

তাফবীজ না করা সত্ত্বেও স্ত্রীর লিখিত তালাক

প্রশ্ন : আমি প্রায় চার বছর পূর্বে একটি মেয়েকে বিবাহ করি। বিবাহের পর আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দেই কাটছিল। হঠাৎ কিছুদিন পূর্বে আমাদের মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য হয়। একপর্যায়ে আমার স্ত্রী ভুল বুঝে তার আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় পড়ে হঠাৎ আমার নিকট একটা ডিভোর্স নোটিশ পাঠায়। এখানে উল্লেখ্য যে হুজুর আমি শতবার শপথ করে বলতে পারি যে আমি কখনো আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিনি। কাবিননামার কোথায় কী আছে তার আমি কিছু জানি না, আমাকে শুধু স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছে, আমি স্বাক্ষর করেছি। কাবিনের ১৮ নং ঘরে যা লেখা হয়েছে তা পরবর্তীতেই লেখা হয়েছে, যার কিছুই আমার জানা ছিল না। এখন আমার স্ত্রী নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আমার নিকট আসতে চায়। আমিও তাকে রাখতে চাই। তাই হুজুরের নিকট আমার আবেদন এই যে আমরা এমতাবস্থায় কিভাবে শরীয়তসম্মতভাবে পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন কাটাতে পারি তা জানিয়ে বাধিত করবেন। মোটকথা, আমি জানতে চাই যে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ ছাড়া আমার স্ত্রীর তালাক হবে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় কিভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারব? এর বিস্তারিত সমাধান জানাবেন।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত স্বামীকেই একমাত্র তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছে, স্ত্রীকে নয়। তবে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করার অধিকার রাখে, যদি স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমতা ন্যস্ত করে থাকে। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির বিবরণ যদি সঠিক হয়, তাহলে স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত তালাক পতিত হবে না। উভয়ে পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসার করতে পারবে। (১৭/৬২৫/৭২২৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٧ : وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اهـ ملخصا۔

📖 الفتاوى الخانية مع الهندية (زكريا) ١/ ٥٢٣ : إنما يقع الطلاق إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣/ ٣١٠ : وكناية شرع فيما يوقعه غيره بإذنه وهو ثلاثة أنواع تفويض وتوكيل ورسالة، والتفويض إليها يكون بلفظ التخيير، والأمر باليد، والمشيئة۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۲۵۵ : الجواب۔ جبکہ محمد سعید کو شرطنامہ کا علم ہی نہیں تو اس کے ذمہ کوئی پابندی نہیں پس اس کی وجہ سے موجودہ بیوی پر طلاق نہیں ہوگی۔

Scanned by CamScanner

باب الخلع

পরিচ্ছেদ : খোলা তালাক

খোলা ও তালাক একসঙ্গে

প্রশ্ন : প্রায় দেড় মাস যাবৎ আমি ও আমার স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্যের দরুন আমার স্ত্রী আমার কাছে তালাক চেয়ে আসছিল। আমি কোনোভাবেই তাকে বোঝাতে পারছিলাম না। এ সময়ের মধ্যে তার অপরিশোধিত মহরের টাকা আমি না চাওয়া সত্ত্বেও সে মাফ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত গতকাল ৬/৮/০৭ কাজি অফিসে গিয়ে আমাদের উভয়ের অভিভাবকের সামনে তালাকসংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। তখন আমার স্ত্রী আবার মহর দাবি করে। আমি বললাম, তাহলে খোলা করতে হবে। অতঃপর সে মহর মাফ করে দেয়। আর কাজি তার ফরমে বিষয়টিকে খোলা লেখে। আমি খোলা অস্বীকার করি এবং কাজিকে বললাম যে আপনি খোলা লিখছেন কেন? আমি তো তালাক দেব। তখন কাজি বললেন, এটা সরকারি নিয়ম। পরে কাজি সাহেব ওই ফরমে আমাদের উভয়ের দস্তখত নেয় আমি তালাকের নিয়্যাতেই দস্তখত দিই। তারপর কাজি আমাদের মৌখিকভাবে তালাক আলাদা আলাদাভাবে বলতে দেয়। আমার স্ত্রীকে দিয়ে বলায়, তুমি বলো! "আমি তোমাকে তাফঈজে তালাক করলাম", সেও তা-ই বলল। আমাকে বলতে বলে, "তুমি বলো, আমি এক তালাকে রজঈ দিলাম" আমি ওই লিখিত ফরমের তালাক ও বক্তব্যের তালাককে একই ধরে এক তালাকে রজঈর নিয়্যাতে বললাম, আমি এক তালাকে রজঈ দিলাম। উল্লেখ্য, কাজির ফরমে লেখা হয়েছে মহর মাফ ও ইদ্দতকালীন খরচপাতি মাফ। প্রশ্ন হলো, এটি খোলা হয়েছে নাকি তালাক?

উত্তর : খোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি অপছন্দনীয় জিনিস। হাদীস শরীফে আছে, যে মহিলা সঙ্গত কারণ ছাড়া খোলা করতে চায় তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার জন্য জান্নাতের খোশবু হারাম হওয়ার ধমকি দেওয়া হয়েছে। এ জন্য পারতপক্ষে এ থেকে বেঁচে থাকাই সমীচীন। এতদসত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে খোলা করে তাহলে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। তাই প্রশ্নোল্লেখিত ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর মোট দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। প্রথম তালাক, স্বামীর প্রস্তাব খোলা করতে হবে এবং স্ত্রীর এ প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় খোলা হিসেবে এক তালাকে বায়েন।

দ্বিতীয় তালাক, স্বামীর লিখিত ও মৌখিক এক তালাকে রজঈ স্বীকারোক্তি দ্বারা। তাই এখন স্বামী-স্ত্রী আবার একত্রে সংসার করতে চাইলে ইদ্দতের মধ্যে বা পরে উভয়ের সম্মতিক্রমে নতুন করে মহর ধার্যকরত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। (১৪/২১০/৫৫৯২)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٠٠ (٢٢٢٦) : عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٥١٠ (٣٤٦١) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : قوله: أن الواقع به) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها.

ভেগে যাওয়া স্ত্রীর পরিবার থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়া

প্রশ্ন : এক মেয়ে পূর্বের স্বামী ছেড়ে অন্যের সাথে চলে যায়। মেয়ের বাবা অনেক চেষ্টা করেও আনতে পারেনি। এখন পূর্বের স্বামী বলছে, আমার এখন নতুন বিবাহ করতে হবে, এর অনেক ব্যয় রয়েছে। তাই মেয়ের বাবার কাছে এর খরচ বাবদ পূর্বের স্বামী টাকা চাচ্ছে। এই টাকা নেওয়া যাবে কি না? বা নিলে কী পরিমাণ নিতে পারবে? শ্বশুরপক্ষের জন্য তাকে টাকা দেওয়া কর্তব্য কি না? উল্লেখ্য, মেয়ে এখন যেখানে আছে তারা চাচ্ছে টাকা-পয়সা দিয়ে সমঝোতা করে নিতে। কিন্তু মেয়ের বাবা ও পূর্বের স্বামী কেউ-ই এতে রাজি নয়।

উত্তর : পূর্বের স্বামীর তালাক ও ইদ্দত পালন হওয়া ব্যতীত অন্যের সাথে থাকা বিবাহের নামে হলেও সম্পূর্ণ হারাম এবং মেলামেশা সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মেয়ে তাওবা করে পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে আসা জরুরি। তা না হলে পূর্বের স্বামী থেকে যেকোনো উপায়ে টাকা দিয়ে হলেও তালাক নিয়ে ইদ্দত পালনের পর অন্যের সাথে নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এমতাবস্থায় টাকার বিনিময়ে তালাক দিতে স্বামী রাজি হলে তা করতে মেয়ে বাধ্য, অর্থাৎ তালাক নেওয়ার বিনিময়ে টাকা দেওয়া জায়েয। স্বামীর জন্য নেওয়াও জায়েয। (১৪/৬৪৯/৫৬৮৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٨٨ : إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امدادیہ) ٢ / ٢٦٩ : لقوله تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}، ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد على إيحاشها بأخذ المال.
قال - رحمه الله - (وإن نشزت لا) أي وإن كان النشوز من قبلها لا يكره له الأخذ، وهذا بإطلاقه يتناول القليل والكثير وإن كان أكثر مما أعطاها وهو المذكور في الجامع الصغير لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۵۲۳ : الجواب—اگر عورت کی نافرمانی بلاوجہ ہو اور خاوند اس میں قصوروار نہ ہو تو خاوند کے لئے خلع کر کے رقم لینے میں کوئی حرج نہیں اس حالت میں حق مہر سے زیادہ رقم بھی خلع میں وصول کی جاسکتی ہے البتہ اگر خاوند کی کسی کمزوری کی وجہ سے بیوی نافرمان ہو تو خاوند کے لئے حق مہر سے زائد رقم لینا اگرچہ قضاء جائز ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں۔

বিনা দোষে স্ত্রী থাকতে না চাইলে স্বামী ক্ষতিপূরণ দাবি করা

প্রশ্ন : বিয়ের এক মাস পর স্ত্রী ওই স্বামীর নিকট আর থাকতে চায় না। ছেলের কোনো দিকে সমস্যা নেই। এমতাবস্থায় ওই ছেলে যদি দাবি করে যে মেয়ে যদি না থাকে তাহলে বিবাহে আমার যত টাকা খরচ হয়েছে সেগুলো ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়ে দিতে হবে। শরীয়ত অনুযায়ী এই দাবি করা সঠিক হবে কি না? আর মেয়েপক্ষ ওই টাকা দিলে ছেলের জন্য নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামীর জন্য তালাকের বিনিময়স্বরূপ উক্ত টাকা দাবি করা শরীয়তসম্মত হবে এবং তা নেওয়াও বৈধ হবে। (১৭/৩৬৯/৭০৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٨٨ : إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية. إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع. وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء.

Scanned by CamScanner

বনিবনা না হলে সম্পদের বিনিময়ে খোলা করা

প্রশ্ন : সূরা বাকারার ২২৮-২২৯ নং আয়াতের সূত্রে জানতে চাই, খোলা মানে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেওয়া হলে এর বিনিময়ে স্বামী কি তার ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে? (দেনমহরের অনূর্ধ্ব)? যদি স্বামীর সাথে বনিবনা না হয় তাহলে স্ত্রী কি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে পারবে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে যদি বনিবনা না হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে সম্মত না হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ আছে। তবে স্বামী স্ত্রী থেকে কী পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো যদি স্ত্রীর কারণে বনিবনা না হয় তাহলে মহরের পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বনিবনা না হলে দেনমহর ছাড়াও স্ত্রী অর্থ অতিরিক্ত প্রদানের মাধ্যমে স্বামী থেকে তালাক নিতে পারবে। (১৯/২০৬/৮১০৬)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ١٠٢ : (إن نشزت) المرأة فلا يكره أخذ ما قبضته منه هذا على رواية الأصل وعلى رواية الجامع لم يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها لكن اللائق بحال المسلم أن يأخذ ناقصا من المهر حتى لا يخلو الوطء عن المال.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٥ : (وكره) تحريما (أخذ شيء) ويلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح، وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۵۲۴ : الجواب-بدل خلع کے لئے کوئی خاص مقدار متعین نہیں، میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے جس مقدار پر بھی اتفاق ہو تو خلع سے بیوی آزاد ہو جائے گی، تاہم اگر اس طرح سے باہمی جدائی کا سبب خاوند کا معاندانہ رویہ اور انسانیت سوز سلوک ہو تو خاوند کے لئے حق مہر سے زائد رقم لینا مکروہ ہے، ورنہ بصورت دیگر ناشزہ (نافرمان) عورت سے حق نکاح کے عوض جو مقدار بھی مقرر ہو خاوند کے لئے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

Scanned by CamScanner

মহর থেকে অব্যাহতির শর্তে তালাক প্রদান বৈধ

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমাকে চায় না। অপছন্দ করে। আমার ঘর-সংসার করতে সে কিছুতেই রাজি না। সে আমাকে ছেড়ে দিতে বলছে। আমি তাকে তালাক দিতে চাচ্ছি না। প্রশ্ন হলো, যেহেতু তালাক চাওয়া হচ্ছে মেয়ের পক্ষ থেকে, আমি যদি মেয়েকে বলি–আচ্ছা, ঠিক আছে তোমাকে এই মর্মে তালাক দিতে পারি, তোমার জন্য মহরানা যা ধার্য করা হয়েছে সেটা তুমি পাবে না। কারণ তালাক তুমি চাচ্ছো। মহরানা প্রদান থেকে অব্যাহতির শর্তে তালাক দেওয়া যাবে কি না? সে ক্ষেত্রে মহরানা না দিলে চলবে কি না? মেহেরবানিপূর্বক উত্তর প্রদান করে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেকোনো কারণে স্ত্রী যদি স্বামীর ঘর-সংসার করতে রাজি না থাকে এবং বোঝানোর পরও কোনোক্রমেই স্ত্রী সম্মত না হয় এবং স্বামীর কোনো প্রকার অন্যায় না থাকে তাহলে স্বামীর জন্য দেনমহর থেকে অব্যাহতির শর্তে তালাক দেওয়ার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে মহিলা সম্মত হলে, অর্থাৎ স্বামীর প্রস্তাব স্ত্রী মেনে নিলে স্বামীর প্রদত্ত তালাক পতিত হবে এবং তা তালাকে বায়েন বলে গণ্য হবে ও দেনমহর রহিত হয়ে যাবে। (১৭/৫৯৮/৭২১৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٩ : (وقوله لها: أنت طالق بألف أو على ألف وقبلت) في مجلسها (لزم) إن لم تكن مكرهة كما مر، ولا سفيهة ولا مريضة كما يجيء (الألف) لأنه تعويض أو تعليق.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٩ : (قوله: وقبلت في مجلسها) فلو بعده لم يلزمها المال لأنه مبادلة من جانبها كما مر وهذا إذا لم يكن معلقا ولا مضافا وإلا اعتبر القبول بعد وجود الشرط والوقت كما قدمناه عن البدائع، ومثله في البحر (قوله: كما مر) أي في قول المصنف أكرهها عليه تطلق بلا مال (قوله: ولا سفيهة ولا مريضة) فلو سفيهة لم يلزم المال ولو مريضة اعتبر من الثلث كما يأتي بيانه (قوله: لأنه تعويض) بالعين المهملة لا بالفاء كما يوجد في بعض النسخ وهذا راجع لقوله بألف، وقوله: أو تعليق راجع لقوله على ألف. قال الزيلعي: ولا بد من قبولها لأنه عقد معاوضة، أو تعليق بشرط، فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه، والطلاق بائن.

Scanned by CamScanner

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ١٣٧ : أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم، وبانت.

খোলার পর বিবাহ নবায়ন করে সংসার করা বৈধ

প্রশ্ন : আমি ও আমার স্ত্রী তালাকনামার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করি। আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো দিন ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। আমার স্ত্রী মনে একটু কষ্ট পেয়েছে। আমাদের ঘরে আমার ছোট ভাইবোনরা আমার সাথে একটু খারাপভাবে কথা বলত এবং আমি যে বড় ভাই এটা মান্য করত না। এ জন্যই আমাদের দুজনের এই বিচ্ছেদ। কিন্তু আমি বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি ছিলাম না। আমার মামা জোর করাতে আমি যৌথ তালাকনামায় সই করতে বাধ্য হই। কিন্তু সবার সামনে আমি বিবাহ বিচ্ছেদ মানতে রাজি নই বলে চলে আসি। কারণ আমি স্বেচ্ছায় এই তালাকনামায় সই করিনি। বর্তমানে আমার স্ত্রী আসতে রাজি এবং আমিও তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছুক। অতএব, বিনীত নিবেদন এই যে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারব কি না? এবং পুনরায় আমার স্ত্রীকে কিভাবে আনব তা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য খোলা তালাক লেখা হয়েছে। কোনো সংখ্যা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র খোলা তালাক লেখার দ্বারা শরয়ী দৃষ্টিকোণে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক জীবনে আগে কোনো তালাকের ঘটনা না ঘটে থাকলে এবং উল্লিখিত ঘটনায় খোলা তালাক উচ্চারণকালীন দুই বা তিন তালাকের কথা উচ্চারণ না করলে ওই স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। তারা পুনরায় সংসার করতে চাইলে নতুনভাবে মহর ধার্যকরত পুনরায় বিবাহ পড়িয়ে নিয়ে সংসার করতে পারবে।
(১৫/৪৮৪/৬১২৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٦ : (قوله: بائن في الخلع) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع منه بائنا.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥ / ٣٧٩ : الجواب۔ خلع سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اس لئے اگر تین طلاقیں نہیں دیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

খোলানামায় দস্তখত করার পর পুনরায় ঘর-সংসার করতে করণীয়

প্রশ্ন : আমার শ্যালক বিয়ে করার পর তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যায়। পরে বহুদিন হাসপাতালে থাকার পর সে সুস্থ হয়। আমার শ্যালকও দীর্ঘ ১০-১২ বছর পূর্বে একই

Scanned by CamScanner

রোগে বহুদিন আক্রান্ত ছিল। এখন এই রোগের কারণে মেয়েপক্ষ ছেলের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করেছে। কিন্তু ছেলে তাতে সম্মত না থাকায় মেয়েপক্ষ ছেলের অভিভাবকপক্ষের সম্মতিতে খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে ফেলে। তা লিখিতভাবে তৈরি করা হয়। সেখানে প্রথমে ছেলে দস্তখত করে এবং পরবর্তীতে মেয়েও দস্তখত করে। ৩-৪ মাস পর মেয়ে ছেলের বাড়িতে চলে আসে এবং ওই ছেলের সাথে পুনরায় সংসার করতে চায়। প্রশ্ন হলো, এভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পর ছেলে-মেয়ে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না? তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, খোলা তালাকের সময় স্বামী যদি মৌখিকভাবে তিন তালাকের কথা উচ্চারণ না করে থাকে তবে উক্ত খোলা তালাক দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তারা আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে নতুনভাবে মহর ধার্য করে বিবাহ করে নিতে হবে। (১৫/৭০৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢/ ٢٦٧ : وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : قوله: أن الواقع به) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۵۲۸ : الجواب—احناف کے ہاں چونکہ خلع سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور طلاق بائن کے بعد تجدید نکاح سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے لہذا اگر صورت مسئولہ میں صرف خلع ہوا ہو تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

খোলা করলে কয় তালাক হয়

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে আমি ও আমার স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। যার প্রেক্ষিতে আমাদের উভয় পক্ষের লোকজন বসে। সকলের সম্মতিক্রমে আমদের মধ্যে পৃথক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তখনই একজন কাজি সাহেবকে ডেকে আনা হয়। কাজি সাহেব এসে সকলের উপস্থিতিতে তার বইতে কিছু লেখালেখির পর আমার এবং আমার স্ত্রীর স্বাক্ষর নেয় এবং আমাকে মুখ দিয়ে এ কথা বলায় যে আমি আমার এই স্ত্রীকে খোলা তালাক দিয়ে পরিত্যক্ত করলাম। অতএব, জনাবের নিকট জানতে চাই, আমার স্ত্রীর ওপর কত তালাক পতিত হলো। পুনরায় আমার স্ত্রী আসতে চাইলে কী করণীয়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি খোলা সম্পাদন হয় এবং স্বামী খোলা শব্দ উচ্চারণ করে তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। এখন যদি স্বামী-স্ত্রী সংসার করতে চায় তাহলে নতুন সূত্রে মহর ধার্য করে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১৫/৭৪১/৬২৫২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن)

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ۵۰۹ : الجواب۔ خلع میں طلاق بائنہ ہوتی ہے بعد عدت کے دوسرے مرد سے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے اور شوہر اول سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔

'আমি খোলা তালাক, বায়েন তালাক করলাম' বললে কত তালাক হবে

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে সামাজিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়, স্বামী তার স্ত্রীকে দেনমহর ও খোরপোষ বাবদ ৫,৫০০ টাকা দেবে। অতঃপর কাজি ও উভয় পক্ষের সামনে স্বামী তার স্ত্রীকে এই শব্দ একবার বলে, 'আমি খোলা তালাক, বায়েন তালাক করলাম।' স্ত্রীকে রাখার নিয়্যাত ছিল না। এখন আবার স্বামী স্ত্রীকে নিতে চায় স্ত্রীও স্বামীর নিকট আসতে চায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত বর্ণনা মতে স্ত্রীর ওপর কত তালাক পড়েছে? এবং উক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে হিলা ছাড়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে বিধায় উক্ত স্বামী হিলা ছাড়া স্ত্রীর সাথে নতুনভাবে মহর ধার্য করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। উল্লেখ্য, উক্ত স্ত্রীর সাথে নতুন সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর পুনরায় দুই তালাক দিলেই স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে (১২/৬৩০/৪০৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٧ : ولا يلحق البائن البائن بأن قال لها أنت بائن ثم قال لها أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة

Scanned by CamScanner

ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة إلا إذا كان البائن معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت بائن ثم دخلت الدار وهي في العدة تطلق كذا في العيني شرح الكنز. ولو قال لها أنت بائن أو خالعها ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق فدخلت وهي في العدة لا يقع الطلاق ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها قبل مضي أربعة أشهر أنت بائن ونوى به الطلاق أو خالعها يقع الطلاق ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يقر بها يقع الطلاق أيضا ولو خالعها أولا ثم قالها أنت بائن لا يقع شيء.

মহর ছাড়া অন্য জিনিসের বিনিময়ে খোলা হলে স্ত্রী মহর পাবে না

প্রশ্ন : মহর ছাড়া অন্য জিনিসের বিনিময়ে খোলা তালাক হয়েছে। এতে কি স্ত্রী মহর পাবে?

উত্তর : অন্য জিনিসের বিনিময়ে খোলা তালাক হওয়া অবস্থায় মহর অনাদায়ী থাকলে ওই মহর স্ত্রী পাবে না। পূর্বে আদায় হয়ে থাকলে ফিরিয়ে দেবে না। (১১/২৮৭/৩৫১৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥٢ : ويسقط (الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره (والمبارأة) أي الإبراء من الجانبين (كل حق).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥٣ : وإن بمال آخر غير المهر فله المسمى وبرئ كل منهما مطلقا في الأحوال كلها اهملخصا من البحر والنهر وغرر الأذكار.

📖 بہشتی زیور (فرید بکڈپو) ٤ / ٣٠٧ : مسئلہ—اور اگر اس کے ساتھ کچھ مال کا بھی ذکر کردیا جیسے یوں کہا سو روپے کے عوض میں نے تجھ سے خلع کیا، پھر عورت نے قبول کرلیا تو خلع ہوگیا، اب عورت کے ذمے سو روپے دینے واجب ہوگئے، اپنا مہر پاچکی ہو تب بھی سو روپے دینے پڑیں گے، اور اگر مہر ابھی نہ پایا ہو تب بھی دینے پڑیں گے، اور مہر بھی نہ ملے گا، کیونکہ وہ بوجہ خلع معاف ہوگیا۔

Scanned by CamScanner

যে খোলার পর সংসার করার সুযোগ থাকে

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমি ও আমার স্ত্রীর মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কারণে কাজি অফিসে গিয়ে খোলা তালাক করি। এর কিছুদিন পর আমার স্ত্রীর ভুল ভাঙলে আবার আসতে বা একত্রে সংসার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রশ্ন হলো, শরীয়ত মোতাবেক আমরা আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারব কি না? হলে তার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : যদি শুধু খোলা তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় নতুন করে মহর নির্ধারণকরত পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দ্বারাই একে-অপরের জন্য হালাল হয়ে যাবেন। তবে পরবর্তীতে স্বামীর শুধু দুই তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে। (১১/৮২০/৩৭৪৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها " لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه ".

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٠٩ : (وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٨٧ : فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد.

খোলা করলে তালাক হয় ও বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি মোঃ সেলিম। একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করি। কিন্তু আমাদের পরিবার তা কিছুতেই মেনে নেয়নি। যার ফলে আমরা একে-অপরকে খোলা তালাক দিতে বাধ্য হই। উল্লেখ্য, আমাদের একটি ফুটফুটে মেয়েও আছে। এখন এক বছর পর এসে আমাদের উভয়ের পরিবার আমাদের আবার বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, খোলা তালাক দ্বারা কত তালাক পতিত হয় এবং আমাদের বিয়ের পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে খোলা তালাক দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যাত না থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বামী খোলা করার সময় তিন

Scanned by CamScanner

তালাকের উল্লেখ বা নিয়্যাত না করে থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সন্তুষ্টিচিত্তে পুনরায় মহর নির্ধারণকরত নতুন সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে আর দুই তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (৯/৮৬৫/২৯০০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤ / ٦١ : (ولأنه) أي الخلع (من الكنايات) حتى لو قال خلعتك ينوي الطلاق وقع الطلاق البائن عندنا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٨٨ : (وحكمه) وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين. وتصح نية الثلاث فيه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (قوله: فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٠٩ : (وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٥٦ : (قوله وينكح مبانته في العدة، وبعدها) أي المبانة بما دون الثلاث.

এক তালাক দিয়ে খোলানামায় স্বাক্ষর করা

প্রশ্ন : আমি, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ ও কাজি সাহেবের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান হয়। কাজি সাহেব আমাকে বললেন যে আপনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে এক তালাক দিলাম। আমি বললাম, আমার স্ত্রীকে এক তালাক দিলাম। কাজি সাহেব বলেন, সবাই শুনতে পারেনি। আপনি আবার বলেন। আমি পুনরায় ওই কথাটা সবাইকে শোনানোর জন্য বললাম। আমি আমার স্ত্রীকে এক তালাক দিলাম। তারপর কাজি সাহেব সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত খোলানামা পূরণ করেন। আমি স্বেচ্ছায় খোলানামায় স্বাক্ষর করি।

অতএব বিনীত নিবেদন এই যে উক্ত তালাকের ব্যাপারে আমি কোরআন-হাদীসের আলোকে আপনাদের খেদমতে এর সুষ্ঠু সমাধান চাই।

উত্তর : কাজি সাহেবের তৈরি খোলানামা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সঠিক হয়নি। তাই আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হয়েছে। ইদ্দত অতিবাহিত না হলে নিজ স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারবেন। আর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর নতুনভাবে মহরানা দিয়ে বিবাহ করতে হবে। (১/২০৮)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٨٠ : فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت.

📖 فيه أيضا ٣ / ١٨٧ : فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٣ : وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب.

খোলার মধ্যে তিন তালাকের নিয়্যাত

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে খোলা করে এবং স্ত্রী খোলা কবুল করে নেয়, তাহলে স্ত্রীর ওপর কত তালাক পতিত হবে? এবং খোলার মাধ্যমে তিন তালাক বা দুই তালাক পতিত হয় কি না?

উত্তর : সাধারণত খোলার মাধ্যমে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়, যদি কোনো নিয়্যাত না করে অথবা এক তালাক বা দুই তালাকের নিয়্যাত করে। তবে যদি স্বামী খোলার মধ্যে তিন তালাকের নিয়্যাত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (১/২৪৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) من قرائن الطلاق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (قوله: والخلع من الكنايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس، أو الخيرات، أو عن النكاح عناية. ومثله المبارأة (قوله: فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم.

সংখ্যা উল্লেখ না করে খোলা তালাক

প্রশ্ন : আমি গত ১৫/১১/২০১০ ইং তারিখে উভয় পক্ষের অভিভাবকের উপস্থিতিতে আমার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে খোলা তালাক ও তালাকে বায়েন দিয়ে দিই। এতে কোনো

Scanned by CamScanner

সংখ্যা (এক, দুই, তিন তালাক) উল্লেখ করিনি। আমার স্ত্রী তালাক কবুল করে। তখন আমরা উভয়েই তালাক রেজিস্ট্রিতে স্বাক্ষর করি।

উল্লেখ্য, তালাক দেওয়ার সময় আমার স্ত্রী পবিত্র ছিল। তালাক দেওয়ার পর আমরা উভয়ই খুব অনুতপ্ত হই এবং ভুল বুঝতে পারি। তালাকের চার-পাঁচ দিন পর আমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী আমার সাথে পুনরায় দাম্পত্য জীবন শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা দুজন কি শরীয়ত মোতাবেক পুনরায় দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের আলোকে যেহেতু আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। তাই পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে চাইলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ নতুন মহর ধার্যকরত দুজন বালেগ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। (১৭/৬৬৯/৭২৫৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٤٤ : (و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن).

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٨ : (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٥٦ : (قوله وينكح مبانته في العدة، وبعدها) أي المبانة بما دون الثلاث لأن المحلية باقية لأن زوالها معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها، ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب، ولا اشتباه في الإطلاق له.

তিন মাস ১০ দিনের খোরাকের শর্তে তালাক প্রদান

প্রশ্ন : একজন মহিলার ১০ মাস আগে বিয়ে হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে তার সুনামই হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে সীমাহীন ত্রুটি বের হচ্ছে। যেমন–রান্না করতে পারে না, কাজে চালু না, যা বাস্তবে মোটেও সত্য নয়। এই প্রেক্ষাপটে ছেলের পিতা-মাতা ছেলেকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করছে। ছেলেও তালাক দেওয়ার জন্য বর্তমানে রাজি হয়েছে। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকগণ তালাক নেওয়ার জন্য রাজি নয়। অতঃপর গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে ফয়সালা হয় যে মেয়ের গহনা বাবদ যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সে টাকা এবং তিন মাস ১০ দিনের খোরাক দিয়ে তালাক দিতে হবে, অন্যথায় কোর্টে মামলা দায়ের করবে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মামলা দায়ের করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে ফয়সালা করা সঠিক হয়েছে। তবে মেয়ের অলংকার বাবদ যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সে টাকা ও ইদ্দতের খোরাকির টাকা যেমন মেয়ের প্রাপ্য, তেমনিভাবে মহরানা আদায় না করে থাকলে সে টাকাও অবশ্যই মেয়ের অধিকার এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা পরিশোধ করাও জরুরি। তাই তালাকের পর মেয়ের কোনো হক আদায় না করা হলে কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে। (৪/১৬১/৬৩৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٣١ : " وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ".

📖 فيه أيضا ٣/ ٥٤ : " ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها " لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٩١ : (وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل.

Scanned by CamScanner

تفسيخ النكاح وتفريق الزوجين

পরিচ্ছেদ : বিবাহ বিচ্ছেদ

স্বামী পুরুষত্বহীন হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ ও স্ত্রীর প্রাপ্য

প্রশ্ন : খোকন মিয়ার সাথে মারিয়ার বিয়ে হয়। খোকন মারিয়াকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। ৬-৭ দিন পর মারিয়া তার বাবার বাড়িতে আসে। এরপর এক-দুই করে দেখতে দেখতে এক মাস কেটে যায়। খোকন মারিয়ার কোনো খোঁজখবর নেয়নি। মারিয়াও তার বাবা-মাকে ইঙ্গিতে জানায় যে সে ওই স্বামীর বাড়ি যাবে না। কথাটি শুনে মারিয়ার বাবা-মা বিচলিত হয়ে যায় এবং তার ভাবি ও দাদি দ্বারা কারণ জিজ্ঞেস করে। উভয়ে বলে, স্বামীর যৌন ক্ষমতা একদম নেই। মেয়ের বাবা খোকন মিয়াকে খবর দিয়েও আনতে পারেনি। এমতাবস্থায় ৬-৭ মাস অতিবাহিত হলে মেয়ের বাবা ও মেয়ের দাদা খোকন মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। মেয়ের দাদা খোকনের বাবার সাথে কথাবার্তা বলে জানায় যে তার অসুখ আছে। তার বড় ভাইকেও ঘটনা জানায়। অতঃপর সকলের সিদ্ধান্তক্রমে খোকনকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারের রিপোর্টে আসে যে খোকন আসলেই অসুস্থ। সে আর কোনো দিন সুস্থ হওয়ার অবকাশ নেই। রিপোর্টটি খোকনের বাবাকে দেওয়া হলে তিনি আরো ডাক্তার দেখানোর অজুহাতে চার বছর অতিবাহিত করে ফেলেন। ফলে মেয়েপক্ষ বাধ্য হয়ে গ্রাম্য সালিস ডাকে। সালিসের মাতব্বর সব দিক হিসাব করে দেখেন যে মেয়ে তার কাছ থেকে ৭৯,০০০ টাকা প্রাপ্য হয়। যা তারা মাত্র ১৫,০০০ টাকায় মীমাংসা করে দেয়। ছেলের বাবা মৌখিকভাবে উপস্থিত রায় মেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং আজ অবধি এর কোনো মীমাংসা করেননি। প্রশ্ন হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়েপক্ষের করণীয় কী? উল্লেখ্য, স্বামী স্বীকার করে যে তাদের মিলন হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী বলছে, মিলন হয়নি।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার জন্য শরীয়তে বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বামীর যৌন ক্ষমতা না থাকার কারণে তাদের জীবন সুখে-শান্তিতে না কাটলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তার প্রাপ্য হক দিয়ে বিদায় করে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহবাসের ঘটনা না ঘটলেও তারা যদি একসাথে নির্জনে সময় কাটায়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ দেনমহরের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে বিদায় না করে আটকে রাখে তাহলে স্ত্রী তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে থাকলে তা প্রয়োগ করে পৃথক হয়ে যাবে অথবা মুসলিম আদালতে বা অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম পঞ্চায়েতে স্বামীর যৌন ক্ষমতায় অক্ষম হওয়ার ব্যাপারে নালিশি দরখাস্ত পেশ

Scanned by CamScanner

করবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বা শরয়ী পঞ্চায়েত স্বামীকে এক বছরের জন্য চিকিৎসার সুযোগ দেবে। চিকিৎসার পর যৌন ক্ষমতা ফিরে এলে তারা দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। অন্যথায় আদালত তাদের বিবাহ ভেঙে দেবে। স্বামী পূর্ণ দেনমহর আদায় করে দেবে। আর ইদ্দত শেষে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। উল্লেখ্য, দেনমহর কমানোর এখতিয়ার ইসলাম একমাত্র স্ত্রীকে দিয়েছে। তা ছাড়া এ অধিকার আর কারো নেই। (১২/২৩১/৩৮৮৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٧٧ : ولها كمال مهرها إن كان خلا بها " إن خلوة العنين صحيحة " ويجب العدة " لما بينا من قبل.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩١ : (وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٤ / ١٢٤ : ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة. وأشار إلى أنه لو وطئها مرة لا حق لها في المطالبة لسقوط حقها بالمرة قضاء.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٦ / ٢٥٢ : الجواب—ایسی صورت میں ہندو انگریزی عدالتوں کے کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں فسخ نکاح کے لئے درخواست کرے اور حاکم شوہر کو ایک سال کی مہلت بغرض علاج دے اگر سال بھر میں وہ تندرست ہو جائے تو خیر ورنہ عورت کی دوبارہ درخواست پر حاکم نکاح فسخ کر دیگا اور عورت بعد انقضاء عدت دوسرا نکاح کرلے گی۔

বিকারগ্রস্ত স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি আলেয়া বেগম। বিগত পাঁচ বছর পূর্বে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্বে আমরা জানতাম না যে আমার স্বামীর মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত। বিবাহ হওয়ার পর উপলব্ধি করতে পারি যে সে মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের বিকারে আক্রান্ত হয়। ফলে সুস্থ থাকার সময় তার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হই। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে একটি সন্তান দান করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সে গত এক বছর যাবৎ পুরোপুরিভাবে মস্তিষ্কের বিকারে আক্রান্ত হয়ে পাগলে পরিণত হয়েছে। যার কারণে তার সাথে দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দৈহিক মিলন অসম্ভব হয়ে পড়ে। যা নারীত্বের চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম চাহিদা। পাশাপাশি আমার ভবিষ্যৎ জীবনও অন্ধকার

Scanned by CamScanner

দেখছি। এমতাবস্থায় আমি একটি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের জন্য ইসলামী বিধি মোতাবেক কী পথ অবলম্বন করতে পারি। অন্য স্বামী গ্রহণ করতে হলে কী পদ্ধতি গ্রহণ করলে গোনাহগার হব না তা জানতে আগ্রহী। অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত আবেদন এই যে আমাকে উপরোক্ত বিধানের আলোকে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ফাতওয়া প্রদান করে চির কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মহিলা যদি বিবাহের আগে স্বামীর মস্তিষ্ক বিকারের খবর না জানে, অজ্ঞাতবস্থায় বিবাহ হয়ে যায় এবং বর্তমানে সে যৌবনের কারণে স্বামী ব্যতীত জীবন অতিবাহিত করা কষ্টকর হয় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা বোধ করে, তাহলে কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকলে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে তিন ঋতুস্রাব অতিবাহিত করার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে।
আর যদি কাবিননামায় উক্ত ক্ষমতা অর্পিত না থাকে তাহলে শরয়ী বিচারপতির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করবে। শরয়ী বিচারপতি না থাকলে শরয়ী সালিসি কমিটির নিকট যেখানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলেম ও থাকা অতি জরুরি তার স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার কথা আবেদন করতে পারবে। কমিটি ঘটনার তদন্ত করার পর পাগল ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য তার অভিভাবকদের এক বছরের সময় দেবে। এই সময়ের মধ্যে সে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার বিবাহ ঠিক থাকবে। আর না হলে স্ত্রী পুনরায় আবেদন করার পর কমিটি মহিলাকে চলে যাওয়ার অধিকার দেবে। মহিলা যদি সেই বৈঠকেই পৃথক হওয়াকে গ্রহণ করে তাহলে কমিটি তাদের পৃথক ঘোষণা দেবে। সে পৃথক হওয়ার দিন থেকে তিন ঋতুস্রাব অথবা অন্তঃসত্ত্বা হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। (৯/১০৩/২৫১৪)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٥ / ٩٧ : فأما المرأة إذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها أن ترده به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعلى قول محمد لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها؛ لمعنى فيه فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٠١ : (ولا يتخير أحدهما) أي الزوجين (بعيب الآخر) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج، ولو قضي بالرد صح فتح.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٠١ : (قوله: لو بالزوج) في العبارة خلل فإنها تقتضي عدم خيار الزوج عندهم إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة والواقع خلافه. والظاهر أن أصلها: وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقا ومحمد في الثلاثة الأول لو بالزوج كما يفهم من البحر وغيره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٢٦ : وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد - رحمه الله تعالى - إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة، ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقا فهو كالجب وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي.

স্বামী পাগল হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রায় তিন বছর যাবৎ ঘর-সংসার করার পর স্বামী পাগল হয়ে যায়। এর মাঝে তাদের একটি কন্যাসন্তানও জন্ম হয়। এ পর্যন্ত প্রায় চার-পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী পাগলামির বেড়াজাল হতে নিস্তার পায়নি। এখন জানার বিষয় হলো, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সহসা মহিলাটিকে শরীয়তসম্মতভাবে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে?

উত্তর : বিয়ের পর স্বামী পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যদি একান্ত অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রী বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করতে বাধ্য হয়, তাহলে কাবিননামার তাফবীজে তালাকের মাধ্যমে তালাক নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত আদালতের মাধ্যমে অথবা দ্বীনদার পরহেজগার অভিজ্ঞ আলেমসম্বলিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তালাক গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অতঃপর ইদ্দতের পর অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যাবে। (১০/৯৪২/৩৩৮৫)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٩ / ٩٧ : فأما المرأة إذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها أن ترده به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعلى قول محمد لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها؛ لمعنى فيه فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٢٦ : أطلق العيب فشمل الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن وخالف الشافعي ومالك وأحمد في هذه الخمسة وخالف محمد في الثلاثة الأول إذا كانت بالزوج فتخير المرأة بخلاف ما إذا كانت بها فلا يخير لقدرته على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق دونها.

📖 الحیلۃ الناجزۃ (غوثیہ پبلکشن) ص۹۹ : عنین کی بیوی کی طرح مجنون کی بیوی بھی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے میں خود مختار نہیں ہے بلکہ اس کے لئے قاضی یا شرعی کمیٹی کا فیصلہ ہونا شرط ہے، اور جس جگہ قاضی موجود نہ ہو تو وہاں پر شرعی پنچایت قاضی کے قائم مقام ہوگی۔

স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দেওয়া না হলে বিচ্ছেদের পন্থা

প্রশ্ন : স্বামী শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক চায় এবং স্ত্রীকে জামা, কাপড়, জুতা, স্যান্ডেল, তেল, সাবান ইত্যাদি দিতে চায় না। অসুস্থ হলে ওষুধ ক্রয় করে দিতে চায় না। একসময় স্ত্রী খুবই অসুস্থ হয়ে যায়, তার বমি হচ্ছিল। কোনো কিছু খেতেও পারছে না, শরীর খুবই দুর্বল হয়ে গেছে–এমন পরিস্থিতে স্বামীকে বলা হলো যে আপনি তার চিকিৎসা করছেন না কেন? উত্তরে স্বামী বলে–ও মরে যাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এ রকম খারাপ ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারবে কি না? পারলে পদ্ধতি কী? সরকারি আইন অনুযায়ী স্ত্রী ডিভোর্স করতে পারবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান দেওয়া যেমন স্বামীর দায়িত্ব, তেমনি স্ত্রীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তথা তেল-সাবান ও চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া স্বামীর মানবিক দায়িত্ব। সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এ দায়িত্ব স্বামী পালন না করলে সম্ভাব্য সকল পন্থায় স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। এতে বিফল হওয়া অবস্থায় স্ত্রী সবর ও ধৈর্যধারণ করতে পারলে স্ত্রী জিহাদের সাওয়াব পাবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের মাধ্যমে সুরাহার চেষ্টা করবে। এতেও সুরাহা না হলে এবং স্ত্রী এ রকম স্বামীর সাথে বসবাস করতে অপারগ হলে কাবিননামায় তালাকে তাফবীজের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকলে সে মোতাবেক স্ত্রী নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নেবে। অন্যথায় মুসলিম বিচারকের শরণাপন্ন হয়ে মুসলিম আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৯/৮৪৩/২৮৭৮)

Scanned by CamScanner

📖 الشرح الصغير للدردير (دار المعارف) ٢ / ٧٤٥ : (فإن أثبت) الزوج (عسره) عند الحاكم (تلوم له) : أي أمهل (بالاجتهاد) من الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمن. (وإلا) يثبت عسره عند الحاكم (أمر) الزوج: أي أمره الحاكم (بها) : أي بالنفقة (أو بالطلاق بلا تلوم) بأن يقول له: إما أن تنفق وإما أن تطلقها، (فإن طلق أو أنفق) فالأمر ظاهر، (وإلا طلق عليه) بأن يقول الحاكم: فسخت نكاحه، أو: طلقتك منه.

📖 بلغة السالك لأقرب المسالك (دار المعارف) ٢ / ٧٤٥ : حاصل فقه المسألة أن الزوج إذا امتنع من النفقة وطولب بها؛ فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الإنفاق، وإما أن لا يجيب بشيء، وإما أن يدعي العجز. فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالا، وإن قال: أنا موسر ولكن لا أنفق فقيل يعجل عليه الطلاق، وقيل: يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه، وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه. وإن ادعى العجز وهي مسألة المصنف، فإما أن يثبت أولا، فإن لم يثبت العجز قيل له طلق أو أنفق، فإن امتنع من الطلاق والإنفاق تلوم له ثم طلق عليه، وقيل يطلق عليه حالا من غير تلوم وهو المعتمد أو إن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم طلق عليه.

قوله: [أي أمره الحاكم بها] : فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٩٨ : رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن لم يعطها كذا في وقت كذا فهي تطلق نفسها متى شاءت.

স্ত্রীর খোঁজখবর না নিলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে করণীয়

প্রশ্ন : চার বছর আগে আমার বড় বোন টেকনাফের একজন লোকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কাবিননামা হয়নি। তিন-চার মাস আসা-যাওয়া ছিল। তারপর সে টেকনাফে চলে গেছে। সেখানে তার আরেকটা বিবি আছে। বর্তমানে সে আমার বোনের

Scanned by CamScanner

কোনো খবর নেয় না, খরচপত্রও দিচ্ছে না। অথচ মাঝেমধ্যে অন্য লোকের সাথে দেখা হয়ে থাকে। এ সমস্যা সামনে রেখে আমার বোনকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া গ্রামের লোকের পরামর্শক্রমে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর তালাক কিংবা মৃত্যু ছাড়া অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে না। তবে প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যার সম্মুখীন হলে তথা স্বামী যদি স্ত্রীর হক আদায় না করে এবং স্বামী ছাড়া কাল যাপন মহিলার জন্য দুষ্কর ও গোনাহের আশঙ্কা থাকে, তাহলে অভিভাবক স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করে বা পত্রের দ্বারা খোলা কিংবা মৌখিক তালাক নিয়ে ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে। স্বামী যদি তালাক কিংবা খোলাতে রাজি না হয় অথবা সন্ধানের পর স্বামীর সন্ধান পাওয়া না যায় তাহলে স্থানীয় অভিজ্ঞ দুজন আলেম নিয়ে গ্রামের সরদার অত্র সমস্যার সমাধানকল্পে পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করবে। উক্ত কমিটি আলেমদ্বয়ের পরামর্শে শরীয়ত মোতাবেক সমাধান দেবে। যদি আলেমগণ প্রয়োজনে কিছু জানতে চায়, ফাতওয়া বিভাগে এসে যোগাযোগ করে নেবে। (৭/৮২৪)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۲۷۴ : الجواب—بغیر طلاق حاصل کئے دوسرا نکاح نہیں ہوسکتا عورت تفریق چاہتی ہے تو شرعی قاضی یا مسلم پنچایت کے سامنے (جس میں مستند عالم ہونا ضروری ہے) اپنا مقدمہ پیش کرے اور تفریق کا مطالبہ کرے، شرعی قاضی اور مسلم پنچایت کو تحقیق کے بعد طلاق واقع کرنے اور تفریق کرنے کا حق ہوتا ہے۔

স্ত্রীর অধিকার না দিলে বিবাহ বিচ্ছেদ করা

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমার সাথে বিবাহের ৬-৭ মাস পর তার আগের প্রেমিকাকে বিয়ে করে আমার অনুমতি ছাড়াই ঘরে নিয়ে আনে। এর পর থেকে সে আমার ওপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করে দেয়। একপর্যায়ে সে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। অতঃপর সে চাকরি নিয়ে সৌদি আরব চলে যায়। অন্যদিকে আমি অভাবী পরিবারের মেয়ে হওয়ায় বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে ঢাকায় ছোট একটি চাকরি নিয়ে চলে আসি। সে আমার প্রতি কোনো ধরনের দায়িত্ব আদায় করেনি এবং করছেও না, আবার তালাকও দিচ্ছে না। চার বছর যাবৎ তার সাথে আমার কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, সে আমার খোঁজখবরও রাখেনি। বর্তমানে আব্দুস সাত্তার নামক একজন ভদ্রলোক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, আমিও রাজি আছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু আমার স্বামী আমাকে তালাক দেওয়ার সম্ভাবনাও নেই, আবার স্ত্রীর মর্যাদাও দিচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে

Scanned by CamScanner

আমি তালাক প্রদান করতে পারব কি না? পারলে তার পদ্ধতি কী হবে? যেহেতু তার সাথে আমার গত চার বছর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তাই সে তালাক প্রদান করলে আমায় ইদ্দত পালন করতে হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তে কোনো মহিলাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেয়নি। তবে যদি স্বামী নিজ স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে কিংবা শর্তবিহীন তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে উক্ত ক্ষমতাবলে নিজের নফসের ওপর তালাক পতিত করার সুযোগ রয়েছে। তাই আপনি যদি তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে থাকেন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী নিজ নফসের ওপর তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে করতে পারেন। অন্যথায় যেকোনোভাবে তার থেকে তালাক নেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে আপনার পাওনা মহর মাফ করে দিয়ে হলেও তার থেকে খোলা তালাক নিতে পারেন। যদি তা সম্ভব না হয় এবং আপনার জন্য স্বামী ছাড়া জীবন যাপন করা কষ্টকর হয় তাহলে আদালতে মোকাদ্দমা পেশ করে দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে বিচারকের নিকট আপনার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করবেন। তারপর বিচারক তাকে নোটিশ পাঠিয়ে বা যেকোনোভাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব না হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষ থেকে কেউ আদালতের ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে আপনার অধিকার সংরক্ষণে আপনার দেওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেবে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নতুন বিবাহের পূর্বে আপনাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে।

(১৮/৪৯২/৭৬৬৩)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ۲ / ٤٢٦ : قوله: (ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ) لصدوره من أهله في محله.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ١٢٨ : (قوله عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء) أي: حيض ظاهر في أن العدة اسم للأجل المضروب كما في البدائع على إرادة مدة ثلاثة أقراء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۳۵۱ : جب تک شرعی طور پر اپنے نکاح سے خارج نہ ہو جائے اور عدت نہ گذر جائے شوہر کے نکاح سے خارج ہونے کے لئے طلاق یا خلع یا موت شوہر یا قاضی شرعی کی تفریق یا پنچایت شرعی کی تفریق ضروری ہے۔

লাপাত্তা স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : মোঃ আব্দুল হক মিয়ার মেয়ে আছিয়া বেগমকে প্রায় এক বছর পূর্বে এক অপরিচিত লোকের কাছে ঘরজামাই করে কাবিন ছাড়া কিছু মহর ধার্য করে বিবাহ দেন। বিবাহের দুই-আড়াই মাস পর আছিয়া বেগমের স্বামী তার স্ত্রীর উপার্জিত কিছু টাকা

Scanned by CamScanner

ব্যবসা করার জন্য নেয়। তারপর সে মাল আনার বাহানা করে পলায়ন করে চলে যায়। অদ্যাবধি প্রায় এক বছর হয়ে গেল ফিরে আসেনি। স্ত্রীর কোনো খোঁজখবরও নেয়নি। তার মহরের টাকাগুলোও পরিশোধ করেনি। মেয়ের মা নেই। কোনো সহায়-সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। নিজে কষ্ট করে যা উপার্জন করেছিল স্বামী ব্যবসার কথা বলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় আপনার কাছে জানতে চাই যে ওই মেয়েটাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে কি? মেয়েও অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? দয়া করে এর সুন্দর সমাধান দিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা শরয়ী বিচারক বা তার অবর্তমানে শরীয়তসম্মত মুসলিম সালিসি কমিটি (নিম্নে তিনজন পাক্কা দ্বীনদার সদস্যবিশিষ্ট হবে যাদের মাঝে কমপক্ষে একজন অভিজ্ঞ আলেম হতে হবে) এর নিকট এ ব্যাপারে মোকদ্দমা দায়ের করে সাক্ষীর মাধ্যমে তার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণ করবে। বিচারকবৃন্দ নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে ওই মহিলাকে আরো চার বছর অপেক্ষা করার হুকুম করবে। এই চার বছরের মধ্যেও নিখোঁজ ব্যক্তির কোনো সন্ধান পাওয়া না গেলে উক্ত মহিলা বিচারকবৃন্দের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন পেশ করবে। বিচারকবৃন্দ নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেবে। অতঃপর মহিলা ইদ্দতে ওফাত (চার মাস ১০ দিন) পালনকরত অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে।

তবে যদি বাস্তবে উক্ত মহিলা চার বছর যাবৎ অপেক্ষা করতে গিয়ে নিজের সতীত্বের সংরক্ষণ করা দুষ্কর হওয়া এবং অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করে, তাহলে চার বছরের পরিবর্তে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার হুকুম করবে। এর ভেতর স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলে এক বছর মেয়াদ শেষে মুসলিম সালিসি কমিটি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেবে। এরপর মহিলা ইদ্দতে তালাক পালন করার পর অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। (৯/৫৩৫/২৭৩৮)

📖 الكافى فى فقه أهل المدينة (مكتبة الرياض) ٢ / ٥٦٧ : المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه أحدها المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات والتصرف أمره ولا يعرف مكانه فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره ثم تعتد بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا ثم يدفع لها كالئها إن كان أجله قد حل ويباح لها النكاح.

Scanned by CamScanner

📖 الحیلۃ الناجزۃ (غوثیہ پبلکشن) ص ۱۲۷ : زوجہ مفقود کے لئے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں تو بالاتفاق ضروری ہے جبکہ عورت اتنی مدت تک صبر تحمل اور عفت کے ساتھ گذار سکے لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشہ ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصہ دراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہو کر اس حالت میں درخواست دی ہو جبکہ عورت صبر سے عاجز ہو گئی تو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چار سال کی مدت میں کمی کر دی جائے، کیونکہ جس وقت عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سخت اندیشہ ہو تو ان کے نزدیک کم سے کم ایک سال صبر کے بعد تفریق (حکم فسخ نکاح) جائز ہے، جیساکہ علامہ الفاہاشمؒ (مالکی مفتی) کی دوسری روایت میں مذکور ہے، لیکن علماء سہارنپور دونوں صورتوں میں چار ہی سال مدت کے مزید انتظار کو شرط فرماتے ہیں، اور ایسا کرنا ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط کی بات ہے لیکن جس جگہ قوی قرائن سے زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو ایک سال کے انتظار والے قول پر بھی حاکم کو حکم کر دینے کی گنجائش ہے، لیکن معاملہ خداوند قدوس کے ساتھ ہے بہانے تلاش نہ کیا جاوے۔

Scanned by CamScanner

باب المفقود

পরিচ্ছেদ : মাফকুদ

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রায় ৩২ বছর থেকে নিখোঁজ। সব ধরনের তত্ত্ব-তালাশের পরও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন মুফতি সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর হুকুম কী?

উত্তর : উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অন্যথায় একান্ত প্রয়োজন হলে আদালতে বা বিজ্ঞ পঞ্চায়েতের শরণাপন্ন হয়ে শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে সে স্বামীর মিরাছ পাবে এবং চার মাস ১০ দিন পর অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। অথবা বিবাহের সময় কাবিননামায় ১৮ নং ধারা অনুযায়ী তালাক প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হলে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সে স্বামীর মিরাছ পাবে না। তিন হায়েজ শেষ হওয়ার পরে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। (১৬/৭/৬৩৫২)

📖 موطأ الإمام مالك (دار إحياء التراث) ٢/ ٥٧٥ (٥٢) : عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» قال مالك: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول إليها» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها، قبل أن تتزوج فهو أحق بها».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٥٥ : قال (ولا يفرق بينه وبين امرأته) وقال مالك: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن عمر – رضي الله عنه – هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفى به إماما، ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة، وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸ / ۴۲۳ : الجواب-الحیلۃ الناجزہ میں جو تحریر کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اسی میں احتیاط ہے لہٰذا ایک سال انتظار کا حکم دیا جائے۔

স্বামী উধাও হয়ে গেলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিবাহের কয়েক মাস পর উধাও হয়ে গেছে। স্ত্রীর সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই। সে কোথায়, কী অবস্থায় আছে। স্ত্রী বা তার আত্মীয়স্বজন কেউই বলতে পারে না। স্ত্রীর খোরপোষের কোনো ব্যবস্থা করে যায়নি। এভাবে প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। মহিলাটি বহু কষ্টে জীবন যাপন করছে। সে যুবতী হেতু মানসিক কষ্টে ভুগছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কী? সে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি না? পারলে কী নিয়মে? কোরআন-হাদীস মোতাবেক জানতে চাই।

উত্তর : নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী শরয়ী বিচারক বা তার অবর্তমানে শরীয়তসম্মত মুসলিম সালিসি কমিটির নিকট এ ব্যাপারে মোকদ্দমা দায়ের করবে। উক্ত কমিটিতে কমপক্ষে তিনজন অভিজ্ঞ আলেম থাকা প্রয়োজন। এরপর শরয়ী বিচারক বা তার স্থলাভিষিক্ত নিখোঁজের সন্ধানে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে মহিলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সালিসি কমিটির চার বছর মেয়াদ পূর্ণকরত ওই ব্যক্তিকে মৃত মনে করে উক্ত বিবাহকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। অতঃপর মহিলা ইদ্দতে ওফাত পালনকরত অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে মহিলার কোনো সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যদি তার কাবিননামায় তালাক অর্পণের ধারায় কোনো ব্যবস্থার উল্লেখ থাকে তাহলে কাবিননামাসহ প্রশ্ন পাঠানো হলে তা দেখা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা এ কাজ করাতে হবে। আলেমগণ প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। (৯/২২১/২৫৪৫)

📖 موطأ الإمام مالك (دار إحياء التراث) ٢/ ٥٧٥ (٥٢) : عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» قال مالك: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول إليها» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها، قبل أن تتزوج فهو أحق بها».

Scanned by CamScanner

📖 الكافى فى فقه أهل المدينة (مكتبة الرياض) ٢ / ٥٦٧ : المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه أحدها المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات والتصرف أمره ولا يعرف مكانه فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره ثم تعتد بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا ثم يدفع لها كالئها إن كان أجله قد حل ويباح لها النكاح.

📖 الحيلة الناجزة (غوثیہ پبلکشن) ص ۱۲۷ : زوجۂ مفقود کے لئے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں تو بالاتفاق ضروری ہے جبکہ عورت اتنی مدت تک صبر تحمل اور عفت کے ساتھ گذار سکے لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشۂ ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصۂ دراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہو کر اس حالت میں درخواست دی ہو جبکہ عورت صبر سے عاجز ہو گئی تو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چار سال کی مدت میں کمی کر دی جائے، کیونکہ جس وقت عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سخت اندیشہ ہو تو ان کے نزدیک کم سے کم ایک سال صبر کے بعد تفریق (حکم فسخ نکاح) جائز ہے، جیسا کہ علامہ الفاہاشم (مالکی مفتی) کی دوسری روایت میں مذکور ہے، لیکن علماء سہارنپور دونوں صورتوں میں چار ہی سال مدت کے مزید انتظار کو شرط فرماتے ہیں، اور ایسا کرنا ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط کی بات ہے لیکن جس جگہ قوی قرائن سے زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو ایک سال کے انتظار والے قول پر بھی حاکم کو حکم کر دینے کی گنجائش ہے، لیکن معاملہ خداوند قدوس کے ساتھ ہے بہانے تلاش نہ کیا جاوے۔

স্বামী পাঁচ বছর নিখোঁজ থাকলে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহে করণীয় কী

প্রশ্ন : জনৈক মহিলার বিবাহ হয়েছে ছয় বছর পূর্বে। বিবাহের পর তার স্বামী তার সাথে তিন মাস ঘর-সংসার করেছে। কিন্তু তিন মাস পর সে নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ হওয়ার এক বছর পর স্বামীর হাতের একটি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠি পাওয়ার পর থেকে আজ পাঁচ বছর অবধি তার কোনো খোঁজখবরও নেই। মহিলার কোনো খরচপাতিও দেয়নি। প্রশ্ন হলো, কোরআন-হাদীসের আলোকে এই মহিলার অন্য স্বামী গ্রহণের কোনো পথ আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুসলিম বিচারকের নিকট এ ব্যাপারে আপিল করে বিবাহ ও স্বামী নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি সাক্ষী-প্রমাণসহ অবহিত করবে। অতঃপর মুসলিম বিচারকের নিকট সব দাবির সত্যতা প্রমাণিত হলে তিনি ওই স্বামী সন্ধানের সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে কোনো সন্ধান না পেলে তার ফিরে না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ওই মহিলাকে এখন থেকে আরো চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দেবেন এবং এ চার বছর অতিক্রম হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেবেন। এরূপ ফয়সালা জারি হওয়ার পর থেকে চার বছর এবং এরপর মৃত্যুর ইদ্দত হিসেবে আরো চার মাস ১০ দিন অতিবাহিত হলেই এ মহিলা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, এর পূর্বে নয়।

উল্লেখ্য, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকা বা মহিলার সতীত্ব নষ্টের সম্ভাবনায় বিচারক প্রয়োজন মনে করলে চার বছরের স্থলে এক বছর অপেক্ষার সময় নির্ণয় করতে পারেন। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ পালনকরত অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। উল্লিখিত শরীয়তসম্মত পন্থায় ফয়সালাকারী বিচারকের অনুপস্থিতিতে নিম্নোক্ত শর্ত মোতাবেক শরয়ী পঞ্চায়েত গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত পন্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েত গঠনের শর্ত :

১. সদস্য কমপক্ষে তিনজন হবে, এর কম নয়।
২. সব সদস্য দ্বীনদার হবে।
৩. সব সদস্য বা কমপক্ষে একজন শরীয়তের ফয়সালা সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে।
৪. বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে সব সদস্যের একমত হতে হবে।

বিঃদ্রঃ. সর্বাবস্থায় ওই মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করলে যেকোনো সময় পূর্বের স্বামী ফিরে আসলে সে ওই মহিলা ফিরে পাবে, নতুন করে শাদী করতে হবে না। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে কিছুক্ষণ নির্জনবাস হয়ে থাকলে তাকে পূর্ণ মহর আদায় করতে হবে। নির্জনবাস না হলে কোনো মহর দিতে হবে না। এমতাবস্থায় প্রথম স্বামীর নিকট গিয়ে ইদ্দত পালন করতে হবে, ইদ্দত পালনাবস্থায় সঙ্গম জায়েয হবে না। (৬/২৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٠٠ : وفي ظاهر الرواية يقدر بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته ويعتبر موت أقرانه في أهل بلده، كذا في الكافي، والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام، كذا في التبيين، وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، كذا في الهداية، فإن عاد

Scanned by CamScanner

زوجها بعد مضي المدة فهو أحق بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها۔

📖 الحیلۃ الناجزۃ (غوثیہ پبلکشن) ص۱۱۵ : حاکم جو چار سال کی مدت انتظار کے لئے مقرر کریگا اور اس کی ابتداء اس وقت سے کی جائے گی جس وقت حاکم خود بھی تفتیش کر کے پتہ چلنے سے ناامید ہو جائے اور قاضی کی عدالت میں پہنچنے اور اس کی تفتیش سے قبل خود کتنی ہی مدت گذر گئی ہو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

📖 فیہ ایضاً ص۱۲ : زوجۂ مفقود کے لئے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں تو بالاتفاق ضروری ہے جبکہ عورت اتنی مدت تک صبر تحمل اور عفت کے ساتھ گذار سکے لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشۂ ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصۂ دراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہو کر اس حالت میں درخواست دی ہو جبکہ عورت صبر سے عاجز ہو گئی تو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چار سال کی مدت میں کمی کر دی جائے، کیونکہ جس وقت عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سخت اندیشہ ہو تو ان کے نزدیک کم سے کم ایک سال صبر کے بعد تفریق (حکم فسخ نکاح) جائز ہے، جیسا کہ علامہ الفاہاشمؒ (مالکی مفتی) کی دوسری روایت میں مذکور ہے، لیکن علماء سہارنپور دونوں صورتوں میں چار ہی سال مدت کے مزید انتظار کو شرط فرماتے ہیں، اور ایسا کرنا ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط کی بات ہے لیکن جس جگہ قوی قرائن سے زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو ایک سال کے انتظار والے قول پر بھی حاکم کو حکم کر دینے کی گنجائش ہے، لیکن معاملہ خداوند قدوس کے ساتھ ہے بہانے تلاش نہ کیا جاوے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۳۲۱ : اگر دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد پہلا شوہر واپس آگیا تو اس کے احکام یہ ہیں:

(۱) یہ عورت اسی پہلے شوہر کو ملے گی، جدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، پہلا نکاح ہی کافی ہے۔

(۲) اگر دوسرے شوہر نے خلوت صحیحہ کی ہو تو کل مہر دے گا، اور عورت پر عدت طلاق واجب ہو گی، اگر خلوۃ صحیحہ نہ ہوئی ہو تو نہ مہر واجب ہو گا نہ عدت۔

(۳) عدت پہلے شوہر کے پاس گذارے گی، مگر عدت گذارنے تک پہلے شوہر کے لئے جماع کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

স্বামী নিখোঁজ, কাবিননামাও নেই, স্ত্রী কী করবে

প্রশ্ন : জনৈক মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রীর নিকট খোরপোষের কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে উক্ত মহিলা নবযুবতী। তাই তার সতীত্ব টিকিয়ে রাখা দুষ্কর। বিবাহের সময় তাদের কোনো কাবিন হয়নি এবং পরস্পর খোরপোষ ব্যবস্থা না করার ওপর কোনো চুক্তিও হয়নি। প্রশ্ন হলো, উক্ত মহিলার খোরপোষ না থাকার কারণে সে কাজি বা পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে কি না? যদি না পারে তাহলে থানভী (রহ.)-এর এই কথার ওপর আমল করা যাবে? ....

اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ عجز عن النفقہ کی سبب منجانب حاکم شرع یا نائب حاکم طلاق واقع کردی جاوے اور عدت طلاق پوری کرے۔ بوادر النوادر ص ۲۲۲

উত্তর : নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর খোরপোষের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এবং তার সতীত্ব নষ্ট হওয়ায় প্রবল আশঙ্কা থাকলে আদালত অথবা শরয়ী বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত উক্ত মহিলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক বছর পর্যন্ত মহিলাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেবে। অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দিয়ে দেবে। এরপর মহিলা তালাকের ইদ্দত পালনপূর্বক অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১০/৪১৬/৩১৭৩)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸ / ۴۲۳ : الجواب-الحیلۃ الناجزہ میں جو تحریر کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اسی میں احتیاط ہے لہذا ایک سال انتظار کا حکم دیا جائے۔

📖 الحیلۃ الناجزۃ (غوثیہ پبلکشن) ص ۱۲۷ : زوجۂ مفقود کے لئے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں تو بالاتفاق ضروری ہے جبکہ عورت اتنی مدت تک صبر تحمل اور عفت کے ساتھ گذار سکے لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشۂ ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصۂ دراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہو کر اس حالت میں درخواست دی ہو جبکہ عورت صبر سے عاجز ہو گئی تو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چار سال کی مدت میں کمی کر دی جائے، کیونکہ جس وقت عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سخت اندیشہ ہو تو ان کے نزدیک کم سے کم ایک سال صبر کے بعد تفریق (حکم فسخ نکاح) جائز ہے، جیسا کہ علامہ الفاہاشم (مالکی مفتی) کی دوسری روایت میں مذکور ہے، لیکن علماء سہارنپور دونوں صورتوں میں چار ہی سال مدت کے مزید انتظار کو شرط فرماتے ہیں، اور ایسا کرنا ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط کی بات ہے لیکن جس جگہ قوی قرائن سے زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو ایک سال

Scanned by CamScanner

کے انتظار والے قول پر بھی حاکم کو حکم کر دینے کی گنجائش ہے، لیکن معاملہ خداوند قدوس کے ساتھ ہے بہانے تلاش نہ کیا جاوے۔

পাঁচ বছর যাবৎ নিখোঁজ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ের হুকুম

প্রশ্ন : ছয় বছর পূর্বে মেয়ের স্বামী পাকিস্তান চলে যায় এবং এই ছয় বছরের মধ্যে কোনো চিঠিপত্র ও খোঁজখবর দেয়নি। স্বামী পাকিস্তান যাওয়ার সময় স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ মাসের সন্তান ছিল। উল্লেখ্য, স্ত্রীর অনুমতিক্রমেই স্বামী পাকিস্তান গিয়েছিল। এক মাস আগে স্ত্রী এফিডেভিটের মাধ্যমে আগের স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি না? এবং কোনো মুদ্দত (নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার) প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : কোনো স্ত্রী স্বামী হতে তালাক ব্যতীত, বা ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে উলামায়ে কেরাম নিয়ে গঠিত কমিটি হতে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত, অথবা স্ত্রী স্বয়ং স্বামী হতে তালাক দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রমাণ ব্যতীত কেবল এফিডেভিট দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করলে শরীয়তসম্মত বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ কোনোটাই শুদ্ধ ও বৈধ হয়নি। (২/৪৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۴۵۱ : محض اتنی بات سے کہ مرد پاکستان یا کسی اور ملک میں چلا گیا اور وہیں کا باشندہ قرار پا گیا اور عورت ہندوستان میں ہے ان دونوں کا نکاح فسخ نہیں ہوا ایسی عورت کو نکاح ثانی کا ہرگز اختیار نہیں جب تک شرعی طور پر اپنے نکاح سے خارج نہ ہو جائے اور عدت نہ گذر جائے شوہر کے نکاح سے خارج ہونے کے لئے طلاق یا خلع یا موت شوہر یا قاضی شرعی کی تفریق یا پنچایت شرعی کی تفریق ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الظهار

পরিচ্ছেদ : জেহার

অভিনয় করে স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি কৌতুকাচ্ছলে স্ত্রীকে বলে, এসো একটু মজার অভিনয় করি। মনে করো, আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার মা। স্ত্রী এতে রাজি হয় এবং স্বামী কিছুক্ষণ স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করে। কিন্তু এটাকে সে অভিনয় ভেবে করেছে। প্রশ্ন হলো, ওই বিবি কি স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে?

উত্তর : স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে মা-বোন এ ধরনের বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা মাকরূহ ও গোনাহ। তবে এর দ্বারা স্ত্রী হারাম হবে না এবং স্ত্রীর ওপর কোনো তালাকও পতিত হবে না। (৮/৯৪০/২৪৪৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٧٠ : ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٧٠ : (قوله: أو حذف الكاف) بأن قال: أنت أمي.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٠٧ : لو قال لها: أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أختي ونحوه.

'ঘরে ঢুকলে আমি তোর বাপ হই' বললে জেহার হয় না

প্রশ্ন : আমি গার্মেন্টে কাজ করি। কাজ শেষে আমি যখন রাতে খাবারের জন্য বাসায় ফিরে এসে দেখি আমার স্ত্রী রাতে পাক করেনি। ফলে ক্ষুধায় আমার রাগ এসে যায়। পরে আমার স্ত্রীকে বলি, "তুই যদি আমার ঘরে আসিস তাহলে আমি তোর বাপ হই" তারপর সে ঘরে ঢুকে যায়। উক্ত বিষয়ের শরয়ী ফয়সালা কী? তা জানতে চাই।

উত্তর : সর্বাবস্থায় স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের বাক্য ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও পরিহারযোগ্য। ভবিষ্যতে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার না করার

Scanned by CamScanner

অঙ্গীকার করে তাওবা করে নেবে। তবে এর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। বরং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৯/১৯৫/২৫৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٠٧ : لو قال لها: أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أختي ونحوه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٢٠٩ : سوال—شوہر زوجہ کو رات بھر ماں بہن بیٹی کہتا رہا اور بیوی شوہر کو باپ، بھائی، چچا کہتی رہی اس صورت میں ہندہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

الجواب—اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی، کما فی الدر المختار: أو حذف الکاف (لغا) مگر ایسا کہنا مکروہ ہے، آئندہ ایسا نہ کہا جاوے۔

স্ত্রীকে ধর্মের মা বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমার সাথে ঝগড়া করে অনেক দিন আগে একবার বলেছিল, "এক কইয়া এক বছর রাখুম, দুই কইয়া দুই বছর রাখুম, তিন কইয়া তিন বছর রাখুম।" তারপর গতকাল হঠাৎ ঝগড়ার সময় সে আমাকে বলে যে তোরে রাখমু না, তোরে নিয়ে আর সংসার করুম না। এরপর উভয়ের মাঝে অনেক গালাগালি হওয়ার পর বলেছে, তুই যদি কোনো দিন আমার সাথে কথা বলছ, তাহলে তুই আমার ধর্মের মা। এ কথাটি সে দুবার বলেছে। তার প্রতিউত্তরে আমি নাউজুবিল্লাহ দুবার বলেছি। প্রশ্ন হলো, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ হয়েছে কি না?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত কাজ। কথায় কথায় তালাকের হুমকি দেওয়া চরিত্রহীন লোকের কাজ। বিবেকবান লোক এ ধরনের কথাও বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না। তথাপি ভবিষ্যৎ অর্থবহ বাক্য উচ্চারণ করে তালাক দিলে ওই তালাক পতিত হয় না। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্যগুলো "এক কইয়া এক বছর রাখুম, দুই কইয়া দুই বছর রাখুম, তিন কইয়া তিন বছর রাখুম, তোরে রাখুম না, তোরে নিয়ে সংসার করুম না" দ্বারা তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে মাত্র। আর ইচ্ছা প্রকাশের দ্বারা তালাক পতিত হয় না।

আর "তুই যদি কোনো দিন আমার সাথে কথা বলছ তাহলে তুই আমার ধর্মের মা" বাক্য দ্বারা কোনো তালাক পতিত হয়নি। তবে এ ধরনের বাক্য দিয়ে অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করা গোনাহের কাজ। ভবিষ্যতে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। (৯/৪৫৮/২৭১১)

Scanned by CamScanner

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١ / ٣٨ : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٠٧ : لو قال لها أنت أمى لا يكون مظاهرا وينبغى أن يكون مكروها.

স্ত্রীকে মা বললে মিসকীনকে খানা দিতে হয় না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার একপর্যায়ে সে আমাকে বলে যে তুমি যদি আমার সাথে কথা কও বা আমাকে ধরো, তাহলে তোমার মায়ের সাথে যিনা করলা। এ কথা আমি মানুষের কাছে বললাম। সবাই বলে, তোমার স্ত্রী তোমার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে না। অন্যদিকে আমার স্ত্রী বলছে, আমি তাকে মা বলেছি। আমি তাকে মা বলিনি। এ কথা বলেছি যে তুই আমার মায়ের সাথে যিনা করতে বললে তুই আমার মা হছ। এ অবস্থায় আমি এক হুজুরের কাছে গেলাম। হুজুর বললেন, তালাক হয়নি। ১০ জন মিসকীন খাওয়ানোর কথা বললেন এবং তাওবা করতে বললেন। প্রশ্ন হলো, হুজুরের ফয়সালাটি সঠিক কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, শাহিনের স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক হয়নি। এই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। অবশ্য স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করা গোনাহ। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে। ১০ জন মিসকীনকে খানা দেওয়া জরুরি নয়। (৪/২৩২/৬৭৯)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤ /٩١ : ففي أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه.

وفي حديث رواه أبو داود عن أبي تميمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه» ونحن نعقل أن معنى النهي هو أنه قريب من لفظ تشبيه المحللة بالمحرمة الذي هو ظهار، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن التشبيه في قوله أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ أخية في يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم

Scanned by CamScanner

يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي عنه، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٩٨ : وقيد بالتشبيه؛ لأنه لو خلا عنه بأن قال: أنت أمي لا يكون مظاهرا لكنه مكروه لقربه من التشبيه وقياسا على قوله يا أخية المنهي عنه في حديث أبي داود المصرح بالكراهة ولولا التصريح بها لأمكن القول بالظهار.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٨ / ١٢٦ : سوال—زید نے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ماں یا بہن کہا تو کیا حکم ہے؟

الجواب—اس کہنے سے عورت اس پر حرام نہیں ہوئی بلکہ یہ قول لغو ہوا لیکن ایسا کہنا مکروہ ہے۔

'আমার শরীর স্পর্শ করলে তুমি আমার আব্বা লাগো' বলা গোনাহ

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় এবং অনেক কথাকাটাকাটির পর আমি তাকে মারধর করি। সে আমার মারধর সহ্য করতে না পেরে আমাকে বলেছে যে আমার শরীর যদি স্পর্শ করো তাহলে আমার আব্বা লাগো।

উল্লেখ্য, আমি এখনো স্ত্রীর গায়ে স্পর্শ করিনি। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : নিজ স্বামীকে বাপ বলা অত্যন্ত খারাপ ও গর্হিত। এ ধরনের কথা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কিন্তু এরূপ বলার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না, তালাকও হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করলে কোনো অসুবিধা হবে না। (৪/৩৩৭/৭৩১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٩٤ : وأشار بقوله بمحرمة إلى أن المشبه الرجل؛ لأنه لو كان امرأة بأن قالت: أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك فالصحيح كما في المحيط أنه ليس بشيء فلا حرمة.

Scanned by CamScanner

স্বামীকে আব্বু আব্বু বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমাকে বলেছে, তুমিই আমার মা-বাবা। এখন কথা হলো, সে এক সময় ৪-৫ দিন অসুস্থ ছিল। তখন আমি তার অনেক সেবা করেছি। যার কারণে তার মনে জেগে উঠেছে যে এই বিপদের সময় মা-বাবা ছিল না, তাই তুমিই আমার মা-বাবা। আবার অনেক সময় খুশিতে বাগবাগ হয়ে বলেছে যে আব্বু, আব্বু! এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? উল্লেখ্য, মহিলাটি একটু পাগলি টাইপের।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা মতে, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে মা-বাবা বলে সম্বোধন করার দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো প্রকারের তালাক পতিত হয়নি। তাই ওই স্ত্রী পূর্বের ন্যায় তার স্বামীর জন্য হালাল রয়েছে। তবে স্ত্রী স্বামীকে এভাবে সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। (৪/৩৫৫/৭৪১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ٩٤ : وأشار بقوله بمحرمة إلى أن المشبه الرجل؛ لأنه لو كان امرأة بأن قالت: أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك فالصحيح كما في المحيط أنه ليس بشيء فلا حرمة ولا كفارة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٦٢ : سوال—ایک شخص شراب خور جب شراب پی کر گھر میں آیا اور اپنی زوجہ پر سختی کی تو اس کی زوجہ نے یہ کہا کہ تو میرا باپ ہے اور میں تیری بیٹی تو اس کہنے سے اس پر طلاق ہوئی یا نہیں؟
الجواب—اس صورت میں عورت مذکورہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی، عورت کے اس کہنے سے کہ تو میرا باپ ہے اور میں تیری بیٹی ہوں طلاق نہیں ہوئی اور کچھ گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن آئندہ ایسا لفظ نہ کہے۔

তোরা আমার মা বলে স্ত্রীদের সম্বোধন করা

প্রশ্ন : আমার দুই স্ত্রীর সাথে কথাকাটাকাটি হয়। তখন আমি বলি যে তোগো দুজনকে আমি তালাক দিলাম। তোরা আমার মা। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার দুই স্ত্রীর ওপর এক এক তালাক পতিত হয়েছে বিধায় উভয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (১/৭৪/৫৪)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٤٧٠ : (وإلا) ينو شيئا، أو حذف الكاف (لغا) وتعين الأدنى أي البر، يعني الكرامة.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٧٠ : (قوله: أو حذف الكاف) بأن قال: أنت أمي، ومن بعض الظن جعله من باب زيد أسد در منتقى عن القهستاني.

স্ত্রীকে মেয়ে আর স্বামীকে আব্বা বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের নজরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী কোহিনুর বেগমের সাথে একসময় ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। ওই অবস্থায় স্বামী নজরুল তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার আব্বা, তুমি আমার মেয়ে। তখন স্ত্রী স্বামীকে আব্বা-আব্বা-আব্বা বলে তিনবার ডাকে এবং তাদের মেয়ে নজরুলকে নানা বলে ডাকে। এমতাবস্থায় তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ থাকবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ থাকবে, তবে স্বামী-স্ত্রীর জন্য এ ধরনের কথা বলা মাকরূহ বিধায় তা পরিহারযোগ্য। (১৭/৫৩৫/৭১৬৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : ويكره قوله: أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ٩٨ : وقيد بالتشبيه ؛ لأنه لو خلا عنه بأن قال : أنت أمي لا يكون مظاهرا لكنه مكروه ومثله قوله يا بنتي يا أختي ونحوه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩/ ٧٢ : الجواب۔اس صورت میں عورت مذکورہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی عورت کے اس کہنے سے کہ تو میرا باپ ہے اور میں تیری بیٹی ہوں طلاق نہیں ہوئی اور کچھ گناہ اس میں نہیں ہے لیکن آئندہ ایسا لفظ نہ کہے۔

স্বামীকে শ্বশুর আর শ্বশুরকে স্বামী বলে আখ্যায়িত করা

প্রশ্ন : কোনো স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে তার স্বামীকে বলল যে তুমি আমার পিতা সমতুল্য। অথবা স্বামীকে বলল যে তোমার পিতা আমার স্বামী এবং তুমি আমার শ্বশুর। প্রশ্ন হলো, তাদের বিবাহ বাকি থাকবে কি না? তাদের হুকুম কী? এবং বর্তমানে তাদের করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক, জেহার ও ইলা এগুলোর মালিক একমাত্র স্বামী। স্ত্রীর পক্ষ থেকে এজাতীয় শব্দ উচ্চারিত হওয়ার দ্বারা তালাক-জেহার কিছুই সংঘটিত হয় না।

অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রী স্বামীকে বাবা বা শ্বশুর বলার দ্বারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। তারা এখনো পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রীর মতোই বসবাস করতে পারবে। (৬/৭৩৫/১৪০৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٦٧ : (وظهارها منه لغو) فلا حرمة عليها ولا كفارة وبه يفتى.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٦٧ : (قوله: وظهارها منه لغو) أي إذا قالت: أنت علي كظهر أمي، أو أنا عليك كظهر أمك فهو لغو لأن التحريم ليس إليها ط (قوله: فلا حرمة إلخ) بيان لكونه لغوا أي فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسها ولا كفارة ظهار ولا يمين ط (قوله: به يفتى).

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٩٤ : لو كان امرأة بأن قالت: أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك فالصحيح كما في المحيط أنه ليس بشيء فلا حرمة ولا كفارة.

ইলা ও জেহারের কাফ্ফারা ও আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : কসম, ইলা, জেহার ও রোযার কাফ্ফারা কী? প্রতিটির কাফ্ফারা কিভাবে আদায় করতে হবে? বর্তমানে কোনটার কত টাকা আদায় করতে হবে?

উত্তর : জেহার ও রোযার কাফ্ফারা হলো, একটি গোলাম আজাদ করা, এতে যদি কেউ অক্ষম হয় তাহলে তার পরিবর্তে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখবে। আর এতেও যদি কেউ অপারগ হয় তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দুবেলা খানা খাওয়াবে।

আর ইলা এবং কসমের কাফ্ফারা হলো, ১০ জন মিসকীনকে দুবেলা খানা খাওয়াবে অথবা একটি গোলাম আজাদ করে দেবে। আর এতে অপারগ হলে তিনটি রোযা রাখবে। (১৩/২৫২)

📖 سورة المجادلة الآية ٣ – ٤ : ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

Scanned by CamScanner

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٨٩ : ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٦ (١٩٣٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: «أتجد ما تحرر رقبة؟» قال: لا، قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟» قال: لا، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، - وهو الزبيل -، قال: «أطعم هذا عنك» قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: «فأطعمه أهلك» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٣١ : وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول " لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية " فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) صـ ۵۵۴ : جواب—صورت مسئلہ پر اس شخص کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی، البتہ قسم کھانے کی وجہ سے اس کے ذمہ کفارہ ضروری ہے اور کفارہ قسم کا یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کردے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلادے دو وقت یا ان کو لباس پہناوے۔

Scanned by CamScanner

باب الإيلاء

পরিচ্ছেদ : ইলা

চার মাস সহবাস না করার কসম করলে ইলা হয়ে যাবে

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে বলে, খোদার কসম তোমার সাথে চার মাসের মধ্যে সহবাস করলে হারাম হবে। ইনশাআল্লাহ চার মাসের মধ্যে সহবাস করব না। ৫০ কোটি টাকা দিলেও না। এ বাক্যের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে খোদার কসম আমি চার মাস তোমার সাথে সহবাস করব না, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ইলা বলে। ইলার হুকুম হলো, যদি স্বামী কসম অনুযায়ী চার মাস স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। যার দরুন ওই স্ত্রীর সাথে সংসার করতে চাইলে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে। আর যদি উক্ত স্বামী চার মাসের ভেতরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে কসম ভাঙার কারণে তার কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে তালাক পতিত হবে না। কসমের কাফ্ফারা হলো, ১০ জন মিসকীনকে দুবেলা খানা খাওয়াবে। (১২/১০৪/৩৮৫৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٢٢ : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله تعالى.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٢٤ : (وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة، أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان. (و) المدة (أقلها للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ٣٧٣ : البتہ اگر زید نے قسم کھائی کہ چار ماہ یا زیادہ مدت تک بیوی کے پاس نہیں جائے گا یا اور کوئی ایسا لفظ کہا جو صیغۂ ایلاء صریح یا کنایہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی اس سے حرمت جماع مفہوم ہو یا بیوی کے ساتھ صحبت کو کسی ایسے فعل کے ساتھ معلق کیا جس میں مشقت ہے مثلاً یوں کہا کہ اس سے صحبت کروں تو اس کو طلاق تو یہ ایلاء ہے اس صورت میں چار ماہ تک صحبت نہ کرنے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

Scanned by CamScanner

মনোমালিন্যের কারণে কত দিন স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা যায়

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কলহ-বিবাদ থাকা অবস্থায় সুস্থ শরীরে কত দিন যাবৎ সহবাস থেকে বিরত থাকতে পারে? এবং তার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তসম্মতভাবে স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রমাণিত হলে তখন তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীরেও সহবাস থেকে বিরত থাকতে পারে। এরূপ পরিত্যাগের সময়সীমা এক মাস হতে পারে বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (৯/২৭/২৪৯৩)

📖 سورة النساء الآية ٣٤ : ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ٣/ ١٢٣ : وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة.

📖 اللباب في علوم الكتاب (دار الكتب العلمية) ٦ / ٣٦٤ : قال القرطبي: وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة حديثا، فأفشته إلى عائشة - رضي الله عنها -.

Scanned by CamScanner

باب العدة

পরিচ্ছেদ : ইদ্দত

দুই মাসের গর্ভ নষ্ট করলে ইদ্দত শেষ হবে না

প্রশ্ন : এক মহিলা দুই মাসের গর্ভবতী। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে এমতাবস্থায় সে যদি ওষুধের মাধ্যমে গর্ভ নষ্ট করে ফেলে তখন তার ইদ্দত শেষ হবে কি না? এবং সে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে কি না?

উত্তর : দুই মাসের গর্ভ নষ্ট করার দ্বারা উক্ত মহিলার ইদ্দত শেষ হবে না। বরং এর পরে তিন হায়েজ অতিবাহিত হলে ইদ্দত শেষ হবে। এরপর অন্যত্র বিবাহ সহীহ হবে। (১৯/৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٠٣ : (و) انقضاء (العدة من الأخير وفاقا) لتعلقه بالفراغ (وسقط) مثلث السين: أي مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما (ولد) حكما (فتصير المرأة (به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به) في تعليقه وتنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۱۳ ۵۱۴- : الجواب- ... ... ان روایات سے معلوم ہوا کہ اس حمل ساقط شدہ کا اگر کوئی عضو بڑا یا چھوٹا ظاہر ہو گیا ہو تب تو اس کی عدت گزر گئی اور اس کو اپنا نکاح دوسرے شخص سے کرلینا جائز ہے، ورنہ نہیں۔

গর্ভপাত ঘটালে ইদ্দত শেষ হবে কি না

প্রশ্ন : আমরা জানি, গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এখন ওই মহিলা যদি তার গর্ভের সন্তান কোনো উপায়ে নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার ইদ্দত কি গর্ভপাত পর্যন্ত?

উত্তর : গর্ভের সন্তানের কোনো অঙ্গের গঠন পরিপূর্ণ হওয়ার পর নষ্ট ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। অন্যথায় তিন হায়েজ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। (১৫/২৩১)

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١٧/ ١٢٧ : فكذلك لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه؛ ولمثله حكم الولد. (ألا ترى) أن العدة تنقضي به والمرأة تصير به نفساء -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٤٣ : والسقط إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة، وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولدا مخلوقا عن الذكر، والأنثى بخلاف ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء لأنا لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهما، أو دم جامد، أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم، فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۱۳ ۵۱۴- : الجواب- ... ... ان روایات سے معلوم ہوا کہ اس حمل ساقط شدہ کا اگر کوئی عضو بڑا یا چھوٹا ظاہر ہو گیا ہو تب تو اس کی عدت گزر گئی اور اس کو اپنا نکاح دوسرے شخص سے کر لینا جائز ہے، ورنہ نہیں۔

হিলা বিয়ের পর ইদ্দত পালন করতে হবে

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে হালালা করার জন্য অন্য এক পুরুষের সাথে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ দিই। উক্ত পুরুষের সাথে এক রাত সহবাসের সাথে কাটায়। অতঃপর সে তিন তালাক দেয়। একজন আলেম থেকে শুনেছি, তালাকের পর তিন মাস ১৩ দিন পার হলে আমি উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারব। এ ব্যাপারে জানতে চাই।

উত্তর : আপনার পক্ষ থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের উদ্দেশ্যে অন্য পুরুষের সাথে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ দেওয়া এবং অন্য কেউ বিবাহ করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। এ ধরনের ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত হওয়ার কথা হাদীসে এসেছে। হ্যাঁ, ছেড়ে দেওয়ার শর্ত ছাড়া কোনো পুরুষ বিবাহ করে যদি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় তবে তাতে কোনো আপত্তি নেই। তা সত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাক দেওয়ার পর (ইদ্দত) তথা তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া ব্যতীত আপনার জন্য পুনরায় বিবাহ করা বৈধ হবে না। প্রশ্নে উল্লিখিত তিন মাস ১৩ দিনের কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। তবে ঋতুস্রাববিহীন মহিলা হলে তালাকের তিন মাস পর বিবাহ করা বৈধ। (১৮/৯৩০)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٨٨ : ولأبي حنيفة أن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه الإحلال أو لا فكان النكاح بهذا الشرط نكاحا صحيحا فيدخل تحت قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} فتنتهي الحرمة عند وجوده إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره، وهو أنه شرط ينافي المقصود من النكاح، وهو السكن، والتوالد، والتعفف؛ لأن ذلك يقف على البقاء، والدوام على النكاح، وهذا - والله أعلم - معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله المحلل، والمحلل له».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤١٩ : (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول، وما في المشكلات باطل، أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله.

📖 فيه أيضا ٣/ ٥٠٤- ٥٠٥ : وأنواعها حيض، وأشهر، ووضع حمل كما أفاده بقوله (وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه) . ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج نهر (بعد الدخول حقيقة، أو حكما) أسقطه في الشرح، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع (ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية.

ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মারা গেলে তালাকপ্রাপ্তা কী করবে

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা তালাকে রজঈ বা তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালন করছিল। এমতাবস্থায় তার স্বামী মারা যায়। এখন তার পূর্বের ইদ্দত পালন করবে, না মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে? আর এই স্থানে রজঈ এবং বায়েনার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো মহিলার তালাকে রজঈর ইদ্দত পালন করার সময় স্বামী মারা যায়, তাহলে তার তালাকে রজঈর ইদ্দত ওফাতের ইদ্দত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে, অর্থাৎ উক্ত মহিলা এখন থেকে শুধু মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে।

Scanned by CamScanner

আর যদি স্বামী সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাকে বায়েন বা তিন তালাক দিয়ে থাকে অতঃপর ইদ্দত পালনকালে স্বামী মারা যায়, তাহলে তার ইদ্দত তালাকের ইদ্দত হবে, অর্থাৎ শুধু তালাকের ইদ্দত পালন করবে। মৃত্যুর ইদ্দত পালন করার দরকার নেই। (১৭/৭৫৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٢٠٠ : إذا طلق امرأته ثم مات فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا؛ لأنها زوجته بعد الطلاق إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} كما لو مات قبل الطلاق، وإن كان بائنا أو ثلاثا فإن لم ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها؛ لأن الله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات بقوله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن} وقد زالت الزوجية بالإبانة، والثلاث فتعذر إيجاب عدة الوفاة فبقيت عدة الطلاق على حالها.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥١٣ : حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في صحته، أو مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه.

أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته، فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه، وكذا لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها كما مر.

মৃত্যুর ইদ্দত স্বামীর দুই বাড়িতে পালন করা

প্রশ্ন : কারো ঢাকা শহরে ও গ্রামের বাড়িতে নিজস্ব বাসস্থান রয়েছে। স্বামী ঢাকায় চাকরি/ব্যবসা করেন বিধায় ঢাকাতেই তাঁরা বসবাস করেন। ছুটির সময় বা ঈদের সময় গ্রামের বাড়িতে গেলে গ্রামের বাড়িতেও থাকেন। স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর গ্রামের বাড়িতে স্বামীকে দাফন করা হয়েছে। এখন স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে স্বামীর মালিকানাধীন

Scanned by CamScanner

ঘরে ইদ্দত পালন করতে পারবে কি না? অথবা কিছুদিন শহরের বাড়ি আর কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী যে বাড়িতে বসবাস করে সেই বাড়িতেই স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া অন্য বাড়িতে ইদ্দত পালন করা জায়েয নেই। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় স্ত্রী যে ঘরে বসবাস করছিল, সেই বাড়িতেই তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। (১৬/৪৫২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ١٥٤ : (قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) أي معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما تلوناه من الآية والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه سواء كان الزوج ساكنا معها أو لم يكن كذا في البدائع ولهذا قدمنا أنها لو زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه.

ইদ্দত চলাকালীন স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : ইদ্দত পালন অবস্থায় আত্মীয়দের খোঁজখবর নিতে বা দাওয়াত খেতে বা কোনো প্রয়োজনে বিধবা স্ত্রীগণ দিনে দিনে ফিরে আসতে পারলে শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে পারবে কি না?

ইদ্দত পালন অবস্থায় দিনে বা রাতে স্বামীর বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া যাবে না–এ বক্তব্যটি সঠিক কি না? প্রয়োজন হলে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়াতে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : ইদ্দত পালন অবস্থায় বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতীত স্বামীর ঘরের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া বিধবা স্ত্রীগণের জন্য জায়েয নেই। তাই আত্মীয়দের খোঁজখবর বা দাওয়াত খেতে দিনে বা রাতে কোনো সময়ই ঘর থেকে বের হতে পারবে না। (১৬/৪৫২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ١٥٣ : (قوله ومعتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل) لتكتسب لأجل قيام المعيشة؛ لأنه لا نفقة لها حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا.

Scanned by CamScanner

والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها كذا في فتح القدير وأقول: لو صح هذا عمم أصحابنا الحكم فقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة؛ لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلا كان أو نهارا والمعتدة عن موت كذلك فأين الفرق؟ فالظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا، ولو كانت قادرة على النفقة ولهذا استدل أصحابنا بحديث «فريعة بنت أبي سعيد الخدري - رحمه الله تعالى - أن زوجها لما قتل أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته في الانتقال إلى بني خدرة فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فدل على حكمين إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال وروى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن فسألن ابن مسعود - رضي الله عنه - فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان بالليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها كذا في البدائع -

ইদ্দত চলাকালীন খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই

প্রশ্ন : ইদ্দত পালন অবস্থায় নারীদের খাবারের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না? যেমন–নিরামিষ খেতে হবে বা পোলাও-কোর্মা খাওয়া যাবে না, মাছ-গোশত খাওয়া যাবে না ইত্যাদি বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : ইদ্দত পালন অবস্থায় ভালো-মন্দ খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ নেই। (১৬/৪৫২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٢٠٨ : فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزينة، يقال: أحدت على زوجها وحدت أي امتنعت من الزينة وهو أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس حليا ولا تتشوف.

Scanned by CamScanner

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর খবর পেলে আর ইদ্দত পালন করতে হবে না

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার স্বামী প্রবাসে চাকরিরত অবস্থায় মারা যায়, কিন্তু এই সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌছে পাঁচ মাস পর। প্রশ্ন হলো, উক্ত মহিলার ইদ্দত কি বিগত সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে? নাকি নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে?

উত্তর : তালাক বা মৃত্যুর পরপরই তার ইদ্দত শুরু হয়ে যায়। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরই প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার ইদ্দত শুরু হয়েছিল বিধায় এখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। (১৪/৯৯৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٨٩ : وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها " لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣١ : ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها كذا في الهداية.

তালাকের ইদ্দত কত দিন

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিয়েছে বা তালাক পেয়েছে। এখন কত দিন পর তার দ্বিতীয় বিবাহ হবে? অর্থাৎ ইদ্দত কত দিন?
তালাক দেওয়ার বা নেওয়ার দুই মাস পাঁচ দিন পর দ্বিতীয় বিবাহ হলে উক্ত বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে সংশোধনের পথ কী?

উত্তর : তালাকের পর স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং ঋতুবর্তী মহিলার ইদ্দত তিন হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) ইদ্দত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে তা শরীয়তসম্মত হবে। অন্যথায় ইদ্দত চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় বিবাহ হলে উক্ত বিবাহটি শরীয়তসম্মত হবে না। বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।
প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে, যদি দুই মাস পাঁচ দিনের মধ্যে তিন হায়েজ অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ায় তাদের বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে। আর যদি ইদ্দত শেষ না হয় তাহলে তাদের বিবাহটি শরীয়তসম্মত হবে না, বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের পরস্পরকে পৃথক করে দেওয়া জরুরি এবং তারা উভয়ে

Scanned by CamScanner

কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে নেবে। আর প্রথম স্বামীর তালাকের পর হতে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে পুনরায় ওই ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে বিবাহ করে নেবে। (১৩/৮৫৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤١٩ : (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول، وما في المشكلات باطل، أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله-

📖 فيه أيضا ٣/ ٥٠٤- ٥٠٥ : وأنواعها حيض، وأشهر، ووضع حمل كما أفاده بقوله (وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه) . ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج نهر (بعد الدخول حقيقة، أو حكما) أسقطه في الشرح، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع (ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٦/ ٤٠٧ : عدت مطلقہ کی تین حیض سے پوری ہو جاتی ہے اور دو ماہ پانچ دن میں تین حیض آ سکتے ہیں، لہذا جب کہ عورت نے کہا کہ مجھے تین حیض آ چکے اور مدت اتنی تھی کہ اس میں تین حیض آ سکتے تھے تو یہ نکاح صحیح ہو گیا۔

ইদ্দত চলাকালীন বিবাহ সহীহ নয়

প্রশ্ন : আমার ভাতিজা একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দতকালীন অবস্থায় বিবাহ করেছে এবং এই অবস্থায় মেলামেশা করেছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত বিবাহ শরীয়ত মতে সহীহ হয়েছে কি না? যদি সহীহ না হয় তাহলে সহীহ হওয়ার পদ্ধতি কী?

উত্তর : তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হলো তিন ঋতু, গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। ইদ্দতরত অবস্থায় কোনো নারীর বিবাহে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। এরূপ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই কেউ জেনে হোক বা না জেনে হোক ইদ্দতরত অবস্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করলে তাকে বিবাহই বলা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মহিলাকে যদি বৈধভাবে রাখতে চায় তবে ইদ্দত শেষে পুনরায় শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে

Scanned by CamScanner

আবদ্ধ হতে হবে। এ ধরনের গোনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই খালেস তাওবা করে নেবে। (১২/১৭২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح، كذا في البدائع.

তালাকের ১ মাস ২১ দিন পর বিয়ে

প্রশ্ন : যদি কোনো মহিলা তার প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার ১ মাস ২১ দিনের মাথায় দ্বিতীয় বিয়েতে আবদ্ধ হয়, তবে তার বিয়ে সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য, মহিলার দাবি, সে তালাকের ৫-৬ মাস পর দ্বিতীয় বিয়েতে আবদ্ধ হয়েছে।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে পূর্বের স্বামীর প্রদত্ত তালাকের ইদ্দত চলাকালীন বিয়ে হলে তা বিয়ে বলে গণ্য হয় না বিধায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তথা ১ মাস ২১ দিনের মধ্যে উক্ত মহিলার তালাকের ইদ্দত তথা তিন হায়েজ (ঋতুস্রাব) অতিবাহিত হয়ে থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে, অন্যথায় নয়। তাই এ সময়ের মধ্যে বিয়ের কারণে তারা স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করে থাকলে তারা এবং সংশ্লিষ্ট সবাই গোনাহগার হবে। তবে স্ত্রীর মিথ্যার কারণে এই গোনাহের দায়ী স্ত্রীই হবে। এর থেকে সকলেরই তাওবা করা জরুরি। এখন তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে নতুন সূত্রে মহর ধার্য করে বিবাহ পড়াতে হবে। (১৩/৬৬৯/৫৩৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ / ۳۳۴ : جب کہ واقعی عدت اس کی پوری نہیں ہوئی تھی تو وہ نکاح باطل اور ناجائز ہے۔

অবাধ্য স্ত্রী ইদ্দতকালীন খোরপোষের হকদার নয়

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে আমার মনোমালিন্য চলছিল। একপর্যায়ে সে আমাকে বলল, আমার সাথে সংসার করবে না। তার দাবি, আমি যেন তাকে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিই। আমি বলেছি, তুমি চলে গেলে তোমাকে আমি আর ঢাকায় আনব না.

Scanned by CamScanner

আমিও তোমার কাছে আর যাব না। সে সব স্বীকার করেছে, আর ঢাকায় আসবে না। আমি আর না গেলেও কোনো পরোয়া নেই। এর পর থেকে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। সে বলে, পৌঁছে না দিলে সে একা চলে যাবে। এটা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ ছিল। কারণ সে কখনোই একা কোথাও যায়নি, চিনবেও না, বরং হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। বেশ কয়েকবার সে একা চলে যাওয়ার চেষ্টাও করেছে। ইতিমধ্যে তার ছোট ভাই ঢাকায় আসে। এখন তার একটাই দাবি, তাকে আমি যেন বাড়ি পৌঁছে দিই। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। আমরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সে বাড়ির বাড়িওয়ালাও তাকে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। বাড়িওয়ালীকে সে বলেছে, সে আমার কাছে আর আসবে না। এভাবে চলে যাওয়ার কারণে তাকে যদি আমি আর না আনি, তবুও কোনো পরোয়া নেই। শেষে নিরুপায় হয়ে গত ৪/১/০৪ ইং তাকে আমি তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে বাধ্য হয়েছি। সে চলে যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে তার বাবা আমার সাথে কোনো রকম যোগাযোগও করেনি। কেন চলে গেছে জানতেও চায়নি। শেষে তিন মাস পর আমি তাদেরকে আমার সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছি, কিন্তু তারা না করেছিল। তাই আমি গত ৪/৪/৪ ইং তাকে এক তালাকে রজঈ প্রদান করেছি। বর্তমানে আর রজআত করার ইচ্ছা নেই। জানতে পারলাম যে সে বর্তমানে গর্ভবতী। আমার প্রশ্ন, এমতাবস্থায় সে আমার নিকট ইদ্দতকালীন খোরপোষ প্রাপ্য কি না?

উত্তর : কোনো স্ত্রী তার স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও শরয়ী বিহিত কোনো কারণ ছাড়া তার বাপের বাড়িতে থাকলে পুনরায় স্বামীর বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে শরয়ী দৃষ্টিতে খোরপোষ পাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। অনুরূপভাবে এ রকম স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিলে এবং স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে তালাকের ইদ্দত পালন না করে বাপের বাড়িতে ইদ্দত পালন করলে ইদ্দত পালনকালীন সময়ের ভরন-পোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব থাকে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রী পুনরায় আপনার বাড়িতে ফিরে এসে ইদ্দত পালন না করা পর্যন্ত তার খোরপোষ দেওয়া আপনার ওপর জরুরি নয়। (১০/১৬৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٧ : بخلاف ما إذا نشزت ثم عادت؛ أنها تستحق النفقة؛ لأن النشوز لم يوجب بطلان حق الحبس الثابت بالنكاح وإنما فوت التسليم المستحق بالعقد فإذا عادت فقد سلمت نفسها فاستحقت النفقة -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣١٩ : " وإن نشزت لا نفقة لها حتى تعود إلى منزله " لأن فوت الاحتباس منها وإذا عادت جاء الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها -

Scanned by CamScanner

রد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٩٩ : (قوله بخلاف حرة نشزت إلخ) أي أن الحرة إذا نشزت فطلقها زوجها فلها النفقة والسكنى إذا عادت إلى بيت الزوج -

ইদ্দতকালীন গর্ভবতীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার চার মাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা কিভাবে ইদ্দত পালন করবে? এবং তার থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব কার ওপর অর্পিত হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্ভবতী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হলে তালাক পতিত হয়ে স্বামীর জন্য সেই স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। সন্তান প্রসব হয়ে গর্ভশূন্য না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। সন্তান জন্ম হওয়া পর্যন্ত সময়ের থাকা-খাওয়ার খরচ তালাকদাতা স্বামীকেই বহন করতে হয়। কিন্তু কোনো প্রকারের মিলন ও দেখা সাক্ষাৎ জায়েয হবে না। ওই স্ত্রী সম্পূর্ণ বেগানা মহিলার মতো। তালাকের সময় যে ঘরে ছিল ইদ্দত সে ঘরেই পালন করতে হয়। তথায় কোনো অসুবিধা হলে অন্য কোথাও থাকা যায়। (৭/১২৯)

بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٢٠٩ : فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإن كان الطلاق رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف؛ لأن ملك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله ولما نذكر من دلائل أخر، وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وإن كانت حائلا فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا.

الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣٥ : إذا طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة وليس له إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية، فإن كان فاسقا يخاف عليها منه فإنها تخرج وتسكن منزلا آخر، وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى، وإن أراد القاضي أن يجعل معها امرأة حرة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن كذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

ভুলবশত সহবাস বা নেকাহে ফাসেদের ইদ্দত কখন থেকে শুরু হয়

প্রশ্ন : 'ওতি বিশশোবহা' অর্থাৎ ভুলবশত সহবাস বা অশুদ্ধ বিবাহে সহবাস হওয়ার পর ওই মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে হলে ইদ্দত পালন করার কথা বলা হয়েছে। তার জন্য ইদ্দত পালনের দিন গণনা কখন থেকে শুরু হবে? ওই মহিলা শুরু হতেই বাপের বাড়িতে আছে। ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে পিতা প্রয়োজনে মেয়েকে নিয়ে কোথাও সফর করতে পারবে কি না?

উত্তর : নিকাহে ফাসেদ তথা অশুদ্ধ বিবাহে যখন থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে নেয়, তখন থেকেই ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। নেকাহে ফাসেদের ইদ্দতে মহিলার জন্য সজ্জিত হওয়া এবং প্রয়োজনে মাহরামের সাথে সফর করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বিধায় সে পিতার সাথে সফরে যেতে পারবে। (৪/২৫০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٩٠ : " والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطئ على ترك وطئها "

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣٤ : المعتدة بالنكاح الفاسد لها أن تخرج إلا إن منعها الزوج هكذا في البدائع.

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মহিলাকে একই ফ্ল্যাটে রেখে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর একই ফ্ল্যাটে আলাদা করে দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে সন্তানাদি তাদের মা-বাবার স্নেহে থেকে বঞ্চিত হবে না, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে একই ফ্ল্যাটে আলাদা করে রাখা যাবে কি?

উত্তর : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তানদের আদর-যত্ন ও স্নেহের উদ্দেশ্যে একই ফ্ল্যাটে আলাদা করে রাখা জায়েয হলেও ফিতনার আশঙ্কা বিধায় না রাখা উচিত। (১০/৬২৩/৩২৯১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ /٥٣٨ : وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما

Scanned by CamScanner

مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف.

📖 فيه أيضا (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٣٧ : ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبية، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما، أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى) لأن مكثها واجب لا مكثه، ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة. رزق من بيت المال بحر عن تلخيص الجامع (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر، ولو فاسقا.

Scanned by CamScanner

باب النفقة

পরিচ্ছেদ : খোরপোষ ও খরচাদি

ভরণ-পোষণ কত দিন কী হিসেবে দিতে হবে

প্রশ্ন : বিয়ের পর থেকে তালাক প্রদানের আগমুহূর্ত পর্যন্ত মেয়ের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে ইসলামী আইনে কী বিধান আছে? এবং এর হিসাব কী নিয়মে হবে?

উত্তর : স্ত্রী থাকাবস্থায় এবং তালাক দেওয়ার পর হতে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। ভরণ-পোষণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারিবারিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে। (১৬/৭৯৭/৬৮১২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩١٩ (٢١٤٤) : عن سعيد بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده معاوية القشيري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول: في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٤٤ : تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان سواء كانت حرة أو مكاتبة كذا في الجوهرة النيرة -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٢٠٩ : فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإن كان الطلاق رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف؛ لأن ملك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله ولما نذكر من دلائل أخر، وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وإن كانت حائلا فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا.

Scanned by CamScanner

স্ত্রীকে বছরে কতখানা কাপড় দিতে হবে

প্রশ্ন : যে ব্যক্তির মাসিক ২-৩ হাজার টাকা আয়, তার ওপর স্ত্রীকে বার্ষিক কতখানা কাপড় দেওয়া জরুরি। উল্লেখ্য, আমার তিন ছেলেমেয়ে আছে। বাড়ির কোনো ফসলাদিও আমরা ভোগ করি না। ভাড়া ছাড়া একটি বাসায় শহরে থাকি।

উত্তর : স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ কাপড় দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। অবশ্য পরিমাণটি পরিবেশ-পরিস্থিতি, অবস্থা ও সামর্থ্যনির্ভর। (৬/৫২৯/১২৮৩)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٢٩ -٥٣٠ : والمعنى في ذلك أن في النفقة معنى الصلة، والصلات شرعت على وجه يكون فيه نظر من الجانبين والنظر للجانبين أن يتقيد بالمعروف بلا سرف ولا تقتير، قال: وكما يفرض القاضي لها قدر الكفاية من الطعام، وكذا من الإدام والدهن ... ... وذكر الخصاف في «النفقات» أنه يعتبر حالهما في اليسار والإعسار حتى لو كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين، ولو كانا معسرين فلها نفقة المعسرين، وإن كانت موسرة فيقال له: تكلف إلى أن يطعمها ما يأكل بنفسه، ولا ما كانت المرأة تأكل في بيت أهلها، ولكن يطعمها فيما بين ذلك يطعمها خبز البر وناخة أو ناختين-

বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী কোথায় থাকবে

প্রশ্ন : বিয়ের পর মেয়েরা কি স্বামীর সাথে স্বামীর বাড়ি (হতে পারে স্বামীর সাথে তার বাবা-মা ও ভাইবোন থাকেন) যাবে, নাকি আলাদাভাবে অন্য একটি বাড়িতে উঠবে? স্বামীর ইচ্ছা, তার বৃদ্ধ বাবা-মা ও ভাইবোন নিয়ে থাকা। স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীকে নিয়ে স্ত্রী তার-বাবা মায়ের সাথে থাকতে পারবে? আমরা জানি, বিয়ের পর একজন স্ত্রীর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার স্বামীর ওপর বর্তায়। শরীয়ত মোতাবেক সেখানে একসাথে বাবা-মায়ের সাথে থাকবে, না আলাদা থাকবে? নাকি বউকে নিয়ে বউয়ের বাবা-মায়ের সাথে থাকবে? এ ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য কী?

উত্তর : স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর জন্য এমন একটি পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা, যার হস্তক্ষেপ স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। ওই কক্ষে স্বামীর বাবা-মা, ভাইবোন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। স্ত্রীর এ রকম কক্ষ দাবি করার অধিকার রয়েছে। স্ত্রীকে এ ধরনের কক্ষ বাবার বাড়িতে দেবে নাকি পৃথক ঘরে নিজ বাড়িতে, তা

Scanned by CamScanner

স্বামী নির্ধারণ করবে। তবে যদি ধনী হয় এবং স্বামীও সামর্থ্যবান হয় তাহলে স্ত্রী পৃথ
ঘরের দাবি করতে পারবে। (১৮/৬৩৮/৭৭৮৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٦٠١ : والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في البحر من عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها يؤذيها، وكذا الضرة بالأولى. وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة، وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأسروشني أن ذلك يختلف باختلاف الناس، ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار، ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع، وهذا التفصيل هو الموافق، لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما، ولقوله تعالى - {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٤/ ٢٣ : وكل امرأة لها النفقة لها السكنى لقوله عز وجل {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وقرأ ابن مسعود - رضي الله عنه - أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ولأنهما استويا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذكرنا فيستويان في الوجوب ويستوي في وجوبهما أصل الوجوب الموسر والمعسر؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل وإنما يختلفان في مقدار الواجب منهما - وسنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه -، ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث حتى لو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر.

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনীয় জিনিস স্বামীর মাল দিয়ে অনুমতি ছাড়া তার ক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি স্বামী সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করে না দেয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ দিয়ে ক্রয় করতে পারবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : স্বামী যদি বিহিত কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রী-সন্তানের তথা সাংসারিক জরুরি খরচ না করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া প্রয়োজনমতো অপচয় না করে খরচ করতে পারবে। (১২/৯২৬/৪০৭৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٤٢٨ (٥٣٦٤) : عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧ : فأما إذا كان له مال حاضر فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي لحديث أبي سفيان رضـ.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۴۳۳ : الجواب—اگر خاوند کا بیوی کو نفقہ دینے سے انکار کسی ایسی وجہ سے ہو جس میں عورت کے کسی جرم کا دخل نہ ہو تو نفقہ بوجہ لزوم عورت کا حق ہے اور وہ کسی بہانے سے خاوند کے مال سے اپنا حق وصول کر سکتی ہے، تاہم اگر کہیں عورت کی نافرمانی کی وجہ سے خاوند نے اس کو نفقہ سے محروم کر رکھا ہو تو پھر عورت کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ حق باقی نہیں رہتا عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».

স্বামীর অজান্তে তার পকেট থেকে কী পরিমাণ টাকা নেওয়া যাবে

প্রশ্ন : আমি একজন মহিলা। আমার স্বামী আমাকে তেমন টাকা-পয়সা দেয় না। এ জন্য আমি আমার প্রয়োজনমতো তার পকেট থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে যাই। কখনো প্রয়োজন থেকেও বেশি নিই। কারণ ওই টাকা দিয়ে আমার স্বামী ঠেকায় পড়লে তার জন্য বা কোনো দুস্থ মানুষের সেবার জন্য বেশিটুকু নিয়ে জমা করে রাখি। অথবা সমাজ রক্ষার জন্য আমার ছোট বোনদেরকে বা আমার কোনো নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে কিছু

Scanned by CamScanner

জামাকাপড় ক্রয় করে দিই। উল্লেখ্য, উক্ত টাকা চুরি করার ব্যাপারে আমার স্বামী কখনো অবগত হয়, আবার কখনো অবগত হয় না।

প্রশ্ন হলো, এ রকমভাবে স্বামীকে না জানিয়ে এসব খাতে ব্যয় করার জন্য তার পকেট থেকে টাকা চুরি করা জায়েয হবে কি না? যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী স্বেচ্ছায় না দেওয়ার অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর পকেট হতে স্বামীকে না বলে কতটুকু পরিমাণ টাকা নিতে পারবে?

উল্লেখ্য, আবার কখনো আমার থেকে টাকা চেয়ে বসতে পারে এ ধারণায় যে অবশ্যই আমি তার পকেট থেকে কিছু না কিছু টাকা নিয়ে চুরি করে জমা করি, এরূপ অবগত হয়ে সে আমার থেকে কিছু টাকা নিয়েও গেছে।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কোনো প্রকারের অনুমতি ব্যতীত একে-অপরের সম্পদ ব্যয় করা অবৈধ। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার স্বামী যদি নিয়মমাফিক আপনার ভরণ-পোষণ ও হাত খরচের মতো জরুরত পূরণ করে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে টাকা চুরি করা, তার অগোচরে টাকা-পয়সা নিয়ে নেওয়া এবং তাকে না জানিয়ে তার অসন্তুষ্টিতে প্রশ্নে উল্লিখিত খাতে ব্যয় করা কখনো জায়েয হবে না। (১০/২৩/২৯৭৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٤٢٨ (٥٣٦٤) : عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ١٧٧ : وأشار المصنف بوجوب النفقة عليه إلى أنه إذا لم يعط الزوج لها نفقة ولا كسوة فلها أن تنفق من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بغير إذنه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۴۳۳ : الجواب- اگر خاوند کا بیوی کو نفقہ دینے سے انکار کسی ایسی وجہ سے ہو جس میں عورت کے کسی جرم کا دخل نہ ہو تو نفقہ بوجہ لزوم عورت کا حق ہے اور وہ کسی بہانے سے خاوند کے مال سے اپنا حق وصول کر سکتی ہے، تاہم اگر کہیں عورت کی نافرمانی کی وجہ سے خاوند نے اس کو نفقہ سے محروم کر رکھا ہو تو پھر عورت کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ حق باقی نہیں رہتا عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».

Scanned by CamScanner

নাবালেগ সন্তানদের জন্য রক্ষিত সম্পদ থেকে কারো জন্য ব্যয় করা

প্রশ্ন : স্বামী তার নাবালেগ দুই ছেলের জন্য স্ত্রীর নিকট যে টাকা দিয়ে থাকে তা থেকে তারা ব্যতীত অন্যরা ভোগ করতে পারবে কি না?

উত্তর : নাবালেগের সম্পদ অন্যদের জন্য ভোগ করার অনুমতি শরীয়তে নেই। প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী যে টাকা তার নাবালেগ ছেলেদের জন্য দিয়ে থাকে তা থেকে অন্যরা ভোগ করতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে ছেলেদের লালন-পালনের দায়িত্ব আদায়কারী চুক্তিভিত্তিক বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। তবে পিতা বিনিময় আদায় না করার কারণে মায়ের জন্য তাদের লালন-পালনার্থে ছেলেদের দেওয়া টাকা থেকে প্রয়োজনীয় খরচ করা শরীয়ত পরিপন্থী হবে না। (১৬/৮৮৬)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣٤٢ : وإذا صالحت المرأة زوجها على نفقة الأولاد الصغار موسرا كان الزوج أو معسرا جاز واختلف المشايخ في طريق جواز هذا الصلح فقال بعضهم: لأن الأب هو العاقد من الجانبين كبيعه مال ولده الصغير من نفسه وشرائه كذلك، وقال بعضهم: لأن العاقد الأب من جانب نفسه والأم من جانب الصغار؛ لأن نفقتهم من أسباب التربية والحضانة وهي للأم، ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة فهو عفو وهي ما تدخل تحت تقدير القدير وإن كان لا تدخل طرحت عنه وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ١٢٢ : یتیموں کے ساتھ مشترک مال سے مہمان کو کھانا کھلانا اور مسکین کو دینا جائز نہیں، مہمان اور مسکین کے لئے کھانا حرام ہے، یتیموں کے مصارف کے صحیح حساب رکھنا فرض ہے مہمان نوازی وغیرہ بالغ شرکاء اپنے پاس سے کریں۔

স্ত্রী ইদ্দতকালীন খোরপোষের দাবি করতে পারবে

প্রশ্ন : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালীন খোরপোষ দাবি করতে পারবে কি না?

উত্তর : তালাকের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করে থাকলে তার কাছে ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ সে দাবি করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। (১৯/৮৩৬/৮৪৯১)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٧٥ : (لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة، ومقبلة ابنه، ومعتدة موت، ومنكوحة فاسدا وعدته، وأمة لم تبوأ، وصغيرة لا توطأ، و (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٢ / ٥٢٤ : سوال—زید نے اپنی عورت کو بوجہ نافرمان ہونے کے طلاق دیدی اور عورت میکہ میں چلی گئی تو ایام عدت کا خرچ زید پر واجب ہے کہ نہیں؟

الجواب—نہیں۔

তালাকপ্রাপ্তা স্বামী থেকে কোনো সম্পদের দাবি করতে পারবে না

প্রশ্ন : আতিকুর রহমানের সাথে তার স্ত্রীর দীর্ঘদিনের বিরোধের দরুন স্ত্রী স্বামী কর্তৃক অর্পিত তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বামী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। এখন স্ত্রী তার স্বামী থেকে তার সম্পত্তির অর্ধেক দাবি করছে, যা বর্তমানে উভয়ের আবাসস্থল নরওয়েতে সরকারি আইনগত স্ত্রীর অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিবাহ ও কাবিন বাংলাদেশে সম্পন্ন হয়েছে আর বিচ্ছেদ নরওয়েতে সংঘটিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, স্ত্রীর উক্ত দাবি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? স্বামী তার এই দাবি পূরণ করতে বাধ্য কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের জন্য পর ও অনাত্মীয় বলে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর গৃহে ইদ্দতকালীন সময়ের অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান ব্যতীত অন্য কোনো কিছু দাবি করার অধিকার রাখে না। তা সত্ত্বেও যদি করে, তাহলে ইসলামী শরীয়তবহির্ভূত বিধায় স্ত্রীর অর্ধেক সম্পদের দাবি অগ্রহণীয় ও অযৌক্তিক বলে বিবেচ্য। (১৬/৮৮৫/৬৮৪৩)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ / ٤٥٣ : ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣٣٧ : وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح.

📖 فتاوى حقانيه (مكتبہ سيد احمد) ٦ / ٥٤٤ : الجواب-مطلقہ عورت عدت گذر جانے کے بعد خاوند کے لئے اجنبی بن جاتی ہے۔

Scanned by CamScanner

পিতার অজান্তে তার সম্পদ থেকে কিছু নেওয়া

প্রশ্ন : ছেলে এবং পিতার পৃথক পৃথক দুটি পরিবার আছে। ছেলে মাদ্রাসা ছুটির পর থেকে একটি দোকানে ম্যানেজারি করে। উল্লেখ্য, মাদ্রাসার বেতন এবং দোকানের বেতন দিয়েও তার সংসার চালানো সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পিতার অনেক সম্পদ রয়েছে, কিন্তু ছেলেকে কোনো কিছু দেয় না। জানার বিষয় হলো, ছেলে পিতার সম্পদ থেকে প্রয়োজনভেদে পিতার অজান্তে কোনো সম্পদ নিতে পারবে কি না?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মত অনুসারে ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক/বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তার ও তার পরিবারের খোরপোষের দায়িত্ব পিতার ওপর বর্তায় না। এমতাবস্থায় ছেলে অভাবগ্রস্ত হলেও বিনা অনুমতিতে পিতার সম্পদ থেকে তার অজান্তে কোনো অর্থ গ্রহণ করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তবে মেয়ে, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ব্যাপারটি ভিন্ন। তাদের ওপর প্রশ্নে বর্ণিত প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বিষয়টি কিয়াস করা ঠিক হবে না। (১৫/১০৬/৫৯৫৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٣٣ : ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة " لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} والمولود له هو الأب.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٦١٢ : (وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة.

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٢ / ٣٩٥ : الجواب- مسلمان کا مال جان شرعا معصوم ہے اور بغیر مالک کی اجازت کے لینا جائز نہیں اور نہ اس مال سے بغیر اجازت کے نفع اٹھانا جائز ہے.

Scanned by CamScanner

সন্তানের অজান্তে তাদের সম্পদ থেকে পিতা-মাতার কিছু নেওয়া

প্রশ্ন : হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ছেলেকে বলেছেন, "তোমার ও তোমার সম্পদের মালিক তোমার পিতা, নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তান তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। অতএব তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন হতে ভক্ষণ করো।" এই হাদীসের মধ্যে পিতার সাথে মাতাও অন্তর্ভুক্ত কি না? এবং ছেলের সাথে মেয়েও অন্তর্ভুক্ত কি না? যদি থাকে তাহলে পিতা-মাতার জন্য অভাবের কারণে ছেলেমেয়ের উপার্জিত সম্পদ তাদের অনুমতি ছাড়া খরচ করা জায়েয হবে কি না? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : অভাবগ্রস্ত মাতা-পিতা ছেলেমেয়ের সম্পদ থেকে জরুরত পরিমাণ তাদের অনুমতি ছাড়াও নিতে পারবে, যদি তারা স্বেচ্ছায় না দেয়। অন্যথায় অনুমতি ছাড়া নেওয়া জায়েয হবে না। (১১/৪১২/৩৫৭৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٢٩ (٣٥٣٠) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم»۔

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٢١ : (وإن أولادكم من كسبكم) : أي: من جملته لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم، فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم إذا كنتم محتاجين وإلا فلا، إلا أن طابت به أنفسهم - هكذا قرره علماؤنا - وقال الطيبي - رحمه الله: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٦٤ : قال: ويجبر الولد الموسر على نفقة الأبوين المعسرين مسلمين كانا، أو ذميين قدرا على الكسب، أو لم يقدرا بخلاف الحربيين المستأمنين، ولا يشارك الولد الموسر أحدا في نفقة أبويه المعسرين كذا في العتابية.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ۴ / ۴۸۵ : اور مثلاوہ کہیں کہ تمام کمائی اپنی ہم کو دیا کرتو اس میں بھی اطاعت واجب نہیں اور اگر وہ اس پر جبر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

পড়ুয়া সন্তানের খরচ বহন কে করবে

প্রশ্ন : কোনো বালেগ তালেবে ইলমের পিতা অভাবী হলে তার পড়াশোনার খরচ চালানো পিতার ওপর ওয়াজিব কি না? পিতা ধনী হলে সেই তালেবে ইলম সদকা ফান্ড থেকে খেতে পারবে কি না? যদি পিতার অবস্থা এমন হয় যে তার কয়েকজন ছেলে শিক্ষারত অবস্থায় আছে তাদের প্রত্যেককে প্রাসঙ্গিক পড়ালেখার খরচের সাথে যদি তাদের খোরাকির টাকাও দেয় তাহলে পিতার পারিবারিক, তথা স্ত্রী ও ছোট নাবালেগ ছেলেমেয়েদের খরচ চালাতে হিমশিম খেয়ে যাবেন। হয়তোবা তাঁর ছেলে যারা পড়াশোনায় লিপ্ত তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলেরা মাদ্রাসার সদকা ফান্ড থেকে খেতে পারবে কি না?

উত্তর : সাবালক ছেলেকে যদি পিতা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার কাজে নিয়োজিত রাখে এবং ছেলে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ না পায় সে ক্ষেত্রে ছেলের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা বাবার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে সাবালক ছেলে নিজ ইচ্ছায় লেখাপড়া করলে অথবা বাবার নির্দেশে লেখাপড়া করছে কিন্তু তার জন্য লেখাপড়ার সাথে অর্থ উপার্জনের সুযোগও রয়েছে। এমতাবস্থায় পড়ুয়া ছেলের খরচ চালানো পিতার দায়িত্বে হবে না।

পিতা ধনী হলে তার সাবালক ছেলে ধনী গণ্য হয় না। এমতাবস্থায় পিতা খাওয়ার খরচ বহন করতে অস্বীকৃতি জানালে তার জন্য সদকা ফান্ড থেকে খাওয়া জায়েয হবে। অনুরূপ একাধিক ছেলেমেয়ের খরচ চালাতে পিতার অসম্ভব কষ্ট হলে ছেলেদের জন্য সদকা ফান্ড থেকে খাওয়া জায়েয হবে। (১৫/২৮০/৬০৩৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٦٣ : وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧ : وأما ولد الغني فإن كان صغيرا لم يجز الدفع إليه وإن كان فقيرا لا مال له؛ لأن الولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان كبيرا فقيرا يجوز؛ لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه فكان كالأجنبي.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۵ / ۴۶۱ : الجواب—طالب علم دین اگرچہ بالغ ہو اس کے نفقہ اس کے والد پر ہے بشرطیکہ فقیر ہو اور طلب علم میں کوتاہی نہ کرتا ہو جیسا کہ عموماً آجکل طلبہ کی حالت ہے تضییع وقت کے سوا کوئی کام نہیں۔

Scanned by CamScanner

অবিবাহিতের বিয়ের খরচ ভাইয়ের ঘাড়ে চাপানো যাবে না

প্রশ্ন : আমার দাদার সাত ছেলে আছে। তার মধ্যে ৬ নং ছেলে বিবাহ করেনি। কিন্তু যখন সে বিয়ের উপযুক্ত হয় তাকে বিবাহ করার জন্য দাদা বেশি চাপ দিয়ে দিলেন তবুও সে বিবাহ করেনি। এমনকি তাকে বিবাহ করাতে না পেরে তার ছোট ভাইকে বিয়ে করিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার দাদা ইন্তেকাল করেন। আর দাদা মারা যাওয়ার এক মাস পরেই আমার দাদার যা ধন-সম্পদ ছিল তা তার ছেলেরা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়।

প্রশ্ন হলো, ওই অবিবাহিত ভাইকে বিবাহ করানো কি সকল বিবাহিত ভাইয়ের দায়িত্ব? উল্লেখ্য, আমার দাদা মারা যাওয়ার ১৫ বছর পূর্বে ছেলেদের পৃথক করে দেন। কিন্তু তাঁর সাথে ৫, ৬, ৭ নং ছেলে যৌথ ছিল। আর দাদার যা সম্পদ ছিল তা দাদা ও উক্ত ছেলেরা ভোগ করত। ভিন্নকৃত অপর বড় চার ছেলেকে কিছু দেয়নি। এমতাবস্থায় তার অপর ভাইদের ওপর তাদের খরচ দিয়ে অবিবাহিত ভাইকে বিবাহ করানো কি ওদের দায়িত্ব? আমার দাদা তাকে বিবাহ করানোর জন্য অসিয়তও করেননি।

উত্তর : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অন্য কারো ওপর তার খরচ বহন করা জরুরি নয়। বরং তার খরচ নিজেই বহন করতে হবে। তবে অন্য কেউ যদি স্বেচ্ছায় তার খরচ বহন করে তাহলে এটা তার ওপর অনুগ্রহ বা দয়া হবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত অবিবাহিত ভাইয়ের বিবাহের খরচ বহন করা জরুরি নয়। হ্যাঁ, তারা যদি স্বেচ্ছায় খরচ বহন করে তাহলে সেটা হবে মানবতা ও দয়া।

উল্লেখ্য, নবীজি (সা.)-এর সুন্নাত তরীকায় বিবাহ-শাদি করাতে তেমন কোনো খরচের প্রয়োজন হয় না। সামাজিকতা ও রসম পালন করতে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হয়, যা বর্জনীয়। (১০/৮০৫/৩৩৪৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٦٤ : وإن كان الأب قد مات وترك أموالا، وترك أولادا صغارا كانت نفقة الأولاد من أنصبائهم، وكذا كل ما يكون وارثا فنفقته في نصيبه.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٣ / ٦٢ : والبالغ إذا كان ذكرا، وهو صحيح لا تجب نفقته على أبيه ولا على غيره من الأقارب.

📖 اسلامی فقہ ٢ / ١٤٥ : اگر لڑکا بالغ ہے اور اس کو کوئی جسمانی معذوری نہیں ہے تو لڑکے کو خود محنت ومزدوری کرکے اپنے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الحضانة

পরিচ্ছেদ : সন্তান লালন-পালন

সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব বাবার

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলাকে স্বামী গর্ভাবস্থায় তালাক বায়েন দিয়ে দেয়। স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় খোরপোষ না দেওয়া এবং তার কোনো রকম খোঁজখবর না নেওয়ার কারণে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর মহিলা বাচ্চাটি স্বামীর কাছে দিয়ে দিতে চায়। এমতাবস্থায় মহিলার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব বাবার। তাই মা ছেলেকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবে। তবে মা ছাড়া বাচ্চার লালন-পালন অসম্ভব হলে উক্ত বাচ্চাকে মায়ের কাছে রেখেই লালন-পালন করতে হবে এবং তার সম্পূর্ণ খরচ বাবারই বহন করতে হবে। (১৯/৫৮৭/৮৩৮০)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٠ : ولا تجبر الأم على إرضاعه إلا أن لا يوجد من ترضعه فتجبر عليه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥٩ : (ولا تجبر) من لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى خانية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١١ / ٩٢ : سوال—بچہ کو دودھ پلوانا والدین میں سے کس پر فرض ہے خواہ وہ غریب ہوں یا امیر؟
الجواب—دودھ پلوانا باپ کے ذمہ ہے یعنی یہ کہ اگر ماں دودھ نہ پلاوے تو باپ کسی مرضعہ کو مقرر کرے کہ وہ ماں کے پاس رہ کر دودھ پلاوے لیکن اگر باپ غریب ہے اور ماں کو کوئی عذر نہیں ہے تو ماں کے ذمہ بچہ کو دودھ پلانا ضروری ہے۔

মেয়েসন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব মায়ের কাঁধে কত দিন

প্রশ্ন : তালাকপ্রাপ্তা মহিলার একটি মেয়েসন্তান, যার বয়স তিন বছর। মায়ের দুধ পান করে না, তবে মাকে ছাড়া থাকতে পারে। তার ব্যাপারে বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেয়েসন্তান বালেগা হওয়া পর্যন্ত তার লালন-পালনের অধিকার রাখে তার মা। সে হিসেবে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করার শর্তে ওই মেয়েকে দিতে না চাইলে বাবা জোরপূর্বক নিতে পারবে না। হ্যাঁ, বালেগা হওয়ার পর মেয়ে স্বেচ্ছায় যার কাছে থাকতে চায়, থাকতে পারবে। তবে তার যাবতীয় খরচ বাবাকেই বহন করতে হবে। (১৮/৫৭/৭৪৯৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣١٣ : والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض " لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۴۲۵ : بچی کے بالغ ہونے تک والدہ اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے اور اس دوران اس کو بچی کی تربیت کا حق حاصل ہے، جب تک حق تربیت کے اسقاط کے اسباب موجود نہ ہوں تو والد اس بچی کو والدہ سے نہیں لے جا سکتا. البتہ بالغ ہونے کے بعد بچی اپنی مرضی سے والدین میں سے جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔

স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান কার কাছে থাকবে

প্রশ্ন : বাচ্চার বর্তমান বয়স চার বছর। সম্প্রতি তার বাবা-মায়ের মাঝে তালাক হয়ে গেছে। জানার বিষয় হলো, ছেলে এখন তার বাবার কাছে থাকবে, নাকি মায়ের কাছে থাকবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় তালাক সাব্যস্ত হলে সন্তান পূর্ণ বুঝের না হওয়া পর্যন্ত তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিকট থাকবে। বুঝ হওয়ার পর অথবা স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করলে স্বামী নিজের কাছে নিয়ে আসবে। (১৭/৮২৫/৭৩২৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥٧ : والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ / ۲۲۶ : الجواب—حامدا ومصلیا، جب تک زید کی یہ مطلقہ بیوی کسی اجنبی شخص سے نکاح نہ کرے تو بچوں کی والدہ کو حق پرورش ہوگا زید کو جائز نہیں کہ بچوں کو والدہ سے علیحدہ کرے، یہاں تک کہ لڑکا خود کھانے، پینے، پہننے واستنجاء کرنے لگے، اپنی ان چیزوں میں وہ دوسرے کا محتاج نہ رہے۔

Scanned by CamScanner

তালাকের পর সন্তানের দাবিদার কে হবে

প্রশ্ন : সন্তান কার? একেবারে এককভাবে বলতে গেলে পবিত্র কোরআনে বলা আছে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যখন তার স্বামীর কাছে তার সন্তানকে স্তন্য দান করার জন্য অর্থ দাবি করবে তখন স্বামীকে তা দিতে হবে। অথবা স্বামী অন্য মহিলা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে সন্তানকে স্তন্য পান করাতে পারে। তালাক হয়ে গেলে সন্তানের ওপর দাবি কার বেশি? বাবার? নাকি মায়ের যদি সন্তান মায়ের কাছে থাকে তাহলে কি ওই সন্তানের ভরণ-পোষণ তার বাবাকেই করতে হবে? এর সাথে কি তার ওই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণও দিতে হবে।

উত্তর : জন্মগতভাবে সন্তান পিতা-মাতা উভয়ের হলেও বংশগত দিক দিয়ে সন্তান পিতার বলেই গণ্য হয়। তবে সন্তানের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী তার দায়িত্বভার পিতা-মাতা উভয়ের ওপর অর্পিত। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তার ছেলেসন্তান থাকলে সে বুঝমান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মায়ের কাছেই থাকবে। আর মেয়ে হলে বালেগা হওয়া পর্যন্ত। এরপর পিতার কাছেই থাকবে। সন্তান যার কাছেই থাকুক না কেন, তার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকবে। তেমনি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত-চলাকালীন সময়ের ভরণ-পোষণের খরচাদিও তালাকদাতা স্বামীর দায়িত্বে, ইদ্দত-পরবর্তী সময়ের জন্য নয়। (১৮/৯৩৭/৭৯০৪)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٣ : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٧٩ (٢٢٧٣) : عن عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة».

📖 فيه أيضا ٢/ ٩٨٠ (٢٢٧٦) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٠ : مطلب: الفراش على أربع مراتب. (قوله: على أربع مراتب) ؛ ضعيف: وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة. ومتوسط: وهو فراش أم الولد، فإنه يثبت فيه بلا دعوة، لكنه ينتفي بالنفي. وقوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. وأقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا، لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦٦ : (والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.

📖 فيه ايضا ٣ / ٦١٨ : (وليس على أمه إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر كما مر في الحضانة، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة بزازية (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) ؛ لأن الحضانة لها والنفقة عليه؛ ولا يلزم الظئر المكث عند الأم ما لم يشترط في العقد (لا) يستأجر الأب (أمه لو منكوحة) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة والمجتبى (أو معتدة رجعي) وجاز في البائن في الأصح جوهرة، كاستئجار منكوحته لولده من غيرها.

এতিমের লালন-পালনের হকদার কে

প্রশ্ন : বিগত ২০০১ সালে জাফর আলম তার স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে ইন্তেকাল করে। পরবর্তীতে স্ত্রীর পিতাপক্ষ তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। বর্তমানে ছেলে দুটিকে নানির নিকট রেখে দিতে চায়, কিন্তু চাচারা তাদের নিকট নিতে চায়। এমতাবস্থায় ছেলে দুটির প্রকৃত দাবিদার শরীয়ত মতে কে হবে? তাদের খোরপোষের দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে?

উত্তর : ছেলেদ্বয়ের বর্তমান বয়স সাত বছরের কম হলে লালন-পালন নানিই করবে। আর যদি সাত বছরের ঊর্ধ্বে হয় তাহলে দাদা না থাকলে চাচারাই লালন-পালন করবে। ছেলেদ্বয়ের খোরপোষ তাদের সম্পদ থেকে দেওয়া হবে। আর যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ না থাকে তখন তার ওয়ারিশ তথা সর্বাবস্থায় দাদা না থাকলে চাচারাই দেবে। (১২/৯৯২/৫১২০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٢ : والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦٦ : وفي شرح المجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب، أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. اهـ

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۵۷۵ : الجواب- بچہ سات سال تک اور بچی نو سال تک والدہ کے پاس رہے گی، والد جبرا والدہ سے نہیں چھین سکتا خواہ طلاق ہو جائے، لیکن اگر طلاق کے بعد والدہ بچہ یا بچی کے غیر محرم سے نکاح کرلے تو پھر والدہ صاحبہ کا حق تربیت ساقط ہو جائے گا۔

তালাকের পরে মা তার সন্তানকে কত দিন নিজ হেফাজতে রাখতে পারবে

প্রশ্ন : এক দম্পতির প্রায় চার বছর পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। মহিলার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। শিশুটির বর্তমান বয়স সাত বছর এক মাস। শিশুটি বর্তমানে তার মায়ের সাথে নানার বাড়ি অবস্থান করছে। দেনমহরের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং আদালতের নির্দেশ মতে নিয়মিতভাবে শিশুটির খোরপোষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু মা শিশুটিকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে অনুৎসাহী এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানেও সম্পূর্ণ উদাসীন। শিশুটির পিতা বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছে। আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি দাদা শিশুটিকে নিজ জিম্মায় আনতে চাই। আমার জিজ্ঞাসা হলো, ধর্মীয় বিধান মতে একটি শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মাতার হেফাজতে রাখার অধিকার রাখেন? দয়া করে সমাধান জানাবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুসন্তানের লালন-পালনের অধিকার মায়ের। আর শিশু যত দিন পর্যন্ত পানাহার, পোশাক-পরিধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে মায়ের মুখাপেক্ষী, তত দিন পর্যন্ত মাতা শিশুকে নিজ জিম্মায় রাখতে পারে। এর পরিমাণ শিশুছেলের জন্য সাত বছর। সাত বছর পর পিতা শিশুসন্তানকে মায়ের নিকট হতে নিজ জিম্মায় নিয়ে আসতে পারে। আর পিতার জীবদ্দশায় অন্য কেউ সরাসরি তার অভিভাবক হতে পারে না। তাই প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী, উক্ত শিশুর সাত বছর এক মাস হওয়ায় দাদা তার পিতার

Scanned by CamScanner

অনুমতিক্রমে তাকে তার মায়ের নিকট হতে নিজ জিম্মায় নিয়ে আসতে পারে। (৯/৭২৩/২৮৪৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦٦ : (والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦٦ : وفي شرح المجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب، أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. اهـ

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٦ / ٤٣١ : جواب۔ لڑکے کی پرورش کی عمر سات سال تک ہے جب لڑکا سات سال کا ہو جائے تو عورت کا حق حضانت ساقط ہو جاتا ہے اور لڑکے کو اس کا باپ تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

সন্তানের লালন-পালন দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার

প্রশ্ন : সন্তানদের লালন-পালন ও দুধ পান করানো কার দায়িত্ব?

উত্তর : সন্তানের দুধ পান এবং লালন-পালনের ব্যবস্থা করা বাবার দায়িত্ব। তবে বাবা তা ব্যবস্থা করতে অক্ষম হলে মায়ের ওপর সন্তানকে দুধ পান করানো ওয়াজিব। (৯/৯৯২/২৯৫৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٩ : (ولا تجبر) من لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى خانية.

📖 فيه أيضا ٣ / ٦١٨ : (وليس على أمه إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر كما مر في الحضانة، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة بزازية (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) ؛ لأن الحضانة لها والنفقة عليه؛ ولا يلزم الظئر المكث عند الأم ما لم يشترط في العقد (لا) يستأجر الأب (أمه لو منكوحة) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة والمجتبى (أو معتدة رجعي) وجاز في البائن في الأصح جوهرة، كاستئجار منكوحته لولده من غيرها.

Scanned by CamScanner

সন্তানের কৃতকর্মের জন্য পিতা-মাতা কখন দায়ী হবে না

প্রশ্ন : জনৈক লোক তার ছেলেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে একজন হক্কানী আলেম তৈরির মহৎ উদ্দেশ্যে হেফজখানায় পড়তে দেন। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে প্রায় আড়াই বছরে তার হেফজ শেষ হয়। এরপর তাকে কওমী মাদ্রাসায় কিতাবখানায় ভর্তি করা হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এরপর সে কুসংশ্রবে পড়ে রসাতলে যায়। অর্থাৎ মাদ্রাসায় লেখাপড়া, নামায, ধর্মকর্ম এমনকি কোরআন পড়া বা হেফজের মর্যাদাও সে রক্ষা করেনি। সে এখন উশৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। পিতা-মাতা সর্বস্ব দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্ট করেও তাকে ধর্মীয় অনুশাসনে আনতে এবং লেখাপড়া করাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ছেলেটির বয়স ১৬ বছর। এখন সে এভাবে চললে হেফজ ভুলে গেলে পিতা-মাতা তার এসব কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবেন?

উত্তর : ভালো পরিবেশে রেখে ছেলেসন্তানকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির শেখার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। যাতে সন্তান ইসলামী আকিদা ও আমলের প্রতি আস্থাশীল হয়। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ছেলে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে শরীয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয়, তখন পিতা-মাতা দায়ী হবে না। প্রশ্নের বর্ণনা যদি সঠিক হয় যে পিতা-মাতা ছেলেকে ভালো পরিবেশে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট করেছে, তাহলে ছেলের কৃতকর্মের জন্য পিতা-মাতা দায়ী হবে না। (৪/৪৯/৫৭৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٢٤٢ (٤٩٥) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع».

📖 سورة حم السجدة الآية ٤٦ : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

📖 تفسیر معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ٧ / ٦٥٨ : جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے (یعنی وہاں اس کا نفع اور ثواب پاوے گا) اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال (یعنی ضرر وعذاب) اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب ثبوت النسب

পরিচ্ছেদ : সন্তানের বৈধতা

চাঁদের হিসেবে ছয় মাসের আগে বাচ্চা হলে পিতৃপরিচয় পাবে না

প্রশ্ন : আমি আমার ছেলে শফিকুল ইসলামকে আষাঢ় মাসের শুরুর দিকে বিবাহ করিয়েছি। বিবাহের ছয় মাস পর, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের ২৫ তারিখে আমার ছেলের এক সন্তান হয়। জানার বিষয় হলো, এই সন্তানের বংশ আমার ছেলের থেকে হবে কি না? উক্ত বিবাহ সহীহ বলে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আপনার ছেলে শফিকুল ইসলাম যেদিন বিবাহ করেছে সে দিন থেকে শুরু করে আরবী মাস অনুযায়ী ছয় মাস পর যদি সন্তান প্রসব করে থাকে, তবে ওই সন্তানের নসব/বংশ শফিকুল ইসলাম থেকে সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর প্রতি কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আর যদি ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করে, তবে সে ক্ষেত্রে নসব/বংশ প্রমাণিত হবে না, বরং অবৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। বিয়ের ছয় মাসের পূর্বে সন্তান জন্ম হলে এ সন্তানের নসব স্বামী থেকে সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু এর দ্বারা বিবাহে কোনো সমস্যা হয় না। (১৭/৬৭৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٠٥ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه " لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت " لأن الفراش قائم والمدة تامة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣٦ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت، فإن جحد الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة كذا في الهداية.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٣٤ : فصل في ثبوت النسب (أكثر مدة الحمل سنتان) لخبر عائشة - رضي الله عنها - كما مر في الرضاع، وعند الأئمة الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) إجماعا.

Scanned by CamScanner

বিয়ের ছয় মাস পর ভূমিষ্ট বাচ্চা স্বামীর বলেই গণ্য হবে

প্রশ্ন : একজন মহিলার বিয়ের এক বছর পর আট মাসের গর্ভধারণে একটি বাচ্চা জন্ম দিলে তার স্বামী স্ত্রীকে অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনটি করার শরয়ী হুকুম কী? আর শরীয়তের আলোকে কত মাসের গর্ভে একটি সন্তান জন্ম নিতে পারে? জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে বিবাহের ছয় মাস পার হয়ে নবজাতক শিশুর জন্ম হলে তা স্বামীর সন্তান হিসেবেই গণ্য হয় এবং স্বামীর জন্য এ সন্তানকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা মতে, বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার এক বছরের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ সন্তান স্বামীর সন্তান বলেই স্বীকৃত হবে। এমন সন্তানকে নিজ সন্তান বলে অস্বীকার করা ও স্ত্রীকে অহেতুক অপবাদ দেওয়া স্বামীর জন্য মারাত্মক গোনাহের কাজ। এসব লোকের জন্য ইসলামী হুকুমতে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীর জন্য নবজাতক শিশুকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করে নেওয়া এবং স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেওয়া জরুরি।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٠٥ : " وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت " لأن الفراش قائم والمدة تامة " فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن " لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۵۶ : الجواب-اگروقت نکاح سے چھ ماہ پورے ہونے کے بعد بچی پیداہوئی تو یہ شوھر سے ثابت النسب ہے، اس کو حرامی کہنا جائز نہیں۔

স্বামী বিদেশ গমনের ১৮ মাস পর সন্তান প্রসব করলেও সন্দেহের কিছু নেই

প্রশ্ন : স্বামী তার দুই সন্তানসহ তার স্ত্রীকে রেখে বিদেশ গমনের ১৮ মাস পর তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এখন উক্ত স্বামীর মা ওই স্ত্রীকে অপবাদ দিচ্ছে, যা মহিলাটির জন্য অভিশাপস্বরূপ। প্রশ্ন হলো, তৃতীয় সন্তানটি স্বামীর ঔরসজাত বলে গণ্য হবে কি না? যদি হয় সমালোচকদের শাস্তি কী হবে? সন্তান গর্ভে ধারণের সর্বোচ্চ মুদ্দত কত?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহিত মহিলার বিবাহের ষষ্ঠ মাসের পর থেকে জন্মানো সকল সন্তানের জনক তার বৈধ স্বামীই সাব্যস্ত হয়ে থাকে, স্বামী দেশে থাকুক কিংবা বিদেশে। বিদেশ গমনের দুই বছরের ভেতর সন্তানের জন্ম হোক বা দশ বছর বা আরো

Scanned by CamScanner

দীর্ঘদিন পর হোক। সর্বাবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামীই সেই সন্তানের পিতা হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি স্বামী সন্তান অস্বীকার করে এবং শরয়ী লেআন কার্যকর হয় তখন মাসআলার ভিন্নরূপ হয়।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলার তৃতীয় সন্তানটি নিঃসন্দেহে তার স্বামীর ঔরসজাত বলে গণ্য হবে। বিনা প্রমাণে কোনো মহিলার ব্যাপারে ব্যভিচারের সন্দেহ করা এবং ওই সন্দেহের ভিত্তিতে এর সাথে অন্যায় আচরণ ও সমালোচনা করা বড় অপরাধ ও গোনাহ। শরীয়তে এরূপ অহেতুক অপরাধের কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

উল্লেখ্য, সন্তান গর্ভে ধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বছর। (৭/১১০/১৫৫৩)

📖 سورة النور الآية ٤ : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤ / ١٧٨ : (قوله وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فلزم كونه من علوق قبل النكاح، وإن جاءت به لأكثر منها ثبت، ولا إشكال سواء اعترف به الزوج أو سكت.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥٠ : أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر منذ تزوجها لتصوره كرامة، أو استخداما فتح.

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ٢ / ٨١ : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلا خلاف وأكثرها سنتان عندنا فإذا ثبت هذا قلنا إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسبه.

বিবাহ বহাল থাকাবস্থায় যত সন্তান হবে স্বামীর বলেই গণ্য হবে

প্রশ্ন : মোঃ জাকারিয়া মালয়েশিয়া থেকে ৩রা সফর ১৪১৯ হিজরী তারিখে বাড়িতে আসে। এই বছর রজব মাসের ২৩ তারিখে তার স্ত্রী এক ছেলেসন্তান জন্ম দেয়। চন্দ্রমাসের হিসাবে উক্ত সন্তানের গর্ভকালীন সময় ৫ মাস ২৩ দিন মাত্র। উক্ত সন্তান পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সন্তানটি ১ মাস ৫ দিন জীবিত থেকে মারা যায়। জীবিত অবস্থায় সন্তানটি যথারীতি মায়ের দুধ পান করেছিল। উল্লেখ্য, স্বামী

Scanned by CamScanner

মালয়েশিয়ায় পাঁচ বছর অবস্থান করেছিল। এ সমস্যাটির সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে যত সন্তান জন্ম লাভ করে সম্পূর্ণ স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। বিবাহ বন্ধন বহাল থাকা অবস্থায় স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে শরীয়তের উক্ত বিধানে কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় জাকারিয়ার পাঁচ বছর পূর্বে বিবাহিতা স্ত্রী থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তা জাকারিয়ার ঔরসজাত সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে এবং তাদের বিবাহ বন্ধনে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি আসবে না। (৭/৫০৬/১৭৩৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ٣٧ (١٤٥٨) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٠٥ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه " لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه " وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت " لأن الفراش قائم والمدة تامة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٠ : في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر منذ تزوجها لتصوره كرامة، أو استخداما.

স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ছেলের সাথে ব্যভিচার ও সন্তান প্রসব

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর তার স্বামী মারা যায়। এর এক বছরের মাঝে তার একটি পুত্রসন্তান জন্ম হয়। অনেকে তাকে বিয়ে দেওয়ার কথা বলে কিন্তু সে বিয়ে করেনি। বরং সে বলে, আমার এই সন্তানকে নিয়েই আমার জীবন শেষ করে দেব। ওকে বড় মানুষ বানাব। এই সন্তানকে নিয়েই সে থাকত। তার এই ছেলে বালেগ হওয়ার পরও সে এক বিছানায় ঘুমাত। হঠাৎ এক রাতে তার ছেলের সাথে ঘটনাক্রমে তার যিনা হয়ে যায়। আর এতে সে গর্ভবতী হয়ে যায়। আর তাতে সে মহিলার একটি পুত্রসন্তান জন্ম হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আগত এই সন্তানের পিতা কে হবে? আর এই মহিলা ও তার প্রথম পুত্র, যার কারণে এই সন্তান

Scanned by CamScanner

হয়েছে। এদের ওপর শরীয়ত কী আরোপ করবে? আর এদের ওপর দুনিয়াতে কোনো শাস্তি হবে কি না? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ করছি।

উত্তর : শরীয়তের বিধান হলো, সন্তানের বয়স ১০ বছর হলে তাদের বিছানা পৃথক করে দেওয়া। যারা শরীয়তের দেওয়া নির্দেশ উপেক্ষা করে চলে তারা এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তারা মারাত্মক অপরাধী হিসেবে বিবেচিত। কোনো মুসলিম মহিলা নিজ গর্ভজাত সন্তানের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। তা সত্ত্বেও প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় এবং অনিচ্ছায় ভুলে তাদের এ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, যা প্রশ্নের বিবরণে বোঝা যায়। মা-ছেলে উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। নবজাতক শিশু অপরাধমুক্ত বিধায় তার বৈধ পিতা না থাকায় শরীয়ত তাকে মায়ের সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে। মায়ের দিকে তার সম্বন্ধ করা হবে এবং সে মায়ের ওয়ারিশ বলেও বিবেচিত হবে। (১২/৪৩৮/৩৯৭৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤ : لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه، أما قبله فيسقط الحد بالتوبة

📖 والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافي سقوط الحد، وكأنه في النهر توهم أن الباقي هو الحد وليس كذلك فافهم. وفي البحر عن الظهيرية: رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه؛ لأن الستر مندوب إليه. اهـ

وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر: رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال: الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجار، فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنه لا يكون أكثر من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والتوبة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٩٧ : وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنا لا تحل له.

📖 فيه أيضا (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٩٧ : فإن الشارع قطع نسب ولد الزنا.

📖 فتاوی دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١١ / ٣٥ : کیونکہ ولد زنا کا نسب صرف ماں سے ثابت ہوتا ہے اور ماں ہی کی میراث کا وہ بچہ مستحق ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

নিকাহে ফাসেদে সন্তান স্বামীর বলেই গণ্য হবে

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করেন। এখনও ইদ্দত শেষ হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা দ্বিতীয় এক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধন সহীহ না হওয়ার পর পুনরায় আক্বদ হয়। প্রথম আক্বদের এক বছর পর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত সন্তানটি বৈধ না অবৈধ? সে কার উত্তরাধিকারী হবে?

উত্তর : নিকাহে ফাসেদ তথা অশুদ্ধ বিবাহে স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর হতে ৬ মাস বা তার পরে সন্তান হলে তার বংশ সাব্যস্ত হয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, উক্ত মহিলার সন্তানটি বৈধ এবং দ্বিতীয় স্বামীর থেকেই তার বংশ প্রমাণিত। সে পিতা-মাতা উভয়ের সম্পদের অংশীদার হবে। (১৪/৮০৫/৫৮০১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : (قوله: نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٣٠ : ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۵۷۰ : صورت مسئولہ کے مطابق دوران عدت سالی کے ساتھ نکاح جائز نہیں اگر کر لیا جائے تو نکاح فاسد ہو گا جو واجب الفسخ ہے جہاں تک بچہ کا تعلق ہے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح فاسد سے پیدا ہونے والا بچہ ثابت النسب ہوتا ہے۔

তালাক দেওয়ার দুই বছরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ বাচ্চা স্বামীর বলেই গণ্য হবে

প্রশ্ন : ১৯৯৫ সালের ৩০ নভেম্বর ৬০-৬৫ বছরের এক ব্যক্তি স্বীয় পাড়ার এক গরিব ঘরের ১৯-২০ বছর বয়সী অবিবাহিতা এক কুমারী মেয়েকে বিনা রেজিঃ বিবাহ করেন। পূর্বে উক্ত ব্যক্তির পর্যায়ক্রমে আরো ৩-৪ জন স্ত্রী ছিল। কারণবশত তারা পর্যায়ক্রমে তালাকপ্রাপ্তা হয়। তাদের কোনো সন্তানাদি হয়নি, তাই ধারণা করা হয় যে ওই ব্যক্তির সন্তান হবে না। কিন্তু তিনি খোদার দরবারে সদা আশান্বিত। এই নব বিবাহের পর হতে স্বামী-স্ত্রীর ঘর-সংসার সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে শান্তিতে চলতে থাকে। তবে কোনো কোনো চক্রবাজ মহিলা মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে আহত মনে তাদের বিদ্রূপ বাক্য স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেন। গত ২০০০ ইং সালের জুনের শেষে কিংবা জুলাইয়ের প্রথম

Scanned by CamScanner

দিকে উক্ত স্ত্রী তার স্রাব বন্ধ হয়েছে বলে পুনঃস্রাব খোলার জন্য স্বামীকে ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু স্বামী তা গর্ভসঞ্চারের শুভ ইঙ্গিত মনে করে তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর না করে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং ওষুধ প্রয়োগে বিরত থাকেন। কিন্তু স্রাব বন্ধ সংবাদের আনুমানিক দুই-আড়াই মাস পর ২০০০ ইং সালের ২ সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার স্বামীর অনুমতিক্রমে স্বামীর এক চাচাতো ভ্রাতৃপুত্রবধূর সঙ্গে ২-৩ দিনের জন্য স্ত্রী তার দুই বোনের বাড়িতে রওনা দেয়। কিন্তু উভয় মহিলাই শয়তানি চক্রে পড়ে গন্তব্যস্থান বোনের বাড়িতে না গিয়ে অন্যত্র চলে যায়। স্বামী এটি জেনে সত্য যাচাইয়ের জন্য স্ত্রীর পিতাকে তার কন্যাদ্বয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি সন্ধান নিয়ে জানান তারা সেখানে নেই। কোথায় গেছে, তাও জানা যাচ্ছে না। এদিকে স্বামীর দুই অবিবাহিত ভ্রাতৃপুত্রও বাড়িতে নেই বলে জানা গেল। ঘটনাদৃষ্টে স্বামী মহা চিন্তায় পড়ে স্ত্রীর পিতার উপস্থিতিতে এবং আরো মহৎ দুই ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে তারা পুনরায় ফেরত এলে ওই স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-সংসার সমীচীন হবে না। ফলে ঘটনার ৫ দিন পর ২৯ সেপ্টেম্বর রজব মাসের প্রথম রাতে বাদ এশা ওই তিন ব্যক্তির সামনে তিনি স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করেন। এর এক-দেড় মাস পর স্ত্রীর পিতা সন্ধানদাতাদের অনুসরণে ঢাকা গাজীপুর হতে মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় এবং স্বামীর সেই দুই ভ্রাতৃপুত্রের একজনকে পেটব্যাথায় প্রায় মৃত অবস্থায় পূর্ব গন্তব্যস্থান স্ত্রীর দুই বোনের বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসেন। অসুস্থ ছেলেটাকে তারই এক সহোদর বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বোন ছোট ভাইয়ের অবস্থা দেখে রংপুর মেডিক্যালে ভর্তি করিয়ে অপারেশনকরত আরোগ্য করেন।

এদিকে উক্ত স্বামী ২০০১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হজে রওনা দিয়ে হজ পালনকরত ২৬ মার্চ ২৯ জিলহজ রোজ সোমবার বাড়ি ফিরে আসেন এবং দুই-তিন দিনের মধ্যেই এশার নামাযান্তে মিয়া জান নামের এক বন্ধু লোকের মুখে শুনতে পান যে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একজন পুত্রসন্তান তার পিতার বাড়িতে প্রসব করেছে। হাজী সাহেব এর সঠিক তথ্য নিয়ে অবগত হন যে তালাক প্রদানের পাঁচ মাস ২৯ দিন বাদে জোহর ২৫ মার্চ ও ২৯ জিলহজ ২০০১ ইং ও ১৪২১ হিঃ সালে স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু ১০-১২ দিন গত হয় পয়সা না থাকার কারণে বাচ্চার চুল কামানো হয়নি এবং শরীরে কিছু লালছাল দেখা দিয়েছে তা জানতে পেরে হাজী সাহেব দ্রুত ওষুধের ব্যবস্থা করেন এবং ৫০ টাকা এক মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়ে চুল কামানোর ব্যবস্থা করেন। মাথার চুল কামানো হলে বাচ্চাকে হাজী সাহেবের বাড়িতে পাঠানো হয়। হাজী সাহেব বাচ্চাকে সাদরে কোলে গ্রহণকরত বাচ্চার মুখে চুম্বন দেন এবং চোখের পানি ঝরিয়ে আল্লাহ পাকের সমীপে বাচ্চার জন্য দু'আ ও স্বীয় প্রভুর শুকরিয়া আদায় করেন। এর ৩-৪ দিন পার প্রসূতির আবেদনক্রমে বাচ্চার নাম মোঃ ওবায়দুল্লাহ রাখেন।

অতঃপর হাজী সাহেব নিয়মিত বাচ্চার জন্য তেল, সাবান, ওষুধ, কাপড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন ও করছেন। দুয়েক দিন পর পর ছেলেকে বাড়িতে আনান ও আদর করে পুনরায় মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাচ্চাকে দেখার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব থাকেন।

Scanned by CamScanner

এবারের কোরবানীর গরুতে $^{2}/_{7}$ বাচ্চার জন্য আকীকাও তিনি করিয়েছেন। বর্তমান ২০০২ ইং সালের ২৫ মে বাচ্চার বয়স ১৪ মাস বা ১ বছর ২ মাস হয়েছে।

কিন্তু এলাকার কিছু পুরুষ ও মহিলা বিশেষ করে হাজী সাহেবের আরো ভ্রাতৃপুত্রগণ তাঁর ছেলের প্রতি এই আচরণের কারণে খুবই নারাজ। তারা হাজী সাহেবের এ ব্যবহার ও আচরণ কেন যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। তাদের সঙ্গে এলাকার কামিল পাস মৌলভী সাহেবও যোগ দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, মহিলা ওই অপারেশনকৃত হাজীর ভাইয়ের ছেলে ভাতিজাকে চায় যেন তার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। মহিলা নাকি বলেছে যে এই বাচ্চা হাজীর নয়। বরং তার ভাতিজার এবং বাচ্চাটি জারজ সন্তান বলে গণ্য হওয়া উচিত। কাজেই মহিলার দাবি অনুযায়ী, উক্ত ভাতিজার সঙ্গেই মহিলার বিবাহ দিতে হবে এবং হাজী সাহেবকে বাচ্চার পিতৃত্ব গ্রহণ হতে বিরত থাকতে হবে। এখন যেহেতু মায়ের কথা অনুযায়ী তিনি বাচ্চার পিতা নন, কাজেই তিনিও পিতা হওয়ার আচরণ হতে বিরত থাকুক। হাজীর অবর্তমানে তার সব রকম সম্পদের ওয়ারিশ ভ্রাতৃপুত্রগণই হবেন। বাচ্চাকে ওয়ারিশ হতে দেওয়া হবেই না। ফলে হাজী সাহেব খুবই বিপাকে পড়েছেন। আশা করি, ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাকরত সঠিক সমাধান প্রদান করে উভয়কালে সাওয়াবের ভাগী হবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার পর দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অন্য স্বামী গ্রহণ না করা অবস্থায় যে বাচ্চাটি জন্ম হয় তা অনিবার্যভাবে তালাকদাতার বলেই বিবেচিত হয়। এ ধরনের ছেলেকে জারজ বলা মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রশ্নের বর্ণনা মতে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ওবায়দুল্লাহ নামক সন্তান তালাকদাতা হাজী সাহেবের বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রী বা অন্যদের কোনো কথা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এ ধরনের অশালীন কথার জন্য ওদের শাস্তি প্রদান করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

বাচ্চাটি প্রসবের মাধ্যমে ওই মহিলার বৈবাহিক সম্পর্কের সার্বিক সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর সে অন্য কারো সাথে বিবাহ করতে আপত্তি নেই। হাজী সাহেব চাইলেও তাকে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারবে। (৮/৭৬১/২৩৩৭)

📖 شرح النقاية ١ / ٦٨٢ : يثبت نسب ولد معتدة الرجعي وان جائت به لاكثر من سنتين من وقت الطلاق اما ان جائت لاقل من سته اشهر فلانه كان موجودا وقت الطلاق فكان من علوق قبله وتبين بالوضع لانقضاء عدتها بوضع الحمل واما ان جائت به لاكثر من سته اشهر واقل من سنتين فلوجود العلوق فى النكاح او فى العدة وتبين من زوجها لانقضاء عدتها بوضع الحمل.

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٤١٣ : أما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترض. وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

📖 وأما الطلاق البائن: فهونوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.

والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨ / ٢٠٣ : الجواب-ایک عورت اپنے زندہ خاوند کو چھوڑ کر ایک دوسرے شخص کے ساتھ فرار ہو گئی، جس وقت عورت فرار ہوئی تھی اس وقت حاملہ تھی اور فرار ہونے کے دو تین ماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی بعدہ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دیدی اب سوال یہ ہے کہ لڑکی خاوند کی مانی جائے گی یا جس کے ساتھ فرار ہوئی تھی اس کی ہوئی؟

الجواب—ایسی صورت میں لڑکی پہلے خاوند کی مانی جاوے گی۔

ব্যভিচারীর সাথে বিয়ে এবং পেটের বাচ্চার হুকুম

প্রশ্ন : বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়ের অবৈধ মিলনের ফলে পেটে বাচ্চা এসে গেলে বাচ্চা পেটে থাকাকালীন যার কারণে বাচ্চা এসেছে তার সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েয আছে কি না? এবং বিবাহের পর ওই বাচ্চা বৈধ গণ্য হবে কি না?

উত্তর : ছেলে-মেয়ের অবৈধ মিলনে মেয়ে গর্ভবতী হলে তাকে উক্ত ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। যদি বিয়ের ৬ মাস পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সন্তানটি তার (উক্ত ছেলের) সন্তান হিসেবে ধর্তব্য হবে। (8/২৮০/৭০৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٩ : (و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) متصل

Scanned by CamScanner

بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه. لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٩ : (قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل. فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن.

সাত মাসের শুরুতে জন্ম নেওয়া সন্তান বৈধ

প্রশ্ন : আমার আপন জেঠাতো ভাইয়ের সাথে আমার গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু এ সম্পর্ক থেকে শুরু করে দুই-আড়াই মাসের মধ্যে আমরা দুজনই যৌন মেলামেশায় লিপ্ত হই একাধিকবার। পরবর্তীতে দীর্ঘ কিছুদিন যাওয়ার পর পারিবারিকভাবে তা একটু একটু জানাজানি হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে জেঠাতো ভাইয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে কষাকষি চলছে। বিয়ে মেয়ের পক্ষ থেকে দেবে না। ছেলের পক্ষ থেকে করাবে না। কিন্তু ছেলে-মেয়ের চাপে পড়ে অবশেষে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। (বিবাহে অভিভাবকপক্ষ বিবাহের কাজ সর্বসম্মুখে সমাধান করে। কিন্তু যখন বিবাহ হচ্ছে তখন আমি প্রায় দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তা আমরা দুজন ছাড়া সমাজের কেউই জানে না।)

বিবাহের সময় থেকে ৬ মাস শেষে ৭ মাস শুরু এরই মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তখন পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটা টানাহেঁচড়া শুরু হয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। সাথে সাথে শাশুড়ি ও জালও বলতে থাকে। আমার শাশুড়ি আমার স্বামীকে বলছে যে এই সন্তান তোর নয়। কিন্তু সে বলল–এই সন্তান আমার, আমি স্বীকার করলাম। এর পর হতে পরিবারের দিক থেকে আমি এখন অশান্তি ভোগ করছি। অশান্তির মূল কারণ হলো, আমার শাশুড়ি, জাল ও ভাশুর ও বাড়ির অন্যান্য শত্রুতা।

Scanned by CamScanner

তাই হুজুর! আমি আল্লাহর হুকুম, কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ওপর আমার অন্যায় অপরাধে যা শাস্তি আসে তা আমি স্বজ্ঞানে লিখিতভাবে স্বীকার করার মাধ্যমে মাথা পেতে নেব। তার পরও মহান আল্লাহর আদালত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে আমার এই অপরাধের সাজার কারণে যদি আমার মৃত্যু হয়, তার জন্য আমি নিজেই দায়ী। এমনকি আমার স্বামীও প্রতিবাদ করবে না। স্বামীর অনুমতিতে আমি সব স্বীকার করলাম। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সন্তানের হুকুম কী?

উত্তর : পর্দা ইসলামের এক অত্যাবশ্যকীয় হুকুম। যা লঙ্ঘন করার কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরনের পাপাচারের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজনদের যাদের সাথে পর্দা করা ফরয, তাদের সাথে অবাধ মেলামেশার দরুন আজ এ ধরনের অপরাধের শিকার হতে হয়েছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধীদের প্রমাণ সাপেক্ষে শরীয়তে যে শাস্তি নির্ধারিত করেছে তা হলো, বিবাহিতকে (মহিলা, পুরুষ) প্রস্তর নিক্ষেপ এবং অবিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত, যা ইসলামী সরকার কর্তৃক আদালত কার্যকর করবে। যেহেতু বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমত ব্যবস্থা নেই তাই শরীয়ত কর্তৃক শাস্তি প্রয়োগ করতে অপারগ হওয়ায় যদি প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী-স্ত্রী উভয় বিবাহপূর্ব কৃত অপকর্মের জন্য একাগ্রচিত্তে নিজেকে অপরাধী মনে করে খালেছ দিলে মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবা করে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। তবে প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনাদের বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। নবজাতক শিশু আপনাদের বৈধ সন্তান বলেই গণ্য হবে।

স্মর্তব্য যে কেউ গোপনে কোনো অপরাধ করলে যথাসম্ভব তা গোপন রেখে মহা দয়ালু আল্লাহর নিকট মাফ চেয়ে নেওয়া জরুরি। অন্যত্র প্রকাশ করা অনুচিত। অনুরূপ কেউ অন্য কারো অপরাধকে প্রকাশ করতে থাকাও মারাত্মক অন্যায়। কেননা হাদীসের ভাষায় দুনিয়াতে কেউ কারো কোনো দোষ-ত্রুটি গোপন করলে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে তারও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। তাই যারা উক্ত দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করছে তাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। (১৫/১১৩/৫৯০৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣٦ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت، فإن جحد الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة كذا في الهداية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۵۲ : سوال- کوئی آدمی اپنی بیوی سے نکاح سے قبل ہی ملنا شروع کر دیتا ہے اور اس بیوی کو پہلے ہی سے حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر نکاح کے بعد نو

مہینے پورے ہونے سے پہلے ہی بچی پیدا ہوئی اس بچی کا کیا حکم ہے؟ حرام کی ہے یا حلال کی؟

الجواب — اگر وقت نکاح سے چھ مہینہ پورے ہونے کے بعد بچی پیدا ہوئی تو یہ شوہر سے ثابت النسب ہے، اس کو حرامی کہنا جائز نہیں، البتہ نکاح پر چھ ماہ گذرنے سے پہلے پیدا ہوئی تو ولد الزنا ہوگی، شوہر سے نسب ثابت نہ ہوگا۔

তালাক ছাড়াই অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ ও ভূমিষ্ঠ সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : এক মহিলা তার স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় অপর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। একপর্যায়ে মহিলা তার স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং মহিলা নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে কোর্টে ওই ছেলের সাথে বিবাহ করে। উল্লেখ্য, মহিলাকে তার আগের স্বামী তালাক দেয়নি। ১-২ বছর পর ওই মহিলার গর্ভে একটি সন্তান জন্ম নেয়। এখন প্রশ্ন হলো, ওই সন্তানের বংশ কি প্রথম স্বামী থেকে হবে "الولد للفراش" -এর ভিত্তিতে। এবং প্রথম স্বামীর ওয়ারিশ হবে কি না? যদি প্রথম স্বামী থেকে না হয় তাহলে "الولد للفراش" -এর উত্তর কী হবে?

উত্তর : কোনো মহিলা তার স্বামীর বিবাহবন্ধনে থাকা অবস্থায় পরপুরুষের সাথে বিবাহ করে ফেললে ওই বিবাহ শরীয়তে বিবাহ বলে গণ্য হয় না। যত দিন স্বামী তাকে তালাক না দেবে, তত দিন বিবাহ বহাল থাকবে। আর এই মহিলার গর্ভে যত সন্তান জন্ম নেবে তা তার বৈধ স্বামীর সন্তান বলেই গণ্য হবে।

অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণে স্বামী উক্ত সন্তানকে অস্বীকার না করলে তার প্রথম বৈধ স্বামীর সন্তান ও ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে। বর্তমানে পরপুরুষের সাথে সংসার করা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১১/১১২/৩৩৭২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : (القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير) . لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

Scanned by CamScanner

অবৈধ ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ে ও সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা তাফবীজে তালাকের নামে তালাক গ্রহণ করে ইদ্দতের পর অন্যত্র বিয়ে করে। সেখানে তার এক ছেলে হয়, বর্তমানে ছেলের বয়স ৭ বছর। এত দিন পর তত্ত্ব-তালাশে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে প্রথম স্বামী তাকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করেনি। বরং সে অজ্ঞতাবশত অথবা চাতুরি করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। এমতাবস্থায় উক্ত ছেলেটি শরয়ীভাবে কার ঔরসজাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে? ছেলেটি মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর বৈধ উত্তরাধিকারী হবে কি না?

উত্তর : যদি প্রথম স্বামী সত্যিই তাফবীজে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীকে ক্ষমতা অর্পণ না করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বিবাহে যদিও স্ত্রী প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু স্বামীর ধারণা মতে যেহেতু দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে, তাই উক্ত বিবাহকে নিকাহে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর শরীয়তের বিধান মতে, নিকাহে ফাসেদের পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার বংশ-পরিচয় উক্ত নিকাহকারী থেকেই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং ওই সন্তান তার বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। তবে দ্বিতীয় স্বামী অতিসত্বর মহিলা থেকে দুরে সরে যেতে হবে। অন্যথায় যিনার গোনাহে লিপ্ত হবে। অথবা প্রথম স্বামী থেকে যেকোনো উপায়ে তালাক নিয়ে তারপর উভয়ে পুনরায় বিবাহ করে নেবে। (৫/২০৩/৮৭৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٤٠ : وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : (قوله: نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما.

📖 فيه أيضا ٣ / ٥٥٥ : (قوله: لأنه نكاح باطل) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب، بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : أم ولد إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج، وإن ادعاه المولى كذا في خزانة المفتين.

Scanned by CamScanner

বিয়ের চার মাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তান স্বামীর ঔরসের নয় বলে গণ্য হবে

প্রশ্ন : ছেলে-মেয়ের অবৈধ মেলামেশায় মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেছে। কয়েক মাস পর ওই মেয়ের অন্য একটি ছেলের সাথে বিবাহ হয়ে যায়। বিয়ের চার মাস পরেই একটি ছেলেসন্তান হয়। এখন মেয়ের স্বামী বলছে, এটি আমার সন্তান নয়। প্রশ্ন হলো, ওই সন্তানের পিতা কে হবে? ওই মহিলার সাথে যার অবৈধ সম্পর্ক ছিল সে হবে, নাকি তার স্বামী হবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাচ্চাটি জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। তাই তার পিতৃপরিচয় দেওয়া যাবে না। তবে তার লালন-পালনের ভার মায়ের ওপর থাকবে। (১৮/৭২১/৭৮৩১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٠٥ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه " لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢١ : وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٣٦ : وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت، فإن جحد الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة كذا في الهداية.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٥ / ٢١٨ : نص الشافعية على أنه يسن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه، وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في ولد الزنى فهو في نفقتها، فيندب لها العق عنه، ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۵۵۶ : سوال-اگر کسی کے ہاں شادی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہو تو ثابت النسب شمار ہو گا یا نہیں؟
الجواب—شادی کے چھ ماہ یا اس سے زائد عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا بچہ ثابت النسب شمار ہو گا البتہ چھ ماہ سے کم مدت میں پیدا ہونے والا بچہ ثابت النسب شمار نہیں ہو گا۔

Scanned by CamScanner

প্রসবের পর ব্যভিচারীর সাথে বিয়ে হলেও সন্তান তার বলে গণ্য হবে না

প্রশ্ন : ব্যভিচারের ফলে সন্তান হওয়ার পর ব্যভিচারীর সঙ্গে উক্ত যিনাকারিনী মহিলার বিয়ে হয়। এ সন্তান কি ব্যভিচারীর ঔরসজাত ও তার ওয়ারিশ বলে সাব্যস্ত হবে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : ব্যভিচারের দ্বারা যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা শরীয়তের বিধান মতে ব্যভিচারীর ঔরসজাত বলে গণ্য করা হয় না, যদিও পরে নারী-পুরুষ উভয়ে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সন্তানকে ব্যভিচারীর ঔরসজাত এবং তার বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে ধর্তব্য করা হবে না। (৫/২০৪/৮৭৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : ولو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۱ / ۷۱ : سوال—زید نے اپنی داشتہ عورت سے قبل از نکاح زنا کیا اور اس سے لڑکا پیدا ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیا اب اس لڑکے کا نسب زید سے ثابت ہوگا یا نہیں اور زید کے ترکہ کا وارث ہوگا یا نہ؟ ...
الجواب—جو لڑکا بے نکاحی عورت سے قبل از نکاح پیدا ہوا اس کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہے اور وہ اس کا وارث نہیں ہے لیکن اگر اس کو کچھ ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا اگر وصیت اس کے لئے کرے تو ایک ثلث تک صحیح ہو سکتی ہے۔

ভাড়া করা জরায়ুর বাচ্চার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান বহির্বিশ্বে জরায়ু ভাড়া করে সন্তান নেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় গোপনভাবে চললেও বর্তমানে এ ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে। এটা সাধারণত যাদের স্ত্রীদের বাচ্চা হয় না সে সব স্ত্রীকে ওই সব পুরুষের কাছে নিয়ে সঙ্গমের মাধ্যমে, অর্থাৎ অন্য পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে বাচ্চা নেওয়ার প্রচলন চলছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বাচ্চা উৎপাদনে ব্যর্থ হলে স্বামী অন্য নারীর জরায়ু ভাড়া করে, অর্থাৎ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে যত দিন পর্যন্ত আমার একটি সন্তান তোমার গর্ভে থাকে, তত দিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তোমাদের দেওয়া হবে এবং বাচ্চা জন্মের পর ওই সন্তান আমি নিয়ে নেব। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতিতে বাচ্চা নেওয়া সুস্পষ্ট যিনা-ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা সম্পূর্ণ হারাম। (১৯/২৪-৮০১০)

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١١/ ١٩١ (١١٤٦٢) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... ... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم»-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤ : الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه.

📖 فيه أيضا ٣/ ٦٥٣ : (قوله يتبع الأم) للإجماع ولأنه متيقن به من جهتها ولذا يثبت نسب الزنا وولد الملاعنة من أمه حتى ترثه ويرثها؛ لأنه قبل الانفصال كعضو منها حسا وحكما ويتبعها في البيع والعتق وغيرهما فكان جانبها أرجح بحر-

টেস্টটিউব বেবির শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? এ সন্তান বৈধ না অবৈধ? দলিলসহ জানালে ভালো হয়।

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে সন্তান হওয়া না হওয়া সব আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে। তাই কারো সন্তান না হলে বেশি বেশি দু'আ করবে, অথবা দ্বিতীয় বিবাহ করবে, তাতেও সন্তান না হলে অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধারণ করবে। তা সত্ত্বেও প্রচলিত টেস্টটিউবের মাধ্যমে কেউ সন্তান নিতে চাইলে বৈধ পদ্ধতিতে স্বীয় স্বামীর বীর্য নিয়ে স্বামী অথবা স্ত্রী নিজ হস্তে তা জরায়ুতে প্রবেশ করাবে। এ পদ্ধতি জায়েয হলেও স্বভাবপরিপন্থী হওয়ায় তা মাকরূহ তথা অনুচিত। উক্ত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কারো বীর্য প্রতিস্থাপন অথবা স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ নয়। (১৮/৫৩৭/৭৭৩৮)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الشورى الآية ٤٩، ٥٠ : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١١/ ١٩١ (١١٤٦٢) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... ... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم» .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤ : الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٧١ : وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اهـ فتأمل -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٢٨١ : الجواب- مشت زنی کی تو اجازت نہیں، بوقت صحبت عزل کا طریقہ اختیار کر کے منی محفوظ کی جاسکتی ہے جو بچہ شوہر کے نطفہ سے پیدا ہو گا وہ ثابت النسب ہو گا، لیکن یہ طریقہ غیر فطری اور مکروہ ہے، جبکہ خود شوہر یہ عمل کرے ڈاکٹر سے ایسا عمل کرانا قطعی حرام ہے، ستر عورت فرض ہے عورت کی شرمگاہ عورت غلیظہ ہے شرمگاہ کے بالائی حصہ کو بلا وجہ شرعی دوسرے کے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اندرونی حصہ کو دیکھنا اور شرمگاہ کو چھونا کس طرح جائز ہو سکتا ہے، میاں بیوی سخت گنہگار ہوں گے اور شوہر از روئے حدیث دیوث بنے گا اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، لہذا اس عمل سے قطعا احتراز کیا جائے، اولاد کا شوق ہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں، جائز صورت ہوتے ہوئے ناجائز طریقہ چل پڑا تو آپ سخت گنہگار اور مبغوض ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفتاوی ۱/ ۱۹۳ : الجواب- ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ اولاد پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ جس میں مرد اور عورت دونوں میاں بیوی کے جرثومے اور عورت کے جرثومے کو نکالنے کے بعد خاص ترکیب سے بیوی کے رحم میں داخل کرتے ہیں اس کا حکم پہلے سے مختلف ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کا مادۂ منویہ عورت کے رحم میں داخل کیا گیا جو کہ ناجائز نہیں ہے، اس طرح اس سے حمل ٹھہرا تو بچہ ثابت النسب ہوگا اور اس میں کوئی تعزیری حکم نہیں ہوگا اس وجہ سے وہ زنا کے حکم میں نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا جبکہ دونوں کے جرثومے نکالنے اور داخل کرنے میں کسی اجنبی مرد اور عورت کا عمل دخل نہ ہو، بلکہ سارا کام بیوی اور شوہر خود ہی انجام دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

Scanned by CamScanner

كتاب الأيمان والنذور

অধ্যায় : কসম ও মান্নত

باب اليمين

পরিচ্ছেদ : শপথ

মিথ্যা কসমের দাবি

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল যে আমি শপথ করে ফেলেছি, তোমার মোবাইলে কল করব না, অথচ বাস্তবে সে শপথ করেনি। প্রশ্ন হলো, এই ব্যক্তি তার সাথীর মোবাইলে কল করলে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে সে তার সাথীর মোবাইলে কল করলে কসম ভাঙবে না, তবে সে মিথ্যা কথা বলার কারণে গোনাহগার সাব্যস্ত হবে। (১৫/১৩৫/৫৯৭৫)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢ / ١٢٦ : سوگند خورم بخدای یمین فإن قال سوگند خورده ام فهذا إخبار فإن كان صادقا حنث إذا فعله وإن كان كاذبا فلا شيء عليه.

মায়ের নামে কসম করলে কসম হয় না

প্রশ্ন : আমি আমার বিবাহের পর স্ত্রীকে অপছন্দ হওয়ায় মৃত মায়ের কসম করে বলি, আমি তাকে রাখব না। এভাবে আমি তিনবার বলেছি। কিন্তু পরবর্তীতে আমি আর তাকে তালাক দিইনি। জানার বিষয় হলো, কসম ভঙ্গের কারণে বর্তমানে আমার করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার নাম ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করলে তা কসম হিসেবে গণ্য হয় না। তাই আপনার মৃত মায়ের নামে কৃত কসমটি শুদ্ধ হয়নি, তাই তা ভঙ্গের প্রশ্নই আসে না। তবে এ ধরনের কসমের জন্য তাওবা করতে হবে। (১৮/৭১৭/৭৮৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٠٥ : (قوله وهل يكره الحلف بغير الله تعالى إلخ) قال الزيلعي: واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع، وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا، وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع، واليمين بالله تعالى لا يكره، وتقليله أولى من تكثيره، واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها، وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا، وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري اهـ

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴ / ۲۷۷ : اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اور ایسی قسم کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں بلکہ اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔

কাফ্ফারার টাকায় রাস্তা-মসজিদ নির্মাণ অবৈধ

প্রশ্ন : নামাযের ফিদিয়া, কসমের কাফ্ফারা সরাসরি জনসাধারণের কল্যাণার্থে যেমন–রাস্তা, ব্রিজ, মসজিদের ব্যবহার করা বৈধ কি না?

উত্তর : যাকাতের ন্যায় ফিদিয়া ও কসমের কাফ্ফারা তার উপযোগী গরিব-মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দেওয়া আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং ফিদিয়া ও কাফ্ফারা সরাসরি মসজিদ, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (৬/৫৫৪/১৩০৬)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢/ ٤٧ : وكما لا يجوز صرف الزكاة إلى الغني لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة والواجبة إليه كالعشور والكفارات والنذور وصدقة الفطر لعموم قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تحل الصدقة لغني»

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) .

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٥١ : وجازت التطوعات إلخ) قيد بها ليخرج بقية الواجبات كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم.

অমুক বাড়িতে গেলে আপনার বেহেশত হারাম–বলা কসম নয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার মাকে রাগান্বিত হয়ে বলে, যদি আপনি অমুক বাড়িতে যান তাহলে আপনার বেহেশত হারাম হবে। এখন যদি মা ওই বাড়িতে যান তাহলে কাফ্ফারা দেওয়া লাগবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য দ্বারা ওই ব্যক্তির ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সকাতরে তাওবা করে নেবে। (২/১৮০/৩৮৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٥١ : فاليمين في الشريعة عبارة عن عقد قوي به عزم الحلف على الفعل أو الترك.

📖 فيه أيضا ٢/ ٥٤ : ولو قال: وعذاب الله، أو سخطه، أو غضبه، أو قال: ورضا الله، وثوابه، أو قال: وعبادة الله لا يكون يمينا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢/ ٨٨ : سوال-ایک شخص نے معصیت سے بچنے کے لئے یہ الفاظ زبان سے نکالے کہ اگر میں فلاں گناہ کا مرتکب ہوں تو اے اللہ جنت مجھ پر حرام کردے اور دوزخ میں ڈالدے، اس کے بعد وہ چند مرتبہ اس معصیت کا مرتکب ہوا، آیا یہ قسم ہے کہ کفارہ اداء کیا جائے یا توبہ کافی ہے؟
الجواب-یہ قسم نہیں ہے اور اس میں کفارہ لازم نہیں ہے، توبہ کرے۔

'আমার জন্য এটা হারাম' বললে কসম হয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তিকে তার শ্যালিকার বিয়েতে দাওয়াত করা হলে সে যেকোনো ব্যাপারে রাগ করে বলে আমার জন্য এই বিয়েতে যাওয়া হারাম। জানার বিষয় হলো, যদি সে ওই বিয়েতে যায় এবং বিয়ের আসরে না বসে ঘরে বসে খানাপিনা করে, তাহলে তার ওপর কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি হালাল জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে তাহলে তা কসম হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় সে ওই বিয়েতে যাওয়াকে নিজের জন্য হারাম বলার পর বিয়ে বাড়িতে গেলেই সামাজিক প্রচলন হিসেবে বিয়েতে যাওয়া ধরা হয়। সুতরাং বিয়ের আসরে না বসলেও তার ওপর কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব। (১৬/১২৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤٣ : الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية فتح.

📖 فيه أيضا ٣ / ٧٢٩ : (ومن حرم) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا كفارة خلاصة، واستشكله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة، ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف زيلعي (كفر) ليمينه، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين.

গোনাহবিষয়ক কাজের কসম খেলে তা ভঙ্গ করা জরুরি

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমাদের পিতা-মাতা জীবিত থাকাকালীন আমরা তিন ভাইবোনকে সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দেন। শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের (বোনদের) কম দেওয়ার কারণে আমি আমার মাকে বলি যে তুমি যদি মারা যাও তাহলে মানুষ দেবে তোমাকে মাটি, আর আমি দেব তোমার কবরে আগুনের কয়লা–এই বলে কসম খাই। এমতাবস্থায় আমার কী করা উচিত? শরীয়তের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত চাই।

উত্তর : কেউ মারা গেলে তার সম্পদ শরীয়ত কর্তৃক সুষম বন্টনের বিধান থাকায় জীবদ্দশায় বন্টন করা অনুচিত। তা সত্ত্বেও কেউ বন্টন করলে তা তার মালিকানাধীন বিধায় বন্টনের অধিকার থাকবে। তবে বিহিত কারণ ছাড়া ছেলেমেয়েদের সমান দেওয়া উত্তম।📖এ ক্ষেত্রে কোনো ওয়ারিশের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশেষ করে প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য মায়ের কবরে আগুন দেওয়ার কথা জঘন্যতম অপরাধ ও বেয়াদবির শামিল। মা জীবিত থাকলে ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কথা না বলার অঙ্গীকার করে খাঁটি মনে তাওবা করে নেবে। মারা গেলে তাওবার সাথে সাথে তার জন্য সর্বদা দু'আ ও ইস্তেগফার এবং দান সদকা করে ইসালে সাওয়াব করতে থাকবে।

Scanned by CamScanner

কোনো গোনাহের কাজে কসম খেলে তা ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা জরুরি। সুতরাং আপনার কসম ভেঙে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা হচ্ছে, ১০ জন ফকিরকে এক দিন তথা দুই বেলা পেট ভরিয়ে মধ্যম ধরনের খানা খাইয়ে দেওয়া, অথবা ১০ জন ফকিরকে এক সেট করে পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে দেওয়া। যদি খাওয়ানো বা কাপড় দিতে সক্ষম না হয় তাহলে লাগাতার তিন দিন রোযা রাখতে হবে। (৭/৭০৪/৩৬৭৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٢٨ : (ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان) وإنما قال (اليوم) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة. أما المطلقة فحنثه في آخر حياته، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية (وجب الحنث والتكفير) لأنه أهون الأمرين.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٢٥ : (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣ / ٣٧٣ : وإن كانت اليمين على ترك الواجب أو على فعل المعصية كأن قال: (والله لا أصلي صلاة الفرض) أو: (لا أصوم رمضان) أو قال: (والله لأشربن الخمر) أو: (لأقتلن فلاناء) أو: (لا أكلم والدي) ونحو ذلك، فإنه يجب عليه للحال الكفارة بالتوبة والاستغفار، ثم يجب عليه الحنث والكفارة بالمال؛ لأن عقد هذه اليمين معصية وقد قال صلّى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۸۸ : سوال—زید نے قسم کھائی کہ آج سنیما دیکھے گا اور اس دن سنیما نہ دیکھا تو قسم کا کفارہ واجب ہوا یا نہیں؟ اور ایسی قسم کا توڑنا واجب ہے یا نہیں؟

الجواب—گناہ پر قسم کو توڑ کر کفارہ دینا واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

ছেলেমেয়ের নামে কসম দিলে কসম হয় না

প্রশ্ন : শাশুড়ি-বউ ঝগড়া করার পর শাশুড়ি বউকে বলল, "তুই আমার সংসারে এসে কোনো কাজ করছনি, তোর স্বামীর সঙ্গে ১০টা পর্যন্ত শুয়ে থাকিস।" বউ রেগে গিয়ে বলল, "আপনার ছেলেকে আপনার সাথে শুইতে বলব।" এরপর শাশুড়ি আরো রেগে বলল, "তোর পাঁচ ছেলেমেয়ের কসম দিয়ে বললাম, তুই আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারবি না।" প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় যদি বউ তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : কসম আল্লাহর নামের ওপর হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ের কসম দেওয়ার দ্বারা কসম হবে না। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথা বললে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে এরূপ কসমকারী গোনাহগার হবে, এর জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি। (১০/১৩৮/৩০৪১)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ : وأما اليمين بغير الله - عز وجل - فهي في الأصل نوعان أحدهما ما ذكرنا وهو اليمين بالآباء والأبناء والأنبياء والملائكة - صلوات الله عليهم - والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والحرم وزمزم والقبر والمنبر ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك لما ذكرنا وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» ولو حلف بذلك لا يعتد به ولا حكم له أصلا.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴ / ۲۹۲ : قسم صرف اللہ تعالی کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں نہ اس سے قسم ہوتی ہے مگر غیر اللہ کی قسم کھانے پر اس کو توبہ واستغفار کرنا چاہئے۔

কসমের কাফ্ফারার রোযা লাগাতার রাখতে হবে

প্রশ্ন : কসমের কাফ্ফারা হিসেবে তিনটি রোযা লাগাতার রাখা জরুরি, কিন্তু কেউ যদি দুটো রেখে তৃতীয়টা ভেঙে ফেলে তাহলে তাকে পুনরায় আবার তিনটা রাখা জরুরি হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কসম ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে তিনটা রোযা ধারাবাহিকতার সাথে রাখা জরুরি। কেউ যদি ধারাবাহিকতার সাথে তিনটা না রাখে তাহলে পুনরায় তিনটা রোযা রাখতে হবে। (১৭/৭০২/৭২৬৪)

📖 سورة المائدة الآية ٨٩ : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

📖 تفسير النسفي (دار الكلم الطيب) ١/ ٤٧٢ : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} إحداها {فَصِيَامُ ثلاثة أَيَّامٍ} متتابعة لقراءة أبيّ وابن مسعود كذلك {ذلك} المذكور-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٢٧ : (صام ثلاثة أيام ولاء) ويبطل بالحيض.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٢٧ : (قوله ولاء) بكسر الواو والمد: أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبي - فصيام ثلاثة أيام متتابعات - فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور، وتمامه في الزيلعي -

কাফ্ফারা হিসেবে কিতাব ক্রয় করে দেওয়া

প্রশ্ন : কসমের কাফ্ফারার সমপরিমাণ টাকা দিয়ে গরিব ছাত্রকে কিতাব ক্রয় করে দিলে আদায় হবে কি না?

উত্তর : ১০ জন মিসকীনের প্রত্যেককে দুবেলা খাবার সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দিলে অথবা ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করে দিলেও কসমের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (১৯/৫৫/৭৯৮১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٢٦ : فلم يجز السراويل الا باعتبار قيمة الاطعام

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧٢٦: (قوله إلا باعتبار قيمة الإطعام) ومثله لو أعطى- نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر

Scanned by CamScanner

وكذا لو أعطى أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير، عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه . للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام.

কসম বিবাদী করবে বাদী নয়

প্রশ্ন : একজনের বাড়ি থেকে তিন লাখ টাকা হারানো গিয়েছে। এখন যাকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছে সে এবং যার হারানো গিয়েছে উভয়েই কসম খেতে প্রস্তুত। অতএব হুজুরের নিকট আকুল আবেদন এই যে কসম কে খাবে এবং কিভাবে খাবে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : শরয়ী সাক্ষী প্রমাণ ব্যতীত কাউকে কোনো বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহের ভিত্তিতে চোর সাব্যস্ত করা হয় তাহলে দাবিদারের পক্ষে দুজন সাক্ষী থাকা জরুরি। আর যদি তার পক্ষে সাক্ষী না থাকে তাহলে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির কসম গ্রহণযোগ্য হবে এবং সন্দেহকারীর কসম গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি যদি চুরি না করার ওপর আল্লাহর নামে কসম খায় তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। (১২/৩৭২/৩৯৬৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٦/ ٣٥ (٤٥٥٢) : عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين، كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم»، ذكروها بالله واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه».

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۱۹۸ : الجواب-جب مدعی کے پاس گواہ موجود ہیں تو مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ کرنا غلط اور شریعت کے خلاف ہے اہل محلہ کا شاہدوں کی شہادت کو قبول نہ کرنا اور قسم کا فیصلہ کرنا سخت گناہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من أنکر.

Scanned by CamScanner

কোরআন ছুঁয়ে স্বামীর সাথে সংসার না করার শপথ

প্রশ্ন : একদিন আমার স্বামীর সাথে কোনো এক ব্যাপারে ঝগড়া হয় এবং উভয়ের মাঝে খুব কথাকাটাকাটি হয়। আমি একপর্যায়ে খুব রাগ করে স্বামীর সামনে থেকে উঠে চলে যাই। উঠে গিয়ে আমি রাগেরবশত কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে নির্জনে কসম বা শপথ করে বলি। আমি স্বামীর সাথে আর ঘর-সংসার করব না এবং স্বামীর সাথে থাকব না। পরে যখন আমার রাগ চলে যায় তখন আমি নিজেই অনুভব করতে পারলাম যে এরূপ কসম করাটা আমার ভুল হয়েছে। অতএব আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে এই সমস্যার সমাধান জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : আপনার জন্য স্বামীর সাথে ঘর-সংসার না করার কসম করা ঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে অবশ্যই ঘর-সংসার করতে হবে এবং স্বামীর সাথে সম্পর্ক করার পর কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

কসমের কাফ্ফারা নিম্নরূপ :

১০ জন মিসকীনকে দুবেলা খাবার দেবেন অথবা ১০ জন মিসকীনকে পূর্ণ কাপড় দেবেন। এর কোনো একটিও করতে না পারলে লাগাতার তিন দিন রোযা রাখবেন। (৫/৭/৮১৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ١٠٤ (١٦٥٠) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل».

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٢٥ : (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. (ولو أدى الكل) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير (وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة، ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة) لسقوط الفرض بالأدنى (وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء) عندنا، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم مجتبى. قلت: وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل (صام ثلاثة أيام ولاء) ويبطل بالحيض.

Scanned by CamScanner

অমুক কাজ না করলে মুসলমান থাকব না–বললে কসম হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ারত অবস্থায় বলল যে আমি যদি দ্বিতীয় বিবাহ না করি তাহলে শাফায়াত পাব না এবং মুসলমান থেকে বের হয়ে যাব। এখন শরীয়তের আলোকে ওই ব্যক্তির কী হুকুম হতে পারে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য একজন মুসলমানের মুখ থেকে বের হওয়া বড় অন্যায় ও মারাত্মক গোনাহ। এ রকম বাক্য কেউ বলে থাকলে খাঁটি মনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেয় অত্যন্ত জরুরি। "আমি যদি দ্বিতীয় বিবাহ না করি তাহলে মুসলমান থেকে বের হয়ে যাব" বাক্য উচ্চারণের কারণে একটি কসম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করলে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ না করে থাকলে মৃত্যুর পর কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেওয়ার জন্য ওয়ারিশদের অসিয়ত করতে হবে। (৮/২৩৬/২০৬৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ۳/ ۷۱۳- ۷۱٤ : وبريء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين، لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين وسيجيء أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا يكفر.

📖 فيه أيضا ۳/ ۷۱۷ – ۷۱۸ : (و) القسم أيضا بقوله (إن فعل كذا فهو) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل، أما الماضي عالما بخلافه فغموس. واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض أو آت) إن كان عنده في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلا.

📖 رد المحتار (سعيد) ۳/ ۷۲۸ : وإنما قال (اليوم) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة. أما المطلقة فحنثه في آخر حياته، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية (وجب الحنث والتكفير) لأنه أهون الأمرين.

Scanned by CamScanner

তুমি ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করা হারাম বলা কসমের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : জনৈক পুরুষ ও মহিলা বিবাহের পর পরস্পর আদরের সহিত পুরুষ তার স্ত্রীকে শপথ ব্যতীত বলল যে তুমি ছাড়া অন্য মহিলাকে আমার জন্য বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ মহিলা স্বামীকে বলল যে তুমি ছাড়া অন্য পুরুষ আমার জন্য হারাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত পুরুষ যদি অন্য মেয়েকে বিবাহ করে অথবা উক্ত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবে এমতাবস্থায় এদের ওপর কসমের কাফ্ফারা আসবে কি না?

উত্তর : কোনো হালাল বস্তু বা কাজকে নিজের ওপর হারাম করাকে শরীয়তে ইসলামী কসম বলে গণ্য করে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামী অন্য মহিলাকে বিবাহ করলে এবং স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর অন্য পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (৬/২৪৬/১১৭৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ٢٩٢ : (قوله: ومن حرم ملكه لم يحرم) أي لا يصير حراما عليه لذاته؛ لأنه قلب المشروع وتغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل وغيره إن استباحه كفر أي عامله معاملة المباح بأن فعل ما حرمه الله فإنه يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآيتين فبين الله تعالى أن نبيه - عليه السلام - حرم شيئا مما هو حلال وأنه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله {تحلة أيمانكم} فعلم أن تحريم الحلال يمين موجب للكفارة-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٢٩ : (ومن حرم) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا كفارة خلاصة، واستشكله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة، ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف زيلعي (كفر) ليمينه، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين-

Scanned by CamScanner

সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার নিপাতের জন্য কসম করা বৈধ

প্রশ্ন : শরীয়তের সঠিক মাসআলা বা যেকোনো সত্য কথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মিথ্যা কথা বা শিরক কুফরকে সমাজ ও দেশ থেকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন শরীফ মাথায় রেখে আল্লাহর নামে কসম কি জায়েয আছে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কসম খেলে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে এবং প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের মহৎ উদ্দেশ্যে কসম খাওয়ার অনুমতি আছে। (১৯/৪৩৭/৮২১৬)

📖 سورة النحل الآية ٩١ : ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ /٧١٢ : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا. وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال العيني: وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا. وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين.

📖 المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٩ / ٤٩١ : الثاني، مندوب، وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة؛ من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره، أو دفع شر، فهذا مندوب؛ لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه، واليمين مفضية إليه. وإن حلف على فعل طاعة، أو ترك معصية، ففيه وجهان؛ أحدهما، أنه مندوب إليه. وهو قول بعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي؛ لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات، وترك المعاصي. والثاني، ليس بمندوب إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب.

অমুক কাজ করতে না পারলে বেহেশত হারাম বলা কসমের শামিল

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সাল হতে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বাস করছি। ২০০১ সালে আমার স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলি এবং আমার মায়ের সেবা করার জন্য বলি। আমার স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে বলে, আমি দেশে যাব না। আমাকে দেশে আলাদা করে ঘর করে দাও। তখন আমি বললাম, যে ঘর আছে সেখানে সবার সাথে মিলেমিশে

Scanned by CamScanner

থাকো। সে বলল, তুমি আমাকে শতবার দেশে যেতে বললেও আমি দেশে যাব না। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে বললাম তোমাকে দেশে না পাঠাতে পারলে আমার বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি তখন দেশে পাঠাতে পারিনি।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত প্রথম পদ্ধতিতে আপনি স্বীয় স্ত্রীকে তখন দেশে পাঠাতে না পারায় কসম ভঙ্গ হয়েছে। তাই আপনার ওপর কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব। আর তা ১০ জন গরিব-মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো বা ১০ জন মিসকীনকে কাপড় দেওয়া এর কোনোটারই যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ধারাবাহিক তিনটি রোযা রাখবে। (১৬/২১১/৬৪৬৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٢٥ : (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. (ولو أدى الكل) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير (وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة، ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة) لسقوط الفرض بالأدنى (وإن عجز عنها) كلها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۹۵ : سوال—ایک شخص نے یوں کہا کہ اگر میرا بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں شخص کو دیدے تو میرا اس جگہ رہنا مجھ پر حرام ہے اگر رشتہ ہوگیا اور وہ اسی جگہ رہتا ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟
الجواب—یہ الفاظ قسم کے ہیں اس لئے اس شخص پر قسم کا کفارہ واجب ہے۔

স্বামীর ভাত না খাওয়ার কসম ভেঙে কাফ্ফারা দিতে হবে

প্রশ্ন : কোনো কারণে স্বামী স্ত্রীকে প্রচুর মারধর করেছে। স্ত্রী অসহ্য হয়ে একপর্যায়ে বলেছে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি তোমার ভাত খাব না। কিন্তু পরে আবার মিল-মোহাব্বত হয়েছে। এখন কসম ভাঙানোর কোনো পন্থা আছে কি না? এবং স্ত্রীর জন্য করণীয় কী?

উত্তর : স্ত্রী কর্তৃক "আল্লাহর কসম তোমার ভাত খাব না" বলার দ্বারা কসম সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং ঘর-সংসার করতে হলে স্বামীর ভাত খেতে হবে। তাই ভাত খেয়ে কসম ভেঙে এর কাফ্ফারা আদায় করে নেবে।

Scanned by CamScanner

কসমের কাফ্ফারা হলো ১০ জন গরিবকে দুবেলা পেট ভরিয়ে খানা খাওয়াবে অথবা এক জোড়া করে পরিধানের কাপড় দেবে। খানা খাওয়ানো বা কাপড় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। (১৭/৪৪৭)

📖 سورة المائدة الآية ٨٩ : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٥٨ : ومنعقدة، وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله، أو لا يفعله، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث كذا في الكافي.

📖 كفايت المفتى ٢ / ٢٤٢

শর্ত সাপেক্ষে 'তুমি আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি অমুক কাজ করো তাই তুমি আমার জন্য হারাম। আর স্বামী উক্ত কাজ অস্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে সে উক্ত কাজ করে। এখন স্ত্রীর উক্ত হারাম বলতে শরীয়তের বিধানে কী হুকুম হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীকে লক্ষ্য করে স্ত্রীর উক্তি "তুমি অমুক কাজ করো তাই তুমি আমার জন্য হারাম" দ্বারা তাদের বিয়ের মধ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না, পূর্বের মতো তাদের বিয়ে বহাল থাকবে। তবে স্ত্রীর উক্ত বাক্যটি কসম হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়ার পর কসমের কাফ্ফারা, অর্থাৎ ১০ জন মিসকীনকে দুবেলা খাবার প্রদান করা বা এক জোড়া করে কাপড় প্রদান করা জরুরি হবে। অপারগ অবস্থায় তিন দিন রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। সর্বাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য এ রকম উক্তি থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি। (৭/৬৬৪/১৮২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٤٢ : ومحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ (لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجه الطلاق لمن أخذ بالساق.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٢٩- ٧٣٠ : (ومن حرم) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا

Scanned by CamScanner

كفارة خلاصة، واستشكله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة، ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف زيلعي (كفر) ليمينه، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين، ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي، فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت مجتبى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٥٥ : تحريم الحلال يمين. كذا في الخلاصة ... ... امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام، أو قالت: حرمتك على نفسي فهذا يمين حتى لو طاوعته في الجماع كان عليها الكفارة وكذلك لو أكرهها على الجماع يلزمها الكفارة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٧٢٥ : (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام.

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ٨ /٦٠ : الجواب- عورت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، ومحله المنكوحة وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ-

স্ত্রীকে না রাখার কসমের পর রাখলে কাফ্ফারা দিতে হবে

প্রশ্ন : প্রায় চার মাস পূর্বে আমার প্রথম স্ত্রীর গর্ভের সন্তান মোহাম্মাদ হাফিজের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর আগের স্বামীর সন্তান সোহেলের ঝগড়া হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী কাজ শেষে বিকেলে এসে সোহেল ও হাফিজের ঝগড়ার বিষয়ে বাড়িওয়ালা হাজী মোঃ সফুরুদ্দীন সাহেবের নিকট সোহেলের পক্ষ হয়ে বিচার দাবি করে। বাদ মাগরিব হাজী সাহেব আমাকে তাঁর বাসায় ডাকেন। আমি উপস্থিত হয়ে মসজিদের ইমাম মোহাম্মাদ আজিজুল ভূঁইয়া সাহেব ও অন্য ভাড়াটিয়া মোহাঃ আঃ মান্নান সাহেবকে দেখতে পেলাম। পরে হাজী সাহেব আমাকে সোহেল ও হাফিজের ঝগড়ার কথা জিজ্ঞেস করেন এবং একপর্যায়ে বলেন, সোহেলের মা অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার কাছে আর থাকবে না, সে চলে যাবে। তখন আমি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললাম, আল্লাহর কসম! আমিও তাকে রাখব না। এরপর সে চলে যায়। এখন আমি তাকে নিয়ে সংসার করতে হলে কিভাবে করব তার ফয়সালা কামনা করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : "আল্লাহর কসম আমি তাকে রাখব না" বাক্য বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করা যাবে। তবে স্ত্রী হিসেবে রাখলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে, অর্থাৎ ১০ জন মিসকীনের দুবেলা আহারের ব্যবস্থা করবে অথবা প্রত্যেককে এক জোড়া করে কাপড় দেবে। অত্যন্ত গরিব হওয়ার কারণে কোনো একটি সম্ভব না হলে একাধারে তিনটি রোযা রাখতে হবে। (৭/৪৬৯/১৭৩২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/٣٨٤ : بخلاف قوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك. في المحيط لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقا.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٧٢٥ : (وكفارته) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث (تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام.

📖 فتاوى دار العلوم ٩/ ٦٧

Scanned by CamScanner

باب النذور

পরিচ্ছেদ : মান্নত

যেসব শব্দের ব্যবহারে মান্নত সংঘটিত হয়

প্রশ্ন : কিভাবে এবং কী জাতীয় বাক্য দ্বারা মান্নত করলে মান্নত হবে?

উত্তর : মান্নত সংঘটিত হওয়ার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো বাক্য নেই। বরং স্থানীয় পরিভাষায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মান্নত বোঝায়, সেগুলোর দ্বারা মান্নত করলে মান্নত হয়ে যাবে। (১৯/৫৫/৭৯৮১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٦٨ : الأصل أن الألفاظ المستعملة في الأيمان مبنية على العرف عندنا كذا في الكافي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۵۲ : الجواب—فی الدر المختار: الایمان مبنیۃ علی العرف ... اور نذر حکم یمین میں ہے چنانچہ علی نذر کو صیغۂ ایمان سے در مختار میں لکھا ہے اس بناء پر جو صیغے عرفا نذر کے سمجھے جاتے ہیں ان سے نذر منعقد ہوگی اور جو صیغے عرفا اس میں مستعمل نہیں ہیں ان سے نذر نہ ہوگی۔

পীর, মাজার এবং মসজিদ-মাদরাসার নামে মান্নত ও মান্নতকৃত বস্তুর হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে মানুষ মসজিদ, মাদরাসা বা মাজার, দরবার শরীফ ও পীর সাহেবের নামে বিভিন্ন মান্নত করে থাকে। এ সমস্ত মান্নতের শরয়ী হুকুম কী? এবং মান্নতকৃত বস্তু অনেক প্রকারের হয়। যেমন—নগদ টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, খাদ্যদ্রব্য, ব্যবহারিক আসবাব ইত্যাদি। এগুলো মসজিদ, মাদরাসা, মাজার, দরবার শরীফে ও পীর সাহেবগণ কিভাবে ব্যবহার করবে?

উত্তর : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা হারাম। তাই মাজার বা পীর সাহেবের নামে কেউ মান্নত করলে তা হারাম হবে। আর এ সমস্ত মান্নতকৃত মালপত্র, টাকা-পয়সা ইত্যাদি কারো জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মান্নতকারী তাওবার মাধ্যমে তার নিয়্যাত পরিবর্তন না করে।

আর মসজিদ বা মাদরাসার নামে মান্নত করার অর্থ হলো, মসজিদ বা মাদরাসার গরিব ছাত্র ও গরিব মুসল্লিদের ওপর সদকা করার মান্নত করা, যা আদায় করা জরুরি। তাই

Scanned by CamScanner

মসজিদ বা মাদরাসার জন্য যে সমস্ত মান্নতের গরু, ছাগল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি আসে, সেগুলো গরিবদের ওপর ব্যয় করবে। তবে সরাসরি মসজিদের জন্য টাকা দেওয়ার মান্নত করে থাকলে তা মান্নত হিসেবে গণ্য হবে না। (১০/২৯৫/৩১১৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٢٩٨ : فقال الشيخ قاسم في شرح الدرر وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض، أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا، أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، اللَّهُمَّ إلا أن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي، أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي، أو الإمام الليث، أو أشتري حصرا لمساجدهم، أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه، أو مسجده، أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج ولا لشريف منصب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۹۲ : اگر ناذر اس عقیدۂ شرکیہ سے تائب ہو جائے تو منذور لغیر اللہ حلال ہو جاتا ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদে আগরবাতি দেওয়ার মান্নত করা

প্রশ্ন : মসজিদের নামে মান্নত করা যাবে কি না? অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বলল যে আমার এই কাজ হলে মসজিদে এক প্যাকেট আগরবাতি দেব তাহলে এর দ্বারা মান্নত হবে কি না? এবং তা আদায় করা জরুরি কি না?

উত্তর : মসজিদে আগরবাতি বা যেকোনো জিনিস ওয়াক্ফ করার মান্নত করলে তা পূর্ণ করা জরুরি, শুধু দান করার মান্নত করলে তা পূরণ করা জরুরি নয়। (১৯/৫৫/৭৯৮১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف-

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۹ : الجواب- مسجد میں روپیہ دینے سے اگر مسجد کی تملیک بطور ہبہ کے مراد ہے تو یہ نذر صحیح نہیں گو احوط ایفاء نذر ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ ان روپیوں کی کوئی چیز خرید کر مسجد کے لئے وقف کی جائے جیسے لوٹا اور بوریا وغیرہ تو اس صورت میں نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا بعد وجود شرط کے واجب ہے۔

মসজিদে কোনো কিছু দেওয়ার মান্নত ও তার খাত

প্রশ্ন : বহুদিন থেকে আমাদের এলাকায় একটি প্রথা চালু আছে তা হলো, এলাকায় অনেকেই মসজিদের নামে মুরগি, মুরগির ডিম অথবা লাউ, নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি মান্নত করে থাকে। এমনও মান্নত করা হয়, হে আল্লাহ! যদি আমার অমুক আশা পূরণ হয় তাহলে মসজিদে ক্ষীর দেব। প্রশ্ন হলো, উক্ত মান্নতগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের মান্নত পূরণ করা জরুরি, আর কোন প্রকারের জরুরি নয়? এবং উক্ত মান্নতের মূল্য মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বেতন হিসেবে দেওয়া বৈধ হবে কি না? যদি না হয় তাহলে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে? বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

কাতাওয়ায়ে

উত্তর : মসজিদের নামে মুসল্লিদের জন্য মুরগি, ডিম, লাউ, নারিকেল, কাঁঠাল ও ক্ষীর ইত্যাদি দেওয়ার মান্নত সহীহ হবে। তা গরিব মুসল্লিদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। আর যদি মুসল্লি উদ্দেশ্য না হয়, বরং শুধু মসজিদে দেওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহলে মান্নত সহীহ হবে না। তবে উক্ত মান্নাত পুরা করা ভালো। সুতরাং তার মূল্য মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বেতন হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে। (১৬/৭২/৬৩৯৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٣٦ : سوال-اکثر لوگ اس طرح نذر کرتے ہیں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ تعالی کے واسطے مسجد میں شیرینی میٹھے چاول یا سوا سیر بتاشہ یا ایک سیر چینی دونگا اس نذر کا ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ در صورت عدم وجوب ان اشیاء منذورہ کو اغنیاء کھا سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب-نذر تو صحیح ہو گئی لیکن تعیین شیرینی بتاشہ، چاول وغیرہ کی لازم نہیں ہوئی، اس قدر نقد بھی دینا جائز ہے، اور مصرف اس کا فقراء ہیں اغنیاء کو کھانا نہ چاہئے۔

📖 فیہ ایضا ١٢ / ١٣٢ : سوال-زید یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اچھا کر دے تو مسجد میں ایک سیر بتاشہ یا بورا دونگا یہ نذر منعقد ہوتی ہے یا نہیں؟

الجواب-اگر غرض زید کی صدقہ کرنا ہے اہل مسجد پر تو نذر صحیح ہے اور تعین بتاشہ و بورا کی لازم نہیں ہوئی دوسری کوئی چیز از قسم بعا میا نقد بھی صدقہ کر سکتا ہے اور اگر بالفرض یہ نذر لازم نہ ہوئی ہو تب بھی ادا کر دینا احوط ہے۔

📖 فیہ ایضا ١٢/ ١٢٩ : سوال- مخنث بیمار ہوا اور مبلغ سات سو روپیہ کسی مسجد میں لگانی کی منت مانی اب بحکم خداوہ صحت یاب ہو گیا اور منت کا روپیہ مسجد میں لگانا چاہتا ہے تو جائز ہے یا نہیں؟... ...

Scanned by CamScanner

الجواب-وہ روپیہ مسجد کے ضروریات میں اور مسجد میں صرف کرنا درست ہے اور جب کہ منت اور نذر مسجد میں لگانے کی تھی تو مسجد میں ہی اس کو صرف کرنا چاہئے۔

মুসল্লিদের খাওয়ানোর মান্নত করার বিধান

প্রশ্ন : অনেক সময় গ্রামের লোকেরা মান্নত করে বলে যে আমার অমুক মকছুদ পুরা হলে মসজিদের মুসল্লিদের খাওয়াব বা গাছের ফল-ফলাদি ইত্যাদি দেব। এ রকম মান্নতকৃত জিনিস খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের সব মুসল্লিকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে মান্নত করলে গরিব মুসল্লিদের অংশ পরিমাণ মান্নত হিসেবে গণ্য হবে তার অতিরিক্ত ধনী মুসল্লিদের খাওয়ানো বৈধ হবে। (৬/৭৪২/১৪১৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٨ : وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧٣٨ : (قوله وفي القنية إلخ) عبارتها كما في البحر: نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح. قلت: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه. قلت: ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم تحققها لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۸۹ : سوال-زید نے منت مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو بیس مصلی کو کھانا کھلاؤں گا اب کام ہونے پر بیس مصلی کو کھلانا خواہ مصلی امیر ہو یا غریب درست ہے یا نہیں؟...

الجواب-بقدر حصۂ اغنیاء نذر منعقد ہی نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں اور اگر اغنیاء کو کھلایا تو یہ اس لئے جائز ہے کہ ان کے حق میں یہ طعام نذر کا نہیں... ... بقدر حصۂ فقراء نذر صحیح ہے اور اس کا ایفاء واجب ہے اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں، صورت سوال میں اغنیاء اور فقراء کا مجموعہ بیس ہیں ان میں سے عدد فقراء مجهول ہے اور جہالت عدد کی صورت میں دس فقراء کا طعام واجب ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদে গরু দেওয়ার মান্নত ও তার খাত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে বিপদে পড়লে লোকেরা এভাবে মান্নত করে, আমার ছেলের যদি ভালো খবর শুনি তাহলে মসজিদে একটি গরু বা মুরগি ইত্যাদি দেব। যখন মসজিদে গরু ইত্যাদি এভাবে দেওয়া হয় তখন মসজিদ কমিটি এই গরু বিক্রয় করে সেই টাকা মসজিদের ফান্ডে জমা করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : যারা এরূপ মান্নত করে তাদের নিয়্যাত যদি ওই মসজিদের মুসল্লিদের খাওয়ানোর জন্য হয়, তাহলে ওই উদ্দেশ্যে পূর্ণ হলে ওই গরু বা মুরগি মসজিদে দেওয়া ওয়াজিব হবে এবং ওই মসজিদের গরিব মুসল্লিরা এটা ভোগ করবে। আর যদি মসজিদের কাজে ব্যবহারের নিয়্যাতে দেওয়া হয় তাহলে ওই জন্তু বিক্রি করে মসজিদের কাজে ব্যবহার সহীহ হবে। (৯/৬০৩/২৭৪৯)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۲۹ : الجواب — مسجد میں روپیہ دینے سے اگر مسجد کی تملیک بطور ہبہ کے مراد ہے تو یہ نذر صحیح نہیں گو احوط ایفاء نذر ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ ان روپیوں کی کوئی چیز خرید کر مسجد کے لئے وقف کی جائے جیسے لوٹا اور بوریا وغیرہ اس صورت میں نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا بعد وجود شرط کے واجب ہے۔

সুস্থতার শর্তে মসজিদে ছাগল দেওয়ার নিয়্যাত করা

প্রশ্ন : আমার এক নাতি অসুস্থ হয়। তখন আমি নিয়্যাত করি, আমার নাতি সুস্থ হলে আমি মসজিদে একটি ছাগল দান করব। প্রশ্ন হচ্ছে, আমার জন্য উক্ত ছাগল মসজিদে দান করা জায়েয হবে কি না? এবং তা দ্বারা মসজিদের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, আপনার জন্য উক্ত ছাগল মসজিদে দান করা জায়েয হবে এবং তা বিক্রয় করে মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা যাবে। (১৯/৪৪৪/৮১২৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۷۳۵ : (قوله وهو عبادة مقصودة) الضمير راجع للنذر، بمعنى المنذور لا للواجب، خلافا لما في البحر. قال في الفتح: مما هو طاعة مقصودة لنفسها، ومن جنسها واجب إلخ. وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء،

Scanned by CamScanner

والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اهـ فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۲ / ۲۵۴ : جواب — يہ نذر كہ ہمارا فلاں كام ہو گيا تو مسجد ميں چراغ جلائيں گے يا مسجد ميں كھانا ركھ آئيں گے منعقد نہيں ہوتی ہے اور نہ اس كا پورا كرنا لازم ہے اگر كوئی شخص اس كو پورا كرنا چاہے اور مسجد كی معمولی روشنی كے لئے تيل يا روپيہ ديدے اور اسی طرح مسجد ميں كھانا دے آئے تو جائز ہے۔

মসজিদ ও মাখলুকের নামে মান্নতের পার্থক্য

প্রশ্ন : البحر الرائق -এর এবারতের দ্বারা বোঝা যায় মাখলুকের জন্য মান্নত মানা নাজায়েয। এর দ্বারা আমরা বুঝে থাকি মসজিদের জন্য মান্নত মানা জায়েয নয়। কিন্তু فتاوی دار العلوم খ: ১২ পৃ: ১২৯ فتاوی محمودیہ খ: ১৪ পৃ: ৩১৯ মসজিদের জন্য মান্নত করা জায়েয বলা হয়েছে। গ্রহণযোগ্য দলিলের দ্বারা সমাধানের আবেদন করছি।

উত্তর : মান্নত আল্লাহর জন্য হওয়ার সাথে সাথে মান্নতকৃত বিষয়টি 'ইবাদতে মাকসূদা' হওয়া মান্নত সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত। উক্ত শর্ত মসজিদের ক্ষেত্রে পাওয়া না যাওয়ায় মসজিদের জন্য মান্নত করলে ওই মান্নত পূরণ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়, বরং তা তার ঐচ্ছিক ব্যাপার। কেননা মসজিদের জন্য মান্নত করলে তা মান্নত হয় না, বরং তা মসজিদের কল্যাণে সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহর রাস্তায় দান করার ইচ্ছা করলে তা পূরণ করাই শ্রেয়। আপনার প্রশ্নে দুই ফাতওয়ার কিতাবের বরাতে যে বিরোধ প্রকাশ করা হয়েছে, তার সঠিক সমাধান এটিই, যা ওপরে উল্লেখ করা হলো। (১৭/১/৬৯০৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٦ : (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢/ ١٢٩ : الجواب- وہ روپیہ مسجد کے ضروریات میں اور مسجد میں صرف کرنا درست ہے اور جبکہ منت اور نذر مسجد میں لگانے کی تھی تو مسجد میں ہی اس کو صرف کرنا چاہئے اور جائز یہ بھی ہے کہ حسب ضرورت مسجد کے قریب کنواں بنوا دیا جاوے اور اس کنویں کا پانی مسلمانوں کو پینا اور اس سے وضو وغیرہ کرنا درست ہے۔

রোগ ভালো হওয়ার শর্তে মুসল্লিদের খানা খাওয়ানোর মান্নত

প্রশ্ন : আমার মায়ের খুব অসুস্থ অবস্থায় আমি মান্নত করেছি যে রোগ ভালো হলে আমাদের এলাকার মসজিদের মুসল্লিদের এক বেলা খানা খাওয়াব। এখন রোগ ভালো হওয়ার পর মুসল্লিদের খানা খাওয়াতে হবে কি না?

উত্তর : আপনার মান্নত গরিব মুসল্লিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই গরিবদের খাইয়ে বা সমপরিমাণ নগদ টাকা সদকা করে দিতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে সব মুসল্লিকেও খাওয়াতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ধনীদের অংশটুকু মান্নত হিসেবে গণ্য হবে না। (২/১৮৩/৪০৫)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ /٥٥٩ : سوال- زید نے کہا کہ میرا لڑکا اچھا ہو جائے تو میں تمام مصلیوں کو کھانا کھلاؤں گا اب لڑکا فضل الٰہی سے اچھا ہوا اور زید کھانا کھلانا چاہتا ہے اور مصلیوں میں غریب اور مالدار دونوں ہیں آیا دونوں کھا سکتے ہیں یا غریب ہی کھا سکتے ہیں، اور زید کہتا ہے کہ میں تمام مصلی غریب اور مالدار سب کی نیت کیا ہوں اس کو صاف صاف بیان کیجئے یعنی مالدار کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- چونکہ بقدر حصہ مالداروں کے نذر نہیں ہوئی لہذا مالداروں کو اس کا کھانا جائز ہے۔

📖 فیہ ایضا/٢ ٥٥٩-٥٦٠ : سوال- ہمارے یہاں اس طرح پر نذر کرتے ہیں کہ اگر فلاں مقصود میرا حاصل ہو تو ایک گائے اللہ کے نام پر ذبح کر کے محلہ والوں کو کھلاؤنگا... ...

Scanned by CamScanner

اس صورت میں ایفاء نذر واجب ہوگا یا نہیں؟ اور غریب امیر دونوں فرقوں کو کھلانا اس کا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب- فی الدر المختار : وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل، ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه، ولو نذر أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كل يوم كذا لزمه وقيل لا (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة.

اس روایت سے معلوم ہوا کہ بقدر اغنیاء کا نذر منعقد نہیں ہوئی اور بقدر فقراء منعقد ہوگئی اور فقراء کو کھلانا ضروری ہوگا۔

নির্ধারিত মসজিদে মান্নতের টাকা না দিয়ে অন্য মসজিদ বা মাদরাসায় দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি মসজিদের জন্য টাকার মান্নত করল, কিন্তু সেখানে বিদ'আত রুসুমাত হয়। উক্ত টাকা ওই মসজিদে কোনো প্রয়োজনও নেই। এমতাবস্থায় ওই মান্নতের টাকা মাদরাসার লিল্লাহ বোডিং অথবা অন্য কোনো মসজিদে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য মান্নত সহীহ নয়। সুতরাং মালিক ইচ্ছা করলে ওই টাকা লিল্লাহ বোডিং বা অন্য খাতে খরচ করতে পারে। (১/২০৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٤٠ : (نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء-

Scanned by CamScanner

মোমবাতি দেওয়ার মান্নত করে বিদ্যুত বিল বা অন্য খাতে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন মহিলার প্রথমে একটি ছেলেসন্তান জন্ম হয়। কিন্তু সেই ছেলেটি কিছুদিন পর মারা যায়। এরপর আবার একটি মেয়েসন্তান জন্ম হয় এবং বড় হয়। কয়েক বছর পর আবার একটি ছেলেসন্তান জন্ম লাভ করে; কিন্তু দুই বছর পর মৃত্যুবরণ করে। এভাবে মহিলাটির মোট ৫টি ছেলেসন্তান মারা যায় আর ছয়টি মেয়েসন্তান বেঁচে থাকে। ফলে ওই মহিলা আল্লাহর দরবারে এভাবে মান্নত করে যে হে আল্লাহ! এখন যদি তুমি আমাকে একটি ছেলেসন্তান দান করো তাহলে যত দিন আমি জীবিত থাকব, তত দিন তোমার ঘর মসজিদে প্রতিদিন একটি করে মোমবাতি দেব। এর কিছুদিন পর মহিলার একটি ছেলেসন্তান জন্ম হয়। মহিলাটি সেদিন থেকেই প্রতি মাসে ত্রিশটি মোমবাতি কিনে দিতে থাকে। কিছুদিন পর মহল্লার মসজিদে বিদ্যুৎ আসে তাই এখন আর মোমবাতি না দিয়ে বিদ্যুৎ বিল হিসেবে টাকা দেয়। কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ টাকা না থাকায় বিলম্ব হয়। এখন সে ওই টাকা দিয়ে চার্জার লাইট কিনে মসজিদে দিতে চায় এবং টাকাও জোগাড় করে। এখন তার প্রশ্ন হলো, এভাবে মান্নত করলে মান্নত সহীহ হবে কি না? যদি সহীহ হয় তাহলে মোমবাতির পরিবর্তে বিদ্যুৎ বিল দিতে পারবে কি না? আর যদি সেই টাকা মসজিদে না দিয়ে অন্য কোনো কাজের জন্য সদকা করতে চায় তাহলে তা পারবে কি না? দয়া করে শরীয়তের বিধান জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : মান্নত পূর্ণ করা আবশ্যক হওয়ার জন্য মান্নতটি 'ইবাদতে মাকসূদা' তথা ফরয-ওয়াজিবের ন্যায় ইবাদতসংক্রান্ত মান্নত হওয়া পূর্বশর্ত। যেমন—নামায, রোযা, হজ, সদকা ইত্যাদি। মান্নতটি এরূপ হলেই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, নতুবা নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মান্নত তথা মসজিদে বাতি দেওয়ার মান্নত 'ইবাদতে মাকসূদা' না হওয়ায় সহীহ হয়নি বিধায় তা পূর্ণ করাও আবশ্যক নয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তা পূর্ণ করতে চায় এবং মসজিদ আলোকিত করার উদ্দেশ্যে মোমবাতি বা টাকা দেয় তাহলে তা জায়েয আছে, বরং সম্ভব হলে দেওয়া উত্তম। কেননা এ ধরনের দান করার দ্বারা বিপুল সওয়াবের ভাগী হওয়া যায়। আর সে টাকা উক্ত মসজিদে না দিয়ে অন্য খাতেও সদকা করতে পারবে। (১৩/৫৪৮/৫৩৪৯)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٧٣٦ : المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف، وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعيادة المريض، وتشييع الجنازة ودخول المسجد، وبناء القنطرة والرباط والسقاية ونحوها هذا هو الأصل الكلي.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (فتاوی دار العلوم) ١٢ / ١٣٣ : الجواب-نذر کے واجب الایفاء ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کی جنس سے کوئی واجب مقصود بالذات ہونا چاہئے جیسے کہ روزہ یا نماز کی نذر ہو تو وفاء واجب ہے ورنہ نہیں۔

উদ্দেশ্য পুরা না হলে মান্নত আদায় করতে হয় না

প্রশ্ন : অমুক কাজটা হলে বা আমার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি মসজিদে ১০ টাকা দেব, এভাবে যদি নিয়্যাত করে থাকি, অতঃপর যদি উদ্দেশ্য হাসিল না হয় তবুও কি মসজিদে টাকা দিতে হবে?

উত্তর : আমার অমুক উদ্দেশ্য সফল হলে মসজিদে ১০ টাকা দেব–এ রকম কথা বলার দ্বারা মান্নত হয় না। তাই তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। তবে উদ্দেশ্য পুরা হলে ১০ টাকা দেওয়া উত্তম। পুরা না হলে দিতে হবে না। (১১/৭৬০)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣ / ٢٩ : الجواب–مسجد میں روپیہ دینے سے اگر مسجد کی تملیک بطور ہبہ کے مراد ہے تو یہ نذر صحیح نہیں گو احوط ایفاء نذر ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ ان روپیوں کی کوئی چیز خرید کر مسجد کے لئے وقف کی جائے جیسے لوٹا اور بوریا وغیرہ اس صورت میں نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا بعد وجود شرط کے واجب ہے۔

মোরগ খাওয়ানোর মান্নত করলে ভাতও খাওয়াতে হবে কি না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যদি তার অসুখ ভালো হয় বা ছেলে হয় তাহলে সে মসজিদের মুসল্লিদের মোরগ খাওয়াবে। এমন আশা পূর্ণ হওয়ার পর যদি মোরগ বিক্রি করে ফকিরদের টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে কি তার মান্নত আদায় হবে? কেননা মোরগ মুসল্লিদের খাওয়ানোর মান্নতের দ্বারা মান্নতকারীর মনে ইহাও থাকে যে তার সাথে ভাত লাগবে ইত্যাদি। এখন শুধু মোরগের টাকা দিয়ে দিলে মান্নত আদায় হবে? নাকি তার

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের জন্য কোনো জিনিস মান্নত করা হলে তা শরয়ী মান্নত হিসেবে গণ্য হয় না, বরং দানের নিয়্যাত বলে বিবেচিত হয়, যা পূরণ করা উত্তম। এ ধরনের দানের টাকা-পয়সা বা যেকোনো বস্তু মসজিদের কাজে লাগানো মসজিদে ব্যয় করা জরুরি। পক্ষান্তরে মসজিদ ছাড়া অন্য মান্নতের বস্তু মসজিদে ব্যয় করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বস্তু, টাকা-পয়সা মসজিদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা হলে তা মসজিদের কাজেই লাগাতে হবে। (১০/৮৭০/৩৩৬৮)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٤ : واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلاثة كون المنذور ليس بمعصية وكونه من جنسه واجب وكون الواجب مقصودا لنفسه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٢ / ٢٥٣ : جواب— اگر مسجد میں دینے کا ارادہ کیا تھا اور پھر نہ دیا تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر بطور نذر کے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا تو ادا کرنا واجب ہے۔

উদ্দেশ্য পূরণ হলে মসজিদে কোনো কিছু দেওয়ার মান্নত

প্রশ্ন : কেউ যদি এরূপ বলে যে আমার ছেলে বিদেশে যেতে পারলে বা আমার অসুস্থ ছেলে সুস্থ হলে অথবা গাছের ফল ভালো থাকলে এ পরিমাণ টাকা বা ফল আমি মসজিদে দেব। এটা কি মান্নত হবে? এবং এ ধরনের সম্পদ মসজিদ ফান্ডে ব্যয় করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মান্নত শুদ্ধ না হলেও মান্নতকৃত বস্তু মসজিদ ফান্ডে ব্যয়ের জন্য দান হিসেবে দিয়ে দেওয়া সমীচীন। (১৪/১৩০/৫৫৬২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٧٣٥ : وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء، والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته.

Scanned by CamScanner

সাথে ভাত খাওয়াতে যে টাকা খরচ হতো, তাও দিতে হবে? আর যদি মসজিদের ধনী-গরিব সবাইকে খাইয়ে দেয় তাহলে কি মান্নত আদায় হবে? এবং ধনী লোকদের জন্য কী ধরনের খানা খাওয়া জায়েয আছে?

উত্তর : মান্নতকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার মূল্যও আদায় করা জায়েয আছে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মোরগের মূল্য ফকিরদের দেওয়া জায়েয হবে। আর যে এলাকায় মান্নত করার সময় মোরগের সাথে ভাতও খাওয়ানোর প্রচলন আছে, ওই এলাকায় মোরগের সাথে ভাতও খাওয়াতে হবে, অন্যথায় নয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি মান্নত করে যে মসজিদের মুসল্লিদের খানা খাওয়াবে তখন তার মধ্যে ধনী-গরিব সব শামিল হয়ে যায়, যেহেতু ধনীদের বেলায় এটা মান্নত নয়, তাই ধনী মুসল্লিদের জন্য এ ধরনের খানা খাওয়া জায়েয হবে। (১১/৯৩২/৩৭৫৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧١ : (نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدقه بثمنه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٦٤ : الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

📖 الفتاوى الهندية ١ / ١٨١ : ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۴۳ : الجواب — صدقات واجبہ کی ادائیگی میں بنیادی فلسفہ فقراء اور غرباء کی ضروریات کی تکمیل اور ان کی حاجت برآوری ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا سے کیا ہے اس لئے ناذر کو اختیار ہے کہ عین منذور ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔

বকরি জবাই করে মুসল্লিদের বিরিয়ানি খাওয়ানোর মান্নত

প্রশ্ন : আমার ছেলে অসুস্থ হওয়ার পর আমি বললাম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার ছেলেকে সুস্থ করেন তাহলে একটি বকরি জবাই করে মসজিদের মুসল্লিদের বিরিয়ানি খাওয়াব। ওই বিরিয়ানি মসজিদের ধনী মুসল্লিগণ খেতে পারবে কি না? প্রমাণসহ জানতে ইচ্ছুক।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য "যদি আল্লাহ তা'আলা আমার ছেলেকে সুস্থ করেন তাহলে একটি বকরি জবাই করে মসজিদের মুসল্লিদের বিরিয়ানি খাওয়াব" দ্বারা উদ্দেশ্য যদি বিরিয়ানি খাওয়ানো হয় তাহলে উক্ত বাক্যটি শুধু গরিব মুসল্লিদের অংশের ক্ষেত্রে মান্নত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা আদায় করা ওয়াজিব হবে, বাকি অংশের ক্ষেত্রে নয়। এখন যদি মান্নতকারী পর্যাপ্ত পরিমাণ বিরিয়ানি রান্না করে ধনী-গরিব উভয় শ্রেণীর মুসল্লিদের খাওয়ায় তবে গরিবদের অংশ পরিমাণ মান্নত আদায় হয়ে যাবে এবং ধনীদের ক্ষেত্রে নফল ইবাদতের সাওয়াব পাবে। আর যদি উক্ত বাক্য দ্বারা বকরি খাওয়ানোই মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে উক্ত বকরি দ্বারা পাকানো বিরিয়ানি ধনীদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়। (১৫/৫৩০/৬১২৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٣٨ : نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل۔

📖 فيه أيضا ٣ / ٧٣٩ : (ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه شيء) لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية (فلا يصح) (إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف ... وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة۔

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣/ ٣١٤ : وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفار، ولهم أخذها، وفيه أجر۔

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٢ / ٥٦٠ : الجواب—اس روایت سے معلوم ہوا کہ بقدر اغنیاء کے نذر منعقد نہیں ہوئی اور بقدر فقراء منعقد ہو گئی اور فقراء کو کھلانا ضروری ہو گا اور اغنیاء نے اگر کھایا تو دیکھنا چاہئے کہ اس نے بقدر حصہ فقراء پکوایا ہے یا زیادہ، پہلی صورت میں اغنیاء کو کھلانا درست نہیں دوسری صورت میں درست ہے۔

মসজিদের নামে মান্নতকৃত বস্তু মসজিদে ব্যয় করতে হবে

প্রশ্ন : প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে মসজিদে জনগণ এক পোয়া, আধা সের, এক সের চাউল বা কিছু টাকা-পয়সা মান্নত হিসেবে দেয়। ওই চাউল-টাকা-পয়সা মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে

উত্তর : মসজিদের জন্য কোনো জিনিস মান্নত করা হলে তা শরয়ী মান্নত হিসেবে গণ্য হয় না, বরং দানের নিয়্যাত বলে বিবেচিত হয়, যা পূরণ করা উত্তম। এ ধরনের দানের টাকা-পয়সা বা যেকোনো বস্তু মসজিদের কাজে লাগানো মসজিদে ব্যয় করা জরুরি। পক্ষান্তরে মসজিদ ছাড়া অন্য মান্নতের বস্তু মসজিদে ব্যয় করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বস্তু, টাকা-পয়সা মসজিদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা হলে তা মসজিদের কাজেই লাগাতে হবে। (১০/৮৯০/৩৩৬৮)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٤ : واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلاثة كون المنذور ليس بمعصية وكونه من جنسه واجب وكون الواجب مقصودا لنفسه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٢ / ٢٥٣ : جواب—اگر مسجد میں دینے کا ارادہ کیا تھا اور پھر نہ دیا تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر بطور نذر کے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا تو ادا کرنا واجب ہے۔

উদ্দেশ্য পূরণ হলে মসজিদে কোনো কিছু দেওয়ার মান্নত

প্রশ্ন : কেউ যদি এরূপ বলে যে আমার ছেলে বিদেশে যেতে পারলে বা আমার অসুস্থ ছেলে সুস্থ হলে অথবা গাছের ফল ভালো থাকলে এ পরিমাণ টাকা বা ফল আমি মসজিদে দেব। এটা কি মান্নত হবে? এবং এ ধরনের সম্পদ মসজিদ ফান্ডে ব্যয় করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মান্নত শুদ্ধ না হলেও মান্নতকৃত বস্তু মসজিদ ফান্ডে ব্যয়ের জন্য দান হিসেবে দিয়ে দেওয়া সমীচীন। (১৪/১৩০/৫৫৬২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٧٣٥ : وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء، والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته.

Scanned by CamScanner

মুসল্লিদের খাওয়ানোর মান্নত করলে কখন ধনী-গরিব সবাই খেতে পারবে

প্রশ্ন : অনেক সময় গ্রামের লোকেরা মসজিদের মুসল্লিদের জন্য মান্নত করে যে আমার অমুক উদ্দেশ্য পুরা হলে খাওয়াব বা গাছের ফল-ফলাদি মানে। মান্নতকৃত এসব জিনিস খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের সব মুসল্লিকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে মান্নত করলে কমপক্ষে ১০ জন গরিব মুসল্লিকে খাওয়ানো ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ পরিমাণ ওয়াজিব পুরা করার পরও ধনী মুসল্লিদের খাওয়ানো হলে ধনীদের জন্য তা খাওয়া জায়েয হবে বিধায় ধনী-গরিব মুসল্লি উভয়েই খেতে পারবে। (৬/৭৪৪/১৪০২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٨ : وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل-

📖 فيه أيضا ٣/ ٧٤٢ : (قال علي نذر ولم يزد عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧٤٢ : (قوله كالفطرة) أي لكل مسكين نصف صاع بر وكذا لو قال: لله علي إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال: لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند أبي حنيفة فتح-

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥/ ٤٨٩ : سوال-زید نے منت مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو بیس مصلی کو کھانا کھلاؤں گا اب کام ہونے پر بیس مصلی کو کھلانا خواہ مصلی امیر ہو یا غریب درست ہے یا نہیں؟...

الجواب-بقدر حصہ اغنیاء نذر منعقد ہی نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں اور اگر اغنیاء کو کھلایا تو یہ اس لئے جائز ہے کہ ان کے حق میں یہ بعام نذر کا نہیں... ... بقدر حصہ فقراء نذر صحیح ہے اور اس کا ایفاء واجب ہے اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں، صورت سوال میں اغنیاء اور فقراء کا مجموعہ بیس ہیں ان میں سے عدد فقراء مجہول ہے اور جہالت عدد کی صورت میں دس فقراء کا بعام واجب ہوتا ہے-

Scanned by CamScanner

মসজিদে আসা মান্নতের হকদার কে এবং মসজিদে ব্যয় হলে করণীয়

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য কোনো মান্নত, সদকা গ্রহণ করতে পারবে কি না? তা কার হক? কোথায় দেবে? ইমাম-মুয়াজ্জিন গরিব হলে গ্রহণ করতে পারবে কি না? আর মসজিদের কাজে লাগিয়ে থাকলে এখন করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদের জন্য কোনো মান্নত ও ওয়াজিব সদকা গ্রহণ করতে পারবে না। তা একমাত্র গরিবদের হক, তাদের দিতে হবে। আর যদি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন ফেতরা ও যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয় এবং মান্নতকারী তাঁদের দেওয়ার উদ্দেশ্যে মান্নত করে তাহলে খেতে পারবেন। আর যদি মসজিদের কাজে ব্যয় করে থাকে তাহলে জানার পর ওই পরিমাণ অর্থ গরিবদের সদকা করে দেওয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের ওপর জরুরি। (১৪/৩৮৮/৫৬১৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۳۳۹ : وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۳٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۳٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۷۳۸ : وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل.

দানবাক্স ও মান্নতের টাকায় ইমামের বেতন প্রদান

প্রশ্ন : মসজিদের দানবক্সের টাকা (যেমন মান্নতের টাকা মোমবাতির জন্য দেওয়া টাকা) দিয়ে ইমাম সাহেবের বেতন দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের সাধারণ ফান্ডে জমাকৃত টাকা ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন ও মসজিদের সব কাজে ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু নির্দিষ্ট খাতে যেমন মোমবাতি ইত্যাদির জন্য প্রদত্ত টাকা নির্দিষ্ট খাতেই ব্যয় করা জরুরি। দাতার অনুমতি ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করার অনুমতি নেই।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, মসজিদের দানবক্সের টাকা ও মান্নতের টাকার নির্দিষ্ট খাত জানা না থাকলে মসজিদের সাধারণ ফান্ডে ব্যবহার হবে। (৬/১০৭/১১০২)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٧٣٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۷۴ : سوال-موم بتی وغیرہ جو ضروریات مسجد سے زیادہ ہو جائے اس کو فروخت کر کے دوسرا کام جیسے مسجد کے امام کی تنخواہ مؤذن کی تنخواہ مسجد کی چٹائی وغیرہ میں لگانا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہ کام خلاف مقصود واقف ہیں، کیونکہ واقف نے صرف جلنے کے لئے دیا ہے؟.... ...
الجواب-جو شخص موم بتی مسجد کے لئے دے اس سے دریافت کر لیا جائے کہ اگر مسجد کی ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کر کے مسجد کی دیگر ضروریات میں صرف کرنے کی اجازت ہے، وہ جب اجازت دیدے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔

মাজারের টাকা, গরু, ছাগল ও তবারুক ইত্যাদির হুকুম

প্রশ্ন : ১. মাজারের টাকা, গরু-ছাগলের মালিক কে হবে? উক্ত সম্পদের হুকুম কী? এটা মাজার কর্তৃপক্ষ, খাদেমসহ যে কারো জন্য হালাল না হারাম? এ সম্পদগুলো কোন কোন কাজে ব্যয় করা যাবে?

২. মাজারে দেওয়া গরু-ছাগল, টাকা থেকে মাজারসংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন দেওয়া যাবে কি না? এবং তাদের জন্য এ রকম টাকা গ্রহণ করতে শরীয়ত কর্তৃক কোনো বাধা আছে কি না?

৩. মাজারে দেওয়া গরু-ছাগল দ্বারা তবারুক নামে তৈরি খিচুড়ি খাওয়া হালাল কি না?

উত্তর : ১. মাজারওয়ালার সম্মানার্থে তার সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে টাকা-পয়সা, মিষ্টি, গরু-ছাগল যা কিছু দেওয়া হয়, নযর ও মান্নতের নিয়্যাতেই হোক বা এমনিতেই হোক-সবগুলো গায়রুল্লাহর নামে বরাদ্দ ও উৎসর্গ। এমন বস্তুকে কোরআনের ভাষায় গায়রুল্লাহর নামে কুরবানী/মান্নত বলা হয়েছে–এগুলো সব সুস্পষ্ট হারাম বস্তু। ওই হারাম টাকা আসল মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় হারাম সম্পদের ন্যায় গরিব-মিসকীনকে মালিকের পক্ষ হতে সদকা করে দিতে হবে এবং গরু-

Scanned by CamScanner

ছাগলগুলো মাজারওয়ালার নিয়্যাতে তার সন্তুষ্টির মানসে জবাই করা হলে এ জন্তুগুলো হারাম, কারো জন্য খাওয়া জায়েয হবে না। এ জন্তু দ্বারা খিচুড়ি পাকিয়ে তবারুক নামে বণ্টন করা নামে হারাম খাওয়ানোর গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র।

প্রশ্নের বিবরণে টাকা, গরু-ছাগলের মালিক হবে দাতাগণ নিজেই। তাদের সন্ধান না পাওয়া গেলে গরিব ও মিসকীন। মাজার কর্তৃপক্ষ ও খাদেমদের মধ্যে যারা যাকাত খেতে পারে না, এমন কেউ এগুলো গ্রহণ করতে পারবে না।

২. মাজারসংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও কর্মচারীদের বেতন হিসেবে আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হারাম।

৩. মাজারের দেওয়া গরু-ছাগল দ্বারা তবারুক নামে তৈরি খিচুড়ি খাওয়া হালাল নয়। বরং হালালের নামে হারাম খাওয়ানোর ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। (১৭/১৮২/৬৯৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه (قوله تقربا إليهم) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

ومنه أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، اللَّهُمَّ إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم،

Scanned by CamScanner

ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء، ويقطع النظر عن نذر الشيخ بحر ملخصا عن شرح العلامة قاسم (قوله ما لم يقصدوا إلخ) أي بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر، ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر سابقا ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها۔

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٨/ ٣٠٨ : وفي التتمة رجل ذبح للضيف شاة فذكر اسم الله عليها فقال: يحل أكله ولو ذبح لأجل قدوم الأمير أو قدوم واحد من العظماء وذكر اسم الله يحرم أكله لأنه ذبحها لأجله تعظيما له -

📖 فتاوی رشیدیہ ص۱۳۸

📖 فیہ ایضاص۵۰۵

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل ۳/ ۱۷۱

মাজারের নামে মান্নত অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করল, যদি আমি পরীক্ষায় পাস করি কিংবা রোগমুক্ত হই তাহলে আমি হাইকোর্ট মাজারে একটি খাসি জবাই করে শিন্নি দেব অথবা ৫০০ টাকা মাজারে দেব। এরূপ মান্নত শুদ্ধ হবে কি না? হলে তার মান্নত ওই নির্ধারিত স্থানে পুরা করতে হবে কি না? আর গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির মান্নত শরীয়ত মতে শুদ্ধ হয়নি। তাই পরীক্ষায় পাস বা রোগমুক্ত হলেও ওই মান্নত আদায় করতে হবে না, বরং করলে গোনাহ হবে। কারণ মান্নত অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় একটি ইবাদত, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য হতে হবে। আর তার পদ্ধতি হবে আল্লাহ তা'আলার নামে মান্নত করে তা গরিব-মিসকীনকে দিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ বৈধ নয়। (১/২১৯)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٩٢ (١٦٤١) : فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد».

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه (قوله تقربا إليهم) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

দরগাহ ও পীরের নামে মান্নত করা ও তা খাওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : কোনো পীর, আস্তানা বা দরগাহ শরীফের নামে কোনো কিছু মান্নত করা যাবে কি না? এসব খাদ্যদ্রব্য খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : কোনো পীর বা দরগাহের নামে মান্নত করা অবৈধ। এরূপ মান্নতের খাদ্যদ্রব্য খাওয়াও সম্পূর্ণ নাজায়েয। (৪/২২৬/৬১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه (قوله تقربا إليهم) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٣٩١ : الجواب - غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور حرام ہے اس کا کھانا ہرگز جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মান্নতের রোযা রাখা বৈধ

প্রশ্ন : বিনীত নিবেদন এই যে যদি কোনো ব্যক্তি শাওয়াল মাসে মান্নত করে বলে, আমার অমুক কাজ সমাধা হলে আমি শা'বান মাসে শবে বরাতের সময় তিনটি রোযা রাখব। এরপর ওই কাজ সমাধা হওয়ার কারণে যদি ওই শাওয়াল মাসেই তিনটি রোযা রাখে তাহলে উক্ত মান্নত আদায় হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোনো কাজের সমাধার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখার মান্নত করলে ওই কাজ সমাধা হওয়ার পর যেকোনো সময় মান্নতের নিয়্যাতে রোযা রাখা সহীহ হয়। নির্দিষ্ট সময় আসার অপেক্ষা করতে হয় না। (৯/৩৯৫/২৬৬১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٣٦ : (والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز، وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين.

মান্নতের রোযার সাথে নফলের নিয়্যাত

প্রশ্ন : যদি কেউ মান্নতের রোযার সাথে নফলের নিয়্যাতও করে তাহলে ওই নিয়্যাত অনুযায়ী রোযা হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মান্নতের রোযার নিয়্যাতের সাথে নফল রোযার নিয়্যাত করলেও মান্নতের রোযা আদায় হয়।(৯/৩৯৫/২৬৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩٦ : وإن نوى النذر المعين والتطوع ليلا أو نهارا أو نوى النذر المعين، وكفارة من الليل يقع عن النذر المعين بالإجماع كذا في السراج الوهاج.

Scanned by CamScanner

মেয়েরা মান্নতের নামায মসজিদে না গিয়ে ঘরেই আদায় করবে

প্রশ্ন : একটি মসজিদ আছে যেখানে মেয়েরা গিয়ে নামায পড়ার জন্য মান্নত করে, দূর-দূরান্ত থেকে এসে মান্নতের নামায আদায় করে। তাই দুটি প্রশ্নের সমাধান চাই,

এক. মেয়েদের এ রকম দূর-দূরান্ত থেকে এসে মান্নতের নামায আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

দুই. এ রকম কোনো বিশেষ মসজিদে মেয়েরা নামায পড়ার মান্নত করলে সেই মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ওয়াজিব হবে কি না?

দলিলসহ বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : কোনো বিশেষ মসজিদে নামায পড়ার মান্নত করলে সেই মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ওয়াজিব নয় এবং মেয়েদের জন্য মান্নতকৃত নামায আদায় করার জন্য কোনো মসজিদে আসা বৈধ নয়। বরং মেয়েরা মান্নতকৃত নামায নিজ গৃহে পড়ে নিলেই মান্নত আদায় হয়ে যাবে। (১৭/৮০৯/৭৩৫০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٦٥ : اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - له أن يصوم في أي موضع شاء كذا في السراج الوهاج.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۸۰ : الجواب-نذر میں کسی زمان یامکان یافقیر کی تعیین کی تو یہ تعیین ناذر پر لازم نہیں ہوتی۔

মান্নত পূরণার্থে মহিলা ও অমুসলিমের মসজিদে গমন

প্রশ্ন : মহিলাগণ দিবা-রাত্রি কোনো নির্দিষ্ট মসজিদে গিয়ে ২-৪ রাক'আত নামায পড়া ও ওই মসজিদের জন্য টাকা মান্নত করা, নিজে গিয়ে মান্নতের টাকা মসজিদের দান বাক্স দেওয়া, ওই মসজিদকে গায়েবি মসজিদ বলা সেখানে মহিলারা গিয়ে আগরবাতি জালানো ও চুনা লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এবং হিন্দুদের জন্য মসজিদে এসব কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের নামাযের স্থান তাদের গৃহের অন্দর মহল, পক্ষান্তরে পুরুষের নামাযের স্থান মসজিদ। পুরুষের জন্য বিশেষ কোনো ওজর ছাড়া ঘরে নামায পড়া যেমন গোনাহ, মহিলাদের জন্য ঘর ছেড়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়াও অনুরূপ গোনাহ। আর কোনো মহিলার জন্য নির্দিষ্ট মসজিদে গিয়ে নামায পড়া, বাতি জ্বালানো, চুনা লাগানোর মান্নত করা সবই কুপ্রথা ও ভ্রান্ত আক্বিদার পর্যায়ভুক্ত। তাই ঈমানদার মুসলিম মহিলার জন্য এসব কাজ পরিহারযোগ্য। হিন্দু-মুসলিম যেই হোক না কেন তাদের এসব কুপ্রথা থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের ঈমানী দায়িত্ব। (১৭/৮৭৭/৭৩৬০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 البناية (دارالفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذلك -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١/٢٥٠-٢٥١ : سوال غير الله کی نذر کرنا اور منت ماننا کیسا ہے؟

جواب- غير الله کی نذر کرنا اور منت ماننا حرام ہے-

গায়েবী মসজিদে (!) নামাযের মান্নত

প্রশ্ন : মসজিদে হারামাঈন ছাড়া অন্য যেকোনো মসজিদকে গায়েবী মসজিদ বলে বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মসজিদে এসে নামায পড়ার মান্নত করলে সেই মান্নত পুরা করার জন্য মহিলারা পর্দাসহ/বেপর্দা আসা বৈধ কি না? এবং সেই মান্নতকৃত নামায কোথায় আদায় করবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামের শুরু যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ফেতনার কারণে এ হুকুমে পরিবর্তন আসে। সুতরাং ফরয কিংবা নফল কোনো নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে গমন পর্দার সাথে হলেও বৈধ নয়। বরং তাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই নিরাপদ এবং জরুরি। তাই মহিলাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদে তাদের জন্য পৃথক নামাযের ব্যবস্থাপনা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে কেউ এমন পদক্ষেপ নিলে সে গোনাহগার হবে। সে ক্ষেত্রে ইমাম, খতীব ও সকল মুসল্লি মিলে তাদেরকে শরীয়তের বিধান বুঝিয়ে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে হবে। তাই এ ধরনের মান্নত পুরা করার জন্য মহিলাদের নিজ গৃহে নামায আদায়ই যথেষ্ট। মসজিদে আসা নিষ্প্রয়োজন। (১৯/২৪৫/৮১২০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٣٦ : (والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣ : (قوله أو نذر إلخ) كما لو نذر صلاة بمسجد مكة فأداها في القدس مثلا أو في غيره من المساجد جاز لأن المقصود من الصلاة القربة وهي حاصلة في أي مكان، وتقدم قبيل باب الوتر أفضل الأماكن.

পীর, মাজার ও দেবতার নামে উৎসর্গকৃত বস্তুর হুকুম

প্রশ্ন : ক. যে সমস্ত মাজারে অশ্লীল অবৈধ ও বিদ'আত ইত্যাদির মতো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ চলে সে সমস্ত মাজারের হাঁস, মুরগি, মোমবাতি ইত্যাদি চুরি করে এনে নিজের ব্যবহার করা বা মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া জায়েয হবে কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

খ. আমাদের এলাকার হিন্দুরা বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে লোকালয়ের বাইরে একটি বটবৃক্ষের নিচে গিয়ে কিছু সময় পূজা করে আসার সময় তাদের প্রতিমার নামে অনেক ধরনের ফল-ফ্রুট ও মিষ্টিজাতীয় খাবার ফেলে দিয়ে আসে। জানার বিষয় হলো, মুসলমানদের জন্য এগুলো খাওয়া জায়েয হবে কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোনো ব্যক্তির নামে, মাজার-দরগাহে বা দেবতার নামে টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো বস্তু মান্নত করে দেওয়ার দ্বারা তা দাতার মালিকানা থেকে বের হয় না। তদুপরি এ মান্নতকৃত বস্তুগুলো অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মতানুসারে وما أهل لغير الله এর অন্তর্ভুক্তও বটে। সুতরাং তা অন্য লোক দূরের কথা, তাওবা ও নিয়্যাত পরিবর্তন করা ছাড়া খোদ মান্নতকারীর জন্যও হালাল থাকে না। হ্যাঁ, মান্নতকারী এ কাজ হতে তাওবা করে নিয়্যাত পরিবর্তন করে নিলে সে নিজে এবং তার অনুমতিক্রমে যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে। (১২/৭৭০/৫০৬৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩ : (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنه أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، اللَّهُمَّ إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم، ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۹۱ : سوال–اگر کسی نے قرآن کریم یا کوئی کتاب نذر غیر اللہ کے طور پر دی تو اس کی خرید وفروخت اور مطالعہ ودرس وغیرہ کا استفادہ جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب—ایسی کتاب سے کسی قسم کے استفادہ جائز نہیں، منذور لغیر اللہ غیر حیوان بھی بعلت تقرب الی غیر اللہ ما اهل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے یعنی حرمت حیوان بلاواسطہ مدلول نص ہے اور حرمت غیر حیوان مدلول نص بواسطہ قیاس ہے۔

মাদরাসায় জন্তু দেওয়ার মান্নত করে টাকা দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মান্নত করল, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি গরু বা ছাগল মাদরাসায় দেব। এখন ছাগল বা গরু মাদরাসায় না দিয়ে তার মূল্য সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দিল। সরাসরি ছাগল বা গরু দেওয়ার তুলনায় টাকা দিলে মাদরাসার অধিক লাভ হয়, তার মান্নত আদায় হবে কি?

উত্তর : গরু বা ছাগল খাওয়ানোর মান্নত করলে মান্নত আদায়ের জন্য শর্ত আল্লাহর নামে জবাই করা। অন্যথায় শুধু জন্তু দেওয়ার মান্নত করলে জন্তুর স্থলে মূল্য দিলেও আদায় হবে। (৯/৭১৫/২৮৩৯)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۷٤۱ : (نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدقه بثمنه.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۴۲ : الجواب—اگر نذر ذبح حیوان کی تھی تو ذبح ہی واجب ہے تصدق قیمت کافی نہیں اور اگر ذبح کی نیت نہ تھی تو تصدق قیمت بھی کافی ہے۔

গরু-ছাগল দেওয়ার মান্নত করলে কোন ধরনের দিতে হবে

প্রশ্ন : যদি কেউ মান্নত করে যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি গরু বা ছাগল মাদরাসায় দেব। তখন তার জন্য কোন ধরনের গরু-ছাগল মাদরাসায় দিলে তার মান্নত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি কেউ অনির্দিষ্ট মান্নত তথা গরু বা ছাগলের মান্নত করে তাহলে কুরবানী করার উপযোগী যেকোনো গরু বা ছাগল সদকা করলে মান্নত আদায় হয়ে যাবে। (৯/৭১৫/২৮৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٨٩ : ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة، وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء" والقياس أن يلزمه التصدق بالكل، وبه قال زفر رحمه الله لعموم اسم المال كما في الوصية.

وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣ / ٢٧ : الجواب–اگر نذر میں کوئی خاص جانور معین نہیں کیا تو قواعد سے قربانی کے موافق جانور دینا ضروری ہوگا یعنی بکری ایک سال کی اور گائے وغیرہ دو سال کی، لانہ هو المعهود فی الشرع۔

মান্নতের জন্তুতে কুরবানীর প্রাণীর শর্ত কখন প্রযোজ্য হবে

প্রশ্ন : মান্নতের জন্তুর মধ্যে কুরবানীর প্রাণীর জন্য যে সমস্ত শর্ত ওই সমস্ত শর্ত পাওয়া কি জরুরি?

উত্তর : অনির্দিষ্ট যেকোনো একটি জন্তু জবাই করে দেওয়ার নিয়্যাত করলে ওই জন্তুতে কুরবানী সহীহ হওয়ার সব শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি। (৯/৭১৫/২৮৩৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٤٠ : (ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٤٠ : (قوله ووجهه لا يخفى) هو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهدايا ط.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٠٤ : الجواب–گائے و بکری وغیرہ کی نذر اسی وجہ سے صحیح ہے کہ ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے لہذا شرائط قربانی کا پایا جانا نذر مطلق میں ضروری ہے، البتہ نذر معین جس کی کرے وہی متعین ہوے۔

মান্নতের ছাগলের বয়স

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করল যে আমার যদি ওই কাজ উদ্ধার হয় তাহলে আমি একটি ছাগল মাদরাসায় দেব। এখন উক্ত ছাগলের কোনো বয়স শর্ত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অনির্দিষ্টভাবে যদি কেউ কোনো ছাগলের মান্নত করে, তাহলে ওই ছাগলের বয়স কুরবানীর পশুর ন্যায় হতে হবে, অর্থাৎ কমপক্ষে ১ বছর হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। (৪/৪১২/৭৬৭)

📖 كفايت المفتی (امدادیہ) ۳/ ۲۰۶ : سوال-قربانی اور عقیقہ کی طرح نذر کے جانوروں میں عمر وغیرہ کی قیود وشروط ہیں یا نہیں؟

الجواب-ہاں نذر کے جانور کے لئے بھی وہی شروط ہیں اور عمر معتبر ہے جو قربانی کے جانور کے لئے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۱۰۶ : الجواب-اس صورت میں جبکہ نذر اور منت مانی گئی تو بکرا ایک برس کا اور گائے دو برس کی ہونی چاہیے مثل قربانی کے۔

মান্নতের জন্তুর গুণ-মান অনির্দিষ্ট থাকলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি একটি জন্তু, যার প্রকার নির্দিষ্ট; কিন্তু গুণ অনির্দিষ্ট সদকা করার মান্নত করে, তবে তাতে কুরবানীর জন্তুর সমস্ত শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক কি না?

উত্তর : মান্নতের পশুতে শুধু প্রকার নির্দিষ্ট করে গুণ অনির্দিষ্ট থাকলেও তাতে কুরবানীর শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া আবশ্যকীয়। (১১/৫৯১/৩৬৬৮)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢ / ١٢٩ : ولو قال لله على أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز.

📖 فتاوی دار العلوم (فتاوی دار العلوم) ۱۲ / ۱۶۰ : نذر کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط ہونا چاہئے، ولو قال لله على أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز اھ ووجهه لا يخفى (در مختار) قوله ووجهه لا يخفى هو أن السبع تقوم مقامه فى الضحايا والهدايا، اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نذر کو اضحیہ وہدی پر قیاس کیا جاتا ہے۔

'সন্তান সুস্থ হলে গরু কেটে খাওয়াব' বললে মান্নত হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বলেছেন, যদি আমার সন্তান সুস্থ হয় তাহলে গরু কেটে খাওয়াব। আল্লাহর রহমতে সন্তান সুস্থ হয়েছে। শরীয়ত অনুযায়ী এটা মান্নত হবে কি না? উক্ত গরুর গোশত ধনী ব্যক্তি ও মান্নতকারীর পরিবার খেতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তি "যদি আমার সন্তান সুস্থ হয় তাহলে গরু কেটে খাওয়াব" দ্বারা মান্নত হয়েছে এবং তার জন্য এ মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। মান্নতের গোশত ধনী ব্যক্তি ও মান্নতকারীর পরিবার-পরিজন খেতে পারবে না। (১৯/৫০৭/৮২৯৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٣٧ : (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٦٥ : قال: إن علق النذر بشرط يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة كذا في المبسوط. ويلزمه عين ما سمى كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٦٨ : وكذلك لو أوجب على نفسه أن يتصدق بها لا يأكل منها إذا ذبحها بعد وقتها أو في وقتها فهو سواء.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٢١ : ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۵۴۸ : جواب—ایسے نذر اور منت کی اور جو شیٔ ہو اس میں سے کھانا حرام ہے اور کسی غنی کو نہ دینا چاہئے اور نہ نذر کنندہ کے ماں باپ اور بیٹا بیٹی کو اس میں سے کھانا درست ہے۔

সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত

প্রশ্ন : যদি কেউ তার শিশুসন্তানকে কওমী মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত করে তাহলে কি তার জন্য উক্ত মান্নত পুরা করা জরুরি? পুরা করা না হলে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : নিজ সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত পুরা করা ওয়াজিব নয় এবং পুরা না করলে কোনো কাফ্ফারাও দিতে হবে না। তবে নিজ সন্তানকে ধর্মীয় জ্ঞান শিখানো পিতা-মাতার ঈমানী দায়িত্ব। তাই উল্লিখিত মান্নত পুরা করা ওয়াজিব না হলেও তা পুরা করা উচিত। (১৮/২২৩/৭৫৫১)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٠٢ : سوال—زید نے یہ منت مانی تھی کہ اگر لڑکا مولوی میرے کفو کامل جاوے گا تو میں منت مانتا ہوں کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو علم دین پڑھاؤں گا، وعظ پند کے واسطے چھوڑ دوں گا اور لڑکی پیدا ہوئی تو عالم سے اپنے کفو کے نکاح کردوں گا، میری قوم میں لڑکا مولوی نہیں ملتا، عمر ٢٠ یا ٢٢ برس کی ہو، اب کیا کروں؟

الجواب—یہ منت شرعا صحیح نہیں ہوئی پس اپنی دختر کا نکاح جہاں مناسب سمجھے اور جس لڑکے کو لائق دیکھے کردے، منت کا کچھ خیال نہ کرے۔

‘ওর জান ভিক্ষা দাও, বদলায় একটি জান কুরবানী করব’ বললে মান্নত হবে

প্রশ্ন : আল্লাহ! আমার এই গাভিটার জান ভিক্ষা দিয়ে দাও, ওর বদলায় আমি একটা জান কুরবানী করিয়া দেব–এর দ্বারা মান্নত হয়েছে কি না? এখন করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় গাভি যদি রোগমুক্ত হয়ে বেঁচে যায়, তবে ওই ব্যক্তির ওপর কুরবানীর উপযুক্ত যেকোনো একটি জন্তু কুরবানী করে তার গোশত সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (১/৩৩৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٣٧ : (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب).

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ / ٨٥ : وإذا أوجب على نفسه الهدي فهو بالخيار بين الأشياء الثلاثة: إن شاء أهدي شاة، وإن شاء بقرة،

Scanned by CamScanner

وإن شاء إبلا وأفضلها أعظمها، لأن اسم الهدي يقع على كل واحد منهم-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲ / ۱۱۸ : سوال— عوام وخواص میں دستور ہے کہ بیمار کی صحت کی غرض سے بکرا ذبح کرتے ہیں اور بظاہر ان کی نیت فدیہ کی ہوتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے-

মৃতের পক্ষ থেকে জীবিতের মান্নত পূরণ করা

প্রশ্ন : আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার খুব অসুখ হতো, তাই আমার মা মান্নত করলেন যে আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে সুস্থ করে তাহলে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি ছাগল সদকা করব ও আমার এই ছেলেকে (তোমার রাস্তায় দেব) অর্থাৎ মাদরাসায় পড়াব। আমার মা উক্ত মান্নত পুরা করার আগেই ইন্তেকাল করেছেন। পরবর্তীতে আমার বড় ভাই আমার নামে একটা ছাগল সদকা করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আমার মায়ের মান্নতের ছাগল বড় ভাই আদায় করছেন তা শুদ্ধ হবে কি না? এবং আমার মা যে মান্নত করেছিলেন আমাকে মাদরাসায় পড়াবেন, এখন মায়ের অবর্তমানে বড় ভাইয়েরা আমাকে মাদরাসায় পড়াচ্ছেন না, অধিকন্তু তাঁরা এতে সামর্থ্যও রাখেন না। তাই হুজুর সমীপে আমার আরজ এই যে উক্ত মান্নতের হুকুম শরীয়তের দৃষ্টিতে কী হবে?

উত্তর : আপনার মা মৃত্যুবরণ করার পূর্বে যেহেতু আপনি সুস্থ হয়েছেন, তাই ওই মান্নত তিনি নিজেই আদায় করা অথবা অসিয়ত করে যাওয়া তার দায়িত্ব ছিল। যখন কোনোটিই হয়নি, এমতাবস্থায় আপনার ভাইয়ের আদায় করার দ্বারা আপনার মার পক্ষে ইনশাআল্লাহ আদায় হবে। মাদরাসায় পড়তে পারলে ভালো, নচেৎ প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। (১/৪২০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٣٣٤ : والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا فينزل عند الصحة فيجب الكل ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء-

📖 الدرالمختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به

Scanned by CamScanner

تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر)-

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٢٥-٤٢٤ : (وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار-

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ٧١ : طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه، وما وراء ذلك ليس لفرض، فإن تعلمها فهو الأفضل، وإن تركها فلا إثم عليه-

আল্লাহর ওয়াস্তে গরু ছেড়ে দেওয়া ও তার বিধান

প্রশ্ন : কয়েক মাস পূর্বে জনৈক ব্যক্তি নিজস্ব পালের একটি গরু তার গ্রামের মসজিদ ও মক্তব কমিটির সম্মুখে (একই কমিটি) শুক্রবার দিন জুমু'আর নামাযের পর আল্লাহর ওয়াস্তে বলে ছেড়ে দেন, যা অত্র এলাকার সর্বসাধারণের ফসল খেয়ে আসছে। বর্তমানে তা বিক্রি করার প্রস্তাব হলে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উক্ত কমিটির লোকজন সেই গরুটি বিক্রি করেন এবং সেই সমুদয় টাকা কমিটির ক্যাশিয়ারের নিকট জমা রাখেন।

এখন প্রশ্ন হলো :

১. এই নিয়মে গরু ছাড়া জায়েয কি না?
২. উক্ত গরু বিক্রীত টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?
৩. উক্ত টাকা মক্তবের কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে কি না?
৪. উক্ত টাকা এলাকার রাস্তা বা সেতু তৈরির কাজে ব্যয় করা যাবে কি না?
৫. এ ধরনের গরুর মূল্য ধার্য করে এলাকাবাসী গোশত খেতে পারবে কি না?
৬. উক্ত টাকা গরিব মানুষের মেয়ের বিবাহ বা গরিবের মধ্যে বণ্টন করা যাবে কি না?
৭. উক্ত টাকা যদি একাধিক খাতে ব্যবহার করা যায় তবে খাতের অংশ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হয়।

অতএব, উক্ত বিবরণ অনুযায়ী শরীয়াহসম্মত ফাতওয়া দিলে এলাকাবাসী উপকৃত হবে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গরু ছেড়ে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়, বরং গোনাহের কাজ। আরবের অমুসলিমগণ এ কাজ করত। কোরআনে কারীমে তার সমালোচনা করা হয়েছে। এভাবে গরু ছেড়ে দেওয়ার দরুন ওই গরুর মালিকানা চলে যায়নি, তাই ওই গরু মানুষের যে ক্ষতি করেছে ক্ষেত্রবিশেষ গরুর মালিক তার জন্য দায়ী থাকবে। বর্তমানে গরুর মালিক ওই গরু নিজের নিকটও রাখতে পারবে, বিক্রিও করতে পারবে, মসজিদ-মক্তবেও দিতে পারবে। (২/৩৭)

Scanned by CamScanner

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ٣/ ٢١٣ : وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون، ومال إليه ابن العربي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:] من أعتق سائبة فولاؤه له [وبقوله:] إنما الولاء لمن أعتق [. فنفى أن يكون الولاء لغير معتق، واحتجوا بقوله تعالى:" ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. " وبالحديث] لا سائبة في الإسلام [وبما رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رجل لعبد الله: إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب الجاهلية، أنت وارثه وولي نعمته.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٦١٢ : أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو كرم إن سائقا ضمن ما أتلف وإلا لا، وقيل يضمن وتمامه في البزازية اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦١٢ : أقول: ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه، وأما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر اهـ(قوله وتمامه في البزازية) من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك، إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب، لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار.

গরু-বাছুর ছেড়ে দেওয়ার প্রথা অবৈধ

প্রশ্ন : আজকাল আমাদের দেশে কোনো মান্নত ব্যতীত গরু-বাছুর ছেড়ে দেয়, নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানায় না। বরং ওই গরু-বাছুর মাঠে মাঠে চড়ে ঘাস খায় এবং যেখানে-সেখানে থাকে, তার নির্দিষ্ট কোনো মালিক থাকে না। এ ধরনের গরু বিক্রি করে তার মূল্য মসজিদ-মাদরাসার কাজে খরচ করা যাবে কি না? যদি তার মান্নত পূরণ করার জন্য মালিক কাউকে অর্পণ করা ব্যতীত এমনিতেই আল্লাহর ওয়াস্তে ছেড়ে দেয়, তবে ওই গরু-ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে মসজিদ-মাদরাসার নির্মাণকাজে খরচ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : এরূপ গরু ছেড়ে দেওয়ার কোনো বিধান শরীয়তে নেই। এ গরুর ওপর মালিকের মালিকানা বহাল রয়েছে, তাই সে ইচ্ছা করলে মসজিদ-মাদরাসায় দান করতে পারবে বা নিজের কাজে লাগাতে পারবে। (২/৭৭)

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ٣/ ٢١٣ : وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون، ومال إليه ابن العربي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:] من أعتق سائبة فولاؤه له [وبقوله:] إنما الولاء لمن أعتق [. فنفى أن يكون الولاء لغير معتق، واحتجوا بقوله تعالى:" ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. "وبالحديث] لا سائبة في الإسلام [وبما رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رجل لعبد الله: إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب الجاهلية، أنت وارثه وولي نعمته.

'গরুটি সুস্থ হলে কুরবানী করব' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির একটি গাভি ছিল। হঠাৎ গাভিটি রোগাক্রান্ত হয় তখন তার মালিক বলল, গরুটি সুস্থ হলে আমি কুরবানী করব। এ কথাটি কুরবানীর দিনসমূহের আগেকার কথা। গরুটি সুস্থ হয়েছে। এখন গরুটি কুরবানী করতে হবে কি না? এবং গরুটির গোশত মালিক খেতে পারবে কি না?

উত্তর : গরিব-ধনী উভয়েই প্রশ্নে বর্ণিত গাভিটি কুরবানী করতে হবে তবে ধনী লোক এটি ব্যতীত আলাদা নিজের কুরবানী আদায় করতে হবে। গরুটির গোশত মালিক খেতে পারবে না, এবং কোনো ধনী লোককেও দেওয়া যাবে না, শুধু গরিব-মিসকীনদের দান করে দিতে হবে। (১/৭১/৫২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٢٠ : (قوله ناذر لمعينة) قال في البدائع: أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به، بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة، أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اهوقد استفيد منه أن الجعل المذكور

Scanned by CamScanner

نذر وأن النذر بالواجب صحيح. واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله. وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا. واعلم أنه قال في البدائع: ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٠ : إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق-

সুস্থ হলে তাবলীগে যাওয়ার মান্নত করা

প্রশ্ন : আমি এই বলে মান্নত করেছি যে যদি আমার অবশ শরীর পূর্ণ ভালো হয় তাহলে আমি তবলীগে তিন চিল্লা দেব। প্রশ্ন হলো, এরূপ মান্নত সহীহ কি না? এবং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর: ঈমানী ও ইসলামী জিন্দেগীর জন্য বর্তমানে তাবলীগে কিছু সময় লাগানো আবশ্যক। তবে মান্নত হিসেবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়। (১/২০১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۱۹ : صحت نذر کے لئے یہ شرط ہے کہ منذور عبادت مقصودہ ہو تبلیغ عبادت مقصودہ نہیں اس لئے یہ نذر منعقد نہیں ہوئی، اس کا ایفاء واجب نہیں، جائز ہے۔

মান্নতের বস্তু যেকোনো মিসকীনকে দেওয়া যায় এবং নামায যেকোনো মসজিদে পড়া যায়

প্রশ্ন : আমি মান্নত করেছিলাম যে আমার এই অসুখ ভালো হয়ে গেলে এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা নিজ হাতে জবাই করে অমুক মিসকীনকে সদকা করব এবং তিন দিনের নিয়্যাতে তিনবার তাবলীগ জামাতে যাব এবং জামাতে থাকাকালীন সময়ে ১০০

Scanned by CamScanner

রাক'আত নফল নামায আদায় করব। পরে জানতে পারলাম তাবলীগ জামাতে যাওয়ার মান্নত পুরা করা ওয়াজিব নয়। তাই আরোগ্য লাভের পর আমি গ্রামের মসজিদে ১০০ রাক'আত নফল নামায আদায় করি এবং কবুতরের বাচ্চা জবাই করার পরিবর্তে এক জোড়া বাচ্চার মূল্য প্রথম মিসকীন মারা যাওয়ার কারণে অপর এক মিসকীনকে সদকা করি। এখন প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত কার্যকলাপের দ্বারা আমার মান্নতটি আদায় হলো কি না? নাকি পুনরায় যথাযথভাবে মান্নত পুরা করতে হবে? তাবলীগ জামাতে যাওয়ার মান্নত যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে উল্লিখিত মান্নতে এক সফরে ৯ দিন সময় লাগানো যাবে কি না? নাকি পৃথক পৃথকভাবে তিন দিন তিন দিন করে মোট ৯ দিন সময় লাগাতে হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মান্নত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত হলো মান্নতকৃত বস্তু ইবাদত হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের বস্তু ফরয বা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। তাই তাবলীগ জামাতে যাওয়ার মান্নত করলেও তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। আর নফল নামাযের মান্নত শুদ্ধ হবে। সুতরাং মান্নতকৃত ১০০ রাক'আত নামায যেকোনো স্থানে আদায় করা যাবে। অনুরূপ নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা লোককে সদকা করার মান্নত করলে তার সমপরিমাণ মূল্য অন্য কোনো গরিব লোককে দিয়ে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। অতএব আপনার আদায়কৃত নামায এবং সদকা দ্বারা মান্নত পুরা হয়ে গেছে, পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। (১০/৬১১/৩২৬৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصلاة، وهي لبث كالاعتكاف، ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد).

📖 فيه أيضا ٣ / ٧٤٠ : ولو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز.

Scanned by CamScanner

মান্নতের টাকা নির্দিষ্ট মাদরাসায় না দিয়ে অন্য মাদরাসায়ও দেওয়া যায়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে আল্লাহ পাক যদি আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমি অমুক মাদরাসায় ৫০ হাজার টাকা দেব। এখন রোগ ভালো হওয়ার পর এক মাওলানা বলেছেন যে উক্ত টাকাগুলো বিভিন্ন মাদরাসায় দিলে সাওয়াব বেশি হবে। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত মাদরাসাসহ বিভিন্ন মাদরাসায় টাকাগুলো দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মান্নত চাই শর্তবিহীন হোক বা শর্তযুক্ত হোক, তার জন্য কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয় না। বরং ওই জায়গা ব্যতীত অন্য জায়গায়ও ওই মান্নত পুরা করা যাবে। তাই উল্লিখিত প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী মান্নতের টাকা নির্দিষ্ট মাদরাসা ব্যতীত অন্য মাদরাসায়ও দেওয়া যাবে। (১/২৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٧٣ : والنذر غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير بخلاف المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٣٧ : (قوله فإنه لا يجوز تعجيله إلخ) لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل، أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء منها فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه فافهم.

মসজিদে দেওয়া মুরগি মসজিদসংশ্লিষ্ট কেউ ভোগ করতে পারবে না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদে আল্লাহর নামে মুরগি দান করল। ওই মুরগির বিনিময় মূল্য মসজিদে দান না করে কোনো ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেম, মোতাওয়াল্লী বা কেউ ভোগ করলে তা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উক্ত মুরগি বিক্রি করে তার মূল্য মসজিদের কাজে ব্যয় করতে হবে। কারো জন্য এই মুরগি ভোগ করা জায়েয হবে না। (৩/১৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۴۳ : جواب- مسجد کا بچاہوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کام میں نہیں لا سکتا۔

📖 فتاوی دار العلوم (فتاوی دار العلوم) ۱۲/ ۱۵۹ : جو اشیاء امام کے لئے ہے ان کو استعمال اور فرخت کر سکتا ہے اور جو اشیاء امام کے لئے نہیں مثلا تیل وغیرہ علاوہ ماکولات کے وہ اشیاء مسجد کی ہیں ان کو فروخت کر کے خود رکھنا درست نہیں ہے۔

হেফজ করানোর মান্নত করে সন্তানকে কিতাব বিভাগে দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : এক শিশুর কঠিন রোগ হওয়ার পর তার মা তাকে হেফজ পড়াবেন বলে নিয়্যাত করলেন, এরপর সে সুস্থ হয়ে যায়। উপযুক্ত বয়স হওয়ার পর তাকে হেফজ পড়তে দেওয়া হয়। কিন্তু চার-পাঁচ বছর হওয়ার পরও সে মাত্র ৬ পারা হেফজ করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয় যে হেফজ শেষ করতে গেলে হয়তো তার জন্য আলেম হওয়া সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় হেফজ বাদ দিয়ে তাকে কিতাবখানায় ভর্তি করিয়ে দিলে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : হেফজ বাদ দিয়ে কিতাবখানায় দেওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। (৪/১২৩/৬০৬)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٥١٤ (١٥٢٧) : عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك».

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٢/ ١٨ : حقيقة النذر التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عز وجل -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۶۱ : الجواب- نذر اپنے فعل کی منعقد ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے فعل کی لہذا یہ نذر بھی منعقد نہ ہوئی۔

Scanned by CamScanner

মান্নতের মাদরাসায় না পড়ে যেকোনো মাদরাসায় পড়তে পারবে

প্রশ্ন : দীর্ঘদিন যাবৎ আমার আম্মার কোনো সন্তান না হওয়ার দরুন তিনি এ বলে মান্নত করেন যে আমার কোনো সন্তান হলে তাকে ময়মনসিংহ বালিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করিয়ে আলেম বানাব। তার কিছুদিন পর আমি জন্মগ্রহণ করি। তারপর আমি মক্তব থেকে জামাতে শরহে বেকায়া পর্যন্ত সেখানে লেখাপড়া করি। কিন্তু এখন আমি হেদায়া থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত বাকি ক্লাসগুলো অন্য মাদরাসায় পড়তে চাই। এখন প্রশ্ন হলো, আমার আম্মার মান্নত সহীহ কি না? যদি সহীহ হয় তাহলে কি আমার জন্য বাকি জামাতগুলোও উক্ত মাদরাসায় পড়া জরুরি, না অন্য মাদরাসায় পড়ে নিলেই মান্নত আদায় হয়ে যাবে। যদি উক্ত মাদরাসাতেই পড়তে হয় তাহলে বাকি ক্লাসগুলো অপর মাদরাসায় পড়ে শুধু দাওরায়ে হাদীস উক্ত মাদরাসায় পড়ে নিলে চলবে কি না?

উত্তর : মান্নতকারী যে জিনিসের মান্নত করবে সে জিনিস মান্নতকারীকেই আঞ্জাম দিতে হয়। ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা সেই করবে। যেহেতু মান্নতকারী করতে পারবে না, তাই তার মান্নত শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হয়নি। ছেলের লেখাপড়া তার এখতিয়ারভুক্ত, যেকোনো প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারবে। এর সাথে মান্নতের কোনো সম্পর্ক নেই। (১৫/৮০৮/৬২৭৮)

📖 أحكام القرآن لظفر أحمد العثمانى (إدارة القرآن) ٢ / ١٦ : لا يصح النذر بجعل الولد خادما للمسجد: وهل يصح النذر بجعل الولد خادما للمسجد؛ قال الشيخ فى بيان القرآن كان ذلك فى شرائع من قبلنا، بخلاف ما فى شرعنا، لقوله عليه السلام (لا نذر فيما لا يملك) وليس فى وسع الناذر أن يفعل غيره فعلا، فلا ينعقد النذر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٣٦ : وفي البحر شرائطه خمس ... وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ / ۴۱۹ : ج: شرعا منت ماننا جائز ہے مگر منت ماننے کی چند شرطیں ہیں اول یہ کہ منت اللہ تعالی کے نام کی مانی جائے، غیر اللہ کے نام کی منت جائز نہیں بلکہ گناہ ہے، دوم یہ ہے کہ منت صرف عبادت کے کام کی صحیح ہے جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں، سوم یہ کہ عبادت بھی ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوتی ہے جیسے نماز روزہ حج قربانی وغیرہ ایسی عبادت کہ اس کی جنس کبھی فرض یا واجب نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں۔

Scanned by CamScanner

মিলাদের মান্নত পূরণ করতে হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ছেলে অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যালে আছে, এমতাবস্থায় পিতা মান্নত করল যে আমার ছেলে বাড়িতে ফিরে এলে মসজিদে মিলাদ পড়াব। এ কথার দ্বারা মিলাদটি মান্নতের মিলাদ হবে কি না? এই মিলাদের মিষ্টি ধনী-গরিব সবাই খেতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের মান্নত আদায় করার প্রয়োজন নেই। (৩/৫১/৪৭২)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢/ ٥٥٢ : فی الدر المختار : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر)۔ اس عبارت سے سب سوالوں کا جواب نکل آیا پس مولود شریف عبادات مقصودہ سے نہیں اس لئے یہ نذر منعقد نہیں ہوئی۔

জবাই করে মান্নত পুরা করার আগেই ছাগল মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : একজন মহিলা তার সন্তানের রোগমুক্তির কামনা এভাবে করে যে আমার সন্তান যদি সুস্থ হয় তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে একটা ছাগল জবাই করে নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনদের খাওয়াব। অতঃপর তার সন্তান সুস্থ হলে তিনি একটি ছাগল ক্রয় করেন, কিন্তু ছাগলটি জবাই করার পূর্বে মারা যায়। আমার জিজ্ঞাসা হলো, তার মান্নত আদায় হয়েছে? নাকি পুনরায় ছাগল কিনে জবাই দিতে হবে। উল্লেখ্য, মহিলা নিজেই অত্যন্ত গরিব।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত মহিলাটি সুনির্দিষ্ট না করে যেকোনো একটি ছাগল জবাই করার মান্নত করায় তার ওপর একটি ছাগল জবাই করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই তার ক্রয়কৃত ছাগলটি জবাই করার পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে আরেকটি ছাগলের দ্বারা মান্নত পুরা করতে হবে। তবে যদি সে অত্যন্ত গরিব হওয়ার কারণে আরেকটি নিতে অক্ষম হয় তাহলে ইস্তেগফার করে গেনাহ মাফ চাইতে থাকবে। যখনই সক্ষম হবে, তখনই তাকে মান্নত পুরা করতে হবে। (১৬/১৬৫/৬২২০)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٧٤١ : ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى. (نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها

Scanned by CamScanner

لزمه) ما يملك منها (فقط) هو المختار لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٤١ : (قوله فدى) أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر استغفر الله تعالى كما مر (قوله لزمه ما يملك منها فقط) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق، وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٣٩ : ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم، ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء.

নির্দিষ্ট খাসি জবাই করে আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানোর বিধান

প্রশ্ন : আমি যখন এসএসসি পরীক্ষার্থী, তখন আমার মা একটি খাসি ছাগল মান্নত করে যে আমার ছেলে পাস করলে এই খাসিটি জবাই করে আত্মীয়স্বজন ও গরিব-মিসকীনদের খাওয়াবেন। আমি পরীক্ষায় পাস করি এবং অর্থনৈতিক অভাবের কারণে ওই মান্নতের খাসি বিক্রি করে কলেজে ভর্তি হই এবং মায়ের সাথে ওয়াদা করি যে আমি মান্নত পরে আদায় করে দেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–আমরা জানি, মান্নতের বস্তু শুধুমাত্র গরিব-মিসকীনদের হক, তা দিয়ে আমার সাধারণ আত্মীয়স্বজন, ভাইবোনকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারব কিনা, যা আমার মায়ের নিয়্যাত ছিল? নাকি শুধু গরিব লোকজনকে খাওয়াতে হবে বা কোনো মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দান করব? শরীয়তের সঠিক সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মান্নতের জন্তু বিক্রয় করা নিষেধ। করে ফেললে তার সমুদয় মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। টাকা শুধুমাত্র গরিবদের মাঝে সদকা করে দেবে। (১১/৩৭/৩৪২৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٩٦/٥ : وإن كان أوجب شاة بعينها أو اشترى شاة ليضحي بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يجوز الأكل منها، فإن باعها تصدق بثمنها-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۹۰ : الجواب-بقدر حصۂ اغنیاء نذر منعقد نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں، اور اگر اغنیاء کو کھلایا تو یہ اس لئے جائز ہے کہ ان کے حق میں

یہ طعام نذر کا نہیں، قال فی شرح التنویر نذر التصدق علی الأغنیاء لم یصح مالم ینو أبناء السبیل (ردالمحتار ص ۷ ج ۳)، بقدر حصہ فقراء نذر صحیح ہے اور اس کا ایفاء واجب ہے اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں، ... ... فتاوی رشیدیہ اور امداد الفتاوی کے جواب میں تعارض نہیں اس لئے کہ فتاوی رشیدیہ میں اس نذر کا حکم ہے جو فقراء کے لئے مختص ہو اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں اور امداد الفتاوی میں ایسی نذر کا بیان ہے جس میں ناذر نے اغنیاء اور فقراء دونوں کی نیت کی ہو، اس میں بقدر حصہ اغنیاء نذر منعقد ہی نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں، معہذا اگر اغنیاء کو کھلائے گا تو چونکہ یہ صدقہ واجبہ نہیں بلکہ تطوع ہے اس لئے اغنیاء کے لئے حلال ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে মান্নতকৃত গরুর টাকা মসজিদে ব্যয় করার হুকুম

প্রশ্ন : আমার একটি গরু অসুস্থ হয়ে গেলে আমি মান্নত করলাম যে যদি গরুটি সুস্থ ও জীবিত থাকে তাহলে বিক্রি করে টাকাগুলো মুরব্বিদের নামে গরিবদের খাইয়ে দেব। আল্লাহর রহমতে গরুটি সুস্থ হয়। এর কিছুদিন পর গরুটি পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি করলাম। ওই সময় মসজিদের সভাপতি আমাকে বললেন, তুমি টাকাগুলো মসজিদে দিয়ে দাও, মসজিদের মাঠ ভরাট করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই টাকাগুলো মসজিদে দেওয়া যাবে কি না? না গরিবকেই দিতে হবে বা খাওয়াতে হবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে এর সঠিক সমাধান জানালে দ্বীনের পথে চলা সহজ হবে।

উত্তর : মুরব্বিদের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তি করা হলে তা বাস্তবে শরয়ী দৃষ্টিকোণে মান্নত না হওয়ায় ওই গরু বিক্রীত টাকা মসজিদেও দেওয়া যাবে। (১২/৬০/৩৭৮২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ / ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة.

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ٤ / ٢٩٦ : وقال: فيحرم عليه الوفاء بنذر معصية ولا يلزمه بنذر مباح من أكل وشرب ولبس

Scanned by CamScanner

وجماع وطلاق ولا بنذر ما ليس بعبادة مقصودة كنذر الوضوء لكل صلاة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۵۲ : الجواب—نذر کے انعقاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جنس سے کوئی واجب یا فرض عملی موجود ہو چونکہ ایصال ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جنس میں کوئی واجب عمل موجود نہیں اس لئے صورت مسئولہ میں بھی ایصال ثواب کے لئے مانی گئی نذر منعقد نہیں ہوئی ہے۔

মাদরাসার নামে মান্নতকৃত বস্তুর ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : মাদরাসায় দেওয়া মান্নতকৃত টাকা, মালামাল, গোশত, হালাল জানোয়ার, শস্য-ফলাদি, পাকানো খাদ্যদ্রব্য, কোরআন শরীফ, কিতাব এবং খানা ইত্যাদি খাওয়া ও ব্যবহারের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : গরিব-মিসকীন ছাত্ররাই মান্নতকৃত দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপযোগী। সুতরাং মান্নত সহীহ হওয়ার শর্তে মাদরাসায় গরিব-মিসকীন ছাত্ররা প্রশ্নে বর্ণিত আসবাব ব্যবহার করতে পারবে। তবে যদি গরিব ছাত্র না বলে শুধু মাদরাসায় দেওয়ার মান্নত করে থাকে তাহলে গরিব-ধনী–সব ছাত্ররাই ব্যবহার করতে পারবে, তবে তা মান্নত হিসেবে বিবেচিত হবে না। (১১/৬১/৩৪০০)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٨٢ : (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : (قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) ... وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر.

📖 فيه أيضا ١ / ١٧٥ : ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم، ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء.

Scanned by CamScanner

মান্নত আদায়ে বিলম্ব করা ও মান্নতকৃত জন্তুর বাচ্চার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক ব্যক্তির একটি গাভি ছিল। সেটি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লে সে মান্নত করে, যদি গাভিটি আল্লাহর রহমতে ভালো হয় তাহলে গাভি দিয়ে কয়েক বছর কাজ করার পর সেই গাভিটি কুরবানী দিয়ে দেবে। তখন তার নিয়্যাত ছিল শুধু গাভিটি কুরবানী দেবে, তার থেকে যে বাচ্চা হবে সেগুলো তারই থেকে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, সে ব্যক্তি উক্ত গাভি দিয়ে কত দিন কাজ করতে পারবে এবং বাচ্চাগুলো কুরবানী দিতে হবে কি না? এক-দুবার বাচ্চা দেওয়ার পর যদি গাভিটি মারা যায় তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর : শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী, মান্নত সহীহ হলে মান্নতের উদ্দেশ্য পুরা হওয়ার পর বিলম্ব না করে মান্নত পুরা করাই শরীয়তের নির্দেশ। মান্নত পুরা করার পূর্বে তার গাভির বাচ্চা হলে গাভির সাথে বাচ্চাসহ কুরবানী করে সদকা করে দিতে হবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় মান্নতের উদ্দেশ্য পুরা হওয়ার পর কুরবানীর দিন আসার সাথে সাথে উক্ত গাভি তার বাচ্চাসহ কুরবানী দিয়ে দেবে। মান্নতকৃত জন্তু মারা যাওয়ার পর তার পরিবর্তে অন্য কোনো জন্তু কুরবানী করা জরুরি নয়। (১১/৮৪০/৩৭০২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ / ٧٨ : فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۴۸ : الجواب—نذر مطلق جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہ ہو اس کی ادائیگی علی التراخی واجب ہوتی ہے اس لئے صورت مسئولہ کے مطابق اس شخص کے لئے نذر روزوں کا رکھنا مرخص ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کام ہو جانے کے فورا بعد نذر کے روزہ ادا کی جائیں۔

জন্তু দ্বারা উপকৃত হয়ে কুরবানী করার মান্নত

প্রশ্ন : আমার একটি গাভি বাচ্চা দেওয়ার পরে আমি বাচ্চাটিকে কেন্দ্র করে বললাম, "আল্লাহ! এই বাচ্চা দ্বারা আমাকে উপকৃত করলে পরে কুরবানী দেব।" উক্ত বাচ্চাটি কয়েকটি বাচ্চা দেওয়ার পরে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে প্রায় মারা যাওয়ার উপক্রম। এমন পরিস্থিতিতে আমি এক মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জবাই করে গোশত মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতে। অন্য এক মাওলানা সাহেব বলেন, কুরবানীর দিনই জবাই করতে হবে। এর পূর্বে যদি গরু মারা যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমার প্রশ্ন হলো, আমি মুফতি সাহেবের কথামতো যদি গরুটিকে জবাই করে গোশত

Scanned by CamScanner

বণ্টন করে দিই তবে আমার গোনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না? অথবা মাওলানা সাহেবের কথামতো আমল করলে সহীহ হবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভির বাচ্চাটি (যা পরবর্তীতে মালিকের উপকারে আসে এবং তা থেকে আরো গরু জন্ম নেয়) মান্নতের পশু ছিল। আর মান্নতের জন্য নির্দিষ্ট প্রাণী মারা গেলে বা যেকোনো উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মান্নতকারীর ওপর থেকে মান্নত পালনের বাধ্যবাধকতা উঠে যায়।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্নে বর্ণিত মারা যাওয়ার উপক্রম প্রাণীটিকে জবাই করে গরিবের মাঝে বণ্টন করে দিলে বা কুরবানীর পূর্বেই অসুস্থতার কারণে মারা গেলে উভয় পদ্ধতিতে মান্নতকারীর ওপর থেকে মান্নত পালনের বাধ্যবাধকতা উঠে যাবে। (১১/১৬৪)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٥ / ٦٦ : فيجب إلا إذا كان عينها بالنذر بأن قال لله تعالى علي أن أضحي بهذه الشاة - وهو موسر أو معسر - فهلكت أو ضاعت أنه تسقط عنه التضحية بسبب النذر؛ لأن المنذور به معين لإقامة الواجب فيسقط الواجب بهلاكه.

📖 فتاوی دار العلوم (فتاوی دار العلوم) ١٢ / ٩٨ : سوال— شخص مفلس حیوانے معین نذر نمود بعد چندر وز حیوان منذور ہلاک شد، آیا ضمانش حیوان دیگر بر شخص مذکور لازم آید یا چہ؟

الجواب— ضمانش ساقط است و حیوان دیگر بر و لازم التصدق نیست۔

নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দান করার কথা দিয়ে অন্যত্র দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি এক মাদরাসায় ২ শতাংশ জমির মূল্য, যা বর্তমানে ৬০,০০০ টাকা হয় দেওয়ার জন্য কথা দিয়েছিল। কিন্তু মাদরাসার কার্যকলাপ অপছন্দ হওয়ায় বা নিজের বাড়ির পার্শ্বে নির্মাণাধীন একটি নতুন মসজিদের প্রয়োজন বেশি হওয়ার কারণে ওই মসজিদে অথবা অন্য কোনো মাদরাসায় উক্ত টাকা প্রদান করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? এবং অন্য মসজিদ-মাদরাসায় দিলে ওয়াদা ভঙ্গের গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : কোনো মাদরাসায় কিছু দেওয়ার শুধুমাত্র কথা দেওয়ার দ্বারা তা ওই মাদরাসায় দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় না। বিহিত কারণে তা অন্য মসজিদ বা মাদরাসায়ও দেওয়া যাবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির জন্য ওই টাকা তার পছন্দের মসজিদ বা মাদরাসায় দেওয়া জায়েয হবে। (১১/৮৩৮/৩৬৯৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ١٩٧ : فلو قال هذه الشجرة للمسجد لا تكون له ما لم يسلمها إلى قيم المسجد.

Scanned by CamScanner

ছাগল কুরবানী করার মান্নত করে গরুতে অংশগ্রহণের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি একটি ছাগল মান্নত করার পর সেই ছাগলের পরিবর্তে ছয় জন অংশীদার হয়ে একটি কুরবানীর গরুতে অংশ নিল। এমতাবস্থায় তার মান্নত ও উক্ত অংশীদারদের কুরবানী আদায় হবে কি না? এবং এর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট ছাগলের মান্নত করে থাকে তাহলে ওই ছাগলই জবাই করতে হবে। আর যদি একটি ছাগলের মান্নত করে তাহলে ছয়জন অংশীদারের কুরবানীর গরুতে অংশ নিয়ে মান্নত আদায় করতে পারবে। তবে মান্নতের অংশ সঠিকভাবে পৃথক করে গরিব-মিসকীনদের দিয়ে দিতে হবে। অন্য অংশীদারদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের অংশের গোশত খেতে পারবে। (১/৩৪৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٢٠ : قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز تتارخانية -

📖 الطحطاوى على الدر ٤ / ١٦٦ :

সন্তান হলে হাফেজ বানানোর মান্নত, ভূমিষ্ঠ হলো মেয়ে—করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভাবস্থায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে মান্নত করল যে সন্তান দুনিয়াতে আসবে তাকে হাফেজ বানাবে। অতঃপর স্ত্রী সুস্থ হলো এবং তার মেয়ে হলো। বর্তমানে মেয়ের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর হয়েছে। এখন উক্ত মেয়েকে হাফেজা বানানো ওয়াজিব কি না?

উত্তর : মান্নত করলে তা পূরণ করা জরুরি হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক কিছু নীতিমালা ও বিধান রয়েছে। প্রশ্নে বর্ণিত, মান্নতটি শরীয়তের নীতিমালাসম্বলিত হয়নি বিধায় তা পূরণ করা জরুরি নয়। অর্থাৎ মেয়েকে হাফেজ বানানো না হলে সে গোনাহগার হবে না। (১৫/৩২২/৬০৩৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣ / ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر).

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۷۷ : الجواب—لزوم نذر کے لئے یہ شرط ہے کہ منذور عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس سے کوئی فرد فرض یا واجب ہو۔

সন্তানের সুস্থতার জন্য মায়ের কৃত মান্নত সন্তান পূরণ করতে বাধ্য নয়

প্রশ্ন : শিশুকালে আমার টাইফয়েড জ্বর হলে আমার মা আমার সুস্থতার জন্য মান্নত করে, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে যদি বাঁচিয়ে রাখো তাহলে আমি প্রতি বছর একটি করে খাসি এতিম-মিসকীনদের লুটাইয়া দেব, ওখান থেকে এক টুকরো গোশতও নিজে খাব না। মা তার জীবনে একবার বা দুবার খাসি লুটাইয়া দিয়েছে। আমি বড় হয়ে চাকরি শুরু করার পর হতে প্রতি বছর একটি করে খাসি লুটাইয়া দিয়ে আসছি। শুধু গত বছর আর্থিক সংকটের কারণে দিতে পারিনি। বর্তমানে আমি যে বেতন পাই তাতে সংসারের খরচ মিটিয়ে খাসি লুটাইয়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য হচ্ছে না।
এখন এই টাকা কি আমার ওপর ওয়াজিব, নাকি মায়ের ওপর ওয়াজিব হবে? আর মায়ের কোনো সদকা দেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই।
বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি কী করতে পারি? কোরআন-হাদীসের আলোকে এর সমাধান চাই।

উত্তর : আপনার আম্মা যত দিন জীবিত থাকবেন প্রতি বছর একটি করে খাসি জবাই করে উক্ত মান্নত পূরণ করা তাঁর ওপরই ওয়াজিব হবে, আপনার ওপর নয়। যদি মা মান্নত আদায় করার মতো সামর্থ্য না রাখেন, ঋণ করে এ মান্নত আদায় করা জরুরি নয়। তবে ইস্তেগফার বেশি বেশি করবেন, আর নিয়্যাত রাখবেন যে যখনই সামর্থ্য হবে, তখনই অতীত বছরগুলোর মান্নতসহ উক্ত মান্নত আদায় করতে থাকবেন। বর্তমানে যেহেতু আপনার আম্মার আর্থিক সামর্থ্য নেই তাই খাসি জবাই করা জরুরি নয়, খালেস মনে ইস্তেগফার করতে থাকবেন। আর আপনার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত নয় বিধায় আপনার টেনশন করার কিছুই নেই, তবে আপনি যদি আর্থিক সামর্থ্যবান হন তাহলে আম্মাকে মান্নত পূরণ করার জন্য অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। (১৫/৮৫২/৬২৬৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٦٥ : التزم بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كمن قال: إن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس له إلا مائة كذا في الوجيز للكردري. وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة

Scanned by CamScanner

يتصدق بعشرة وإن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤١ : (نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه) ما يملك منها (فقط) هو المختار لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو (قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح) اتفاقا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤١ : (قوله لزمه ما يملك منها فقط) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق، وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤١ : ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٤١ : (قوله فدى) أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر استغفر الله تعالى كما مر.

কুরবানী করা ও চামড়ার টাকা মসজিদ-মাদরাসায় ভাগ করে দেওয়ার মান্নতের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার অসুস্থতার কারণে মান্নত করেছে, আমার অমুক গরুটি কুরবানী করব এবং চামড়ার পয়সা তিন ভাগ করে দুই ভাগ মসজিদে এবং এক ভাগ মাদরাসায় দেব। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে মসজিদের জন্য মান্নত করা সহীহ হবে কি? যদি না হয় তাহলে সে কী করবে এবং ওই গরুর গোশতের হুকুম কী? আর যদি মসজিদে চামড়ার টাকা গ্রহণ করে তাহলে ওই টাকা কোন খাতে ব্যয় করবে?

উত্তর : যেকোনো জায়েয কাজ করবে বলে মান্নত মানলে তা পূরণ করা জরুরি হয়ে যায়। তাই উক্ত ব্যক্তির ওপর কুরবানীর দিনে নির্দিষ্ট গরুটি কুরবানী করা ও তার গোশত গরিবদের সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। সে গোশত নিজে খাওয়া অথবা কোনো ধনী লোককে খাওয়ানো জায়েয নেই। গরিবরাই তার একমাত্র হকদার। চামড়ার টাক মসজিদের জন্য মান্নত করা সহীহ নয়, উক্ত টাকা গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে

Scanned by CamScanner

হবে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ অজ্ঞতায় গ্রহণ করে থাকলেও তা দাতাকে ফেরত দেবে এবং সে সঠিক খাতে সদকা করে দেবে। (১২/৪২৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٢٠ : (ولو) (تركت التضحية ومضت أيامها) (تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق (لمعينة) ولو فقيرا، ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٣٢٠ : ولو نذر أن يضحى ولم يسم شيئا يقع على الشاة ولا يأكل الناذر منها ولو أكل منها فعليه قيمتها فى الأجناس.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۱۳ : زکوۃ صدقہ فطر اور چرم قربانی کی قیمت کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کرنا صحیح نہیں۔

পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে কোনো জিনিস খাওয়ানোর মান্নত করার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলল যে আমি অমুক কাজে সফল হলে মসজিদে শিরনি, বাতাসা বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য দেব। অথবা বলল যে মসজিদের মুসল্লিদের শিরনি-বাতাসা খাওয়াব, অথবা বলল যে অমুক মসজিদের অমুক অমুক মুসল্লিকে খাওয়াব। উল্লেখ্য, সে এ কথা বলার সময় (আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ওপর) বা এমন ধরনের কোনো শব্দ বলেনি। এখন প্রশ্ন হলো যে এ ধরনের কথা বলার দ্বারা তার মান্নত সহীহ হয়েছে কি না? যদি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলো কোন স্তরে কোন শ্রেণীর লোক খেতে পারবে। মান্নতকারী বা তার আত্মীয়স্বজন ও বিত্তশালী লোকজন তা খেতে পারবে কি না?

উত্তর : মান্নতের জন্য প্রচলিত বাক্যসমূহ لله علي বিহীন বললেও মান্নত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বাক্য তিনটিতে গরিবদের উদ্দেশ্যে মান্নত করলে তা শুদ্ধ হবে। আর ধনী-গরিব উভয়কে শামিল করলে ধনীর ক্ষেত্রে হাদিয়া বা হেবা হবে, ওয়াজিব মান্নত হবে না। তবে গরিবদের ক্ষেত্রে মান্নত শুদ্ধ হবে এবং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর শিরনি, বাতাসা নির্দিষ্ট করা বা নির্দিষ্ট মসজিদের নির্দিষ্ট গরিব মুসল্লিদের নির্ধারণ করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং অন্য যেকোনো মসজিদে যেকোনো গরিবদের যেকোনো খাদ্য বা নগদ টাকা নির্ধারণকৃত পরিমাণ দিলেই হবে। যেহেতু প্রশ্নের বিবরণ মতে উক্ত ব্যক্তি বাতাসা বা শিরনির কোনো পরিমাণ ও গরিব-মিসকীনদের সংখ্যা নির্ধারণ করেনি, আর বাস্তবেও যদি নির্ধারণ না করে থাকে তাহলে তার ওপর সদকায়ে ফিতরের ১০ গুণ

Scanned by CamScanner

পরিমাণ তথা সাড়ে সাত সের গম বা এ পরিমাণ টাকা গরিব-মিসকীনদের সদকা করা ওয়াজিব।

মান্নতের বস্তু থেকে বিত্তশালী, মান্নতকারী ও তার সন্তানাদি এবং পিতা-মাতা খেতে পারবে না। খেয়ে থাকলে সে পরিমাণ সদকা করে দিতে হবে। (১০/২৬/২৯৬৪)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٤ / ٢٧٢ : إن عوفيت صمت كذا لم يجب مالم يقل لله عليّ، وفي الاستحسان يجب.

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٨ / ١٤٢ : وكذلك إذا نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الحنطة.

📖 فيه أيضا ٨ / ١٣٧ : وفي النذور والأيمان يعتبر العرف.

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ١٢ /١٤٤- ١٤٥ : سوال—زید نے نذر کی کہ اگر میرا لڑکے کو آرام ہو جاوے تو اللہ کے واسطے مسجد میں مٹھائی تقسیم کروں گا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اس مٹھائی کے کون لوگ مستحق ہوں گے، فقراء یا اغنیاء بھی... ...

الجواب—اس طرح نذر صحیح ہو جاتی ہے مگر تخصیص مسجد یا مٹھائی کی نہیں ہوتی۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ٤٩٠ : الجواب-بقدر حصۂ اغنیاء نذر منعقد نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں، اور اگر اغنیاء کو کھلایا تو یہ اس لئے جائز ہے کہ ان کے حق میں یہ طعام نذر کا نہیں، قال فی شرح التنویر نذر التصدق علی الأغنیاء لم یصح مالم ینو أبناء السبیل (رد المحتار ص ٧ ج ٣)، بقدر حصۂ فقراء نذر صحیح ہے اور اس کا ایفاء واجب ہے اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں،... ... ... فتاوی رشیدیہ اور امداد الفتاوی کے جواب میں تعارض نہیں اس لئے کہ فتاوی رشیدیہ میں اس نذر کا حکم ہے جو فقراء کے لئے مختص ہو اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں اور امداد الفتاوی میں ایسی نذر کا بیان ہے جس میں ناذر نے اغنیاء اور فقراء دونوں کی نیت کی ہو، اس میں بقدر حصۂ اغنیاء نذر منعقد ہی نہیں ہوئی اس لئے اس کا ایفاء واجب نہیں، معہذا اگر اغنیاء کو کھلائے گا تو چونکہ یہ صدقہ واجبہ نہیں بلکہ تطوع ہے اس لئے اغنیاء کے لئے حلال ہے۔

ওয়াজ-মাহফিল করানোর মান্নত করা

প্রশ্ন : কেউ যদি কোরআনখানীর মান্নত করে। যেমন—আমার অমুক কাজটি সমাধা হলে হুজুরদের দাওয়াত দিয়ে এক খতম কোরআন পড়িয়ে নেব, তাহলে তা পুরা করা

Scanned by CamScanner

'আহসানুল ফাতাওয়া'র ফাতওয়া অনুযায়ী জরুরি নয়। এরই রেশ ধরে আমার প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ব্যক্তি মান্নত মানে যে আল্লাহ যদি আমাকে অমুক অসুখ থেকে পরিত্রাণ দেয় তাহলে আমি দু-একজন ভালো মাওলানা এনে ওয়াজ মাহফিল করাব তাহলে তার এই মান্নতের হুকুম কী? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মান্নত সংঘটিত হওয়ার জন্য মান্নতকৃত বস্তু ইবাদত হওয়ার সাথে সাথে শরীয়তে এ ধরনের বস্তুর সাদৃশ্য ফরয বা ওয়াজিব হুকুম থাকা পূর্বশর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াজ-মাহফিলের মান্নত উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী সংঘটিত না হওয়ায় তা পুরা করা ওয়াজিব হবে না। ওয়াজ-মাহফিল করানো ইবাদতে মাকসূদা নয়, তাই এরূপ মান্নত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং পালন করা ওয়াজিব হবে না। (১০/৭৩২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصلاة، وهي لبث كالاعتكاف، ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد).

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٥٨ : سوال—ایک شخص نے نذر کی کہ اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ کے واسطے کانپور کے جامع مسجد میں وعظ کہوں گا تو یہ نذر واجب ہو گئی یا نہیں؟ ....

الجواب—ان دونوں صورتوں میں نذر نہیں ہوئی اور ایفاء اس کا واجب نہیں ہے۔

'জানের বদলায় জান দেব' বললে মান্নত হবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কারো অসুখ হলে বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি অমুকের অসুখ ভালো করে তাহলে জানের বদলায় জান দেব। অর্থাৎ অমুকের জীবনের বদলায় একটি

Scanned by CamScanner

প্রাণী তথা একটি গরু-ছাগল জবেহ করে গরিব-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করব। উক্ত কথা মুখে বলার দ্বারা বা মনে মনে নিয়্যাত করার দ্বারা মান্নত হয় কি না? যদি হয় গরু বা ছাগল জবাই করে বণ্টন করতে হবে? নাকি সমপরিমাণ মূল্য সদকা করলেও মান্নত পুরা হবে এবং এই আক্বিদা রাখা যে আল্লাহ তা'আলা ওই গরু-ছাগলের জানের বদলায় অসুস্থ ব্যক্তির জান বাকি রাখবেন—কেমন?

উত্তর : হাদীস শরীফে আছে, সদকার দ্বারা বালা-মুসিবত দূর হয়। সুতরাং সদকা করে দু'আ করলে এবং আল্লাহ পাকের নিকট চাইলে আল্লাহ পাক উদ্দেশ্য পুরা করেন। এ ধরনের আক্বিদা ও বিশ্বাস রেখে প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের কথা বলতে আপত্তি নেই। এরূপ কথা মুখে বলার দ্বারা তা মান্নতে পরিণত হবে এবং তা পুরা করা ওয়াজিব। তবে নির্দিষ্টকৃত ওই জন্তু দেওয়া জরুরি নয়। তার সমপরিমাণ মূল্য দিলেও মান্নত পুরা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, মান্নত বোঝায় এমন শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই মান্নত হয়, শুধু মনে মনে নিয়্যাত করলে মান্নত হয় না।

স্মর্তব্য, যারা এরূপ ধারণা রাখে যে উদ্দেশ্য সাধন ও রোগমুক্তিতে জন্তু জবাই দেওয়ার সক্রিয় ভূমিকা আছে, তাদের এ ধারণা ভুল ও পরিহারযোগ্য। (১০/৮৮২/৩৩৬১)

📖 البزازية مع الهندية (زكريا) ٤ / ٢٧٢ : إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله علي وفي الاستحسان يجب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٧ : (والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٣٣ : قال في شرح الملتقى والنذر عمل اللسان.

মান্নতের নামায ও রোযার সংখ্যা স্মরণ না থাকলে করণীয়

প্রশ্ন : অনেক আগে আমি বেশ কিছু নফল নামায ও রোযা মান্নত করেছিলাম। কিন্তু কতগুলো করেছিলাম তা লিখে রাখিনি বলে মনে নেই। এখন কী করব?

উত্তর : কত রাক'আত নামায বা কতটি রোযার মান্নত করেছেন সঠিকভাবে স্মরণ না থাকলে অনুমান করে অন্তরের সাক্ষী অনুযায়ী নামায পড়ে দিলে ও রোযা রাখলে মান্নত আদায় হয়ে যাবে। (৫/৩৫৯/৯৩৪)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲ / ۱۲۸ : سوال—زید کے ذمہ بہت سی نذریں تھیں زید کو ان میں شبہ ہو گیا کہ میرے ذمے کتنے نذریں ہیں، تو ان کو کس طرح ادا کیا جائے؟... ...

الجواب— ظن غالب پر عمل کیا جائے، ظن غالب کے موافق جس قدر روزے اور نماز کی رکعت وغیرہ اس کے خیال میں ہوں ان کو پورا کرے۔

দ্বীনি কাজের নিয়্যাতে জমাকৃত টাকা হারিয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজের কাছে এ উদ্দেশ্যে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করে যে একদিন যখন এই টাকার অঙ্ক অনেক হবে তখন ইনশাআল্লাহ তা দ্বীনের কোনো কাজে ব্যয় করব বা কোরআনের খেদমতে ব্যয় করব। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন এই টাকাগুলো হারিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা সমপরিমাণ নিজের পক্ষ হতে সদকা করা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে উক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র দ্বীনের কাজে কিছু সঞ্চিত টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা বা নিয়্যাত করেছিল বিধায় তা মান্নত হিসেবে বিবেচিত নয়। তাই উক্ত সঞ্চিত টাকা হারিয়ে যাওয়ার কারণে সমপরিমাণ টাকা সদকা করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। (১৪/৫৮৩/৫৭২৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ / ٨١ : فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: " لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ /۴۱۹ : جواب—صرف کسی بات کا خیال آنے سے منت نہیں ہوتی بلکہ زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔

১২ মাস রোযা পালন করার মান্নত করা

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা তার পুত্রসন্তান অসুস্থ হওয়ায় নিয়্যাত করেছে যে তার ওই সন্তান সুস্থ হলে সে ১২ মাস রোযা পালন করবে। তার সন্তান বর্তমানে সুস্থ। সুতরাং মহিলার ওই নিয়্যাত পুরা করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান মোতাবেক কী করা যায়? এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারার কোনো বিধান আছে কি না? এবং এর সমাধান কিভাবে করা যায়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মনে মনে নিয়্যাত করলে তা মান্নত হয় না বিধায় উক্ত মহিলা মুখে কিছু না বলে থাকলে কিছু করতে হবে না। তবে এ কথা মুখে উচ্চারণ করে থাকলে তার ওপর ৩৬০ দিন রোযা পালন জরুরি হবে। ধীরে ধীরে এসব রোযা পালন করবে। রোযা না রেখে কাফ্ফারা দিলে চলবে না। (৮/৭১/১৯৮৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٠٥ : قيدنا كونه نذر بلسانه؛ لأن مجرد نية القلب لا يلزمه بها شيء-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٢٣ : (وقضوا) لزوما (ما قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة-

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٦١ : لو قال لله علي صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلثين ثلثين يوما وشوال تسعة وعشرون يوما، فعليه صوم خمسة أيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق؛ لأنه التزم ثلثة أشهر معينة وقد صام ماسوى هذه الأيام الخمسة - ولو قال لله علي صوم ثلثة أشهر فعين للصوم شوال وذا القعدة وذا الحجة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلثين ثلثين يوما وشوال تسعة وعشرين يوما فعليه قضاء ستة أيام-

আড়াই চাঁদের রোযার মান্নত, তন্মধ্যে মাসিক এবং ফিদিয়া দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বাবুল মিয়ার স্ত্রীর বিবাহের পর কয়েক বছর পর্যন্ত কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় সে বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোনো সন্তান দান করেন তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আড়াই চাঁদের রোযা রাখব। এখানে প্রশ্ন হলো :

১. মহিলার জন্য রোযা রাখতে হবে কি না?

২. শরীর দুর্বলতার কারণে ফিদিয়া দেওয়া যাবে কি না?

৩. আড়াই চাঁদ আমাদের পরিভাষায় লাগাতার বোঝায়। এখন যদি রোযা রাখতে হয় তাহলে মহিলার মাসিকের সময়ের হুকুম কী?

উত্তর : কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলার নামে মান্নত করা হলে ওই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পর মান্নত পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্নোক্ত মহিলার উদ্দেশ্য পুরা হয়েছে বিধায় তার ওপর আড়াই মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তবে মান্নতকারীর পরিভাষায় যদি আড়াই মাসের রোযা দ্বারা

Scanned by CamScanner

ধারাবাহিকতার প্রচলন থাকে তাহলে ধারাবাহিকভাবে রোযা পূর্ণ করতে হবে। এমতাবস্থায় মাসিকের রোযাগুলোও পাক হওয়ার সাথে সাথে একাধারে রাখতে হবে। শরীর দুর্বলতার কারণে জীবদ্দশায় ফিদিয়া আদায় করে ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে না। রোযা রাখতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়লে মৃত্যুর সময় অসিয়ত করতে হবে। (৮/৮৪/১৯৯২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٩٥ : إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، أو قال: أصوم شهرا ونوى التتابع فأفطر يوما - أنه يستقبل؛ لأن هناك أوجب على نفسه صوما موصوفا بصفة التتابع -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤/ ٣٧٥ : (قوله وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث) الذي رويناه من البخارى وغيره-

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٧٣٨ : (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧٤١ : وأما إذا كان لشهر غير معين فإن شاء تابعه، وإن شاء فرقه إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويستقبل فتح أي يستقبل شهرا غيره لو أفطر يوما ولو من الأيام المنهية -

📖 الدر المختار ٢/ ٤٢٧ : (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه، حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره -

তাবলীগে যাওয়ার জন্য মান্নতের জন্তু বিক্রি করা বৈধ নয়

প্রশ্ন : একজন মান্নত করেছিল যে আমার গরুটি যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে এটা কুরবানী করব। গরুটি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর একজন তাকে পরামর্শ দিল যে মান্নত পুরা করা ওয়াজিব, আর তাবলীগ করা ফরয। সুতরাং তুমি গরুটি বিক্রি করে কিছু টাকা সংসারে খরচ করবে আর অবশিষ্ট টাকায় তাবলীগে যাও। এখন আমার প্রশ্ন হলো, প্রচলিত তাবলীগ করা কি ফরয? উক্ত গরুটি বিক্রি করে তাবলীগ করা যাবে কি? না গেলে উক্ত

Scanned by CamScanner

পশুটিই কি কুরবানী করা ওয়াজিব? না তার স্থলে অন্য একটি কুরবানী করলে মান্নত আদায় হবে?

মান্নতকারী ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা অন্য আত্মীয়স্বজন উক্ত প্রাণীর গোশত খেতে পারবে কি না?

উত্তর : দ্বীনি দাওয়াত বা তাবলীগ প্রকারভেদে মানুষের শ্রেণী হিসেবে কখনো কারো জন্য ফরয, কখনো মুস্তাহাব বা কখনো ঐচ্ছিক ব্যাপার মাত্র। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধীনস্ত ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে অন্যায় থেকে বিরত রাখা ও অতীব জরুরি করণীয় কাজ করতে বাধ্য করা ফরয। অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ফরয নয়। তাই প্রচলিত তাবলীগে সময় লাগানো প্রত্যেকের জন্য ফরয—কথাটি ভুল বা মূর্খতার শামিল।

উক্ত পশুটি বিক্রি করা বৈধ নয়। বরং ওই পশুটি দিয়েই মান্নত পুরা করার লক্ষ্যে কুরবানি করা ওয়াজিব। উক্ত গরুর গোশত খাওয়া মান্নতকারী ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তান এবং মা-বাবার জন্য বৈধ নয়। এ ছাড়া গরিব আত্মীয়—সবাই খেতে পারবে। (১৪/৬০১/৫৭১৭)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٩٠ : فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٢١ : ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۴/ ۲۰۸ : تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

الجواب— تبلیغی جماعت میں جانا تو فرض عین نہیں، البتہ دین سیکھنا فرض عین ہے، خواہ مدرسہ میں داخل ہو کر یا خارج مدرسہ پڑھ کر ہو، خواہ اہل علم اور اہل دین کی خدمت میں جا کر ہو، خواہ تبلیغی جماعت کیساتھ ہو۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۰۳ : الجواب—اسی کی قربانی لازم ہے، اگر قربانی کی ایام گذر جائیں اور اس کی قربانی کی نوبت نہ آئے تو اس کو زندہ صدقہ کردے۔

মান্নতের জন্তুর গোশত বণ্টনের নীতিমালা

প্রশ্ন : আমার একটিমাত্র ছেলেসন্তান জন্ম নিয়েছে। ছেলেটি ৯-১০ বছর বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। আপ্রাণ চেষ্টায় অনেক চিকিৎসা করার পরও তার আরোগ্য ও শিফার দিক পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমার বিবি তার সন্তানের আরোগ্য কামনার্থে এভাবে

Scanned by CamScanner

মান্নত করে যে যদি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে আমার সন্তানটি আরোগ্য লাভ করে তাহলে আমি আমার ঘরের পালিত খাসিটি কুরবানী করব। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে এখন আরোগ্য লাভ হয়। এখন জানার বিষয় হলো, মান্নতকৃত খাসিটি কুরবানী করা ওয়াজিব হয়েছে কি না? যদি হয়ে থাকে, তার গোশত বণ্টনের শরীয়তসম্মত পন্থা কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, খাসিটি কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং উক্ত খাসিটি কুরবানী করে তার সমস্ত গোশত গরিব-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত খাসির গোশত মান্নতকারী ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তান, নাতি-নাতনি, মা-বাবা, দাদা-দাদি ও নানা-নানির জন্য খাওয়া বৈধ নয়। এ ছাড়া অন্য সকল গরিব আত্মীয়-অনাত্মীয় খেতে পারবে। (১৪/৬২৮/৫৭৬৬)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٩٠ : فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦ / ٨ : وإن وجبت بالنذر فليس لصحابها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق، وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته، ولا أن يطعم الأغنياء.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٠٦ : سوال—قربانی کرنے کی نذر مانی تو اس قربانی کا سب گوشت خیرات کرنا ہوگا یا ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور امراء کو دے سکتے ہیں؟

الجواب—اس کا تمام گوشت صدقہ کر دینا چاہئے اور محتاجوں کو ہی دینا چاہئے۔

মান্নতের জন্তু বিক্রীত টাকা মাদরাসা নির্মাণ ও বেতন বাবদ ব্যয় করা অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি ছাগল দেব। প্রশ্ন হলো, ওই ছাগলটি এতিম-মিসকীনদের না দিয়ে বিক্রি করে মাদরাসার নির্মাণকাজে অথবা ওস্তাদদের বেতন বাবদ দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : "আমি একটি ছাগল আল্লাহর ওয়াস্তে দেব" বাক্যটির দ্বারা প্রচলিত ভাষায় মান্নতই বোঝায়। আর মান্নতের বস্তু একমাত্র গরিব-মিসকীনদের পাপ্য। এদের নিঃশর্ত মালিকানায় দিয়ে দেওয়া মান্নত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং উক্ত ছাগলটি

Scanned by CamScanner

মাদরাসার নির্মাণকাজে বা ওস্তাদগণের বেতন খরচ বাবত করা জায়েয হবে না। গরিব-মিসকীনদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া জরুরি। (৬/৫৭৮/১৩০৫)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٥/ ٨١ : فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: " لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٤٤ : (يصرف) المزكى (إلى كلهم أو إلى بعضهم) ولو واحد من أي صنف كان؛ لأن أل الجنسية تبطل الجمعية، وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف.

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٣٩٢ : جس جس صورت میں زکوۃ کا روپیہ مصرف زکوۃ فقراء و مساکین وغیرہ کی ملک نہ بنایا جاوے اس میں زکوۃ ادا نہ ہوگی، مدرسہ یا مسجد کے دوسرے اخراجات تعمیر مرمت فرش بتی وغیرہ میں مد زکوۃ کا روپیہ صرف کرنا جائز نہیں، اور کیا گیا تو زکوۃ ادا نہ ہوگی اور یہی حکم صدقۃ الفطر اور قیمت چرم قربانی اور نذر وغیرہ کا ہے۔

মান্নতের জন্তুর দুধ ও বাচ্চার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করল যে আমার এই গাভিটি আরোগ্য লাভ করলে আগামী বছর এটি দিয়ে কুরবানী করব। আল্লাহর রহমতে গাভিটি যথাসময়ে আরোগ্য লাভের পর কুরবানী না দেওয়ায় গাভি বাচ্চা দান করে এবং সে গাভি দ্বারা চাষাবাদ ও তার থেকে দুধ পান করা হয়। তারপর গাভিটি মারা যায় অথবা বিক্রি করে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, মান্নতকৃত গাভিটির মান্নত কিভাবে আদায় করবে এবং তার বাচ্চার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির ওপর ওই গাভি কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সময়মতো কুরবানী না করা এবং এর দুধ খাওয়া গাভিকে চাষের কাজে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। এ জন্য দুধের মূল্য এবং চাষের বিনিময় অনুমান করে সদকা করতে হবে, তার বাচ্চাটিও সদকা করতে হবে। বিক্রি করা অবস্থায় বিক্রয়মূল্য সদকা করতে হবে। তবে মারা যাওয়া অবস্থায় গাভিটির মূল্য সদকা করতে হবে না। (৮/৩৫৯/২০৮৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٢٩ : فإن جزه تصدق به، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة

Scanned by CamScanner

حاوي الفتاوى لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود مجتبى (ويكره الانتفاع بلبنها قبله) كما في الصوف، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين زيلعي.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٢٢ : ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها. وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٢ : (قوله قبل الذبح) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٩٦/٥ : وإن كان أوجب شاة بعينها أو اشترى شاة ليضحي بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يجوز الأكل منها، فإن باعها تصدق بثمنها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٥ : وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر، غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر، ولو معسرا لا شيء عليه أصلا-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲ /۹۸ : شخص مفلس حیوانے معین نذر بعد چند روز حیوان منذور ہلاک شد آیا ضمانش حیوان دیگر بر شخص مذکور لازم آید یا چہ؟
الجواب- ضمانش ساقط است وحیوان دیگر بر ولازم التصدق نیست کما فی البدائع۔

‘হজ না করিয়ে ছেলেকে বিয়ে করাব না’ বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করল যে আমি আমার ছেলেকে হজ না করিয়ে বিয়ে করাব না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এই মান্নত কি ওয়াজিব হবে? যদি হজ করানোর আগেই বিয়ে করায়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : কাউকে হজ করানোর মান্নত আল্লাহর ওয়াস্তে অর্থ দানের মান্নতের শামিল বিধায় হজ করাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সে পরিমাণ অর্থ গরিব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন বা ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হজ করানো উভয় পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বনে মান্নত আদায় হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি হজের পরিমাণ অর্থ মিসকীনদের দান

Scanned by CamScanner

করে বা ছেলেকে হজ করিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে। মান্নত আদায়ে অকারণে বিলম্ব হলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেবে। (৭/৬৮১/১৮৪২)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢/ ١٢٩ : لو جعل على نفسه حجا أو صلاة أو صدقة مما هى طاعة إن فعل كذا ففعل لزمه ذلك الشيء الذى جعل على نفسه ولم يجز كفارة اليمين فيه فى ظاهر الرواية -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٢/ ٢٠٦ : اس منت کو آپ اس کی اصلی صورت میں بھی پورا کر سکتے ہیں یعنی کسی کو حج کرادیں اور دوسری صورت اختیار کرنا یعنی کسی حاجتمند کو اس قدر رقم دے دینا جس قدر حج کرانے میں خرچ ہوتی تو یہ بھی جائز ہے جو صورت آپ پسند کریں اس کی شرعی اجازت ہے، اولی اور بہتر دوسری صورت ہے۔

সাতটি জানের মান্নত একটি গরু দিয়ে আদায় হবে

প্রশ্ন : ক. জনৈক ব্যক্তি কোনো প্রেক্ষিতে বলল, এ কাজটা হলে আমি একটি সদকা করব। সদকা দ্বারা তার নিয়্যাত একটি ছাগল। এভাবে তার ৫টি সদকা জমা হয়েছে। আর যে কাজের উদ্দেশ্যে সদকার নিয়্যাত করেছিল, তা পূরণ হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই অন্যজনের ২টি সদকা জমা হয়েছে। এখন তারা উভয়ে মিলে একটি গরু জবাই করে গরিব-মিসকীনকে খাওয়াতে চায়। গরুতে একজন নেবে পাঁচ ভাগ, অন্যজন দুই ভাগ। এভাবে তাদের সদকা আদায় হবে কি?

খ. জনৈক ব্যক্তি বলল, এ সমস্যা মিটে গেলে আমি জানের বদলে একটি জান দেব। পরে সমস্যাটি মিটে গেল। এভাবে বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার বলেছে। এখন সে এই সদকাগুলো গরুর মধ্যে শরীক হয়ে আদায় করতে চায় তা দুরস্ত হবে কি?

উত্তর : কোনো জন্তু নির্দিষ্ট করা ব্যতীত সাধারণ মান্নত করে থাকলে ওই মান্নত গরুর সপ্তমাংশ দ্বারা পূরণ করার সুযোগ আছে। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে দুজন মিলে সাত ভাগে একটি গরু জবাই করে গরিব-মিসকীনদের বণ্টন করলে মান্নত আদায় হয়ে যাবে। (৭/৭৩১/১৮৫৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٧٤٠ : (ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٧٤٠ : (قوله ووجهه لا يخفى) هو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهدايا ط.

Scanned by CamScanner

উদ্দেশ্যে পূরণে দেরি হওয়ায় মান্নতের প্রাণী বড় হয়ে বাচ্চা দিয়েছে –এখন করণীয়

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট একটি মুরগির বাচ্চার মান্নত করে। কাজটি দেরিতে হওয়ায় ওই মুরগির বাচ্চা বড় হয়ে যায় এবং ডিম পেড়ে বাচ্চাও দিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, সব মুরগির বাচ্চা মান্নত আদায়ের জন্য দিয়ে দিতে হবে, নাকি একটি দিলেও হবে?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় মান্নত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট মুরগি বাচ্চাসহ সদকা করতে হবে। (১৯/৫৫/৭৯৮১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٨ : فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل. وقال أيضا: وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الأم تعينت للأضحية، والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فيسري إلى الولد كالرق والحرية.

📖 فتاوى حقانيه (مكتبہ سيد احمد) ٥/ ٣٥-٣٣ : الجواب-جب کسی جانور کو نذر کیا جائے تو یہ حکم اس کے جملہ اجزاء کو شامل ہوتا ہے بچہ بھی اس کا ایک جزء ہے اس لئے گائے کی طرح بچہ بھی واجب التصدق ہوگا۔

Scanned by CamScanner

كتاب الجهاد

অধ্যায় : জিহাদ

জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন : জিহাদ কখন ফরয হয়? জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে? বর্তমান যুগে জিহাদ ফরয কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে যে কারণে জিহাদ করেছিলেন সেই কারণসমূহ বর্তমানে পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে আমাদের উলামায়ে কেরাম কেন নীরব ভূমিকা পালন করছেন?

উত্তর : জিহাদ সরাসরি ফরয হয় ইসলামী হুকুমাতের ওপর। যখন কাফেরের পক্ষ থেকে হুকুমাতের ওপর আক্রমণ হয় এবং হুকুমাত কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে জিহাদে শরীক হতে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেবে তখন ওই ব্যক্তি বা সমষ্টির ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে। (১১/৮৭৩/৩৬৮১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٨ : (وأما شرط إباحته) فشيئان: أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق، وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم، والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال، فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٢/ ٣-٢ : اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام-

... ... وفى الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصح بدونه، لقوله عليه السلام : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير الخ، فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد، نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرا، ويدل على أن الجهاد لايصح إلا بأمير، ما رواه البخارى عن حذيفة فى حديث طويل، «قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني

Scanned by CamScanner

ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» ... ...

فتلخص منه أن المسلم إذا كان فى جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصة نفسه، وليس بمأمور بالجهاد وما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم-

ولا يخفى أن الأمير الذى يجب الجهاد معه كما صرح به حديث مكحول إنما هو من كان مسلما ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضـ وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أى مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أى مالكا للتصرف فى أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإما م كذا فى شرح العقائد-

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٢/ ١٨٣ : إن الجهاد لإعلاء كلمة الله ماض إلى يوم القيامة، ومن المعلوم أن الجهاد والقتال بأعداء الله وأعداء الإسلام لابد له من أمور وشرائط: فمنها الإمام، ومنها آلات الحرب، ومنها القدرة على القتال وغيرها وهذا القدر مما لا خفاء فيه-

কোনো সংগঠনের অধীনে জিহাদ করার শর্ত

প্রশ্ন : ১. জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য কী কী শর্ত? জিহাদ কখন ফরযে আইন হয় আর কখন ফরযে কিফায়া হয়ে থাকে?

২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত দেশে যেমন–কাশ্মীর, আফগান, ইরাক, চেচনিয়াসহ বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালানো হচ্ছে, সে সমস্ত দেশের মুসলমানদের জন্য জিহাদের কী হুকুম? যদি তারা জিহাদ না করে অথবা জিহাদ করতে অসামর্থ্য হয় তাহলে অন্য মুসলমানদের ওপর কী হুকুম?

৩. বাংলাদেশে যদি কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন মানুষকে জিহাদের প্রতি ডাকে এবং যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় তাদেরকে শারীরিক-মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : (১ ও ২) জিহাদ জামাআতুল মুসলিমীন, বিশেষত বিজ্ঞ আলেম সম্প্রদায়ের সমর্থনে নিয়োগপ্রাপ্ত আমীর বা হুকুমাতে ইসলামিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিধান। তাই শরয়ী আমীর বা হুকুমাতে ইসলামীর অস্তিত্ব জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। শরয়ী আমীর বা হুকুমাতে ইসলামিয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তির ওপর জিহাদ ফরয হয় না এবং কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এর আহবান করতে পারে না। হুকুমাতে ইসলামিয়ার শরয়ী আমীর তার অধীনস্থ যাদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেয় তাদের ওপরই জিহাদ ফরয হয়মাত্র। হুকুমাতে ইসলামিয়া বা শরয়ী আমীরের নির্দেশে যে জিহাদ চলে সেটাই একমাত্র ইসলামী জিহাদ।

যদি মুসলিম সমাজের ওপর চেপে বসা অনৈসলামিক সরকার সুস্পষ্ট শরীয়তবিরোধী আইনের শাসন চালায় বা জাতিকে কুফরী মতাদর্শের ওপর চলতে বাধ্য করে তাহলে কিছু শর্তসাপেক্ষে মুসলিম সমাজ উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে শরয়ী আমীর নিযুক্ত করে সে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে তাও ইসলামী জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

তেমনিভাবে যদি কাফের রাষ্ট্রও কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর হামলা করে জবরদখল করে নেয়, তখন শরয়ী আমীর বা ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে মুসলমানগণ দেশ রক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করাও ইসলামী জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আর এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমান দেশের রাষ্ট্রনায়ক (ইসলামী হুকুমাতের প্রধান নয়) দেশ রক্ষার জন্য যাদেরকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেয় তাদের জন্য তার নির্দেশ পালন করাও ওয়াজিব হয়।

৩. কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের জিহাদের আহবানের অনুমতি নেই। হ্যাঁ, সে সংগঠন যদি সাধারণ মুসলিম জনতা বিশেষ করে দেশবরেণ্য উলামা-মাশায়েখ সমর্থন নিয়ে আমীর নির্বাচিত করে জিহাদ করে তা অবশ্য ইসলামী বলে গণ্য হবে। অন্যথায় এর দ্বারা মুসলমানদের উপকারের তুলনায় ক্ষতি হয় বেশি, যার প্রমাণ বর্তমানে অহরহ। তাই তাদের সহযোগিতা করা যাবে না। (১০/৩৫৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٧١ : فإن قام به قوم سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه) بيان لحكم فرض الكفاية وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يخلو ثغر المسلمين ممن يقاوم الأعداء، فإن ضعف أهل الثغر من المقاومة وخيف عليهم فعلى من وراءهم من المسلمين أن يعينوهم بأنفسهم، والسلاح، والكراع ليكون الجهاد قائما، والدعاء إلى الإسلام دائما.

📖 فيه أيضا ٥/ ٧٢ : (قوله: وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة، والعبد بلا إذن زوجها وسيده) ؛ لأن المقصود عند ذلك لا يحصل

Scanned by CamScanner

إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل فرض عين... ... ... والمراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١٢٤ : قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء فتأمل (قوله بل يفرض على الأقرب فالأقرب إلخ) أي يفرض عليهم عينا وقد يقال كفاية بدليل أنه لو قام به الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب، لكن هذا ذكره في الدرر فيما لو هجم العدو وعبارة الدرر وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم، وهم يقدرون على الجهاد ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٨ : ومعنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن يخرجوا، ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد.أما على من وراءهم ممن يبعد من العدو، فإنه يفترض فرض

Scanned by CamScanner

كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه، فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو تكاسلوا، ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب، ثم يستوي أن يكون المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل خبره في ذلك، وكذا منادي السلطان يقبل خبره عدلا كان أو فاسقا-

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٢/ ٣-٢ : اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام-

... ... وفى الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصح بدونه، لقوله عليه السلام : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير الخ، فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد، نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرا، ويدل على أن الجهاد لايصح إلا بأمير، ما رواه البخارى عن حذيفة فى حديث طويل، «قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» ... ...

فتلخص منه أن المسلم إذا كان فى جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصة نفسه، وليس بمأمور بالجهاد وما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم-

ولا يخفى أن الأمير الذى يجب الجهاد معه كما صرح به حديث مكحول إنما هو من كان مسلما ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضـ وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أى مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أى مالكا للتصرف فى أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود

Scanned by CamScanner

دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام كذا فى شرح العقائد۔

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٣٢٨ : أن فسق الإمام على قسمين : الأول ما كان مقتصرا على نفسه، فهذا لايبيح الخروج عليه وعليه يحمل قول من قال : إن الإمام الفاسق أو الجائر لايجوز الخروج عليه، والثانى ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره وتحكيم قوانينه واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه، فهذا ما يلحق بالكفر البواح ويجوز حينئذ الخروج بشروطه ... ...

والقسم الثالث أن يطرأ عليه الكفر، سواء كان كفر تكذيب وجحود أو كفر عناد ومخالفة أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين، وفى هذه الصورة ينعزل الإمام وينحل عقد الإمامة، فإن أصر على بقائه إماماً وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة، ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الكفر متفقا عليه ... ...، يشترط أيضا أن يكون صدوره منه قطعيا كرؤية العين

... ... على أن وجوب الخروج فى هذه الصورة مشروط بشرط القدرة وبأن لا تحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمام ... ...

والقسم السابع أن يرتكب فسقا متعديا الى دين الناس فيكرههم على المعاصى وحكمه حكم الإكراه المبسوط فى محله، ويدخل هذا الإكراه فى بعض الأحوال فى الكفر حقيقة أو حكما، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية إما تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح أو توانيا وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافا لها فى القلوب، فإن مثل هذا التوانى والتكاسل وإن لم يكن كفرا صريحا بحيث يكفر به مرتكبه، ولكنه فى حكم الكفر بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم؛ لأنه من أعلام الدين، وفى تركه استخفاف

Scanned by CamScanner

ظاهر به، راجع باب الأذان من رد المحتار ١/ ٣٨٤، وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث وهو الكفر البواح فيجوز الخروج على التفصيل الذى سبق حكمه-

ثم إن وجوب الخروج فى القسم الثالث والسابع مشروط بالقدرة والمنعة وجواز الخروج فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح توجد فيه شروط الإمامة، أما إذا صار الأمر من جائر إلى جائر أو استلزم ذلك مضرة أكبر مثل استيلاء الكفار على المسلمين فلا يجوز الخروج فى هاتين الصورتين أيضا-

বর্তমানে কোথায় শরয়ী জিহাদ হচ্ছে, নফীরে আমের সংজ্ঞা

প্রশ্ন : মাসিক মুঈনুল ইসলাম ১৪১৮ হিঃ রজব সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে জিহাদ ফরযে কিফায়া বলে, আবার সময় সাপেক্ষে ফরযে আইনও হয়ে যায় বলে মত ব্যক্ত করেছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, জিহাদ যদি ফরযে কিফায়া হয় তাহলে সারা বিশ্বের কোনো মুসলমান যদি ওই ফরযকে আদায় না করে থাকে তাহলে তো সবাই গোনাহগার হবে। তাই জানতে আগ্রহী বর্তমান এই ফরয কারা আদায় করছে এবং কোথায় আদায় করছে? জিহাদ ফরযে আইন কখন হয়? বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণের ওপর জিহাদ কি ফরযে আইন, নাকি ফরযে কিফায়া?
নফীরে আম বলতে কাকে ও কোন পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করাকে জিহাদ বলে। কথা, কলম, শ্রম এবং অর্থের দ্বারা জিহাদ হয়ে থাকে। অস্ত্রের দ্বারা ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এর জন্য কিতাল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ শেষোক্ত জিহাদ বা কিতাল ফরয হওয়ার জন্য নির্বাচিত আমীরের অস্তিত্ব অপরিহার্য ও মূল শর্ত। এ শর্তগুলো পাওয়া না গেলে জিহাদ ফরয হয় না। নির্বাচিত আমীরের নির্দেশ হলেই জিহাদ বনাম কিতাল ফরয হয়। আমীরের নির্দেশ ঐচ্ছিক বা গৌণ হলে ফরযে কিফায়া হয়। আর নির্দেশ বাধ্যতামূলক হলে ফরযে আইন হয়। সারকথা, জিহাদ ফরয হওয়া নির্বাচিত আমীরের অস্তিত্ব ও অন্য শর্তাদি পাওয়ার ওপর নির্ভর করে এবং আইন ও কিফায়া হওয়া নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল। শর্ত পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত জিহাদ বনাম কিতাল ফরয হওয়া এবং আইন ও কিফায়া হওয়ার প্রশ্নই আসে না। (৬/৩৪২/১২২৩)

Scanned by CamScanner

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٢/ ٣-٢ : اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام-

... ... وفى الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصح بدونه، لقوله عليه السلام : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير الخ، فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد، نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرا، ويدل على أن الجهاد لايصح إلا بأمير، ما رواه البخارى عن حذيفة فى حديث طويل، «قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» ... ...

فتلخص منه أن المسلم إذا كان فى جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصة نفسه، وليس بمأمور بالجهاد وما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم -

ولا يخفى أن الأمير الذى يجب الجهاد معه كما صرح به حديث مكحول إنما هو من كان مسلما ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رض وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أى مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أى مالكا للتصرف فى أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإما م كذا فى شرح العقائد-

Scanned by CamScanner

বর্তমান উলামায়ে কেরাম জিহাদ বিমুখ কেন

প্রশ্ন : বর্তমান সারা বিশ্বে এমন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে যে উলামায়ে কেরামকে জঙ্গিবাদ মনে করা হয়। ঠিক এমন সময় মুসলমান দাবিদার কোনো কোনো মহলে বিশ্বব্যাপী জিহাদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে যে সারা বিশ্বে আজ মুসলমান মার খাচ্ছে আর উলামায়ে কেরাম মাদ্রাসা নিয়ে বসে আছে, এখন সকলে মিলে জিহাদে নামতে হবে। যারা জিহাদের বিরোধিতা করে তারা আলেম নয়, তারা বাতেলপন্থী, তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয কি না? জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত কী কী? যারা বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদের দাওয়াত দেয় তারা ইসলামের শত্রু কি না?

উত্তর : আলেম-উলামা দেখলেই জঙ্গি বলা মারাত্মক গোনাহ ও অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জিহাদ পবিত্র ইবাদত। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করার একমাত্র মাধ্যম হলো জিহাদ। তবে জিহাদের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে শরয়ী নিয়ম-নীতি অমান্য করে জিহাদ করলে তা হয় জঙ্গিবাদ। হক্কানী আলেমগণ জিহাদ করাকে জরুরি মনে করে। শর্তহীনভাবে শরয়ী নীতিমালা লঙ্ঘন করে জিহাদ করা জিহাদের পবিত্র নামকে অপবিত্র করার নামান্তর বলে মনে করে।

সমাজের বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐকমত্যে ইমাম নির্বাচন করে তার নেতৃত্বে বা রাষ্ট্রপ্রধানের আহ্বানে ও তার নেতৃত্বে শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী জিহাদ করা জিহাদের অন্যতম শর্ত। এ মূলনীতির বহির্ভূত কোনো কাজ জিহাদ হবে না।

আমাদের জানা মতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে সকলেই জিহাদে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। তাই যারা বলবে, আলেমদের মাদ্রাসা নিয়ে বসে না থেকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার– এমন উক্তি কোনো হকপন্থী ইসলামের অনুসারীর হতে পারে না। এমন লোকের পক্ষে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া ও এ ধরনের জিহাদে অংশগ্রহণ করা জঙ্গিবাদকে উস্কিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। লেখনীর জিহাদ, বক্তব্য বা প্রতিবাদের জিহাদ সব সময় চলছে। তরবারীর জিহাদ যখন চলবে, তখন আলেমদের সেই জিহাদে পাওয়া যাবে। সুতরাং মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে যারা জিহাদে চলে যেতে বলে তারা ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। (১৬/২৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٨ : (وأما شرط إباحته) فشيئان:
أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق،
وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم، والثاني أن يرجو الشوكة والقوة
لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه

Scanned by CamScanner

وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال، فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٩٨ : وأما بيان من يفترض عليه فنقول إنه لا يفترض إلا على القادر عليه فمن لا قدرة له لا جهاد عليه؛ لأن الجهاد بذل الجهد، وهو الوسع والطاقة بالقتال، أو المبالغة في عمل القتال، ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع والعمل، فلا يفرض على الأعمى والأعرج، والزمن والمقعد، والشيخ الهرم، والمريض والضعيف، والذي لا يجد ما ينفق، قال الله - سبحانه وتعالى - {ليس على الأعمى حرج} الآية وقال - سبحانه وتعالى عز من قائل - {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} إذا نصحوا لله ورسوله فقد عذر الله - جل شأنه - هؤلاء بالتخلف عن الجهاد ورفع الحرج عنهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١٢٤ : قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء فتأمل (قوله بل يفرض على الأقرب فالأقرب إلخ) أي يفرض عليهم عينا وقد يقال كفاية بدليل أنه لو قام به الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب، لكن هذا ذكره في الدرر فيما لو هجم العدو وعبارة الدرر وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم، وهم يقدرون على الجهاد ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين

Scanned by CamScanner

كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج -

📖 كفايت المفتي (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۳ : إن الجهاد لإعلاء كلمة الله ماض إلى يوم القيامة، ومن المعلوم أن الجهاد والقتال بأعداء الله وأعداء الإسلام لابد له من أمور وشرائط: فمنها الإمام، ومنها آلات الحرب، ومنها القدرة على القتال وغيرها وهذا القدر مما لا خفاء فيه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۲۷ : سوال- حکومت برما اپنے مسلم باشندوں پر ظلم کر رہی ہے حتی کہ ان کے مذہبی احکام پر پابندی لگا رہی ہے فرائض شرعیہ کی ادائیگی میں مانع ہو رہی ہے دریں حالات مسلم باشندوں پر ایسی حکومت سے جہاد کرنا فرض ہے یا نہیں؟... الجواب- ان حالات میں ایسی حکومت کافرہ سے جہاد کرنا فرض ہے اس مقصد کے لئے ایسی تنظیم ضروری ہے جو علماء ماہرین متقین واہل بصیرت کی نگرانی میں حدود شریعت کے اندر کام کرے، دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر بھی بترتیب الاقرب فالاقرب تعاون کرنا فرض ہے، اگر جہاد کی استطاعت نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔

তাবলীগ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন জিহাদ করেছেন? যুদ্ধ না করে তাবলীগ বা নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি করেও তো জীবন কাটাতে পারতেন? তাবলীগ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং বর্তমান যুগে জিহাদ বা যুদ্ধের প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন ও সে মোতাবেক আমল করে ইসলামী জীবন যাপন করা এবং অপরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাতানো ত্বরিকায় দাওয়াত দেওয়ার নাম জিহাদ। আল্লাহর সৃষ্টি এ ভূমণ্ডলে তার প্রিয় বান্দাদের এ জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ে যদি কোনো পক্ষ হতে বাধা আসে, তা হবে অন্যায়, অবিচার সন্ত্রাস এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। এজাতীয় সন্ত্রাস নির্মূল ও অধিকার আদায় যেহেতু ঈমানী দায়িত্ব, তাই এ কাজ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে করার নাম যুদ্ধ বা কিতাল। ইসলামে যুদ্ধ মৌলিক উদ্দেশ্য নয়, বরং তা লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক। তাই মুসলমান রাসূলের আদর্শে যুদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মুজাহিদ হয়, জঙ্গি হয় না। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ লঙ্ঘন করে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে সে জঙ্গি হয়। (১৪/৮৫৭/৫৮০৯)

Scanned by CamScanner

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ١/ ٣٢٤ : وقوله تعالى [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله] يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس الفتنة هاهنا الشرك وقيل إنما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما يؤدي إليه الفتنة وقيل إن الفتنة هي الاختبار والكفر عند الاختبار إظهار الفساد وأما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين أحدهما الانقياد... ... والدين الشرعي هو الانقياد لله عز وجل والاستسلام له على وجه المداومة والعادة وهذه الآية خاصة في المشركين دون أهل الكتاب لأن ابتداء الخطاب جرى بذكرهم-

📖 البداية والنهاية (دار إحياء التراث) ٧/ ٤٧ : فقال رستم: ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ও জিহাদ করতে অন্য দেশে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ১. ইসলামী রাষ্ট্রের কি কোনো সীমারেখা আছে?
২. বিশ্বে কোনো জায়গায় মুসলমানদের ওপর হামলা হলে অন্য মুসলমানদের ওপর কি জিহাদ ফরয?
৩. এবং বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর হুকুম কী?
৪. এক রাষ্ট্রের মুসলমান কি নিজ রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে জিহাদ করতে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : ১. যেসব দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়িত ওই সব দেশ ইসলামী দেশ হিসেবে পরিগণিত। আর যেসব দেশে শরীয়তের বিধি-বিধান সব ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে তাকে মুসলিম দেশ বা মুসলিম রাষ্ট্র বলা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি তার নীতিমালা ও আইন-কানুনের বাস্তবায়ন সাপেক্ষে নির্ণিত হবে।

Scanned by CamScanner

২. জিহাদ ফরয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া গেলে ফরয হবে, অন্যথায় নয়। যেমন-কোনো মুসলিম দেশের ওপর হামলা হলে সে দেশের মুসলমানদের ওপরই আমীর নিযুক্ত করে সমষ্টিগতভাবে সর্বশক্তি ব্যয় করে জিহাদ করা ফরয হবে। তাদের দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভব না হলে এবং শর্ত সাপেক্ষে জিহাদের ঘোষণাও হয়ে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানদের ওপর জিহাদের হুকুম বর্তাবে।

৩. বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের হুকুমও ভিন্ন। বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আরব দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, দুবাই কাতার ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্র বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে বার্মা, চীন ইত্যাদি দেশগুলো অমুসলিম রাষ্ট্র। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র বর্তমানে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

৪. শরীয়তসম্মত প্রয়োজনে যাওয়ার অনুমতি আছে। (১২/৬৫)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٣١٢/٦ : إنما تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر وأن لا يحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام وأن يتصل بدار الحرب وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمى آمنا بالأمان الأول، أعنى بأمان أثبتها الشارع بالإيمان أو عقد الذمة فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دار الحرب، وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقى ما كان على ما كان أو يترجح جانب الإسلام احتياطا، ألا يرى إن دار الحرب تصير دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الاسلام إجماعاً.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ١٢٦- ١٢٧ : (وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع ذخيرة(ولا بد) لفرضيته (من) قيد آخر وهو (الاستطاعة) فلا يخرج المريض الدنف، أما من يقدر على الخروج، دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهابا فتح. وفي السراج وشرط لوجوبه: القدرة على السلاح لا أمن الطريق، فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال، (قوله وشرط لوجوبه القدرة على السلاح) أي وعلى القتال وملك الزاد والراحلة كما في قاضي خان وغيره قهستاني وقدمنا عنه اشتراط العلم أيضا (قوله لا أمن الطريق) أي من قطاع أو محاربين، فيخرجون إلى النفير، ويقاتلون

Scanned by CamScanner

بطريقهم أيضا حيث أمكن وإلا سقط الوجوب؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة تأمل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١٢٤ : قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء فتأمل (قوله بل يفرض على الأقرب فالأقرب إلخ) أي يفرض عليهم عينا وقد يقال كفاية بدليل أنه لو قام به الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب، لكن هذا ذكره في الدرر فيما لو هجم العدو وعبارة الدرر وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم، وهم يقدرون على الجهاد ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٨ : (وأما شرط إباحته) فشيئان: أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق، وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم، والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال، فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة.

📖 طبقات ابن سعد (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٧٩ : عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال: يا أبا بكر. قال: لبيك. قال: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: لله. قال:

Scanned by CamScanner

فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله. فأذن له فذهب إلى الشام فمات ثم.

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥١٨ (٥٩٣٠) : عن محمد بن سيرين، قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا هو فيها إلا عاما واحدا، فإنه استعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام، فجعل بعد ذلك يتلهف ويقول: ما علي من استعمل فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية فدخل عليه يعوده فقال: ما حاجتك؟ فقال: «حاجتي إذا أنا مت فاركب، ثم اسع في أرض العدو ما وجدت مساغا، فإذا لم تجد مساغا، فادفني ثم ارجع» . قال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله عز وجل: {انفروا خفافا وثقالا} ، «فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ٣٩٥ : جس ملک میں اسلام کے احکام جاری ہوں وہ دار الاسلام ہے اور جہاں اسلام کے احکام جاری نہ ہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہو سکتا ہے مگر شرعا دار الاسلام نہیں۔

আরাকানিদের সাহায্যে জিহাদ করা

প্রশ্ন : আরাকানের মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয হয়েছে কি না?

উত্তর : যখন ইসলামের দুশমনরা মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করে হামলা চালায় এবং মুসলিমপ্রধান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের ওপর জিহাদের নির্দেশ দেয় তখন মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এ দৃষ্টিতে এ কথা স্পষ্ট যে আরাকানের মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয নয়। তবে আরাকানের মুসলমানদের সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতা করা নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। (৬/৩৮৯/১২২৫)

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٨/ ٥٨٥٠ : فإن كان النفير عاما : كأن هجم العدو على بلد إسلامي: فالجهاد فرض عين على كل قادر من المسلمين، لقوله سبحانه وتعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً}

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٨ : لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦/ ٢٧ : سوال- حکومت برما اپنے مسلم باشندوں پر ظلم کر رہی ہے حتی کہ ان کے مذہبی احکام پر پابندی لگا رہی ہے فرائض شرعیہ کی ادائیگی میں مانع ہو رہی ہے دریں حالات مسلم باشندوں پر ایسی حکومت سے جہاد کرنا فرض ہے یا نہیں؟...
الجواب- ان حالات میں ایسی حکومت کافرہ سے جہاد کرنا فرض ہے اس مقصد کے لئے ایسی تنظیم ضروری ہے جو علماء ماہرین متقین واہل بصیرت کی نگرانی میں حدود شریعت کے اندر کام کرے، دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر بھی بترتیب الاقرب فالاقرب تعاون کرنا فرض ہے، اگر جہاد کی استطاعت نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔

আফগান তালেবানদের জিহাদের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে আফগানে যেই তালেবান জামাত জিহাদ করছে এই জিহাদ শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের বিধান আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ইসলামবিরোধী জালেমদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে কোনো নির্ভরযোগ্য আমীরের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জানা মতে, বর্তমানে আফগানিস্থানে তালেবানদের অবস্থান ও প্রয়াস জালেম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাই এটাকে শরীয়তসম্মত জিহাদ বলা যেতে পারে। (৬/৩৮৯/১২২৫)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٥ : وإنما شرع الجهاد لتعلو كلمة الله على أرض الله ويكون لها العز والمنعة وليكسر شوكة الجبارين الذين يستعبدون عباد الله بأحكامهم وقوانينهم المنبثقة من آراءهم ويأبون أن يقام حكم الله تعالى فى أرضه ويشيعون بقوة حكمهم كل ظلم ومنكر وفساد.

Scanned by CamScanner

হরকাতুল জিহাদের সহযোগিতা করার হুকুম

প্রশ্ন : ক. বাংলাদেশে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী' নামে যে জামাত জিহাদের কিছু ট্রেনিং বিভিন্ন জায়গায় করাচ্ছে, এই জামাতের হক্কানিয়াত সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?

খ. তারা নিম্নোক্ত দুটি দলিল দ্বারা জিহাদের ট্রেনিং দেওয়াকে ফরয বলে থাকে, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?

১.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ - سورة الأنفال الآية ٦٠

২.

عن عقبة بن عامر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: "{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي" صحيح مسلم (١٩١٧) -

ক. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীতে যোগ দেওয়া এবং من جهز غازيا এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ক. কোনো জামাত সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য তার নীতিমালা-গঠনতন্ত্র থাকা জরুরি। 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'র নীতিমালা-গঠনতন্ত্র কী এবং আমীর কে ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট হলেই তার হক্কানিয়াত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে।

📖 سورة الحجرات الآية ٦ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

খ. উল্লিখিত আয়াত দ্বারা জিহাদের প্রস্তুতি বা ট্রেনিং নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝায়, কিন্তু তা ফরয না ওয়াজিব তা নির্ভর করবে জিহাদ ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার ওপর। বর্তমানে আমাদের দেশে সশস্ত্র জিহাদ ফরয বা ওয়াজিব নয়। এ পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াত দ্বারা ট্রেনিংকে ফরয বা ওয়াজিব বলা যুক্তিসংগত নয়।

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ٢٥٣ : يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي... ... ومعنى قوله صلى الله عليه وآله

Scanned by CamScanner

وسلم من حق الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة على قتال العدو ولم ينف به أن يكون غيره من القوة بل عموم اللفظ الشامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب۔

📖 فيه أيضا ٤/ ٣١٩ : قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة والعدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل وهو نظير الأهبة وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه وهو كقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل۔

গ. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর হক্কানিয়াত যত দিন পর্যন্ত বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উলামা-মাশায়েখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট না হয়, তত দিন পর্যন্ত তাদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করা 'তাআউন আলাল বির' তথা সৎ কাজে সহযোগিতা বলে গণ্য হবে না। (৬/৩৮৯/১২২৫)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۱۷ : کسی تنظیم کے ساتھ تعاون کے لئے دو شرطیں ہے:
(۱) اس کا طریق کار خلاف شرع نہ ہو (۲) کامیابی متوقع ہو۔

হরকাতুল জিহাদ নামক সংগঠনকে যাকাত দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে যে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী' নামক সংগঠন রয়েছে তাদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যাকাতের টাকা-পয়সা উঠাচ্ছে। এমনকি আমাদের গ্রাম থেকেও আমি তাদেরকে যাকাতের টাকা দেওয়ার আগে মুফতিয়ানে কেরামদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে ফাতওয়া জানতে চাই।

প্রশ্ন হলো :

ক. আমাদের যাকাতের টাকা-পয়সা তাদেরকে দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

খ. তারা কি আসলে ইসলামী মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে?

গ. যদি তারা আসলে ইসলামী মুজাহিদ হয় তাহলে তারা কোন জায়গায় জিহাদ করছে? তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে জিহাদ সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয় সকল কাজ যথা দ্বীনি শিক্ষা দান ও গ্রহণ দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বীনি কিতাব রচনা ও প্রচার জালেম বাদশাহর নিকট সত্য কথা প্রকাশ ইত্যাকার অনেক কাজ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের

Scanned by CamScanner

কাজে ব্যস্ত লোকদের যাকাত দেওয়া যেতে পারে, যদি তারা যাকাত খাওয়ার যোগ্য হয়। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নামে সংগঠনের প্রধান কে? এ সংগঠনের নীতিমালা কী? শুরার অধীনে পরিচালিত নাকি ডিরেক্টটরশিপ। শুরার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকলে শুরার সদস্যদের পক্ষ থেকে যাকাতের আবেদন করা হয়েছে কি? এবং যাকাতের সহীহ খাতে ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি আছে কি না? উপরোল্লিখিত বিষয় স্পষ্ট হলে বাস্তব মুজাহিদ কি না এবং যাকাত দেওয়া বৈধ কি না, তা ফয়সালা করা সম্ভব হবে, এর পূর্বে নয়। (৫/888/১০০৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٩٧ : وأما الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد بالضم وهو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل من الجهد بالفتح، وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله - عز وجل - بالنفس والمال واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك والله - تعالى - أعلم.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٤ : إن الجهاد لايختص بمباشرة القتل وإنما هو كل جهد يبذل فى سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وكسر شوكة الكفر والكفار سواء كان بالسلاح أو بالمال أو بالعمل بالقلم أو باللسان، ولكن كلمة الجهاد إذا أطلقت فإنما يراد بها فى الغالب جهد يبذل فى قتال الكفار، ولا تطلق على غيره إلا بقرينة تدل على ذلك-

📖 سورة الحجرات الآية ٦ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

আত্মঘাতী হামলা ও আত্মঘাতীর জানাযার হুকুম

প্রশ্ন : ইসলামের স্বার্থে আত্মঘাতী হামলা করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে কি না? মুসলমানদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? এবং এ ধরনের আত্মঘাতী হামলাকারীর হুকুম কী? এবং তার জানাযার নামাযের বিধান কী?

উত্তর : মুসলমানদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা শরীয়তের দৃষ্টিতে মহাপাপ, মারাত্মক কবীরা গোনাহ। কোনো অবস্থায় এ ধরনের আত্মঘাতী হামলা শরীয়তের সমর্থিত নয়। বরং এ ধরনের হামলাকারী আত্মহত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আত্মহত্যা ও

Scanned by CamScanner

ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে অন্য মুসলমানদের হত্যা করার অপরাধে অপরাধী গণ্য হবে, যার জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। এ ধরনের আত্মঘাতী হামলাকে বৈধ মনে করা কোরআন অমান্য করার শামিল, যা কুফরী মতবাদ। এ ধরনের হামলাকে অবৈধ মনে করা সত্ত্বেও এ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা না গেলেও বড় অপরাধী ও পাপী বলা যাবে এবং তার জানাযার নামায সমাজের সাধারণ লোক আদায় করে তাকে দাফন করে দেবে। (১২/১৯৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٥٧ (٥٧٧٨) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٧ : ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله، ولا شيء بقتله -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ١٢٧ : فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ١٢٧ : مطلب إذا علم أنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإلا فلا بخلاف الأمر بالمعروف (قوله لم يلزمه القتال) يشير إلى أنه لو قاتل حتى قتل جاز، لكن ذكر في شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين، بخلاف نهي فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه فإنه لا بأس بالإقدام، وإن رخص له السكوت؛ لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثرا في باطنهم بخلاف الكفار -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۷ : جواب- جو قتل براہ راست قتل ہے مثلاً اپنے ہاتھ سے چھری یا چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیا یا پیٹ پھاڑ ڈالا یا بندوق یا پستول سے گولی مار لی یا خود

Scanned by CamScanner

کو کنویں میں گرادیا یا تنور میں کود پڑا، یہ تو خود کشی ہے اور یقیناً گناہ کبیرہ ہے اور جو فعل کہ براہ راست قتل نہیں بلکہ مفضی الی القتل ہو سکتا ہے مثلاً تنہا ہزاروں دشمنوں پر حملہ کر دیا ان کی صفوں میں گھس گیا یا کھانا ترک کر دیا کہ جب تک فلاں مطالبہ پورا نہ ہوگا کھانا نہ کھاؤں گا ایسے افعال اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو علی الاطلاق خود کشی قرار دینا اور بہر صورت حرام اور گناہ کبیرہ دینا درست نہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ / ۱۳۱ : ج: خود کشی چونکہ بہت بڑا جرم ہے اس لئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مقتدا اور ممتاز افراد اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔

চলমান বিশ্বে ফিদায়ী হামলার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী যে ইসলামের নামে ফিদায়ী হামলা হচ্ছে তা শরীয়তে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মানুষ নিজ আত্মার মালিক নয় বিধায় স্বীয় আত্মার ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা কবীরা গোনাহ। ইসলামী শরীয়তে আত্মহত্যার কোনো স্থান নেই। হাদীস শরীফে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে শরয়ী বিধানসম্মত ইসলামী জিহাদে আমীরে জিহাদের হুকুম পালনার্থে কোনো মুজাহিদ দুশমনের ওপর হামলা করতে গিয়ে মারা গেলে তাকে আত্মহত্যা বলা সঠিক হবে না। বরং সে শহীদ বলে বিবেচিত হবে। ইসলামী জিহাদ এবং আমীরের নির্দেশ ছাড়া ইসলামের নামে যে আত্মোৎসর্গের ব্যাপকতা চলছে তাকে শরীয়ত সমর্থন করে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইসলামের নামে যেসব আত্মহত্যা করা হয় তা শরীয়তসম্মত নয়। (১৩/৩৪৩)

📖 سورة البقرة الآية ١٩٥ : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ٣٤٦ (١٣٦٤) : عن الحسن، حدثنا جندب رضي الله عنه - في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم - قال: "كان برجل جراح، فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة".

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ٢/ ٣٦٤- ٣٦٥ : وقال الطبري: قوله" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" عام في جميع ما

Scanned by CamScanner

ذكر لدخوله فيه، إذ اللفظ يحتمله. الثانية- اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى:" ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" [البقرة: ٢٠٧]. وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. قلت: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال: (فلك الجنة). فانغمس في العدو حتى قتل.

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ٧٤ : ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه.

📖 القواعد الفقهية (المكتبة الأشرفيه) ص ٨٨ : الضرر لا يزال بمثله

জিহাদের স্বার্থে দাড়ি মুণ্ডানো অবৈধ

প্রশ্ন : কোনো এলাকায় জিহাদ চলছে এবং পরিস্থিতি এমন যে দাড়ি রাখা অবস্থায় জিহাদের কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে কেবল জিহাদের কৌশলগত জরুরতে দাড়ি মুণ্ডানো যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দাড়ি মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম নিদর্শন। তাই শুধুমাত্র জিহাদের কৌশলগত কারণে দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয হবে না। (১৪/২৮৬/৫৫৩০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٢٨ (٢٥٩) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ١٨ : الجواب-داڑھی منڈوانا حرام ہے جہاد کی ضرورت سے فعل حرام کا ارتکاب جائز نہیں، بلکہ ایسے موقع میں تو گناہوں سے بچنے اور استغفار کی زیادہ تاکید ہے۔

দেশের সৈনিকরা মুজাহিদের মর্যাদা পাবে কি না

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সৈনিক যারা রয়েছেন তারা কি মুজাহিদের অন্তর্ভুক্ত? তাদের ভাষ্য মতে, দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগলে নাকি তাদেরকে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমার জানার বিষয় হলো, তারা কি মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী হবেন?

উত্তর : একমাত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল খরচ করে তারাই মুজাহিদ। তবে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে যারা মারা যায় তাদের অবশ্যই শহীদ বলা যাবে এবং তাদের মুজাহিদ বলা না গেলেও জিহাদের সাওয়াব অবশ্যই পাবে। (১১/৮৪৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ٢٠٤٠ (٤٧٧٢) : عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد».

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٣٢٣ : إذا قتل الرجل في المعركة، أو غيرها وهو يقاتل أهل الحرب، أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو واحد من المسلمين، أو أهل الذمة فهو شهيد.

📖 إرشاد الساري (المطبعة الكبرى) ٥/ ٣١ : وهو في الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، ويطلق أيضًا على جهاد النفس والشيطان وهو من أعظم الجهاد -

Scanned by CamScanner

كتاب الحدود
অধ্যায় : দণ্ডবিধি

باب الزنا والقذف
পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার ও অপবাদ

এইডস রোগীকে ব্যভিচারী বলা যাবে না

প্রশ্ন : যিনা প্রমাণিত করার কী কী পদ্ধতি রয়েছে? যেগুলো পাওয়া গেলে শরয়ী পদ্ধতিতে হদ প্রয়োগ করা যাবে? কারো শরীরে যদি এইচআইভি তথা এইডস রোগ প্রমাণিত হয় তাহলে এর ওপর ভিত্তি করে তাকে যিনাকারী সাব্যস্ত করা এবং যিনার হদ প্রয়োগের উপযুক্ত বলা যাবে কি না?

উত্তর : যিনারত অবস্থায় স্বচক্ষে দেখা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি ছাড়া যিনা প্রমাণিত হয় না। তা ছাড়া এইচআইভির ভাইরাস সরাসরি যিনা ছাড়াও বিভিন্নভাবে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে বলে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অভিমত। তাই এ ধরনের ভাইরাসের অস্তিত্বের কারণে কাউকে যিনাকারী সাব্যস্ত করা বা হদ লাগানোর উপযুক্ত মনে করা জায়েয হবে না। (১৫/৪১৫)

📖 سورة النور الآية ١٣ : ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٤٣ : ويثبت الزنا عند الحاكم ظاهرا بشهادة أربعة يشهدون عليه بلفظ الزنا لا بلفظ الوطء والجماع كذا في التبيين.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢/ ١٩٢ : جواب- محض سماعی باتوں سے زید پر تہمت زنا کا لگانا شرعا درست نہیں ہے اور ایک دو گواہ کے عینی شہادت سے بھی زنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ثبوت زنا کے لئے چار عادل گواہوں کی چشم دید شہادت کی ضرورت ہے جو یہ گواہی دیں کہ ہم نے معین فعل مذکور کو کالمیل فی المکحلہ دیکھا ہے کما بین فی کتب الفقہ، پس بدون ایسی شہادت کے زنا ثابت نہیں ہوتا اور زید کو زانی سمجھنا اور کہنا درست نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

এক বিছানায় শোয়া দেখলেই ব্যভিচারী হয়ে যায় না

প্রশ্ন : সাক্ষীর মাধ্যমে জানা গেল যে নুরুল ইসলাম তার আপন ভাগ্নির সাথে অবৈধ কর্মে লিপ্ত। এমনকি সাক্ষীগণ তাদের দুজনকে একই বিছানায় শোয়া অবস্থায় ধরেছে বলে উল্লেখ আছে। অবশ্য তারা তা অস্বীকার করে যাচ্ছে। দরখাস্তের সাথে এসব সাক্ষী এবং তাদের দুজনের বিস্তারিত বর্ণনা ও জবানবন্দি সংযুক্ত আছে। তাদের এসব বর্ণনা অনুযায়ী বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের উভয়ের ও সাক্ষীগণের ক্ষেত্রে শরীয়তে কী সমাধান এবং সামাজিকভাবে কী করণীয়?

উত্তর : যিনা-ব্যভিচার সমাজের মারাত্মক ধরনের ব্যাধি। মানবসমাজকে কলুষিত করে পশুত্বের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। এ কারণে কোরআন-হাদীস যিনাকে মারাত্মক কবীরা গোনাহ সাব্যস্ত করে তার কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে এবং যিনা সুগম হওয়ার পথ বন্ধ করতে পর্দা ফরয করে দিয়েছে। কিন্তু যিনার মতো মারাত্মক গোনাহের কাজ প্রমাণিত হওয়ার জন্য ঠিক যিনারত অবস্থায় চারজন বালেগ পুরুষ স্বচক্ষে দেখে সকলের হুবহু বিবরণে সাক্ষ্য প্রদান করা শর্ত। অথবা স্বীকারোক্তির ওপর এর প্রমাণ নির্ভর করে। প্রশ্নপত্রের বিবরণে যতটুকু দেখা গেছে তাতে মামা-ভাগ্নির মধ্যে যিনা সংঘটিত হওয়ার উপযুক্ত শরীয়তসম্মত সাক্ষী বিদ্যমান না থাকায় যিনা প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যিনার বিচার করার অবকাশ নেই। তবে উভয়ের মধ্যে অন্যায় আচরণের কথা সাক্ষীগণের বক্তব্য অনুযায়ী পাওয়া গেলেও এসব সাক্ষী শত্রুতা বা ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে এসব অপবাদ দিচ্ছে কি না, এরও সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সমাজের বিজ্ঞ আলেম ও মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ অথবা দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া গেল। (১৬/১৮৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٩٠٥ (٤٤٥٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٧ : (ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد) فلو جاءوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع).

📖 فيه أيضا ٤/ ٨ : (فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا للدرء (وعدلوا سرا وعلنا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به).

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۱۸۷ : سوال-ایک مرد اور ایک عورت جوان العمر کو باہم ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے اور ہمکنار دیکھا گیا شاہد نے اول سے آخر تک ان کو حالت مذکور پر دیکھا مگر کوئی حرکت جماعی نہیں دیکھی اس حالت میں زنا ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب-اس حالت کے دیکھنے سے زنا کا ثبوت نہیں ہوتا اگرچہ یہ فعل بھی حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲ / ۲۱۸ : بدون ثبوت شرعی کے کسی مسلمان پر تہمت زنا و افعال خبیثہ لگانا حرام اور معصیت کبیرہ ہے اور اگر حکومت اسلامیہ ہو تو قاذف پر حد قذف لازم ہوتی ہے۔

বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

প্রশ্ন : বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষ-মহিলা যিনা করলে তারা কোন ধরনের শাস্তির উপযোগী হবে।

উত্তর : যিনাকারী বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা এবং অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত করা ইসলামী বিধান। কিন্তু এ বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র ইসলামী হুকুমতের। সাধারণের জন্য এ বিধান বাস্তবায়নের অধিকার নেই। ইসলামী হুকুমতের অবর্তমানে হক্কানী আলেমের পরামর্শে ফিতনার আশঙ্কা না থাকাবস্থায় তাওবা না করা পর্যন্ত সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে। (৮/২৯৯)

📖 سورة النور الآية ٢ : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٢٨٩ (٦٨٢٩) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان،

Scanned by CamScanner

حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده».

🕮 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٧ : أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا.

🕮 امداد المفتین(دارالاشاعت) ص ٩١٠ : سوال-کوئی شخص زنا کرے فی زمانا اس کی کیا سزا ہے؟ محض توبہ کفایت ہے یا اور کچھ سزا ہے، شریعت میں جو سزا مقرر ہے اس دیار میں وہ جاری کرنی مشکل ہے۔

الجواب- زناء کی حد شرعی دارالحرب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اجرائے حدود کے لئے دارالاسلام شرط ہے کما صرح بہ الدر المختار- من کتاب الحدود- لہذا فیما بینہ و بین اللہ تو توبہ بھی کافی ہے، لیکن اگر مسلمان کسی جگہ متفق ہوں اور سب متفق ہو کر زانی سے قطع تعلقات کر دیں اور جب تک توبہ نہ کرے مقاطعہ جاری رکھیں تو مناسب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

🕮 فتاوی محمودیہ ۹ /۴۰۵ : شرعی حدود قائم کرنے کا حق امیر المؤمنین کو ہے۔

ধর্ষক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। ফলে মেয়েটি এই অপকর্মের চিন্তায় পেরেশান ও অস্থির হয়ে একসময় পাগল হয়ে যায়। অতঃপর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় একজন দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন যে অপকর্মের কারণেই মেয়েটি পাগল হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসা করার পর মেয়েটি মোটামুটি ভালো হয়। কিন্তু ঘটনার পূর্বে যেমন মন-মেজাজ ও বুদ্ধি ছিল, তা আর ফিরে আসেনি। এখন জানার বিষয় হলো, আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমত না থাকায় উল্লিখিত অপকর্মকারী কি শুধু আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেই চলবে। না মেয়ের শারীরিক-মানসিক ক্ষতি হওয়ার কারণে মেয়ের কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে বা অন্য কিছু করার আছে?

উত্তর : যিনা-ব্যভিচার ইসলামে হারাম ও কবীরা গোনাহ। এর জন্য শরীয়ত কর্তৃক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। তবে উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য ইসলামী আদালত থাকা শর্ত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করার অনুমতি শরীয়তে

Scanned by CamScanner

নেই। তাই উক্ত অপরাধী ব্যক্তি মেয়ের মান-সম্মান হরণ করার কারণে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট খালেস তাওবা করবে এবং ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা খরচ প্রদান করবে। তবে প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। (১৮/২৬৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٧ : أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٤٥ : فإن كان في دار الحرب أو في دار البغي فلا يوجب الحد؛ لأن المقيم للحدود هم الأئمة، ولا ولاية لإمام أهل العدل على دار الحرب، ولا على دار البغي فلا يقدر على الإقامة فيهما-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤ : وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر: رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال: الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجار، فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنه لا يكون أكثر من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والتوبة -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ / ١٨٩ : سوال-اگر کوئی شخص زبردستی عورت نابالغہ سے زنا کرے تو کیا دونوں سزائے زنا کے مستحق ہوں گے یا کیا اور کیا سزا دی جائے گی؟

(٢) اگر کوئی شخص بالغہ عورت سے زبردستی زنا کرے، تو کیا دونوں سزا کے مستحق ہوں گے اور عورت پر کیا کفارہ آئے گا۔

الجواب-ان دونوں صورتوں میں مرد وعورت توبہ واستغفار کریں، اللہ تعالی گناہ معاف فرمانے والا ہے، اور کوئی حد اس زمانہ میں اس ملک میں جاری نہیں ہوسکتی۔

ব্যভিচারীকে জরিমানা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা এক মহিলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে তার স্বামী বাড়িতে আসে এবং ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। সে লোকজনকে ডেকে উভয়জনকে আটক করে। পরে গ্রামের মাতব্বররা ছেলের ওপর ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে উক্ত মহিলাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারবে কি না? এবং উক্ত টাকা স্ত্রীর জন্য নেওয়া বৈধ হবে কি না? ওই টাকা দিয়ে ঈদগাহ মেরামত করলে সেখানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? না হলে টাকাগুলো দিয়ে কী করবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যিনা-ব্যভিচার কবীরা গোনাহ। বিশেষ করে বিবাহিতদের দ্বারা এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়া আরো মারাত্মক ও কুৎসিত। আমাদের দেশে ইসলামী আইন প্রয়োগ করার সুযোগ না থাকলেও যিনার মতো মারাত্মক ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার জন্য উভয়কে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া সরকার ও সমাজপতিদের দায়িত্ব। কিন্তু অর্থদণ্ড শরীয়তসম্মত নয় বিধায় তা বর্জনীয়। আর্থিক জরিমানা নেওয়া হলে উক্ত জরিমানার টাকা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে না, বরং মালিককে ফেরত দিতে হবে। তবে যিনা দ্বারা তাদের স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো ব্যাঘাত হবে না। স্বামী ইচ্ছা করলে উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। সর্বাবস্থায় এমন অপকর্মকারীদের খালেস মনে তাওবা করে পাপমুক্ত হওয়া অতীব জরুরি। (৯/২০১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٦٢ : (و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر-

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٣٧٢ : وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس للقاضي التعزير بغير المناسب المستحق لكن مختار السرخسي أنه ليس فيه تقدير، بل هو مفوض إلى رأي القاضي؛ لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس مختلفة فنفوض إلى رأي القاضي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٠ : قال في البحر: لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥ / ٣٥١ : بیوی کی بداعمالی سے اس کا نکاح فسخ نہیں ہوا وہ بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اگر شوہر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔

ধর্ষিতা ব্যভিচারিণীও শাস্তির পাত্রী নয়

প্রশ্ন : যে মেয়ের সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বাধ্য করে যিনা করা হয়েছে। সে অসহায় মেয়েটি যিনাকারিণী সাব্যস্ত হবে কি না? এবং তার কোনো শাস্তি হবে কি না? এমতাবস্থায় মেয়েটি মাফ না করলে ওই যিনাকার পুরুষের তাওবা কবুল হবে কি না? এবং যিনার ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবৈধ সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলার অসম্মতিতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করে জোরপূর্বক তার সাথে ব্যভিচার করা হলে উক্ত মহিলাকে যিনাকারিণী বলা যাবে না এবং ওই অসহায়-নির্যাতিতা মহিলাকে শাস্তিও দেওয়া যাবে না।

যে পুরুষ কোনো মহিলার ইজ্জত নষ্ট করেছে তার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত ওই ব্যভিচারীর তাওবা কবুল হবে না। যদিও খাঁটি তাওবার দ্বারা যিনার গোনাহ আল্লাহর হক মাফ হয়ে যেতে পারে। যিনার মাধ্যমে অবৈধ সন্তান জন্ম হলে তার বৈধ কোনো পিতা না থাকায় সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব মায়ের ওপর অর্পিত হয়। তাই সন্তানের যাবতীয় ব্যয়ভার তার মা বহন করবে। (১৫/২৫০)

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٣/ ٤٧١ (١٤٥٣) : عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها»، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤ : (طائع في قبل مشتهاة) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطئ (وشبهته) أي في المحل لا في الفعل، ذكره ابن الكمال؛ وزاد الكمال (في دار الإسلام) لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه من ذلك) بأن استلقى -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤ : (قوله الموجب للحد) قيد به؛ لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه.

ولو وطيء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥/ ١٦٧ : جواب- زنا کی اولاد کا نسب غیر قانونی باپ سے ثابت نہیں ہوتا خواہ عورت نے اس مرد سے شادی کرلی ہو، اس مرد کی اولاد صرف وہ ہے جو نکاح سے پیدا ہوئی وہی اس کی وارث ہوگی ناجائز اولاد اس کی وارث نہیں صرف اپنی ماں کی وارث ہوگی۔

Scanned by CamScanner

ধর্ষণ, ব্যভিচার ও গীবতের গোনাহের তারতম্য

প্রশ্ন : শুনেছি, হাদীসে আছে, গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক। আজকাল রাস্তাঘাটে, বস্তিতে এবং বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বহু গরিব-মিসকীন ও অসহায় মেয়ে দেখা যায়। এ রকম কোনো অসহায় মেয়েকে যদি কোনো দুষ্কৃতকারী ও গুণ্ডা-বদমাশ লোকেরা জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বা যিনা করে এবং তাতে ওই মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তার জারজ সন্তান হয়, তাহলে ওই মেয়ে অবশ্যই সমাজে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হবে। তা ছাড়া এ রকম কোনো অসহায়-গরিব মেয়েকে যদি দুষ্কৃতকারী গুণ্ডা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে কোনো বেশ্যাখানায় রেখে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার দ্বারা দেহ ব্যবসা করায় বা যিনার কাজ করায়, তাহলে উক্ত অবস্থায় শরীয়তের বিচারে কী ফয়সালা হবে? এ রকম যিনা গীবতের চেয়ে মারাত্মক হবে কি না? শরীয়তে যিনার শাস্তি আছে কিন্তু গীবতের কোনো শাস্তি আছে কি না?

উত্তর : ইসলামী শিক্ষা ও অনুশাসনের অনুপস্থিতিই বর্তমান সমাজের সার্বিক অধঃপতনের মূল কারণ। প্রশ্নে সমাজের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে অনেকাংশে তার জন্য দায়ী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও সমাজপতিরা। পরকালে অপরাধীর যেমন শাস্তি ভোগ করতে হবে, কর্তৃপক্ষেরও জবাব দিতে হবে। কেয়ামতের পর সকল প্রকার অপরাধের শাস্তি তো হবেই, তবুও সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য কিছু কিছু শাস্তির ব্যবস্থা দুনিয়াতে করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন চুরি-ব্যভিচার। আর কিছু শাস্তির পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা নিজে না বলে দায়িত্বশীলদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এরা সমাজকে এরূপ অপরাধ থেকে মুক্ত করার জন্য যে শাস্তি কল্যাণকর হবে বলে মনে করেন, তা প্রয়োগ করতে পারেন।

সর্বপ্রকারের অপরাধের আসল শাস্তি আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। যদি গোনাহ থেকে তাওবা না করে। হাদীসে গীবতকে যিনার চেয়ে মারাত্মক বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সহীহ। কিন্তু বাস্তব বিচারের সময় তা বোঝা যাবে, এখন নয়। আল্লাহ তা'আলা যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে তা বাস্তবে কার্যকর করা যায় না। সরকার অপরাধ দমনে যেরূপ শাস্তি জরুরি মনে করবে, তা বাস্তবায়ন করবে। যে মহিলাকে জোর করে খারাপ কাজে বাধ্য করা হয় শরীয়তের বিচারে সে অপরাধী নয়। এর কারণে যে সন্তান হয় সেও ঘৃণিত নয়। জোর যে করেছে, সেই অপরাধী। তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া জরুরি। (৮/৯৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٢ : (أما) الأول فنصب القاضي فرض؛ لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض، وهو القضاء قال الله سبحانه وتعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}وقال تبارك وتعالى لنبينا المكرم عليه أفضل الصلاة

Scanned by CamScanner

والسلام: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} والقضاء هو: الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل، فكان نصب القاضي؛ لإقامة الفرض، فكان فرضا ضرورة؛ ولأن نصب الإمام الأعظم فرض، بلا خلاف بين أهل الحق، ولا عبرة - بخلاف بعض القدرية -؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتقيد الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام، لما علم في أصول الكلام، ومعلوم أنه لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه، فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضي؛ ولهذا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى الآفاق قضاة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ١٦٧ : (فصل في التعزير) وهو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد كذا في النهاية. وينقسم إلى ما هو حق الله وحق العبد. والأول يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويتفرع عليه أنه لا يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان معه آخر كذا في النهر الفائق.

قالوا لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم -

📖 فيه أيضا ٢/ ١٦٩ : ومنها إذا أكره الرجل غيره فزنى يجب على الذي أكرهه التعزير -

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٢ / ٢١٦ : مسلمانوں پر پہلا اہم اور مقدم فرض یہ ہے کہ وہ مسلمان والی مقرر کریں کیونکہ بغیر والی مسلم کے بہت سی اسلامی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب، والمذهب أنه يجب على الخلق- (شرح العقائد ص ١١٠) والمسلمون لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد-

Scanned by CamScanner

শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার দায়িত্ব কার

প্রশ্ন : আমি আমার প্রথম কন্যা নাসিমাকে ৭ সাত পূর্বে ধার্মিক-সচ্ছল ৪০ বছর বয়স্ক একটি ছেলের সাথে বিবাহ দিই। আমার মেয়ের বয়স ২২ বছর। এখন তাদের দুটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আমার মেয়ের জামাই নাসিরুদ্দিন মাঝে মাঝে এক-দেড় মাসের জন্য জামাতে চলে যায়। সে সুযোগে আমার মেয়ের সাথে অন্য আরেকটি ছেলের এক বছর যাবৎ প্রেম চলতে থাকে। আমরা অনেক সাবধান করেও ফেরাতে পারিনি। সে সুযোগ বুঝে একদিন ওই ছেলের সাথে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং বিয়ে করে। দীর্ঘ ২৩ দিন যাবৎ ঘর-সংসার করে আবার বাড়ি ফিরে আসে। এখন প্রথম স্বামী নাসিরুদ্দিন তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। এমতাবস্থায় গ্রামবাসী আমাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে একটি শর্তে আমাকে সমাজে রাখবে সেটা হলো, মেয়েকে হত্যা করতে হবে বা দোররা মারতে হবে। এখন আমার করণীয় কী? শরীয়তের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীর মৃত্যু ছাড়া স্ত্রীর জন্য অন্য কারো সাথে কোনো ধরনের গোপন সম্পর্ক বিবাহের নামে হলেও তা যিনা-ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। অন্যের সাথে স্ত্রী যিনা করার দরুন সে গোনাহগার সাব্যস্ত হলেও পূর্বেকার বিবাহের মধ্যে কোনো ধরনের বিচ্যুতি ঘটবে না। কেননা বিবাহিত নারীর স্বামী থাকতে অন্যত্র বিবাহ হলে সেটাকে বিবাহ বলা হয় না। তাই তার স্বামী তাদের সাংসারিক জীবন অব্যাহত রাখতে চাইলে নতুনভাবে বিবাহ দোহরানোর প্রয়োজন নেই। যিনার শরয়ী দণ্ডবিধি তথা দোররা বা রজম প্রয়োগ করার জন্য পূর্বশর্ত হলো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা। আমাদের এ দেশ যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নয়, তাই বর্তমানে কারোর পক্ষে শরয়ী দণ্ড তথা হত্যা বা দোররা প্রয়োগ করার অনুমতি নেই। তবে সংশোধনের জন্য স্থানীয় লোকজন এ ধরনের অপরাধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বয়কট করতে পারে, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে এ কাজ পরিহার করে।
অতএব, উক্ত গ্রামবাসীর গৃহীত সিদ্ধান্ত শরীয়ত কর্তৃক অকার্যকর বলেই গণ্য হবে। (১৭/২১৩)

📖 الدر المحتار مع الرد (سعيد) ٣/ ٥٠ : لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٧ : أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٦٥ : (ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (ليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والمولى كما سيجيء .

📖 فتاوی دار العلوم ١٢ / ١٨١، ١٩٧

📖 امداد المفتين ٥/ ٧٥٣

অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি

প্রশ্ন : জনৈক প্রবাসী দীর্ঘ দুই বছর পর দেশে আসেন। দেশে এসেই জানতে পারেন তাঁর স্ত্রী অন্য এক বিবাহিত পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কের ফলে ২৪ সপ্তাহের গর্ভবতী। কয়েক দিন পূর্বে তার গর্ভপাত করানো হয়েছে। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী পিত্রালয়ে অবস্থান করছে। আর ওই লোক পলাতক আছে। উল্লেখ্য, তাদের ১০ বছর বয়সের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। অন্যদিকে ওই লোকও তিন সন্তানের জনক ও একই বাড়ির বাসিন্দা। প্রশ্ন হচ্ছে,

১. প্রবাসী তাঁর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলে শরীয়তের হুকুম কী এবং কিভাবে?

২. আর স্ত্রীকে গ্রহণ না করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার ফয়সালা কিভাবে?

৩. ওই দুশ্চরিত্র লোকের এই জঘন্য অপকর্মের শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি কী? তাঁর স্ত্রী ও দাম্পত্য সম্পর্কের শরীয়ত মোতাবেক কোনো সমস্যা হলে তার কী সমাধান?

উত্তর : অন্যজনের বৈধ স্ত্রী পরপুরুষের সাথে যিনার মতো অপকর্মে লিপ্ত হলে এমনকি গর্ভবতী হয়ে পড়লে শরীয়তের আলোকে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না। তবে নির্ভরযোগ্য চার সাক্ষীর দ্বারা শরীয়ত মোতাবেক যিনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে উভয়কে পাথর ছুড়ে হত্যা করা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি, যা প্রয়োগ করা একমাত্র রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যেহেতু বর্তমানে ইসলামী শাসন চালু নেই, তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করার অনুমতি নেই। তবে এ ধরনের অপরাধ বন্ধের লক্ষ্যে সমাজপতিদের পক্ষ থেকে বয়কট ইত্যাদির মতো শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যতক্ষন না তারা এসব কাজ থেকে ফিরে এসে খালেস দিলে তাওবা করে নেবে। যেহেতু তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল আছে, তাই তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে কোনো আপত্তি নেই। তাওবা করে নিলে তাকে নিয়ে সংসার করাই সমীচীন। তা সত্ত্বেও যদি ঘর-সংসার করতে না চায় তবে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য হক ইত্যাদি দিয়ে তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে। (১২/২১৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٨٦ : لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا.

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوى على الدر ٢/٢٢٦ : وكذا لو تزوج امرأة الغير) ووطئها (عالما بذلك) أى بأنها امرأة الغير ودخل بها ولا بد منه؛ لأنه إذا لم يدخل فلا عدة فى النكاح فضلا عن الزنا ولهذا أى لكونها لا عدة عليها يحل مع العلم بالحرمة لأنه الزنا والمزنى بها لا محرم على زوجها۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۵۰۹ : سوال- محصن و محصنہ زنا کرکے بھری مجلس میں اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پاک کر دیجئے اب شرعا اس کا کیا حکم ہے؟
الجواب- شادی شدہ مرد یا عورت کی شرعی سزا رجم ہے مگر حد لگانا حاکم مسلم کا کام ہے اس وقت اسلامی حکومت نہیں اسے صرف توبہ کی تلقین کی جائے۔

📖 فیہ ایضا ۵/ ۵۲۹ : تعزیر کے لئے مقاطعہ جائز ہے اس میں حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت نہیں جرم کی نوعیت کی بھی کوئی تخصیص نہیں اسی طرح ایام کی تحدید اور مقاطعہ میں کسی قسم کی تخصیص بھی نہیں بلکہ حاکم حسب صوابدید جس قسم کی مقاطعہ کا حکم جب تک چاہئے دے سکتا ہے حاکم سے ایسے توقع نہیں تو پنچایت بھی مقاطعہ کا فیصلہ کر سکتی ہے۔

ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় এক লোক বিদেশ থাকা অবস্থায় তার স্ত্রী পরপুরুষের সাথে মিলিত হয়ে গর্ভধারণ করে। মহল্লাবাসী এ খবর জানার পর ডাক্তারের মাধ্যমে গর্ভ নষ্ট করে ফেলে। ঘটনা একসময় প্রকাশ হয়ে যায়। তারপর মহিলাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, মহিলাকে শ্বশুরবাড়ি আনার বৈধ কী পদ্ধতি হতে পারে? এবং মহল্লাবাসীর করণীয় কী?

উত্তর : ব্যভিচার বা যিনা মারাত্মক কবীরা গোনাহ ও ঘৃণিত কাজ। কোনো বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলে বা শরয়ী সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে সে শরীয়তের বিধানানুযায়ী ইসলামী হুকুমতের অধীনে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির উপযুক্ত। তবে বর্তমানে ইসলামী শাসন না থাকায় শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ অসম্ভব। তবে উক্ত মহিলা যদি বাস্তবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য খালেস দিলে তাওবা করে নেবে।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বিবাহিতা মহিলা পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। তাই উক্ত মহিলার জন্য স্বীয় স্বামীর বাড়িতে বসবাস করা ও তার সাথে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। সমাজে এ ধরনের ব্যভিচার বা যিনা যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ রাখা সমাজপতিদের দায়িত্ব। (১২/৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٨٦ : لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠/ ١٧٨ : سوال-ایک عورت زانیہ ہے اور حاملہ ہے اب اسلامی حد کسی طرح جاری نہیں ہو سکتی اب اس کو کیا سزا دینی چاہئے اور کیا معاملہ کیا جاوے؟

الجواب-توبہ کراوے اور نصیحت کردیں۔

ভগ্নিপতির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত শ্যালিকা অন্তঃসত্ত্বা হলে করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার শ্যালিকার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ায় শ্যালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকজন জেনে ফেললে এক গ্রাম্য মৌলভীর কাছে ফাতওয়া নিয়ে উভয়কে ২১ বেত্রাঘাত করে দেওয়া হয়। এরপর পুনরায় ঘর-সংসার করার অনুমতি দেয়। প্রশ্ন হলো, এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার করা কি বৈধ? যদি বৈধ না হয় তাহলে বিবাহ বহাল রাখার কোনো হিলা আছে কি না?

উত্তর : নিজ শ্যালিকার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া বড় গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ শাস্তি রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হতে হবে। জনসাধারণের জন্য তার অনুমতি নেই। তবে স্বকাতরে তাওবা না করা পর্যন্ত সামাজিকভাবে বয়কট করার অনুমতি আছে। কিন্তু এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে শ্যালিকার এক হায়েজ না আসা পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এক হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে কোনো আপত্তি নেই। উক্ত ঘটনায় যেহেতু শ্যালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে তাই তারা এখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে সহবাস করতে পারবে, এর পূর্বে নয়। (১০/৪০৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٤ : وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٤ : (قوله: وفي الخلاصة إلخ) هذا محترز التقييد بالأصول والفروع وقوله: لا يحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة، قال في البحر: لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة، وفي الدراية عن الكامل

Scanned by CamScanner

لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة واستشكله في الفتح ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا. اهـ

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۰۰ : صورت مسئولہ میں ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہوگی، لیکن بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تک اس کو (سالی) ایک حیض نہ آجائے اس وقت تک عورت کے ساتھ صحبت نہ کرے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۴۶۲- ۴۶۳ : الجواب - قال في البحر: لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته مالم تنقض عدة ذات الشبهة، وفي الدراية عن الكامل ولو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة، وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته، قال في الشامية: فالمعنى لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة شامی صفحہ ۳۸۶ مطبوعہ استنبول۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اس شخص پر اس کی منکوحہ ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہوئی، البتہ جب تک مزنیہ کو ایک حیض نہ آچکے اس وقت تک اس منکوحہ بی بی سے علیحدہ رہنا واجب ہے۔

শালির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার আপন শালির সাথে যিনা করেছে। এতে তার স্ত্রী তালাক হবে কি না? যদি হয় তাহলে কিভাবে রাখা যায় এবং শালির স্বামী তার ওপর কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা করতে পারবে কি না?

উত্তর : শালির সাথে যিনায় লিপ্ত হলে স্ত্রী তালাক হবে না। তবে শালির মাসিক ঋতু না আসা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। এমন জঘন্য পাপ থেকে উভয়ে তাওবা করা অত্যন্ত জরুরি, যেন এমন জঘন্য অপকর্ম ভবিষ্যতে না হয়।

আমাদের দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই বিধায় শরীয়তসম্মত যিনার বিচারের কোনো সুযোগ নেই। তবে যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠন করে উলামায়ে কেরামের পরামর্শে অপরাধীর জন্য কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা, যথা সামাজিক বয়কট ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে, যেন সমাজ এরূপ অপকর্ম থেকে পবিত্র থাকে। (২/১৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٤ : وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٤ : (قوله: وفي الخلاصة إلخ) هذا محترز التقييد بالأصول والفروع وقوله: لا يحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة، قال في البحر: لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة، وفي الدراية عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة واستشكله في الفتح ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا. اهـ.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٥/ ٣٣ : حقیقی سالی کیساتھ زنا کرنے سے بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوتی زنا کا گناہ دونوں (زانیہ ومزنیہ) کے اوپر رہا لیکن میاں بیوی کا نکاح باقی ہے، وفی الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص٧٥٧ : اس لئے اب تو صرف یہی قدرت ہے کہ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ معاملات اور میل اس وقت تک بالکل چھوڑ دیں جب تک یہ علانیہ توبہ نہ کریں۔

নাবালেগ ছেলের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার স্বামী বহুদিন যাবৎ বিদেশে থাকায় স্বামীর ভালোবাসা ও সোহাগ থেকে বঞ্চিত। ফলে একদা যৌন ক্ষুধার তাড়নায় নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে নিজেই একটি নাবালেগ ছেলেকে টেনে নিয়ে কাম বাসনা পূর্ণ করে। প্রশ্ন হলো, শরীয়তে উক্ত মহিলার শাস্তি কী হবে?

উত্তর : স্বামীর জন্য যুবতী স্ত্রী রেখে দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা উচিত নয়। প্রতি চার মাস অন্তর একবার আসা বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই শরীয়তের বিধান। এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবর্তমানে নিজ সতীত্ব রক্ষা করা অতীব জরুরি। অন্যথায় ইসলামী বিধান মতে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত নেই তাই ওই মহিলার জন্য এ কুকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এ রকম কাজ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে থাকা জরুরি। (৫/৬১)

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۵۰۹ : سوال- محصن و محصنہ زنا کر کے بھری مجلس میں اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پاک کر دیجئے اب شرعا اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب- شادی شدہ مرد یا عورت کی شرعی سزا رجم ہے مگر حد لگانا حاکم مسلم کا کام ہے اس وقت اسلامی حکومت نہیں اسے صرف توبہ کی تلقین کی جائے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۳۲۱ : سوال- مجھ سے ایک بہت سخت جرم ہو گیا ہے جس پر مجھ کو بہت ہی ندامت ہے اور دل سے چاہتا ہوں کہ اس جرم کی شریعت محمدیہ میں جو بھی سزا ہو وہ مجھ کو اس دنیا میں دیدی جائے تاکہ آخرت میں اس کی سزا سے بچ جاؤں اور دوسروں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کی ہمت نہ کریں وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی سے جو میرے رشتے دار بھی ہے زنا ہو گیا ہے اس کی جو سزا ہو تحریر فرمائیں اور مجھ پر اس سزا کا اجراء کس طرح اور کہاں ہو گا وہ بھی تحریر فرمائیں اس کا تذکرہ میں نے اپنے دوست سے کیا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ تو ملامت کریں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں پاک ہو جاؤں، امید ہے کہ مجھے جواب عنایت فرمائیں گے۔

الجواب- ایسے جرم کے لئے دو چیزیں ہیں اول توبۂ خالص، تنہائی میں حق تعالی کے سامنے روئے گڑگڑائے اور اپنے فعل پر اظہار ندامت کے ساتھ دائمی طور پر ترک فعل کا عہد و پیمان کرے کہ آئندہ ہر گز ہر گز اس فعل کا ارتکاب نہ کروں گا زندگی بھر اس سلسلہ کو جاری رکھے اگر یہ توبہ خلوصیت کے ساتھ ہے تو صادق مصدوق رسول مقبول ﷺ کا فرمان واجب الاذعان ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ اس طرح محو (مٹ) ہو جاتا ہے جیسا کہ کیا ہی نہیں تھا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، الحدیث، دوسری چیز شرعی حد کا نفاذ ہے، مگر ہندوستان میں اس کا نفاذ ممکن نہیں، دار الاسلام میں ہو سکتا ہے، دار الحرب میں بادشاہ اسلام بھی حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں کر سکتا۔

পরকীয়ায় আসক্ত নারীকে নিয়ে সংসার করা

প্রশ্ন : যায়েদ নববিবাহিত। সে বিবাহের ৬-৭ দিন পর তার স্ত্রীকে পিতার বাড়িতে রেখে দেড় মাসের জন্য তার চাকরিতে চলে যায় এবং চাকরিস্থলে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু তার স্ত্রী যে অসৎ চরিত্রের, এ কথা তার জানা ছিল না। এদিকে যায়েদের স্ত্রী সুযোগ পেয়ে সে তার পূর্বেকার অবৈধ সম্পর্ক আরো জোরদার করে এবং বহুবার সে অবৈধভাবে যিনায় লিপ্ত হয়। স্বামীর কাছে এ সকল অবৈধ ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে স্ত্রীকে সে জিজ্ঞেস করে। স্ত্রী এসব কথা স্বীকার করে এবং তাওবা করতে রাজি হয় এবং

Scanned by CamScanner

শরয়ী ফয়সালার জন্য স্বামীর কাছে আবেদন জানায়। এখন তার স্ত্রীর ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম?

উত্তর : স্বামীর অনুপস্থিতিতে মহিলাদের পর্দার আড়ালে খুব সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যকীয়। পরপুরুষের সাথে কথা বলা, দেখা দেওয়া–সবই গোনাহ এবং অপকর্মে লিপ্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ। তবে এসব কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। তাই স্ত্রী যদি অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্য পাপ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারপূর্বক আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেয় তাহলে স্বামী ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে কোনো অসুবিধা নেই। (৫/২৬১)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٥١٢ (٣٤٦٤) : عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال: «غربها إن شئت»، قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «استمتع بها» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٥٠ : وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٠ : قال في البحر بدليل الحديث «أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال – عليه الصلاة والسلام – طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال – عليه الصلاة والسلام – استمتع بها» (قوله: تطليق الفاجرة) الفجور العصيان كما في المغرب (قوله: ولا عليها) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٣٢٩ : سوال-زید کی بیوی نے بکر کے ساتھ زنا کیا جس کا ثبوت موجود ہے اور دونوں نے اپنے اس فعل بد کا اقرار بھی کیا ہے تو زید کی بیوی نکاح سے خارج ہو گی یا نہیں؟

الجواب - اس حرکت سے نکاح ختم نہیں ہوا، زید اگر رکھنا چاہتا ہے تو بیوی سے توبہ استغفار کرالے اور آئندہ کو اس سے ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد لے لے۔

Scanned by CamScanner

সন্দেহের ভিত্তিতে কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া

প্রশ্ন : একজন যুবক ও একজন যুবতীর চলাফেরার দ্বারা এলাকায় জনমনে তাদের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে উক্ত যুবক ও যুবতীকে নির্জন ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা দুজন যিনাকারী হিসেবে গণ্য বা অপরাধী হবে কি না?

উল্লেখ্য, যুবতীর বাড়ি যুবকের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল ব্যবধানে। সে ক্ষেত্রে যুবতী তার পিতার বাড়ি হতে রাতের অন্ধকারে যুবককে পাওয়ার আশায় রাত ১০টার দিকে যুবকের বাড়িতে ছুটে আসে। তারপর সমাজের লোকজন জানতে পারে। অতঃপর উক্ত যুবক-যুবতী উত্তেজিত হয়ে সমাজের কাছে বিবাহের জন্য আবেদন জানায়। উক্ত বিবাহ শরীয়তের বিধান মতে কিভাবে পড়ানোর হুকুম?

উত্তর : যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা এবং নির্জনে একত্রিত হওয়া মহাপাপ। তবে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের যিনাকারী বলে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। বরং বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের পাপের পথ থেকে ফেরানো সম্ভব হলে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে একজন আলেম তাদের বিবাহ পড়িয়ে দেবে মহর নির্ধারণ করে। (২/২৩২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٩٠٥ (٤٤٥٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧/ ١٥٤ : يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها

📖 فيه أيضا ٥/ ٧٩٥ : أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة،وفيه أما البينة: فهي شهادة أربعة رجال، ذكور، عدول، أحرار، مسلمين، على الزنا بأن يقولوا: رأيناه وطئها في فرجها، كالميل في المُكحُلة-

Scanned by CamScanner

খালেছ তাওবা দ্বারা ব্যভিচারের গোনাহ মাফ হবে

প্রশ্ন : আমি একজন অবিবাহিতা মেয়ে। পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ি। পরে গোপনে প্রাইভেট ডাক্তার দ্বারা গর্ভপাত ঘটানো হয়। এ ঘটনার পর আমি নিজেই বহুবার তাওবা করেছি। কিন্তু হঠাৎ 'মকসুদুল মোমিনীন' নামে একটি কিতাবে দেখলাম যে ৮ ব্যক্তির গোনাহ শবে কদর ও শবে বরাতেও মাফ হবে না তার মধ্যে আমিও একজন। তাই জিজ্ঞাসা এই যে আমার এই জঘন্য অপরাধের কোনো সমাধান আল্লাহর নিকট আছে কি না? আর ওই পুরুষের সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারব কি না?

উত্তর : এ ধরনের জঘন্যতম অপরাধ পর্দাহীনতার কারণেই ঘটে থাকে, এর জন্য অভিভাবকরাও সমভাবে দায়ী। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ এ সকল অপকর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে। আপনি যদি কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত, অনুতপ্ত ও বাকি জিন্দেগী ইসলামী বিধান মোতাবেক পরিচালনা করার সংকল্পবদ্ধ হয়ে প্রকৃত তাওবা করে থাকেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার গোনাহ মাফ করবেন বলে আশা করা যায়। বড় গোনাহের জন্য বিশেষভাবে তাওবা করলে মাফ হওয়ার কথা কোরআন-হাদীসে বিদ্যমান। তবে শবে কদরেও এ ধরনের গোনাহগুলো তাওবা ছাড়া কেবল ইবাদতের দ্বারা মাফ হবে না।

আর আপনি ওই ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নেই। (২/২৪২)

📖 سورة النساء الآية ٤٨ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ١١٢ (٤١٤١) : ... ... وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه» -

📖 شرح مسلم للنووى (دار الغد الجديد) ١٧/ ٥٧ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم.

📖 شرح الطيبى على المشكاة (إدارة القرآن) ٥/ ٩١ : ثم التوبة فى الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعادة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال

Scanned by CamScanner

بالإعادة، فمتى اجتمع هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة، وتاب إلى الله.

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٣٢٩ : (و) صح نكاح (حبلى من زنا) عند الطرفين وعليه الفتوى لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع.

অমুসলিম পুরুষের সাথে ব্যভিচারের শাস্তি

প্রশ্ন : এক হিন্দু ছেলের সাথে এক মুসলিম মেয়ের অপকর্মের কথা জানাজানি হয়ে গেছে। যদিও তাদের অপকর্মের ব্যাপারে কোনো শরয়ী প্রমাণ নেই। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের ওপর তারা স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। প্রশ্ন হলো, ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি কী? হিন্দু ছেলের ওপরও কি ইসলামী আইন প্রয়োগ করা যাবে?

উত্তর : এ ধরনের অপরাধে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব একমাত্র ইসলামী আদালতের ওপর বর্তায়। অন্য কারো জন্য তা প্রয়োগ করা বৈধ নয়। আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী হুকুমত নেই, তাই সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উভয়কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে, যেন সমাজে এ ধরনের অপকর্ম ভবিষ্যতে আর না ঘটে। অতঃপর মুসলিম মহিলাকে তাওবা করিয়ে সমাজে গ্রহণ করবে। (১২/৮০১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٨ : والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو أحدهما مسلم، والآخر ذمي وهو صادق بصورتين أو أحدهما مسلم، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين أو أحدهما ذمي، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين فهي تسع صور، والحد واجب في الكل عند الإمام إلا في المستأمنين وإلا فيما إذا كان أحدهما مستأمنا أيا كان فلا حد عليه في ثلاث منها كما لا يخفى.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۵۹ : الجواب - شادی شدہ مرد یا عورت کی شرعی سزا رجم ہے مگر حد لگانا حاکم مسلم کا کام ہے اس وقت اسلامی حکومت نہیں اس لئے صرف توبہ کی تلقین کی جائے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۵۵ : الجواب-حاصل یہ ہے کہ یہ جملہ ولا تجالسو ھم ولا تنا کحو ھم کے مخاطب عام مسلمین ہیں اس میں قاضی اور حاکم کی تخصیص نہیں ہے یہ از قبیل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور علاوہ بریں جب قاضی اور حاکم اسلام نہ ہو تو پھر زجر کی صورت اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اہل اسلام اتفاق کرکے مجرم کو اس کے جرم سے باز آنے کی کوشش کریں۔

জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির শিকার হলে সে নিরপরাধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একজন প্রবাসী লোকের স্ত্রী থাকে। একদিন রাতে তার ঘরে অজ্ঞাতসারে একজন ঢুকে যায় এবং তার হাত ধরে বলে—সাবধান! চেঁচামেচি করবে না, করলে সম্মান যাবে, জীবন যাবে। তাই সে ভয়ে নিরুপায় হয়ে চুপ থাকে। কিছুক্ষণ পর ওই লোক চলে যায়। বিছানায় ওই মহিলার সাথে ছোট দুটি মেয়েও ছিল। অনেক দিন পর তারাই ঝগড়ার জের ধরে এ ঘটনাটি ফাঁস করে দেয় যে তোমার সাথে অমুক দিন রাতে একজন লোক এসে অনেকক্ষণ ছিল। তুমি আমাদের কোরআন শরীফ দিয়ে শপথ করানোয় এত দিন বলিনি, কিন্তু আজ বলে দিলাম।

এ কথা শুনে ওই মহিলার একজন মুরব্বি তাকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকার করে যে হ্যাঁ, অমুক দিন আমার অগোচরে একজন লোক ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমার মুখ চেপে ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে আমি জীবনের ভয়ে চুপ থাকি। সে কিছুক্ষণ আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাতাহাতি করে চলে যায়। আমার সঙ্গে কোনো অপকর্ম করতে পারেনি।

প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় ওই মহিলা স্বীয় স্বামীর জন্য হালাল হবে কি না? আর যারা এ ঘটনাকে ফাঁস করে যিনার অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করছিল, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা ওই মহিলার কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয় না। এতদসত্ত্বেও তাকে যিনার অপবাদ দেওয়া মারাত্মক গোনাহ এবং বড় অন্যায়। এরূপ অন্যায় যারা করে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া সমাজপতিদের কর্তব্য। কিন্তু উল্লিখিত দুটি নাবালেগ মেয়ে অপরাধী নয়, তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। উক্ত মহিলা তার স্বামীর জন্য হালাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (৯/৭৯/২৫০০)

📖 جامع الترمذی (دار الحدیث) ۳/ ٤٧١ (١٤٥٣) : عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها»، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤ : (طائع في قبل مشتهاة) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطئ (وشبهته) أي في المحل لا في الفعل، ذكره ابن الكمال؛ وزاد الكمال (في دار الإسلام) لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه من ذلك) بأن استلقى -

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٧ / ٤٢ : أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب فإن كان بالكناية - لا يوجب الحد؛ لأن الكناية محتملة والحد لا يجب مع الشبهة، فمع الاحتمال أولى، وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا قال لرجل: يا زاني أو قال: زنيت، أو قال أنت زاني - يحد، لأنه أتى بصريح القذف بالزنا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا. اهـ

প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কবীরা গোনাহ

প্রশ্ন : কোনো দালিলিক প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অপবাদ প্রদান করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : শরয়ী প্রমাণ ছাড়া অপবাদ দেওয়া কবীরা গোনাহ, যার থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (১৬/৬৭৬)

📖 سورة النور الآية ٤،٥ : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٧٠ (٢٧٦٦) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله،

Scanned by CamScanner

والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» .

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۱۰۴ : الجواب -ایسے شخص کو ضروری ہے کہ جس شخص پر جھوٹا الزام لگایا ہے اس سے معافی چاہے اگر وہ معاف کر دے اور یہ آئندہ ایسی حرکت سے صدق دل سے توبہ کرلے تو خیر، ورنہ اس کو ترک تعلقات وغیرہ کی سزا دی جائے حتی کہ تنگ آکر توبہ کرلے۔

Scanned by CamScanner

باب السرقة

পরিচ্ছেদ : চুরি

মাজারের মোম, ফুল ইত্যাদি চুরি করা

প্রশ্ন : অনেকে মাজার থেকে মোম, আগরবাতি, ফুলের তোড়া ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে আসে এবং পড়াশোনার সময় এগুলো ব্যবহার করে থাকে। কেউ মাজারে দেওয়ার জন্য তাদের হাতে টাকা দিলে ওই টাকা নিজে খরচ করে, মাজারে দেয় না। জানার বিষয় হলো, এটি শরীয়তসম্মত হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মাজারে মৃত পীরের উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু দান করা জায়েয নেই। কেউ কোনো বস্তু দান করলে তা দাতার মালিকানায় বহাল থেকে যায় বিধায় কারো জন্য ওই মোমবাতি, আগরবাতি, ফুলের তোড়া ইত্যাদি চুরি করা জায়েয হবে না। অনুরূপ কেউ টাকা দেওয়ার জন্য দিলে তা গ্রহণ করা বা দাতার অনুমতি ছাড়া নিজে খরচ করা কোনোটাই জায়েয হবে না। (১৯/১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه (قوله تقربا إليهم) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

ومنه أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، اللَّهُمَّ إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۵ / ۴۹۱ : سوال—اگر کسی نے قرآن کریم یا کوئی کتاب نذر غیر اللہ کے طور پر دی تو اس کی خرید وفروخت اور مطالعہ ودرس وغیرہ کا استفادہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب—ایسی کتاب سے کسی قسم کا استفادہ جائز نہیں، منذور لغیر اللہ غیر حیوان بھی بعلت تقرب الی غیر اللہ ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے یعنی حرمت حیوان بلاواسطہ مدلول نص ہے اور حرمت غیر حیوان مدلول نص بواسطہ قیاس ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ(مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۶۴ : سوال—آجکل کچھ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر عموما قیمتی غلاف چڑھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ مزارات پر روپے پیسے اور قیمتی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں اگر کوئی شخص اس اشیاء کو چرالے تو اس پر حد سرقہ جاری کی جائے گی یا نہیں؟

الجواب—اگرچہ ان اشیاء کو چوری کرنا جائز تو نہیں تاہم ان اشیاء کو چرانے سے حد سرقہ واجب نہیں ہوتی اور ان اشیاء کا وہی مالک ہوگا جس نے مزارات پر رکھی ہوں۔

নাবালেগের চুরির স্বীকারোক্তির হুকুম

প্রশ্ন : ১৩ বছরের এক নাবালেগ ছেলে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। ঘটনাক্রমে এক শিক্ষকের ঘড়ি এবং মোবাইল হারিয়ে যায়। ২০ দিন পর ওই ছেলের ওপর সন্দেহ হয় এবং খুব তাগিদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মুখে ঘড়ি এবং মোবাইল চুরির স্বীকারোক্তি প্রদান করে বলেছে যে আমি ঘড়ি চুরি করে নষ্ট করার পর ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি এবং মোবাইল চুরি করার পর তা বিক্রি করে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছি। কিন্তু বাড়িতে অভিভাবকদের জিজ্ঞেস করার পর সে বলে, আমি শুধু ঘড়ি চুরি করেছিলাম, মোবাইল চুরি করিনি। শিক্ষকের ভয়ে মোবাইল চুরির স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলাম। অতএব মহোদয়ের নিকট জানতে চাই যে এ ঘটনার শরয়ী সমাধান কী হবে?

উত্তর : যে নাবালেগ লাভ-লোকসান বুঝে স্বর্ণ ও আগুন পার্থক্য করতে পারে সে ধরনের নাবালেগ ছেলের চুরি সম্পর্কীয় স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত নাবালেগের ঘড়ি ও মোবাইল চুরির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। ওই সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে ইসলামী বিচার বিভাগ এ ধরনের নাবালেগ ছেলের চুরি স্বীকারের ওপর ভিত্তি করে হাত কাটার নির্দেশ দিতে পারবে না। (১৬/৬৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١١٠ : ولو أقر عبد) مكلف (بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه أما لو كان صغيرا لم يقطع ويرد المال لو قائما وكان مأذونا، وإن هالكا يضمن -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٠/ ٢١٠ : أما الشرائط العامة فأنواع: منها العقل فلا يصح إقرار المجنون والصبي الذي لا يعقل فأما البلوغ فليس بشرط فيصح إقرار الصبي العاقل بالدين والعين؛ لأن ذلك من ضرورات التجارة-

📖 البحرالرائق (دار الكتب العلمية) ٥/ ٨٤ : (هو أخذ مكلف خفية الخ فخرج بالتكليف الصبي والمجنون؛ لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها فهما مخصوصان من آية السرقة لكنهما يضمنان المال -

হারিয়ে যাওয়া জিনিস অন্যের কাছ থেকে তার অগোচরে নিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : আমার একটি মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে। বহু তালাশের পর একজনের নিকট পাওয়া গেছে। ওই জিনিসটি যে আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আমার থেকে নেওয়ার কোনো বাহ্যিক প্রমাণ না থাকায় আমি যদি আমার বলে দাবি করি তাহলে সে অস্বীকার করে বসবে বা ফিতনা সৃষ্টি করবে। এমতাবস্থায় ওই জিনিসটি তার অগোচরে অবহিত করা বিহীন নিয়ে নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি আপনি নিশ্চিত হন যে উক্ত জিনিসটি আপনারই, তাহলে প্রথমে তার কাছে তা চাইতে হবে। অতঃপর সে জিনিসটি দিতে অস্বীকৃতি জানালে উক্ত জিনিসটি যেকোনো পন্থায় তার অগোচরে হলেও ফিতনার আশংকা না থাকলে নিয়ে নেওয়া আপনার জন্য অবৈধ হবে না। তবে তার কাছে তলব করলে সে না দেওয়ার প্রবল আশংকা হলে বা বড় ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে তাকে অবহিত করা বিহীন নিয়ে নেওয়া শরীয়তবিরোধী হবে না। (১৫/৮০০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٧١ : فإن سرق جنس حقه بأن سرق منه عشرة دراهم، وله عليه عشرة فإن كان دينه عليه حالا - لا يقطع؛ لأن الأخذ مباح له لأنه ظفر بجنس حقه، ومن له الحق إذا ظفر بجنس حقه؛ يباح له أخذه، وإذا أخذه يصير مستوفيا حقه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٥١ : قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۴۶ : الجواب- غیر جنس حق کو وصول کرکے اس کو محبوس کرلے پھر اپنے حق کا مطالبہ کرے، اگر وہ دیدے تو اس کی چیز واپس کردے۔ مفتی بہ قول پر غیر جنس سے بھی اپنا حق وصول کرنا جائز ہے وبه قال الشافعي- وفى العلائية : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع. وفى الشامية : قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز-

জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের সিলেট এলাকায় সরকারি বড় বড় সেগুনবাগিচা রয়েছে। কিছু অসৎ ব্যবসায়ী বাগানের সেগুন ডাল চুরি করে এনে বাইরে বিক্রি করে দেয়, আর সেগুনের ডাল সেগুনগাছের চেয়ে বেশি সস্তা হওয়ায় এর প্রতি মানুষের চাহিদাও বেশি। তা ঘর তৈরি করাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। অথচ সরকারি মহল তথা পুলিশ-বিডিআর সকলেই তা জানে। বাগানের পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্নভাবে সামাল দিয়ে ডাল চুরি করা হয়। প্রশ্ন হলো, ওই ডালগুলো ক্রয় করা এবং এর দ্বারা ঘর ইত্যাদি কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্রেতার জানা থাকা সত্ত্বেও চুরির মাল ক্রয় করা ও তা ব্যবহার করা শরীয়ত মতে জায়েয হবে না। (১২/৪৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٩٠ : (و) يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) ويكون امتناعا عنه ابن الملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشتري إعداما للفساد) ؛ لأنه معصية فيجب رفعها-

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۴۹۹ : جواب- جب چوری کا مال یقینا معلوم ہے تو اس کا خریدنا ناجائز ہے، فقط-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١/ ٢٨٠ : جس شئ کے متعلق قرائن سے غالب خیال یہ ہو کہ یہ چوری کی ہے اس کو خرید نادرست نہیں اگر خرید چکا ہے تو واپس کردے اگر مالک کا علم ہو جائے تو اس کے حوالہ کردے پھر چاہے تو اس سے معاملہ کرکے خریدلے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٥٣١ : الجواب- یہ بیع فاسد ہے، لکون المبیع غیر مملوک للبائع ولجہالۃ قدر المبیع۔

বৈধ-অবৈধ মাল বিক্রি হয়, এমন মার্কেট থেকে কিছু ক্রয় করার হুকুম

প্রশ্ন : যশোর জেলা রেলস্টেশনের নিকটে একটি হকার মার্কেট রয়েছে। যেখানে পুরনো-নতুন লুঙ্গি, ক্যাসেট, ঘড়ি, জুতাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। বিক্রেতাগণ ওই সব পণ্য সাধারণত যাদের থেকে ক্রয় করেন তারা হয়তো টাকার অভাবে বিক্রি করে অথবা চুরি করা মাল বিক্রয় করে। জুতার ক্ষেত্রে চুরি করা জুতাই বেশি বিক্রি করে। কোনটি চোরাই মাল আর কোনটি চোরাই মাল নয়, তা বোঝা যায় না। এমতাবস্থায় ওই মার্কেট থেকে পণ্য ক্রয় করা জায়েয হবে কি না?
যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার করণীয় কী? কেননা সে তো হালাল টাকা দিয়ে কিনেছে। কেউ যদি ভুলবশত এ মার্কেট থেকে মাল ক্রয় করে ফেলে তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর : চুরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও জঘন্যতম অপরাধ। আর চোর চুরি করা বস্তুর মালিক হয় না। তাই চুরি করা বস্তু তার মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া জরুরি। সুতরাং কোনো বস্তুর ব্যাপারে চুরিকৃত হওয়া নিশ্চিত হলে বা প্রবল ধারণা হলে তার ক্রয়-বিক্রয় কোনোটাই জায়েয নেই। অজান্তে খরিদ করে থাকলে জানার পর তা ফেরত দিয়ে মূল্য নেওয়া জরুরি। (১২/২৮৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٣٠ (٣٥٣١) : عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه» .

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٧٨١ (٢٣٣١) : عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن .

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١١ : ومن باع ملك غيره ثم اشتراه وسلم إلى المشتري لم يجز ويكون باطلا لا فاسدا وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه ولو اشتراه الغاصب من المالك أو وهبه منه أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبل ذلك كذا في الفصول العمادية.

📖 جدید تجارت اور روز مرہ معاملات کے اشرعی احکام ص ۹۱ : چوری کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور چوری کرنے والا مسروقہ چیزوں کا مالک نہیں بنتا، لہذا گاڑی اور دیگر سامان چوری کرنے والا شخص ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، اس لئے چوری کرنے والے کے لئے ان چیزوں کو فروخت کرنا جائز نہیں اور اس کی آمدنی بھی قطعا حرام ہے اگر خریدار کو یہ معلوم ہو کہ گاڑی اور دیگر سامان وغیرہ چوری کا ہے تو اسکے لئے بھی ان چیزوں کا خریدنا اور اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۴۹۹ : جواب- جب چوری کا مال یقینا معلوم ہے تو اس کا خریدنا ناجائز ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۲۸۰ : جس شئ کے متعلق قرائن سے غالب خیال یہ ہو کہ یہ چوری کی ہے اس کو خریدنا درست نہیں اگر خرید چکا ہے تو واپس کردے اگر مالک کا علم ہو جائے تو اس کے حوالہ کردے پھر چاہے تو اس سے معاملہ کرکے خرید لے۔

Scanned by CamScanner

باب القصاص والدية

পরিচ্ছেদ : কেসাস ও দিয়ত

খুনি-জাদুকরকে জাদু করে হত্যা করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তিকে জাদু করে হত্যা করা হয়। কিছুদিন পর দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষীর মাধ্যমে জাদুকরের সন্ধান পাওয়া যায়। জানার বিষয় হলো, উক্ত হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ জাদু বা অন্য কোনো পন্থায় জাদুকরকে হত্যা করতে পারবে কি না?

উত্তর : জাদুকর ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে জাদু করে হত্যা করার শরয়ী প্রমাণ তথা সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হলে শরীয়তের আলোকে জাদুকরকে তার শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য উক্ত হত্যার শাস্তি বাস্তবায়ন করার অনুমতি নেই। বরং সরকার বা প্রশাসনই একমাত্র উক্ত শাস্তি বাস্তবায়ন করার অধিকার রাখে। (১৭/৮৭০/৭৩৪৮)

খুনিকে তার অনুসৃত পদ্ধতিতে হত্যা করা

প্রশ্ন : হত্যাকারী মানুষের প্রাণ বিনাশকালে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে হত্যার সময়ও ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরি কি না?

উত্তর : কেসাস কেবল তরবারি বা তার চেয়ে ধারালো কোনো অস্ত্রের মাধ্যমেই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে হত্যাকারী কিভাবে হত্যা করেছে, তা দেখা হবে না। (১১/৬৪৫/৩৪৪৬)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ٢/ ٨٨٩ (٢٦٦٨) : عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود إلا بالسيف» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤ : ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ونحوه كذا في الكافي حتى إن من حرق رجلا بالنار، أو غرقه بالماء تضرب علاوته بالسيف، وكذلك إذا قطع طرف إنسان ومات تحز رقبته بالسيف، ولا يقطع طرفه، وكذلك إن شجه هاشمة، ومات تقطع علاوته بالسيف هكذا في محيط السرخسي -

Scanned by CamScanner

সরকারিভাবে র‍্যাবের ক্রসফায়ারের বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে সরকারিভাবে র‍্যাবের মাধ্যমে মানুষ হত্যার যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তা শরীয়ত গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত কি না? এবং এতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কি না? ক্রসফায়ারে মারা গেলে তার জন্য দায়ী কে?

উত্তর : দেশ ও জাতির শত্রু, অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা চালানো সরকারেরই দায়িত্ব। সম্ভব না হলে তাদেরকে ধরে এনে আদালতের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব না হয় তাহলে সরকার কর্তৃক ত্বরিত বিচার ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ দলের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় হামলা করে তথায় তাদের বিচার সম্পূর্ণ করবে। এতে তাদের আক্রমণের মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষামূলক গুলি করে তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসম্মত হবে, অন্যথায় নয়।

আর যাদের ব্যাপারে আদালত পূর্বেই মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন কিন্তু তারা নাগালের বাইরে থাকার কারণে তাদের ওপর উক্ত রায় কার্যকর করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আদালত কোনো বিশেষ দলকে এ রায় কার্যকর করার ক্ষমতা দিয়ে থাকলে তারা অপরাধীদের ওপর তা কার্যকর করতে পারবে বিধায় র‍্যাব যদি তাদেরকে হত্যা করে তাহলে তা শরীয়ত পরিপন্থী হবে না। (১১/৬৪৫/৩৪৪৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٦٤ : (وعلى هذا) القياس (المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم انتهى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦٤ : وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي: سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة - {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} - كما نشاهد.
قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اه

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٨٧ : وإذا قتل قاطع الطريق، أو قطع فليس عليه ضمان المال، كذا في المحيط وكذا لا يضمن ما قتل، وما جرح، كذا في التبيين.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٨ : أما التنصيص: فهو أن ينص على إقامة الحدود؛ فيجوز للخليفة إقامتها بلا شك.

Scanned by CamScanner

وأما التولية فعلى ضربين: عامة، وخاصة فالعامة: هي أن يولي رجلا ولاية عامة، مثل إمارة إقليم أو بلد عظيم فيملك المولى إقامة الحدود وإن لم ينص عليها؛ لأنه لما قلده إمارة ذلك البلد فقد فوض إليه القيام بمصالح المسلمين - وإقامة الحدود معظم مصالحهم - فيملكها، والخاصة: هي أن يولي رجلا ولاية خاصة، مثل جباية الخراج ونحو ذلك فلا يملك إقامة الحدود؛ لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود، ولو استعمل أمير على الجيش الكبير فإن كان أمير مصر أو مدينة فغزا بجنده - فإنه يملك إقامة الحدود في معسكره؛ لأنه كان يملك الإقامة في بلده، فإذا خرج بأهله أو ببعضهم ملك عليهم ما كان يملك فيهم قبل الخروج.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۵۱۷ : الجواب-مباشرت فعل کے بعد حاکم زوج اور مولی کے سوا کسی کو تعزیر لگانے کی اجازت نہیں-البتہ ایسے لوگ جو ظلم وفساد میں مشہور ہوں اور حکومت سے چھپے ہوئے ہوں انہیں قتل کرنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے-

দুর্ঘটনার শিকার গাড়ির মালিকপক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের টাকা গ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বাস দুর্ঘটনায় দুটি কন্যাসন্তান মারা যায়। ঘটনাস্থলে অন্যান্য বাস, ট্রাক, রিকশা থেকে জোরপূর্বক কিছু টাকা নেওয়া হয়। আর অনেক যাত্রী এই করুণ ঘটনা দেখে কিছু টাকা দান করে এবং যে বাসে দুর্ঘটনা ঘটে তার মালিক ৪০ হাজার টাকা দিয়েছে। এ টাকা থেকে কাফন-দাফন এবং আমাদের দেশের প্রচলন হিসেবে কোরআন খতম ও তিন দিনের দিন জনসাধারণের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশ্ন হলো–

ক. দুর্ঘটনাকবলিত বাসের মালিক থেকে যে টাকা নেওয়া হয়েছে তা বৈধ হবে কি না?

খ. দুর্ঘটনার কারণে বাস, ট্রাক আটক করে যে টাকা নেওয়া হয়েছে তা বৈধ হবে কি না?

গ. ওয়ারিশগণ এসব টাকার মালিক হবে কি না? যদি ওয়ারিশদের জন্য ওই টাকা বৈধ না হয়, তাহলে ওই টাকা কোনো মক্তব বা মসজিদে অথবা সামাজিক অন্য কোনো কাজে খরচ করা যাবে কি না?

ঘ. ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম ও জনসাধারণের জন্য যে খাওয়ার ব্যবস্থা করল তা বৈধ হলো কি না?

উত্তর : (ক, গ ও ঘ) গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক গাড়ির মালিক বা সাধারণ লোকেরা যে টাকা-পয়সা দান করে, সেগুলো

Scanned by CamScanner

সাধারণত মৃতের ওয়ারিশদেরকে লক্ষ করে দেওয়া হয়। সুতরাং তা তাদেরই প্রাপ্য হক। আর যদি মৃতের কাফন-দাফনের জন্য বা অন্য প্রাসঙ্গিক খরচ ও তার ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে টাকা দেয়, তখন সেগুলো দাতাদের নির্দেশিত খাতেই ব্যয় করতে হবে। ওই সব টাকা রসম-রেওয়াজে ব্যয় করা বৈধ হবে না। মৃত ব্যক্তির জন্য টাকা দিয়ে কোরআন খতম করা বা তিন দিনা, চল্লিশা ইত্যাদি করা নাজায়েয বিধায় তা বর্জনীয়।

খ. জবরদস্তি করে কারো থেকে টাকা নেওয়া জায়েয নেই। এরূপ টাকার মালিককে খুঁজে পেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি। অন্যথায় মালিকের নামে গরিব-মিসকীনদের সদকা করে দিতে হবে। (৬/৩২২/১২০৪)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦ / ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

📖 فتاوی نظامیہ ص ۱۴۴ : ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جانے پر خواہ بیمہ پالیسی کی سب سے یا حکومت کی جانب سے ملی ہوئی رقم کو دینے والے نہ تو شرعی دیت کی طور سے دیتے ہیں اور نہ حکم وراثت کے تحت دیتے ہیں بلکہ مرنے والے کے بیوی بچوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کی عیال داری اور نان ونفقہ کی ذمہ داری مرنے والے پر تھی ان کو بطور تعاون وامداد ملتی ہے اس لئے صورت مسؤلہ میں حکم شرعی یہ نکلے گا کہ مرحوم کے متروکات کے سہام میں جتنے جتنے سہام ان کی ماں وبیوہ کے ہیں اس کو دیکر جو بچے وہ سب کو اولاد نابالغین کے لئے محفوظ رکھا جائے اور ایکسیڈنٹ میں جو رقم ملی ہے اس کو اسی طرح محفوظ رکھکر استعمال کیا کرے۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٠ : وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". اهـ وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره.

Scanned by CamScanner

باب شرب الخمر

পরিচ্ছেদ : নেশাদ্রব্য পান

নেশাগ্রস্তের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে করণীয়

প্রশ্ন : নেশাখোর, যার হাতে অন্যদের জীবননাশের হুমকিও আছে যেকোনোভাবে তার জীবননাশের ব্যবস্থা করা কি জায়েয হবে, নাকি পাপ হবে?

উত্তর : নেশা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম। এর জন্য শরীয়ত কর্তৃক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। তবে উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য ইসলামী হুকুমত হওয়া শর্ত। বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত না থাকায় উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করা বৈধ হবে না। বরং তাকে বোঝানোর মাধ্যমে নেশা করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। এর পরও যদি সে উক্ত নেশা থেকে নিজেকে বিরত না রাখে তাহলে তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করবে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত কারণে তার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। (১৭/৭০৪)

📖 سورة الإسراء الآية ٣٣ : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٠١ (٦٨٧٨) : عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة ".

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ١٩٤ (١٧٠٧) : حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: «جلد النبي صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم أربعين»، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، "
وكل سنة، وهذا أحب إلي.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۱۳ : اگر دو عادل گواہوں سے کسی شخص کا شراب پینا ثابت ہو جاوے تو شریعت میں اس کی سزا اسی (۸۰) کوڑے ہیں مگر یہ سزا حکومت اسلامی ہونے کی صورت میں حاکم اسلام یعنی قاضی جاری کر سکتا ہے اور اب چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے تو یہ حد بھی جاری نہ ہو گی لہذا ان لوگوں کی تنبہ برادری کے طریقہ سے کی جاوے یعنی اول ان سے توبہ کرائی جاوے اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان سے تعلقات برادرانہ منقطع کرالئے جاویں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۸/ ۵۵۳ : جان سے مارنے کا نہ خود حق ہے نہ کسی اور کے ذریعہ سے قتل کرانے کی اجازت ہے ایسا ارادہ ہر گز نہ کریں ورنہ سخت وبال میں گرفتار ہوں گے ہاں برادری کے ذریعہ یا قانونی حیثیت سے اپنی شکایات دور کرے اور تحفظ کی کوشش کرے۔

Scanned by CamScanner

باب التعزير

পরিচ্ছেদ : তা'যীর

তা'যীরের সংজ্ঞা, পরিমাণ ও গ্রাম্য সালিসের হুকুম

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে তা'যীর কাকে বলে এবং তার পরিমাণ কী? এবং কে প্রয়োগ করতে পারে। গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে অপরাধীকে যে বেত্রাঘাত বা জুতা মারা হয়, এটা তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : যে সমস্ত অপরাধের ওপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, ওই সমস্ত নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তি প্রদান করাকে তা'যীর বলে। এর পরিমাণ স্থান-কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এ ধরনের শাস্তি প্রশাসন ছাড়াও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সমাজপতিগণও প্রদান করতে পারেন। তবে বর্তমানে ফিতনার প্রবল আশঙ্কা থাকায় প্রশাসন বা প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া তা'যীরের প্রয়োগ অনুচিত। এমতাবস্থায় সাময়িকভাবে সামাজিক বয়কট করা সমীচীন। বেত্রাঘাত বা জুতা মারা তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ৩৯-এর অধিক না হওয়া আবশ্যক। (৯/৬৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/٦٠ : وشرعا (تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاثة) لو بالضرب، وجعله في الدرر على أربع مراتب وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها، فإن من كان من أشراف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام، وأرى أنه بالضرب صواب نهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٦٠ : (قوله تأديب دون الحد) الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها، وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه.والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير.

📖 فيه أيضا ٤/ ٦٢ : (قوله والتعزير ليس فيه تقدير) أي ليس في أنواعه، وهذا حاصل قوله قبله ويكون به وبالصفع إلخ. قال في الفتح: وبما ذكرنا من تقدير أكثره يعرف ما ذكر من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام: أي من أنواعه، فإنه يكون بالضرب وبغيره. أما إذا اقتضى رأيه الضرب في

Scanned by CamScanner

خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين. اهـ قلت: نعم له الزيادة من نوع آخر، بأن يضم إلى الضرب الحبس كما يذكره المصنف، وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني. قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية، فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة، كما إذا أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه، وكذا ينظر في أحوالهم، فإن من الناس من ينزجر باليسير، ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ۷۵۲ : الجواب- جن جرائم پر شرعا حد واجب نہیں ان میں ہر جرم کی سزا اس کے انداز کے موافق ہے جس کی کوئی کیفیت یا تعداد شرعا مقرر نہیں بلکہ قاضی یا اس کے قائم مقام حکم وغیرہ کی رائے پر ہے کہ جس جرم کی مناسب جو سزا مارنا یا قید یا زبانی تنبیہ وغیرہ کافی سمجھے اس کا استعمال کرے البتہ اگر مارنے کی سزا تجویز کرے تو اس میں یہ شرط ہے کہ انتالیس کوڑے سے زیادہ تجویز نہ کرے اور اس سزا میں اس شخص کے حال کی بھی رعایت کی جائے جس پر سزا جاری کی جاتی ہے، اگر کوئی شریف آدمی ہے جس کیلئے زبانی تنبیہ مارنے پیٹنے کے برابر یا زیادہ سمجھی جاتی ہے تو اس کے لئے زبانی تنبیہ پر اکتفا کیا جائے۔

পশুর সাথে অপকর্ম করার শাস্তি ও পশুর হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একটি পশুর সাথে অপকর্ম করেছে এবং তা লোকজন দেখে ফেলেছে। এমতাবস্থায় উক্ত অপকর্মকারীর শাস্তি কী হওয়া দরকার? এবং এ ধরনের পশুর হুকুম কী হবে? এবং এ ধরনের পশুর গোশত খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পশুর সাথে অপকর্মকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে শাস্তির উপযুক্ত। তবে এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য যেহেতু দোষী ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করা তাই দোষী ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শাস্তি কমবেশি হতে পারে, যা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে হবে। তবে অপরাধের স্মৃতি মোচনের জন্য ওই জানোয়ার না রেখে দূরে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়াটাই সমীচীন হবে এবং এ ক্ষেত্রে তার মূল্য মালিকের জন্য হালাল হবে। আর এ ধরনের পশুর গোশত খাওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল ও বৈধ হবে। (১২/২১৩/৩৮৮১)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٩١٠ (٤٤٦٥) : عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٧/ ١٦٣ : (قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟) أي إنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل؟ (قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا) أي من العلل والحكم (ولكن أراه) بضم الهمزة أي أظنه (كره) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها) أي بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك (وقد فعل بها ذلك) أي الفعل المكروه-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٩٣ : (ومن وطئ بهيمة لا حد عليه) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بيناه، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥ / ٤٥ : وإن كانت مما تؤكل أكلت، وضمن عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا تؤكل -

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٤ / ٥٥٦ : الجواب —فی الدر المختار: ولا يحد بوطئ بهيمة بل يعزر الخ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک تو اس گائے کا ذبح کرکے کھانا جائز تھا اور صاحبینؒ کے نزدیک گو اس کا کھانا مناسب نہیں بلکہ جلانا مناسب ہے لیکن اس حکم کی اصل علت یہ ہے کہ اس کو بار بار دیکھ کر اس کا چرچا نہ ہو، معلوم ہوا کہ اگر کسی اور طریق سے چرچا قطع ہو جاوے تو مقصود حاصل ہو گیا جیسا کہ صورت سوال میں تصریح ہے کہ وہ دور چلی گئی اب نظر ہی نہ آوے گی کہ چرچا کیا جاوے پس مقصود حاصل ہو گیا کہ جبکہ وہ بہیمہ غیر واطی کا ہو تو وہ واطی کے ہاتھ اس کی بیع کے جائز ہونے سے معلوم ہوا کہ قیمت اس کی حلال ہے اور ان سب امور سے قطع نظر کرکے جب اس کا احراق ممکن نہیں اور تکلیف مالا یطاق شرعا مرتفع ہے تو اس شخص کو اس قدر تنگ کرنا کب درست ہے نیز یہ حکم درجہ وجوب میں نہیں پس غیر واجب کے ترک پر اس قدر تشدد یہ خود تعدی حدود شرعیہ سے ہے اس لئے سب پر واجب ہے کہ جب وہ شخص تائب ہو گیا اس کو پریشان نہ کریں ورنہ عاصی ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۵ / ۵۰۳ : الجواب—اس شخص پر تعزیر ہے جس کی مقدار حاکم کی رائے پر ہے اور بھینس کو ذبح کرکے دفن کردینا یا جلادینا مندوب ہے، بد فعلی کرنیوالا شخص بھینس کی قیمت کا مالک کے لئے ضامن ہوگا ذبح کرکے دفن کرنا ضروری اور واجب نہیں صرف اس لئے مندوب ہے کہ گناہ کی یادگار کو ختم کرنے سے بد فعلی کرنے والے سے عار زائل ہو جائے، اس لئے اگر ذبح نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کا گوشت اور دودھ وغیرہ بلاشبہ حلال ہے۔

পরনারীকে স্পর্শ বা চুমু খাওয়ার শাস্তি

প্রশ্ন : ছেলে-মেয়ে বিবাহের পূর্বে চুমু খেয়েছে বা স্পর্শ করেছে। এরপর তাদের দুজনেরই অন্যত্র বিবাহ হয়। তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে শাস্তির উপযোগী হবে কি না? তাদের কি দোররা মারতে হবে?

উত্তর : পরমহিলাকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। লোক সমাজে তা প্রকাশ না ঘটলে ও নিজেকে আল্লাহর শাস্তি জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত হবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে খাঁটিমনে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে। অবশ্য সমাজে এর জানাজানি হলে সমাজপতিদেরও দায়িত্ব হবে এরূপ অপরাধ সংঘটিত না হয় মতো শাস্তির ব্যবস্থা করা। শাস্তির পরিমাণ ও ধরন নির্দিষ্ট নেই। দমন যেভাবেই হয়, তা করতে পারে। তবে নেতৃস্থানীয় কোনো আলেমের পরামর্শে ও প্রশাসনের সহযোগিতায় শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত, যাতে কোনো ফিতনার উৎপত্তি না ঘটে। (৮/২৯৯)

📖 سورة النساء الآية ١١٠ : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٦٩/٢ : رجل قبل حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر وكذا لو جامعها فيما دون الفرج فإنه يعزر كذا في فتاوى قاضي خان۔

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٤١٩ (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له»۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٧٥٣ : اگر کوئی شخص تعزیر دینے پر قادر ہے تو وہ ہندوستان میں بحالت موجودہ بھی شرعا تعزیر دے سکتا ہے اور قاعدہ تعزیر کا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص صورت شرعا معین نہیں ہوتی بلکہ محض حاکم اور قاضی کے صوابدید پر موقوف ہوتی ہے قاضی جو سزا جرم اور مجرم کی حیثت کے موافق مناسب سمجھے وہ دیدے خواہ درے لگانا ہو یا قید کرنا، یا زبانی زجر و توبیخ کرنا کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف ہیں کسی کو ادنی سی تنبیہ کافی ہو جاتی ہے اور کسی کے لئے درے بھی کافی نہیں ہوتے اس کے یہ معاملہ قاضی کے رائے پر مبنی ہے صرف یہ شرط ہے کہ اگر درے یا کوڑے لگائی جائیں تو انتالیس سے زائد نہ ہوں اور کوڑے یا درے مارنے کی صورت تفصیل یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے کوڑے مارنے ہیں تو ایک ہی جگہ مارے جائیں تمام بدن پر پھیلائے نہ جائیں۔

অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সামাজিক নিয়ম

প্রশ্ন : কোনো এক গ্রামের মাতব্বররা সম্মিলিতভাবে একটি নিয়ম করেছে যে যদি আমাদের গ্রামে কেউ চুরি অথবা এরূপ কোনো খারাপ কাজ করে, সামাজিক শাস্তিস্বরূপ তার থেকে নির্ধারিত কিছু টাকা নেওয়া হবে। পরে এই টাকা সামাজিক উন্নয়নে যেমন বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহারের জন্য প্লেট, সভা-সমিতির প্যান্ডেলের জন্য পর্দার কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করা হয় এবং উল্লিখিত কাজে ব্যবহারও করা হয়। প্রশ্ন হলো, এরূপ টাকা নেওয়া জায়েয কি না? এবং তা উল্লিখিত খাতে ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে বিকল্প পথ কী? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : মূলত অর্থদণ্ড শরীয়ত সমর্থিত নয়। অন্যায় ও খারাপ কাজ রোধ করার নিমিত্তে অর্থদণ্ড ছাড়া সমাজপতিগণ সামাজিকভাবে অন্যায়কারীকে অন্য শাস্তি যথা সামাজিক বয়কট করতে পারে। সামাজিক শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেও এ টাকা ব্যবহার করা জায়েয হবে না, বরং তা পৃথকভাবে রেখে দিতে হবে। অন্যায়কারী কৃত অন্যায় থেকে সম্পূর্ণরূপে তাওবা করে নিলে পুনরায় তাকে তার মাল ফেরত দিতে হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা সামাজিক কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে না। বরং উক্ত টাকা বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে জমা থাকবে, পরবর্তীতে অন্যায়কারী অন্যায় থেকে ফিরে এলে তাকে ফেরত দিতে হবে। (৯/৬৭৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ

Scanned by CamScanner

ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي-

📖 فتح الباری (دار الريان) ۱۰/ ۵۱۳ : فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها-

قوله : وقال كعب أي بن مالك الأنصاري حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر خمسين ليلة وهذا طرف من الحديث الطويل وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر المغازي وذكر حديث عائشة إني لأعرف غضبك ورضاك وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء ووجدهن في كتاب النكاح قال المهلب غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز وأنه يتنوع بقدر الجرم فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۳۸ : ایسا کھانا کھانا اور اس طرح جرمانہ کرنا یا اس کا وصول کرنا یا اس روپیہ کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ سب حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۵۴۱ : جرمانہ ہمارے امام صاحب کے مذہب میں حرام ہے اس لئے یہ رقم جائز نہیں البتہ اگر سیاست کی ضرورت ہو تو اس امر کی اجازت ہے کہ اس سے کوئی مقدار مال کی لی جاوے اور چندروز تک اس کو اپنے پاس رکھکر جب وہ خوب دق ہو جائے اس کو واپس کردی جائے یہ بھی اس شخص کو جائز ہے جس میں دو وصف ہوں (۱) حکومت واختیار رکھتا ہو تاکہ فتنہ نہ ہو (۲) معتمد ومتدین ہو کہ بعد چندے واپسی پر اطمینان ہو ورنہ یہ بھی جائز نہیں۔

অপরাধে জড়ালেই টাকা নেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিচারের মুরব্বিদের একটি আইন আছে যে বিচার পরে হবে, আগে উভয় পক্ষকে ৫০০০ করে টাকা জমা দিতে হবে, এটা নেওয়া হয় অপরাধের জন্য। অর্থাৎ কেন তারা এরূপ মারামারি বা গণ্ডগোল করল। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা নিয়ে

Scanned by CamScanner

তাদের খাওয়া জায়েয হবে কি না? অথবা মসজিদ-মাদরাসার কোনো কাজে বা বাথরুম বানানো যাবে কি না?

উত্তর : উক্ত বিচারকরা যে টাকা নিয়ে থাকে তা বিচারকরা নিজেরা খেতে পারবে না, কোনো ফকির-মিসকিনকে দিতে পারবে না এবং কোনো মাদরাসা বা মসজিদের কাজেও লাগতে পারবে না। বরং যার টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে। (১৬/৬৪৭)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۵۳ : جرمانۂ مالی کرنے کو امام صاحب کے مذہب میں ممنوع لکھا ہے اور امام ابو یوسف بغرض زجر و تنبیہ جائز فرماتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اسی کو دے دیا جائے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۱۳۵ : الجواب- مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے، مگر کچھ رقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

ইদ্দত চলাকালীন বিয়ে করায় মহিলাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা

প্রশ্ন : তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বসে। এ কারণে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ওই মহিলার ওপর এক হাজার টাকা জরিমানা করে। জানার বিষয় হলো, এ জরিমানাটি বৈধ হলো কি না? এবং উক্ত টাকা মসজিদে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো মহিলাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহ করা হারাম। এ ধরনের বিবাহ সহীহ হয় না। বরং এ ধরনের বিবাহের পর তাদের পরস্পর মেলামেশা মারাত্মক অপরাধ। তাই তাদেরকে সামাজিকভাবে তাওবা পড়িয়ে আলাদা করে দেবে। ইদ্দত শেষে মনে চাইলে উভয়ে বিবাহ করতে পারে। তবে জরিমানার টাকা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং এ টাকা মসজিদে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। (১২/৬৭১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي

Scanned by CamScanner

المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى.

📖 فتاوى محموديه (ادارهٔ صديق) ١٤/ ١٣٥ : الجواب-مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے، مگر کچھ رقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

অপরাধীকে বয়কট, অপমানিত ও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা

প্রশ্ন : আমরা জানি, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবর্তমানে ইসলামী আইন প্রয়োগ নিষেধ। আর আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামীরাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই, তাই কোনো ব্যক্তি যদি গুরুতর কোনো অপরাধ করে, এমতাবস্থায় অপরাধীকে তার অপরাধের দরুন শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই কোনো অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া, ভিন্ন কোনো সমাজ কর্তৃক তাকে সদস্য হিসেবে গণ্য না করা, তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে আজীবন কষ্ট দেওয়া ও অপমানিত করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি থেকে হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতির মতো গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হলে তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা বা তাদের সাথে সর্বপ্রকারের বয়কট করা জায়েয। তবে তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে আজীবন কষ্ট দেওয়া বা অপমানিত করা বৈধ হবে না। (১৭/৩৪২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٨٤ (٢٧٦٩) : قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة-

📖 الدر المختار ٤/ ٦٥ : (ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (ليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والمولى

Scanned by CamScanner

كما سيجيء. ... لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه
إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۵۴ : زنا کی حد شرعی دار الحرب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اجرائے حدود کے لئے دار الاسلام شرط ہے کما صرح به الدر المختار من کتاب الحدود لہذا فیما بینہ وبین اللہ توبہ بھی کافی ہے لیکن اگر مسلمان کسی جگہ متفق ہوں اور سب متفق ہو کر زانی سے قطع تعلقات کردیں اور جب تک توبہ نہ کرے مقاطعہ جاری رکھیں تو مناسب ہے۔

চিকিৎসা খরচের চেয়ে বেশি জরিমানা করা

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তি মারামারি করার ফলে এক ব্যক্তির মাথা ফেটে যায়। সে এর চিকিৎসা করে। পরে গ্রামের মাতব্বররা বসে অপর ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে। উক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা বাবদ ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা উক্ত ব্যক্তির জন্য বৈধ কি না?

উত্তর : কোনো অপরাধ রোধকল্পে অর্থদণ্ড শরীয়তসম্মত নয়, তবে ক্ষতিপূরণ নেওয়া শরীয়তসম্মত। তাই উল্লিখিত বিবরণে নির্যাতিত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণকল্পে চিকিৎসা খরচের সাথে তার সুস্বাস্থ্য গঠনের লক্ষ্যে উক্ত টাকা নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে। (১৭/৬১৮)

📖 البحرالرائق (دار الكتب العلمية) ٩ /٩٩ : (وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ أو ذهب أثره فلا أرش) وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - عليه أرش الألم وهو حكومة عدل؛ لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل وقال محمد - رحمه الله - عليه أجرة الطبيب؛ لأن ذلك أثر فعله فكان له أخذ ذلك من ماله وإعطاؤه الطبيب وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف عليه أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعلى هذا الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ /٥٢٠ : سوال-زید کو بکر نے چاقو مار کر شدید زخمی کردیا وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے علاج ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لینے میں اور پولیس میں زید کے کئی ہزار روپے خرچ ہو گئے اب صلح کے وقت زید بکر سے دس ہزار روپے کا مطالبہ کررہا ہے کیا زید کے لئے روپے وصول کرکے صلح کرنا جائز ہے؟

الجواب-جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

ছাত্রদের কী পরিমাণ প্রহার করা যাবে

প্রশ্ন : আমাদের কাছে মানুষ তাদের সন্তানদের লেখাপড়া ও তারবিয়াতের জন্য দেয়। তারবিয়াতের জন্য বা লেখাপড়া ঠিকমতো না করায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রহার করা হয়। তাই জানার বিষয় হলো, কী পরিমাণ প্রহার করা শরীয়তসম্মত?

উত্তর : ছাত্রদের আদর-যত্নের সাথে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পড়াশোনা ও সৎ চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করাই তা'লীম ও তারবিয়াতের উত্তম পন্থা। এ ক্ষেত্রে সাজা দেওয়ার প্রয়োজন হলে প্রহার ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তদুপরি অভিভাবকের অনুমতিক্রমে স্পর্শকাতর অঙ্গ যথা– চেহারা, মাথা ইত্যাদি বাদ দিয়ে শরীরে দাগ না পড়ে মত হালকা প্রহার করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে উক্ত পদ্ধতিও পরিহার করা শ্রেয়। (১৯/১০১)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ١/ ١٧٠ : والمنصوص أنه يجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات وسطا سليما، ولم يقيد بغير العصا۔

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٥/ ٨٣ : لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا فإنه يعذر ويضمنه لو مات۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۱۳۴ : طالب علم اگر بالغ ہے لڑکا ہو یا لڑکی تو اس کو تعلیم میں کوتاہی کرنے پر سزا دینا جائز ہے بشرطیکہ والدین کی طرف سے سزا دینے کی اجازت ہو اور اس کی حد یہ ہے کہ کما و کیفا و محلا ضرب معتاد سے زیادہ نہ ہو، مگر آجکل عوام کو علم دین کی طرف زمانہ سابق کی طرح رغبت نہیں رہی اس لئے اکثر والدین کو معلم کی سزا ناگوار ہوتی ہے، نیز معلم بھی آجکل زیادہ تر مسائل سے جاہل اور اخلاق سے کورے ہیں وہ حدود کی رعایت نہیں کرتے اس لئے زمانہ میں ایسے سوالات کا یہی جواب دیا جائے گا کہ معلم خود سزا نہ دے بلکہ جو لڑکا تعلیم میں کوتاہی کرے اسی دن والدین کو اطلاع کر دی جائے کہ یہ لڑکا محنت نہیں کرتا اب والدین خواہ سزا دیں یا نہ دیں اختیار ہے۔

শর্ত ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান করা

প্রশ্ন : ১. শুধু তা'লীম-তারবিয়াতের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো প্রকারের শারীরিক শাস্তি প্রদান বৈধ কি না? যদি বৈধ হয় তার পরিমাণ কতটুকু?

২. মাদরাসায় নিয়োগ অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত শারীরিক শাস্তি প্রদান না করার বিষয়টি জেনে স্বাক্ষর করার পরও যে শিক্ষক নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করবে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. শিক্ষার্থীদের বিশেষত নাবালেগ ছাত্র-ছাত্রীদের আদর-যত্নের সাথে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পড়াশোনা ও চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করাই তা'লীম ও তারবিয়াতের উত্তম পন্থা। তা'লীম ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তারা কোনো কানুন অমান্য করলে শরয়ী বিধান অনুযায়ী অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার বৈধতা রয়েছে। তবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই লক্ষণীয় :

ক. হাত দ্বারা শাস্তি দেওয়া, লাঠি, বেত ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দেওয়া যাবে না।

খ. একবারে তিনের অধিক প্রহার না করা।

গ. শরীরের নাজুক স্থানগুলো, যেমন–মাথা, চেহারা ইত্যাদিতে শাস্তি না দেওয়া।

ঘ. শরীরে ক্ষত বা দাগ পড়া কিংবা হাড়ে আঘাত লাগার মতো শাস্তি না দেওয়া।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর অভিভাবক অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হতে কোনো শিক্ষার্থীকে প্রহার করতে নিষেধ করা হলে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষেও প্রহার করার অনুমতি নেই। (১৮/৮৩৩)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٧/ ٣٥٩ (١٣٥١٧) : عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليا رجل في حد فقال: «اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره».

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ٣/ ١٢٣ : والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٣٠ : أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٦/ ١٠٢ : الجواب- چھوٹے بچوں کو بغیر چھڑی وغیرہ کے صرف ہاتھ سے وہ بھی ان کے تحمل کے موافق میں تین چپت تک مار سکتا ہے وہ بھی سر اور چہرہ کو چھوڑ کر یعنی گردن اور کمر پر، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ورنہ بچے قیامت میں قصاص لیں گے بچوں پر نرمی اور شفقت کی جائے اب پیٹنے کا دور تقریبا ختم ہو گیا،

Scanned by CamScanner

اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، بچے بے حیااور نڈر ہو جاتے ہیں، مار کھانے کی عادی ہو کر یاد نہیں کرتے بلکہ اکثر تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

২. শরীয়তবিরোধী নয়, এমন কোনো বিষয়ে ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। তাই স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গকারী গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার ব্যাপারে তাদের কানুন বাস্তবায়ন করতে পারবে। অথবা ভবিষ্যতে না করার ওয়াদা নিয়ে মাফ করে দেবে। কিন্তু যদি অনিচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে গোনাহ হবে না।

📖 سورة الإسراء الآية ٣٤ : ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٢٨ (٤٩٩٥) : عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه» -

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۵ / ۴۷۹ - ۴۸۰ : عہد دو طرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں جیسے ازل میں بندہ کا یہ عہد کہ بیشک اللہ تعالی ہمارا رب ہے اس عہد کا لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضاجوئی ہوتا ہے یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا ہے خواہ دنیا میں وہ مؤمن ہو یا کافر۔ دوسرا عہد مؤمن کا ہے جو شہادت ان لا الہ الا اللہ کے ذریعہ کیا گیا ہے جس کا حاصل احکام اللہ کا مکمل اتباع ہے اور اس کی رضاجوئی ہے۔

دوسری قسم عہد کی وہ ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے جس میں تمام معاہدات سیاسی تجارتی معاملات شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں۔

پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب ہے اور جو خلاف شرع ہوں ان کا فریق ثانی کو اطلاع کرکے ختم کردینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کرکے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ / ۲۴۲ : سوال - مدرسہ کے ناظم صاحب کا اپنے ماتحت مدرسین کے لئے حکم یہ ہے وہ سیاست میں حصہ نہ لیں تو اگر کوئی مدرس یا صدر مدرس اس کے خلاف کرے اور سیاست میں حصہ لے تو ناظم صاحب کو بازپرس کا حق ہوگا یا نہیں؟

الجواب - ایسی صورت میں ناظم صاحب کو بازپرس کرنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے خلاف عہد کیوں کیا۔

Scanned by CamScanner

অপরাধী ছাত্রের শাস্তির পরিমাণ

প্রশ্ন : কোনো ছাত্র অপরাধ করলে তাকে তার উস্তাদ কী পরিমাণ শাস্তি দিতে পারবে? এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমা আছে কি না? উস্তাদ ছাত্রের মাথায়, চেহারায়, কানে, ঘাড়ে, হাত বা লাঠি দ্বারা আঘাত করে শাস্তি দিতে পারবে কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : উস্তাদ ছাত্রের চরিত্র গঠন ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে যেকোনো শাস্তি দিতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় এমন শাস্তি দেওয়া, যার দ্বারা হাড় ভেঙে যায় বা শরীরে দাগ বা জখম হয়ে যায়, তা নিষিদ্ধ। এমনিভাবে মাথা, চেহারা তথা নাজুক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মারাও শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (১০/৬০০)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٤١٤ : ويفرق الضرب على الأعضاء إلا الرأس والفرج والوجه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وفى قول أبى يوسف يتقى الوجه والفرج والبطن والصدر-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٩ : ولا يجمع الضَرب في عضو واحد؛ لأنه يفضي إلى تلف ذلك العضو، أو إلى تمزيق جلده، وكل ذلك لا يجوز، بل يفرق الضرب على جميع الأعضاء من الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين إلا الوجه والفرج والرأس؛لأن الضرب على الفرج مهلك عادة، وقد روي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتق وجهه ومذاكيره» والضرب على الوجه يوجب المثلة وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة»، والرأس مجمع الحواس وفيه العقل فيخاف من الضرب عليه فوات العقل أو فوات بعض الحواس.وفيه إهلاك الذات من وجه وقال أبو يوسف - رحمه الله - أيضا: لا يضرب الصدر والبطن-

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٧٩ : لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا، فإنه يعزر ويضمنه لو مات.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٧٩ : (قوله ضربا فاحشا) قيد به؛ لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا، وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التتارخانية. قال في البحر: وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اهأي وإن لم يكن فاحشا (قوله ويضمنه لو مات) ظاهره تقييد الضمان بما

Scanned by CamScanner

إذا كان الضرب فاحشا، ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال: وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه، وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اه وقال في الدر المنتقى: يضمن المعلم بضرب الصبي.

📖 كفايت المفتي (دار الاشاعت) ٢/ ٢٠٣ : چہرہ اور مذاکیر کے علاوہ سارے بدن پر تا وقتیکہ تجاوز عن الحد نہ ہو مارنا جائز ہے یعنی اس طرح مارنا کہ بدن کہیں سے زخمی ہو جائے یا کہیں کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر سیاہ داغ پڑ جائیں یا ایسی ضرب ہو جس کا اثر قلب پر پڑتا ہو جائز نہیں اگر مارنے میں حد معلوم سے تجاوز ہو یا چہرہ اور مذاکیر پر خواہ ایک ہی ہاتھ چلائے گنا ہگار ہوگا، استاذ کو بشرط اجازت والدین اس قدر مارنے کا اختیار ہے جس کا جو مذکور ہوا اور وہ بھی جبکہ مارنے کے لئے کوئی صحیح غرض تادیب یا تنبیہ یا کسی بری بات پر سزا دہی ہو بے قصور مارنا یا مقدار قصور سے زیادہ مارنا جائز نہیں بلکہ استاذ خود مستحق تعزیر ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ٢٢٦ : الجواب- بوقت ضرورت بقدر ضرورت طلبہ کو سزا دینا جائز ہے، سزا کی کوئی حد مقرر نہیں طبائع و قوی کے اختلاف سے حکم مختلف ہوگا، البتہ اصولی طور پر چند امور کی پابندی ضروری ہے،

١/ چہرہ پر نہ مارا جائے،

٢/ اتنا نہ مارا جائے کہ زخمی ہو جائے،

٣/ تحمل سے زائد نہ ہو۔

অবাধ্য স্বামীকে স্ত্রী প্রহার করতে পারবে না

প্রশ্ন : স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীদের মৃদু প্রহার করতে বলা হয়েছে, কিন্তু স্বামী অবাধ্য হলে স্ত্রী কি তাকে প্রহার করতে পারবে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা স্বামীকে স্ত্রীর তুলনায় অধিক মর্যাদা দান করেছেন এবং শরীয়তে স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রথমে তাকে নসীহতের মাধ্যমে বোঝাবে, সংশোধন না হলে বিছানা ত্যাগ করবে। এতেও সংশোধন না হলে মৃদু প্রহার করার অনুমতি দিয়েছে এবং স্ত্রীকে স্বামীর সম্মানার্থে আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বামী অবাধ্য হলে স্ত্রী কখনো প্রহার করতে পারবে না। তবে অবাধ্য স্বামীর সাথে সদাচরণ ও আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার মাধ্যমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে। (১৯/২০৬)

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ٢٢٨ : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

📖 سورة النساء الآية ٣٤، ٣٥ : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٢٦ : وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٦ : (قوله وله ضرب زوجته على ترك الصلاة) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة، وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزير وأن الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير، وأن للولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن وأدب وعلم وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵/ ۱۷۳ : ج: شوہر اگر غلط کام کرے تو اس کو ضرور ٹوکا جائے مگر لب ولہجہ نہ تو گستاخانہ ہو نہ تحکمانہ نہ طعن وتشنیع کا، بلکہ بے حد پیار ومحبت کا اور دانشمندانہ ہونا چاہئے پھر ممکن نہیں کہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے۔

📖 فیہ ایضا ۵/ ۱۷۷ : عورت کے لئے شوہر کی بے ادبی جائز نہیں اور گالی گلوچ تو گناہ کبیرہ ہے۔

ছাত্রদের মোবাইল, রেডিও, ক্যাসেট ইত্যাদি ব্যবহারের শাস্তি

প্রশ্ন : মাদরাসায় ছাত্রদের নিকট রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল রাখা মাদরাসার আইনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো ছাত্র নিজের নিকট রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল লুকিয়ে রেখে ব্যবহার করে। মাঝেমধ্যে উস্তাদগণের নিকট ধরাও পড়ে। ছাত্রদের নিকট রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল ধরা পড়ার পর উস্তাদগণের মধ্যে দুই মত। কোনো কোনো উস্তাদ ওই রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল ছাত্রের সামনেই

Scanned by CamScanner

ভেঙে ফেলা—এমনকি পুড়িয়ে ফেলার পক্ষে। তারা বলে, এর আগে এই একই অপরাধে শাস্তি দিয়েও দেখা গেছে যে দুষ্ট ছেলেরা এই শাস্তির কোনো ধার ধারে না, বরং আবারও তাদের নিকট রেডিও-ক্যাসেট পাওয়া যায়। সুতরাং পর পর এরূপ রেডিও, ক্যাসেট, মোবাইল ভাঙতে ও পোড়াতে থাকলে মাদরাসার মধ্যে রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল রাখার ছাত্রদের কোনো সাহসিকতা ও মনমানসিকতা বাকি থাকবে না। আর কেউ কেউ বলে যে রেডিও-ক্যাসেট যেহেতু যান্ত্রিক ও মূল্যবান জিনিস তাই এভাবে তা ভেঙে ফেলা বা পুড়ে ফেলা ঠিক হবে না। বরং রেডিও, ক্যাসেট ও মোবাইল ছাত্রের অভিভাবককে দিয়ে দেবে, আর যদি কোনো ব্যক্তি ওই ছাত্রের কাছে জমা রেখে থাকে তবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা রেডিওতে খবরও শোনা হয় এবং ক্যাসেটে তো কেরাত বা জায়েয জিনিসও শোনা যায় এবং মোবাইল যোগাযোগসহ বিভিন্ন জরুরি কাজে আসে। তাই এসব ভেঙে ফেলা সম্পদ নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। উক্ত সমস্যার সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : মাদরাসার নিয়ম উপেক্ষা করে কোনো ছাত্র যদি মাদরাসায় মোবাইল, রেডিও ও ক্যাসেট রাখে এবং তা ধরা পড়ে তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের পূর্বঘোষিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে অথবা উপস্থিত শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। (৫/২২৩)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».

বিলম্ব ফির নামে ছাত্রদের থেকে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : ছাত্ররা বাড়ি থেকে মাদরাসায় দেরি করে এলে তাদের থেকে বিলম্ব ফির নামে টাকা নেওয়া কতটুকু বৈধ?

উত্তর : ছাত্রদের থেকে বিলম্ব ফির নামে জরিমানা নেওয়া বৈধ নয়। তবে বিলম্বের পরিমাণে নগদ টাকা দিয়ে খানা ক্রয় করার বিধান করা বৈধ। (১৫/২০০/৫৯৮৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٦١ : (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر

Scanned by CamScanner

ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۴۲- ۵۴۳ : سوال-ایک مدرسہ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی طالب علم وہاں داخل ہوتا ہے تو مہتمم مدرسہ اس کے وارث سے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تم اگر غیر حاضر ہو گے یا کوئی تقصیر کرو گے تو تم کو آدھ آنہ یا زیادہ حسب قواعد مدرسہ علاوہ وظیفہ معہودہ کے بطریق جرمانہ دینا ہوگا... اس قاعدہ میں کوئی قباحت شرعیہ ہے یا نہیں؟

الجواب- تعزیر مالی یعنی جرمانہ تو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اور حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی مؤید بھی ہے پس جرمانہ کے طور پر تو یہ لینا درست نہ ہوگا البتہ اس کا اور طریق ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس غیر حاضری پر اس طالب علم کو خارج قرار دیا جائے غیر حاضری کی سزا تو یہ ہو اور آئندہ کو داخل کرنا بذمہ اہل مدرسہ واجب تو ہے نہیں مباح ہے، مباح میں جو کہ متقوم ہو مال کی شرط لگانا جائز ہے اور یہاں مدرسہ کے مکان سے انتفاع مدرسین سے تعلیم یہ سب امور ایسے ہیں جن پر متولی کو اجرت لینا جائز ہے، پس اس اجرت میں وہ پیسے لے لئے جاویں اور اس تقریر کی تصریح کر دی جایا کرے تاکہ عقد مبہم نہ رہے۔

অনুপস্থিতি বাবদ টাকা নেওয়ার আইন করা

প্রশ্ন : অনুপস্থিতির কারণে টাকা জরিমানা করা জায়েয হবে কি না? যদি কেউ এ কথা বলে যে জরিমানাটা মাদরাসার কানুনে থাকলে সেই কানুনের ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। কথাটি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

অন্য একজন এ কথা বলে যে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার নাম কেটে গেছে। সুতরাং তার নতুনভাবে নাম জারির জন্য নেওয়া হচ্ছে, উক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কি না?

বি:দ্র:. অনুপস্থিতির কারণে যে টাকা নেওয়া হয় তা হলো দিনে ১০ টাকা কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি পুরনো ছাত্রদের জন্য ১৫০ টাকা ও নতুনদের জন্য ২০০ টাকা।

উত্তর : ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণে শাস্তিস্বরূপ আর্থিক জরিমানা আদায় করা কানুনের ভিত্তিতেও জায়েয নেই। তবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি কানুন করে যে কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে তাকে নিজের সিট ভাড়া বা খানার টাকা বহন করতে হবে, যার বিনিময় এত টাকা বা এত দিন অনুপস্থিত থাকলে সে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে ভর্তির খাতায় নাম তুলতে হলে ভর্তি ফি আদায় করতে হবে–এ পদ্ধতিতে টাকা আদায় করা বৈধ হবে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, সাধারণ ভর্তি ফি এবং নাম কাটার ভর্তি ফির মধ্যে তারতম্য হতে পারে। (১৬/১৩৯)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۴۲- ۵۴۳ : سوال -ایک مدرسہ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی طالب علم وہاں داخل ہوتا ہے تو مہتمم مدرسہ اس کے وارث سے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تم اگر غیر حاضر ہوگے یا کوئی تقصیر کروگے تو تم کو آدھ آنہ یا زیادہ حسب قواعد مدرسہ علاوہ وظیفہ معہودہ کے بطریق جرمانہ دینا ہوگا... ... اس قاعدہ میں کوئی قباحت شرعیہ ہے یا نہیں؟

الجواب- تعزیر مالی یعنی جرمانہ تو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اور حدیث لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منہ، اس کی مؤید بھی ہے پس جرمانہ کے طور پر تو یہ لینا درست نہ ہوگا البتہ اس کا اور طریق ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس غیر حاضری پر اس طالب علم کو خارج قرار دیا جائے غیر حاضری کی سزا تو یہ ہو اور آئندہ کو داخل کرنا بذمہ اہل مدرسہ واجب تو ہے نہیں مباح ہے، مباح میں جو کہ متقوم ہو مال کی شرط لگانا جائز ہے اور یہاں مدرسہ کے مکان سے انتفاع مدرسین سے تعلیم یہ سب امور ایسے ہیں جن پر متولی کو اجرت لینا جائز ہے، پس اس اجرت میں وہ پیسے لے لئے جاویں اور اس تقریر کی تصریح کر دی جایا کرے تاکہ عقد مبہم نہ رہے۔

ছাত্রদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা

প্রশ্ন : কোনো তালিবুল ইলম নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় উপস্থিত না হলে জরিমানা বাবদ যে টাকা আদায় করা হয় তা ঠিক কি না? এবং তা কোথায় খরচ করবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অর্থদণ্ড মূলত শরীয়ত সমর্থিত নয়। অপরাধ রোধ করার নিমিত্তে সাময়িকভাবে অপরাধীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। তবে অপরাধ থেকে ফিরে আসার পর উক্ত অর্থ অপরাধীকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। কোনো তালিবে ইলমকে শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলে পরবর্তীতে উক্ত টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। (৯/৬৯৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۳۶ : الجواب-بلا تاویل جائز نیست عند الحنفیہ مگر تاویلش بدیں سان تواند شد کہ در آں ماہ اجرت عمل بمقدار جرمانہ زائد مقرر گفتہ شود۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۲/ ۱۶۶ : جواب-مالی جرمانہ ناجائز ہے اور امام ابو یوسفؒ سے جو تعزیر بالمال کے جواز کی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مدت کے لئے اس کا مال روک لیا جائے اور جب انزجار کی امید ہو جائے تو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔

ছাত্রদের অবহেলা রোধে অর্থদণ্ড

প্রশ্ন : বর্তমানে ছাত্রদের কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় অনুপস্থিতির কারণে যদি জরিমানাও না করা হয় তাহলে ছাত্ররা সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করতে থাকবে। তাই জরিমানার শরীয়তসম্মত একটি পদ্ধতি জানিয়ে দিলে ভালো হয়।

উত্তর : মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি কানুন করে যে, কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে তাকে নিজের সিট ভাড়া বা খানার টাকা বহন করতে হবে, যার বিনিময় এত টাকা বা এত দিন অনুপস্থিত থাকলে সে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে ভর্তির খাতায় নাম তুলতে হলে ভর্তি ফি আদায় করতে হবে–এ পদ্ধতিতে টাকা আদায় করা বৈধ হবে। (১৬/১৩৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۴۲ -۵۴۳ : سوال-ایک مدرسہ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی طالب علم وہاں داخل ہوتا ہے تو مہتمم مدرسہ اس کے وارث سے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تم اگر غیر حاضر ہوگے یا کوئی تقصیر کروگے تو تم کو آدھ آنہ یا زیادہ

Scanned by CamScanner

حسب قواعد مدرسہ علاوہ وظیفہ معہودہ کے بطریق جرمانہ دینا ہوگا... اس قاعدہ میں کوئی قباحت شرعیہ ہے یا نہیں؟

الجواب- تعزیر مالی یعنی جرمانہ تو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اور حدیث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه،اس کی مؤید بھی ہے پس جرمانہ کے طور پر تو یہ لینا درست نہ ہوگا البتہ اس کا اور طریق ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس غیر حاضری پر اس طالب علم کو خارج قرار دیا جائے غیر حاضری کی سزا تو یہ ہو اور آئندہ کو داخل کرنا بذمہ اہل مدرسہ واجب تو ہے نہیں مباح ہے، مباح میں جو کہ متقوم ہو مال کی شرط لگانا جائز ہے اور یہاں مدرسہ کے مکان سے انتفاع مدرسین سے تعلیم یہ سب امور ایسے ہیں جن پر متولی کو اجرت لینا جائز ہے، پس اس اجرت میں وہ پیسے لے لئے جاویں اور اس تقریر کی تصریح کر دی جایا کرے تا کہ عقد مبہم نہ رہے۔

জরিমানার টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করা

প্রশ্ন : জরিমানার টাকা দ্বারা মসজিদের প্রস্রাবখানা ও পায়খানা তৈরি করা জায়েয হবে কি? যদি তৈরি করা হয় তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : ফিকাহবিদদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী অর্থদণ্ড অবৈধ। তবে কোনো কোনো ফিকাহবিদ বিশেষ ক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করলেও পরবর্তীতে তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। অথবা তার অনুমতিক্রমে যেকোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, মালিকের অনুমতি ছাড়া বাথরুম করা অবৈধ। এ পরিমাণ টাকা মালিককে পরিশোধ করা হলে বা মালিক স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়ে দিলে তা বৈধ হবে। (১২/৯৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٦٧ : وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۵۳ : جرمانۂ مالی کرنے کو امام صاحب کے مذہب میں ممنوع لکھا ہے اور امام ابو یوسف بغرض زجر و تنبیہ جائز فرماتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اسی کو دے دیا جائے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۴/ ۱۳۵ : الجواب- مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے، مگر کچھ رقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৭

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner